র স্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-১ …লোচক মাসিক পত্র।

…তীয় পর্ব।

বাপ্তিস্ত …মিষন যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

…ম্বৎ ১৯২২।

সূচী।

[illegible]	[illegible]	[illegible]	৭২
[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৯
[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৬
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১৫৭
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১৭
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১৬৮
[illegible]	[illegible]	বৃহদাকার কূর্ম্ম,	৪৩
[illegible]	১১২	[illegible]	২৩
[illegible]	[illegible]	[illegible]	৮৭
[illegible]	[illegible]	[illegible] রাজা,	৩১
[illegible]	[illegible]	রবর্ট ক্রস,	১
[illegible]	[illegible]	রাজ্যাভিষেক,	২৪
[illegible]	[illegible]	[illegible] রাজা,	৬৯
[illegible]	[illegible]	শিঙ্গাপুর,	১২৯
[illegible]	[illegible]	[illegible] দুর্গতি,	[illegible]
[illegible]	[illegible]	শ্যেনমৃগয়া,	৯১
[illegible]	[illegible]	[illegible] ভাণ্ডার,	১৩
[illegible]	১৪৪	সাক্ষী,	১৫০
[illegible]	[illegible]	[illegible]	৩৩
[illegible]	১২,১৬,১১১,১৪১,১৬০,১৭২,১৮১	সিরোহী রাজা,	৪৫
[illegible]	১০৭	সেন রাজাদিগের বংশাবলী,	৫৮
[illegible]	৮৩	[illegible]বেশে দেশভ্রমণ,	১৯
[illegible]	১১৩	সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে?	৯
[illegible]	১৩১	হাইদরাবাদের ইতিহাস,	৯০
[illegible]	১১১	হাফেজ,	১৬৪

এতৎ পর্ব্বস্থ চিত্রের সূচী।

[illegible] প্রতিকার,	১৪	পোপের চিত্র,	৩৫
[illegible]	১০৫	পিরিনিজ পর্ব্বত,	৩৬
[illegible]	৯৫	প্রথম হেনরী এবং মড্,	১১৪
[illegible]	১১৬	বৃন্দাবন নগর,	১৮
[illegible]	১৪৬	বৃহদাকার কূর্ম্ম,	৪৪
[illegible]	৫৬	রবর্ট ক্রস,	২
[illegible] কার্য্যালয়,	১৭১	রাজ্যাভিষেক,	২৫
[illegible]	১৮১	শ্যেনমৃগয়া,	৯১
চতুর্থ হেনরীর রাজ্যপ্রাপ্তি,	৫০	শিঙ্গাপুর,	১৩৩
চীনের রেশম প্রস্তুত করণের প্রথা,	৬৬,৬৭	হিমালয় পর্ব্বতস্থ নিতি নামক পার্ব্বত্য পথ,	১৮০
[illegible] সভা,	১৫৫		

CONTENTS OF VOL. III.

	Page
Agra, Topography of,	76
Ajayagurh,	81
Alfred the Great,	104
Anecdote of a Wren, *(Poetry)*	155
Bagdad, description of,	17
Banks, Savings,	13
Bengal, Sena rajas of,	58
Bikaneer, History of,	26
Books, Notices of, 79, 96, 111, 122, 141, 160, 173,	186
Bruce, life of Robert,	1
Bundelkhand, history of,	169
Calcutta, Census of,	138
Canara, History of,	145
Charlemagne, Life of,	33
China Silk, on the culture of,	65
Chhaták, derivation of,	93
Coatemundi, The,	55
Colossocalis Atlas, the monster tortoise,	43
Conductors of Lightning,	157
Coronation,	24
Countries, notions of personal beauty in different,	9
Description of Bagdad,	17
Dream, A,	19
Dwarfs,	72
England, Hawking in,	97
——— Henry IV. of,	49
——— I. of,	113
——— and Maud,	113
Etawah,	94
Etymology of the words Ser, Poá and Chhaták,	93
Ferdusi, Life of,	132
Fishery, Pearl,	87
Floating Gardens of Mexico,	23
Guzerat, history of,	177
Hawking in England,	91
Henry IV. of England,	49
Henry I. and Maud,	113
History of Bikaneer,	26
——— of British connexion with Jessulmere,	31
——— of Canara,	145
——— of Hyderabad,	97
——— of Karnáta,	116
——— of Kerowli,	74
——— of the Peshwas,	83
History of Guzerat,	177
——— of Bundelkhand,	169
——— of Rewah,	69
——— of Serohi,	45
Hyderabad, history of,	97
Jessulmere, history of British connexion with,	31
Karnata, history of,	116
Kerowli, history of,	74
Life of Charlemagne,	33
——— of Robert Bruce,	1
——— of Sheikh Sadi, the Persian poet and moralist,	150
——— of Ferdusi,	132
——— of Hafiz,	[illegible]
——— Inauguration,	24
Lightning Conductors,	157
Maud of England,	113
Mexico, Floating Gardens of,	23
Milton, the Morning Prayer of the first created couple, from,	47
Monster Tortoise, *Colossocalis Atlas*,—The,	43
Moralist Sadi, life of the,	150
Niti Pass, the,	[illegible]
Notices of new Books, 79, 96, 111, 122, 141, 160, 173,	186
Notice of Singapore,	129
Notions of personal beauty in different countries,	9
Pearl Fishery,	87
Peleeli, a novel ornament for the upper lip,	71
Peshwas,	83
Poá, derivation of the word,	93
Prayer of the first created couple from Milton,	47
Rewa, History of,	69
Robert Bruce, life of,	1
Rubies, Sapphires and Topazes,	107
Sádi, life of,	150
Savings' Banks for the Mofussil,	13
Sena Rajas of Bengal, the,	58
Ser, derivation of,	93
Serohi, history of,	45
Silk in China, on the culture of,	65
Singapore, Notice of,	129
Travellers' Stories,	53
Wren, Anecdote of a,	155
Vijayanagara,	29

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

৩ পর্ব্ব। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২৫ খণ্ড।

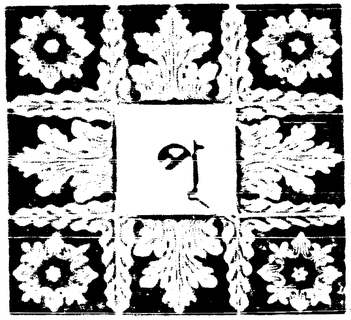

রবর্ট্ ব্রুস্।

পূর্ব্বে ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড এই দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল; শাসন-বিষয়ে একের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। বিদেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক থাকাতে এবং শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হওয়াতে, ইংলণ্ড শীঘ্রই একটি সুপ্রসিদ্ধ ধনশালী রাজ্য হয়। স্কটলণ্ড পার্ব্বত্য দেশ, তথায় বিদেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য-সংশ্রব তৎকালে তাদৃশ ছিল না, শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাও অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। দেশীয় লোকেরা দেশে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহাই ব্যবহার করিয়া আপনাদিগকে সুখী বোধ করিত। স্বভাবতঃ পর্ব্বতীয় লোকেরা বলিষ্ঠ ও বীর্য্যশালী হয়, এই হেতু স্কচেরা ধনবান্ সভ্য ইংরাজদিগকে কোন মতেই সমকক্ষ জ্ঞান করিত না, পর্ব্বতহইতে নামিয়া তাহারা তাহাদের ধন সম্পত্তি লুট করিয়া লইয়া যাইত। ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া ইংলণ্ডীয়েরা তাহাদিগকে বাধা দিতে অনেক যত্ন করিত; তদ্ধেতুক অনেক ঘোরতর যুদ্ধ হইত, এবং মধ্যে২ স্কটলণ্ডের লোকেরা ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীন হইত।

স্কটলণ্ড এই রূপে এক বার ইংরাজদের অধীন হইলে ওয়ালাস্ নামা এক ব্যক্তি প্রথমে তাহা মুক্ত করিতে চেষ্টা পান। তাঁহার মৃত্যু হইলে রবর্ট্ ব্রুস্ সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাস-বেত্তারা লিখিয়াছেন, অন্যান্য কুলীনবর্গ পদমর্য্যাদার অতিক্রম করিয়া যে রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, ত্রিংশৎ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত রবর্ট্ ব্রুসও সেই রূপ গর্হিত কর্ম্মে দূষিত ছিলেন। সেই দোষ এই যে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা ইংলণ্ডাধিপতি এডওয়ার্ড রাজার আনুগত্য স্বীকার করিতেন, এবং আপনাদিগকে নিরাপদ্ দেখিলেই প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন পূর্ব্বক তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিতেন। যে লোকেরা স্বজাতির স্বাধীনতারূপ অমূল্য সম্পত্তি অনধিকারী বিদেশী রাজাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্পণ করে, কখনই তাহারা উদারচিত্ত ভদ্র লোক নহে। আবার এক ব্যক্তিকে কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় তৎকর্তৃত্বের বিপরীতাচরণে যাহারা প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই বা কি রূপ ভদ্র লোক? রবর্ট্ ব্রুস্ এ অপরাধের

রবর্ট ব্রুস।

অপরাধী ছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য কুলীনবর্গ এ বিষয়ে যত নিন্দিত হইয়াছিল, তাঁহাকে তত নিন্দা করা যাইতে পারে না; কারণ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টে বহুকাল তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইয়াছিল, আচার ব্যবহারে তিনি ইংরাজদিগের তুল্য ছিলেন।

ইংলণ্ডে বাস করিয়া ব্রুস এডওয়ার্ডের সৈনিককর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, এমত সময়ে এক দিন কমিন নামা এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্বে এই কমিন ওয়ালাসের এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাহাতে যে২ উপায়ে স্কটলণ্ড রাজ্য ইংলণ্ডের অধীনতাহইতে মুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উভয়ের অনেক পরামর্শ হইলে, ব্রুস তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি স্কটলণ্ডে গিয়া তন্নিবাসী লোকদিগকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিতে উৎসাহ প্রদান কর; আমি তাহাদের অভীষ্ট-সাধনে বিশেষ চেষ্টা করিব।" কমিন বিশ্বস্ত লোকের ন্যায় কর্ম্ম করিলেন না; ব্রুসের এই কুমন্ত্রণার কথা সকল এডওয়ার্ড রাজাকে জানাইবার অভিপ্রায়ে গ্লষ্টর-প্রদেশের জমাদারের নিকট এ বিষয় ব্যক্ত করিলেন। ব্রুসের প্রতি ঐ ভূম্যধিকারীর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি মনে২ বিবেচনা করিলেন, দুরাত্মা কমিন এরূপ কুমন্ত্রণার কথা কহিলে, এডওয়ার্ড রাজা ব্রুসের প্রাণ রক্ষা করিবেন না; রাজভক্ত প্রজা হইয়া আমার পত্র লিখিয়া তাহাকে ইহা জানানও উচিত হইতেছে না; অতএব কোন সঙ্কেতদ্বারা ব্রুসকে এ স্থানহইতে শীঘ্র স্থানান্তরিত করা আমার বিধেয় হইয়াছে।" এই বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাকে এক থলিয়া মোহর এবং দুইখান ঘোড়ায় চড়িবার রেকাব উপঢৌকনরূপে পাঠাইলেন। এই বস্তু প্রাপ্ত হইবামাত্র সুবুদ্ধিমান্ ব্রুস বুঝিতে পারিলেন, যে এ স্থানে থাকিলে আমার মহাবিপদ হইবে; অবিলম্বে পলায়ন করিতে হইবে বলিয়া গ্লষ্টর-প্রদেশের

[illegible] করিয়া পাঠাইয়াছেন। তখন [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হইত, তথাপি ব্রুস লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া [illegible] স্কটলণ্ড-দেশস্থ [illegible] এক স্থানে চলিলেন। তথায় [illegible] প্রধান অনেক বড় লোক একত্রিত হইয়াছিলেন; বিশ্বাসঘাতক কমিনও তাহাদের মধ্যে এক জন ছিল। [illegible] ব্রুস [illegible] তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে কমিনকে কোন কথা কহিলেন না; দেশীয় লোকদিগের নিকট আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া [illegible] গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদিগকে বারংবার [illegible] লাগিলেন। তিনি যত বলেন, কমিন তাহাদিগকে তত বাধা দেয়, তাহাতে উভয়ে [illegible] হওয়াতে কটু কাটব্য প্রয়োগ হইতে লাগিল। পরে ব্রুস রাগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া "রে পাষণ্ড! রে বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া তাহাকে খড়্গাঘাত করিলেন। একাঘাতেই কমিন মূর্চ্ছাপন্ন হইল, এবং তাহার শোণিত যে স্থানে পতিত হইল তাহা রক্তাকীর্ণ হইয়া গেল। মনুষ্যহত্যা করিলেই লোকের স্বভাবতঃ অত্যন্ত ত্রাস হয়, বিশেষ যে স্থলে এ ঘটনা হইয়াছিল, সেটি ধর্ম্মারাধনার স্থান—যজ্ঞবেদী, অতএব সাতিশয় গর্হিত কর্ম্ম হইল, বিবেচনায় ব্রুস কম্পিতকলেবর হওত সে স্থানহইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে কর্পেট্রিক এবং সিটন নামা দুই জন বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সন্দেহ হইতেছে, কমিনকে বুঝি আমি আজি হত্যা করিয়াছি।" কর্পেট্রিক বলিলেন, "দুরাত্মাকে মারিয়াছ কি না তোমার সন্দেহ হইতেছে, সে সন্দেহ এখনই আমি নিরসন করিব।" এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি ছুরিকা হস্তে লওত দৌড়িয়া সেই যজ্ঞবেদীর নিকট গিয়া ভূমিতলশায়ী মুমূর্ষু কমিনের বক্ষঃস্থল সেই ছুরিকাদ্বারা বিদীর্ণ করিল। ধরাতলশায়ী আহত ব্যক্তির উপর আঘাত করা অতি ভয়ঙ্কর দোষ, কিন্তু সে সময়ে এরূপ হত্যাকে লোকে সাতিশয় গর্হিত কর্ম্ম বোধ করিত না; শত্রু মারিয়া লোককে আরক্ত খড়্গ প্রদর্শন করা বড় শ্লাঘার কর্ম্ম মনে করিত; এ জন্য আপন পরিবারের নামোজ্জ্বল হইবে বলিয়া কর্পাট্রিক ব্রুসের কৃত অপরাধের অপরাধ-ভাগী হইলেন।

কমিনের মৃত্যুর পর স্কটলণ্ড-বাসী লোকেরা রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া ইংলণ্ডীয় রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদিগকে বারংবার পরাস্ত করিল। তাহারা তাড়িত হইলে, স্কোন-নামক ধর্ম্মমঠে সকলের সম্মতিক্রমে ব্রুস স্কটলণ্ডদেশের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই ঘটনা হয়, এ জন্য ব্রুসের স্ত্রী শ্লাঘা করিয়া স্বামীকে কহিয়াছিলেন, "প্রাণনাথ! তুমি গ্রীষ্মকালের রাজা, অসুখের কাল শীতের সময়ে রাজা হও নাই, অতএব তোমার বিঘ্ন কখনই হইবে না।" ইংলণ্ডাধিরাজ প্রথম এডওয়ার্ড সাতিশয় যুদ্ধানুরাগী লোভপরতন্ত্র রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সহজে চঞ্চল হইত না; মনঃস্থির করিয়া তিনি সকল কর্ম্ম বিবেচনাপূর্ব্বক করিতেন। পরন্তু অধিকৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির বাসনায় তিনি যত উপায় করিলেন, সকলই নিষ্ফল হইল; স্কচদিগের নিকটে তিনি বারংবার উপহাসাস্পদ হইলেন। নাম রক্ষার নিমিত্ত একান্ত যত্ন করিয়া শেষে তিনি তুমুল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, ও পেম্ব্রোক প্রদেশের ভূম্যধিকারী সে সমস্ত সৈন্যের সেনাপতিত্ব-পদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ ব্যক্তি অঙ্গীকার করিলেন, যে "স্কচ লোক এবং তদধ্যক্ষকে বিশেষ প্রতি-

BLEED THROUGH.

কল না দিয়া ইংলণ্ডে কদাচ আমি প্রত্যাগমন করিব না।" মহারাজ তাঁহার উৎসাহের [illegible] তাঁহার পুত্রকে ওয়েলস্ প্রদেশে এক উচ্চপদ দিলেন; এবং পরে তিন শত কুলীনদিগকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে স্কটলণ্ড দেশে পাঠাইলেন। মরিবার সময় পিতা পুত্র উভয়কে কহিয়া দিলেন, তাঁহারা যেন দুই রাত্রি ক্রমাগত এক স্থানে না থাকেন। এই সকল উদ্যোগ সম্পন্ন হইলে, বৃদ্ধ রাজা স্বয়ং কিয়ৎ সৈন্য সঙ্গে লইয়া স্কটলণ্ড দেশে যাত্রা করিলেন।

পেম্ব্রোকের সহিত সমকক্ষ হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান হন, ব্রুস এমত সৈন্যসামন্ত রাখিতেন না। ইংলণ্ডীয় সেনাপতি একেবার তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া পর্থসায়ার দেশের মধ্যবর্ত্তী মেথভেন নামক গ্রামে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। ব্রুস তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পেম্ব্রোক তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রধান প্রধান অভিভাবককে কারারুদ্ধ করিলেন, আর বিশ্বাসঘাতক রাজবিদ্রোহী বলিয়া একে একে তাহাদের সকলকেই বধ করিলেন। ব্রুসের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি কতকগুলি অনুগামী লোককে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রথমে পর্ব্বতে পরে নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্রদ্বীপে পলায়ন করিলেন। শিকারী কুক্কুরগণ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া যেরূপ খরগোশ শিকার করে, শত্রুপক্ষ তেমনি করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজমহিষী জন কয়েক ভদ্র লোক এবং তাঁহাদের স্ত্রী আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পণ করিয়া ব্রুসের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা কোন দিন আহার পাইতেন, কোন দিন বা নিরশনে কালযাপন করিতেন। কথিত আছে যে একদা শত্রুপক্ষের জন কয়েক ব্যক্তি একটা বৃহৎ শিকারী কুক্কুরদ্বারা এক দিন ব্রুসকে [illegible] করিয়াছিল; [illegible] রাজ এ কুক্কুরটিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন; সুতরাং [illegible] করিল বটে, কিন্তু [illegible] দিয়া একেবারে তাঁহার [illegible] করিল। [illegible] ছিলেন, কুক্কুরটি [illegible] হইয়া তাহাদিগকে [illegible] জনস্টন নামে [illegible] এক [illegible] রাজা [illegible] ছিল। ব্রুসের দুরবস্থা দেখিয়া সে ব্যক্তি মনে২ বিবেচনা করিল, [illegible] ব্রুস আমাদের [illegible] এক প্রকার [illegible] হইয়াছে, অতএব [illegible] লোককে পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনা যাউক। এই বিবেচনা করিয়া ব্রুসকে ধরিবার নিমিত্ত সে ছয় জন লোক পাঠাইল। তাহারা নিকটে আইলে ব্রুস আপন অসীম সাহস এবং বলের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগের চারি জনকে দুই হাতে এমনি মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন, যে প্রাণভয়ে তাহারা দৌড়িয়া পলায়ন করিল। অপর দুই জনকে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধরিয়া সমুচিত দণ্ড প্রদান করত দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

স্কটলণ্ড এবং আইয়ারলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রশাখায় রাথলিন্ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ব্রুস গোপনভাবে সেই স্থানে সমস্ত শীতকাল কাটাইলেন। এ দিকে রাজা এডওয়ার্ড তাঁহার অনুগামী লোকদিগকে ধরিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতে লাগিলেন। নাইগেল নামে রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং অপর কয়েক জন প্রধান লোক রাজাজ্ঞায় নিহত হইলেন। রাণী, তৎসহচরী কয়েকটী মান্যা

স্ত্রী এবং [illegible] যে যে [illegible] ব্রুস রাজ[illegible] হইয়াছিলেন, তাহাদিগের সকলকেই [illegible] হইল। [illegible] রাজা [illegible] ১৩০৭ খ্রীঃ অব্দের বসন্তকালে [illegible] স্কটলণ্ডের [illegible] ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিলেন। এক ব্যক্তি [illegible] যে দিন তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না, তিনি এক প্রকার [illegible] করিলেন। কিন্তু টমাস এবং আলেক্‌জাণ্ডর নামে তাঁহার ভ্রাতা অপর এক ভাগে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ [illegible] হইয়াছিল, ইংরাজেরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়া প্রথমে কারারুদ্ধ করিল, পরে কার্লাইল্ নামে এক স্থানে সাধারণ লোকদের সাক্ষাতে তাহাদের উভয়ের প্রাণ বধ করিল।

নিরাশা ও দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া রবর্ট্ ব্রুস আপন জন্মস্থান কারিক প্রদেশের বনে২ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু যে খানে যান, সেই খানেই শত্রুপক্ষ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়, দেশ উদ্ধারের নিমিত্ত যত উপায় অবলম্বন করেন, সে সকলই নিষ্ফল হয়। তিনি নিজে অনেক বার পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃ-পুত্র বন্ধুবর্গ হত হইয়াছিল, রাজমহিষী এবং মান্যা স্ত্রী সকল কারারুদ্ধ হইয়া লণ্ডনে নীতা হইয়াছিলেন। ইহাতে রাজা চারি দিক্ শূন্য এবং অন্ধকারময় দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্ত হওত মনে২ বলিতে লাগিলেন, "স্কটলণ্ড প্রাপ্ত হইবার আশা আমার আর কি আছে? এ বিষয়ের নিমিত্ত আমি আর বৃথা চেষ্টা পাই কেন? ধর্ম্মধ্বজ গ্রহণ করিয়া যে সকল খ্রীষ্টীয়ানেরা যিরূশালমে যাইতেছে, তাহাদিগের সঙ্গে যদি আমি পুণ্যক্ষেত্রে যাই, তবে জয়ী হইলে যেরূপ গৌরব, তথায় মরিলেও সেই রূপ গৌরব হইবে।" এই রূপ চিন্তা করিতে২ ব্রুস অরণ্যমধ্যে একটি প্রাচীন ভগ্ন গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন, ভাবনা ও লজ্জায় তাঁহার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে ভগ্ন গৃহের ছাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তখন একটা মাকড়সা জাল বুনিবার নিমিত্ত দুইটা কড়িকাষ্ঠের মধ্যে এক খাই সূতা লাগাইতেছিল। রাজা মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন, দুর্ব্বল কীটটা সূতা বন্ধন করিতে একাদিক্রমে দ্বাদশ বার অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিল, দ্বাদশ বারই তাহা ছিঁড়িয়া গেল, সে কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, পরন্তু ত্রয়োদশ বারের বার তাহার চেষ্টা সফলা হইল। আশা ভরসা বিহীন হতভাগ্য রাজা তদ্দর্শনে সানন্দচিত্ত হইয়া মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, "এ বিষয় আমার পক্ষে আজি উপদেশস্বরূপ হইয়াছে, উদ্যোগ পরিত্যাগ না করিবার জন্য পরমেশ্বর বুঝি মাকড়সাকে আমার কাছে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। ত্রয়োদশ বারের বার যখন মাকড়সার কার্য্য সিদ্ধ হইল, তখন আমরাও দ্বাদশ বার পরাজয় হইয়াছি; শেষ বার একান্ত চেষ্টা করিলে মনোভীষ্ট কেন না সিদ্ধ হইবে?" এই সিদ্ধান্ত করিয়া স্কটলণ্ড-উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি আর এক বার প্রাণপণ যত্ন করিলেন। তাঁহার সহিত ইংরাজদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে বল এবং উৎসাহ সহকারে তিনি সকল যুদ্ধেই জয়ী হইলেন। দেশের কিয়দংশ তাঁহার কর্তৃত্বাধীন হইল, এবং ১০ই মে দিবসে অত্যল্প পদাতিক সৈন্য লইয়া সেনাপতি পেম্ব্রোক্‌কে তিনি লণ্ডনহিল নামক স্থানে আক্রমণ করিলেন। উৎসাহের এমনি গুণ, সেনাপতির প্রভূত অশ্বারূঢ় সৈন্য ব্রুসের সামান্য পদাতিক সৈন্যদিগের সহিত সমকক্ষ হইতে পারিল না, বল বীর্য্য প্রকাশ করিয়া তাহারা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল।

তিন দিবস পরে সেনাপতি পেম্ব্রোকের পুত্রকে তিনি আর এক যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। ইহাতে ইংরাজদের অধীনতাহইতে স্কটলণ্ড উদ্ধার করণের আশা তাঁহার মনে বলবতী হইল, তিনি জয়ের উপর জয়লাভ করিতে লাগিলেন। ব্রুসের এই রূপ প্রাদুর্ভাব-দর্শনে বৃদ্ধ রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ভগ্নচিত্ত হইয়া সাতিশয় পীড়িত হইলেন, সেই রোগে তাঁহাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হইল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় এডওয়ার্ড রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া পিতৃশত্রুকে দমন করিবার নিমিত্ত স্কটলণ্ড-দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পরন্তু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। বীরবর ব্রুস বাহুবলে ইংরাজদের অধিকৃত এক প্রদেশের পর অপর এক প্রদেশ ক্রমে২ জয় করিয়া লইলেন। তখন স্কটলণ্ড-দেশের অপরাপর তাহার অধীনতা স্বীকার করিলে, তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদিগের অধিকারভুক্ত ভূমি সকলের দলীল কি, কি প্রকার স্বত্বে তোমরা উহাতে স্বত্ববান্ আছ?" তাহারা আপনাদিগের খড়্গ দেখাইয়া উত্তর করিল, "মহারাজ! এই অস্ত্রদ্বারা আমরা উহা লাভ করিয়াছি, এবং ইহাতেই আমরা উহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।" অতঃপর রাজা এডওয়ার্ডের সেনাপতিগণ একে একে সকলেই পরাভূত হইল, রবর্ট্ ব্রুস তিন বৎসরান্তে প্রায় সমস্ত স্কটলণ্ড-দেশের একাধিপতি হইলেন।

রাজা হইয়া রবর্ট্ ব্রুস তিন চারি বৎসর স্কটলণ্ডের শাসনপ্রণালীর সুনিয়ম এবং সুশৃঙ্খলা করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ এবং অগ্নিদাহদ্বারা তত্রত্য প্রজাবর্গের অসুখের আর পরিসীমা ছিল না; যুদ্ধের শেষ হইলে তাহাদের দুঃখেরও অবসান হইল। এডওয়ার্ড রাজা মনে করিলেন, "আমার দোষে ইংলণ্ডের উত্তরসীমাবর্ত্তী নরদম্বর- [illegible] দেশে [illegible] এবং [illegible] দুইটী দুর্গ কেবল ইংরাজদিগের ছিল। ব্রুসের ভ্রাতা এডওয়ার্ড [illegible] দিন তাহার প্রথমটি আক্রমণ করিয়া সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া দুর্গের রক্ষক ইংরাজদের সেনাপতি আক্রমণকারীর নিকট এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, "অমুক দিন পর্য্যন্ত যদি আমরা ইংলণ্ডহইতে সাহায্য না পাই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্কচদিগের অধীনতা স্বীকার করিব।" যে ব্যক্তি সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিবে, আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব, ব্রুস এমন প্রতিজ্ঞা করিলেন। যে অবস্থায় ঐ দুর্গ সংস্থাপিত ছিল, তাঁহার অল্প সৈন্য সে কর্ম্ম সমাধা করিতে পারিবে তিনি এমন বিবেচনা করিলেন। দুর্গের দক্ষিণ পার্শ্বে পর্ব্বত, বাম দিকে বাদা, এবং সম্মুখভাগে একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল। ব্রুস রাজা তাহার তীরে কতকগুলি গর্ত্ত খনন করাইয়া ঘাসের চাপড়ায় উহার উপরিভাগ এমনি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন, যেন জানিতে না পারিয়া ইংরাজদের [illegible] একটি করিয়া পুতিয়া রাখিলেন, যে [illegible] যে দিক দিয়া [illegible] না কেন, অশ্বের এক দিক [illegible] বিদ্ধ হইবে।

১৩১৪ খ্রীঃ অব্দের ২৪ শে জুন দিবসে দুই পক্ষের সৈন্য এক স্থানে উপস্থিত হইল। সর হেন্‌রী [illegible] নামে এক জন প্রধান ব্যক্তি ইংরাজ [illegible] সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible] ব্রুসকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে দেখিয়া [illegible] উৎসাহপূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন, আর স্থির করিলেন, ব্রুসের প্রাণ বধ করিয়া আমি এই স্থলেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিব। চিরোহন লক্ষ্য স্থির করত শরাসনে শর সন্ধানপূর্ব্বক অদ্ভুত রূপে রাজা ব্রুসের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সে বাণ তাঁহাকে লাগিল না। ইত্যবসরে রাজা অশ্বারোহণপূর্ব্বক হস্তে একটা টাঙ্গী লওত কুলীন মহাশয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া, প্রাণ বধ করণের কামনায় দূরহইতে তৎপ্রতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন, পরন্তু টাঙ্গীখান তাঁহাকে না লাগাতে প্রস্তরে পড়িয়া দুই খান হইল। তদ্দর্শনে ব্রুসের কর্ম্মচারীগণ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! অপ্রয়োজনে আপনাকে বিপদ্গ্রস্ত করা কোন মতেই ভাল কর্ম্ম হয় নাই।" ব্রুস ইহাতে আর কোন উত্তর করিলেন না, কেবল এই মাত্র বলিলেন "আহা আমি আমার সুন্দর টাঙ্গিখান বৃথা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।"

২৫ শে জুন প্রাতঃকালে যুদ্ধের দিন স্থির হইয়াছিল, ইনচাকরে নামা এক জন যাচক স্কচ সৈন্যদিগের নিকটে আসিয়া প্রথমে প্রার্থনা করিলেন, পরে ক্রুশচিহ্ন স্কন্ধে ধারণ করত দেশ রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়া দুঃসাহসী যুদ্ধ করিতে তাহাদিগকে বিশেষরূপে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। অপর পক্ষে রাজা এডওয়ার্ড আপন-সৈন্যবর্গকে উৎসাহ দিবার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ভয় নাই, ভয় নাই, আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ঐ দেখ তাহারা আমাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে।" এই কথা শুনিয়া এক জন কুলীন কহিলেন, "মহারাজ! তাহারা প্রার্থনা করিতেছে যথার্থ কিন্তু আমাদিগের নিকট নহে। তাহারা ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে হয় প্রাণত্যাগ, নতুবা জয়লাভ করিবে, ইহা আপনি মনোমধ্যে নিশ্চয় করিয়া রাখুন।" ইংরাজদিগের তীরন্দাজেরা দম্ভ প্রকাশ করিয়া প্রথমে ব্রুসের সৈন্য প্রতি আক্রমণ করিল। তৎপরে গ্লষ্টর প্রদেশের অধিকারীর অধীনে যে অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল, বিশেষ সাহস ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু কিঞ্চিৎ অগ্রেই ব্রুস পূর্ব্বে যে সকল গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পড়িয়া যাওয়াতে তাহাদিগের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না, সমুদায় সৈন্যদলে একেবারে বিশৃঙ্খলতা ঘটিল। তাহাদিগের সেনাপতি প্রাণে নিহত হইলেন, সর জেমস্ ওয়ালাস্ স্কচ অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগের সেনাপতি ছিলেন। ইংরাজদিগের এরূপ দুরবস্থা-দর্শনে তিনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া অনেক সৈন্য নিপাতন করত রণক্ষেত্রহইতে তাহাদিগকে দূরীভূত করিলেন। পরন্তু স্কচ্দিগের নিশ্চয় জয়লাভ তখনও হইল না; ইংরাজেরা তাড়িত হইয়াও যুদ্ধ করিতে লাগিল। স্কচদিগের ১৫,০০০ পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে ছিল; হঠাৎ তাহারা একেবারে পর্ব্বতোপরিভাগে দেখা দিল, এবং মহাকলরব করিয়া "মার মার" শব্দে নিম্নে নামিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ইংরাজদিগের সৈন্যমধ্যে ভয়ের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা মনে করিল, এই নূতন সৈন্য শত্রুপক্ষের সহিত

সংযোজিত হইলে আমাদিগের কাহারও প্রাণ রক্ষা হইবে না, অতএব লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়া তাহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওত পলায়নপর হইল। রাজা এডওয়ার্ড মৃত পিতার ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ প্রকাশ করিতেছিলেন, এরূপ সর্ব্বনাশ হইতে দেখিয়া তিনিও আর স্থির ভাবে থাকিতে পারিলেন না; পেম্ব্রোক-প্রদেশাধিকারী এবং স্যর আর জেণ্টাইন নামা ব্যক্তির উপর সমস্ত ভার দিয়া আপনি পলায়ন করিলেন। যত ক্ষণ রাজা নিরাপদ্ না হইলেন, তত ক্ষণ স্যর আর জেণ্টাইন তাঁহার সঙ্গে গেলেন, আর পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময় এই কথা বলিয়া বিদায় লইলেন, "মহাশয়! ঈশ্বর আপনকার সঙ্গে২ থাকুন, প্রাণ থাকিতে আমি রণস্থল পরিত্যাগ করিব না।" অতঃপর তিনি ঘোরতর কোলাহল করিয়া অনুগামী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে ঐ ভয়ঙ্কর দিবসে অপরাপর ২০০ মহাকুলীন বীর পুরুষদিগের যে দশা হইয়াছিল, তাঁহারও সেই দশা হইল। তিনি ও পেম্ব্রোক-প্রদেশাধিকারী উভয়েই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুরূপ রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাজা এডওয়ার্ড পাঁচ শত অশ্বধারী সৈন্য সমভিব্যাহারে লিন্‌লিথগো নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানেও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারিলেন না, কারণ সেনাপতি ডগলাস তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আক্রমণের উপক্রম করিলেন। তাহাতে রণস্থলহইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ডন্‌বার নামক এক প্রদেশে তাঁহাকে পলাইতে হইল। তত্রত্য ভূম্যধিকারী বিশেষ সমাদরপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া এক খানি ক্ষুদ্র মাছধরা নৌকাদ্বারা গোপনে স্বরাজ্যে প্রেরণ করিলেন।

এই যুদ্ধে স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা স্থিরীকৃত হইল। [illegible] করিতেন। ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই, বারম্বারই পরাজিত ও তাড়িত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার অল্প দিন পরে রাজা রবর্ট্ ব্রুস কারড্রস-প্রদেশবর্ত্তী কলাইড নদীর তীরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার বয়স পঞ্চ পঞ্চাশত বর্ষ হইয়াছিল তন্মধ্যে স্কটলণ্ড-দেশে তিনি কেবল বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে যিরূশালমে যাইয়া ধর্ম্মধ্বজ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, একারণ মৃত্যুর প্রাক্কালে পরমাত্মীয় বন্ধু ডগলাসকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "মৃত্যুর পর আমার হৃদয় তুমি যিরূশালমে

[illegible] এই রবর্ট্ ব্রুসের [illegible] ছিলেন। তাঁহার পুত্র অধুনা তাঁহার "আর্ল" পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে?

কি আক্ষেপ, আমাদিগের গোদা-বাড়ী ও ছাগলনড়ীর সাহায্য নাই; তাহা থাকিলে আমরা এক বার ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া কত দেশের কত নীতি রীতির বিবরণ প্রত্যক্ষ করত পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম? কত বিদ্যা, কত কৌশল, কত নৈসর্গিক আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিয়া জ্ঞান ও সাধারণের ঐহিক মঙ্গলের বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইতাম? কিন্তু তৎ সমুদায় তাদৃশ রহস্য ব্যঞ্জক হইত না, বিভিন্ন দেশে সৌন্দর্য্যের বিভিন্নলক্ষণ-দর্শনে যাদৃশ প্রমোদ হইত। মনে করুন সকল দেশের প্রধান বরাঙ্গনাগুলী এক চক্ষে প্রায় এক কালে দেখিতে পাইতাম, ও তাহাদের তুলনা করিয়া সৌন্দর্য্য কি, তাহার নির্দ্দেশ করিতাম; ইহাহইতে কৌতুকাবহ ঘটনা আর কি আছে? সত্য যে আমরা প্রচলিত নিয়মে ভ্রমণ করিয়া অনেক দেশের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে পারি; পরন্তু তাহা অত্যন্ত কষ্ট ও আয়াস-সাধ্য। অপর সভ্য দেশে প্রায় প্রতি বর্ষে বিভাবের ("ফেশনের") পরিবর্ত্তন হইতেছে, ও অসভ্যেরাও ফেশনের পাশহইতে মুক্ত নহে, সুতরাং আমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে যাহা দেখিব তাহা সর্বত্রের এক সময়ের বিবরণ হইবে না, অতএব ভূমণ্ডলের সকল দেশের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদিগের এক প্রস্তাবে সমন্বয় করিতে বিরত হইয়া কোন্ দেশে কোন্ অঙ্গের কোন লক্ষণকে বিশেষ সৌন্দর্য্য-সাধক বলিয়া লক্ষিত হয় তাহার বর্ণন করিব।

ইহা বলা বাহুল্য যে স্ত্রীর সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া নিরূপিত করা যায়; তাহারই পরিবর্দ্ধনার্থে মনুষ্যজাতি সর্ব্বদা বিব্রত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র—সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার—সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধদ্রব্য—সকলই তাহাদের সেবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইতেছে। তন্তুবায় তাহাদের নিমিত্ত দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে। ডুবুরী তাহাদের ব্যবহার্য্য মুক্তার নিমিত্ত মকর-কুম্ভীরের ভয় পরিত্যাগ করিয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছে। খনিক পুরুষেরা তাহাদের প্রয়োজনীয় সুবর্ণের নিমিত্ত অহর্নিশ ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে; তাহাদিগের নিমিত্ত এতৎ সন্দর্ভের একটী প্রস্তাবের সমস্ত বিনিয়োগ করা কোন মতে অধিক নহে। ফলে সুন্দরী স্ত্রীর মুখের সদৃশ কমনীয় পদার্থ ভূমণ্ডলে কি আছে? এই রূপ প্রস্তাব করিলে লোকে কি প্রকার উত্তর দিবে তাহার প্রতীক্ষা করিতে হয় না। মনুষ্য যে কোন জাতিজ হউক, যে কোন দেশে উদ্ভূত হউক, এবং যে কোন মতাবলম্বী বা যে কোন রূপ মানস-বিশিষ্ট হউক—সকলেই এতৎ প্রশ্নের এক মাত্র উত্তর দিবে, সন্দেহ নাই। এবিষয়ে অনৈক্য-মত নরজা-

তিতে সম্ভবে না; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কি কি লক্ষণ থাকিলে স্ত্রী সুন্দরী হয় একথা জিজ্ঞাসা করিলে, কোন দুই ব্যক্তি এক উত্তর দিবেন না।

মুখাকৃতি সৌন্দর্য্যের এক প্রধান অঙ্গ, অথচ প্রাচীন গ্রীসদেশীয়েরা ও নব্য ইংরাজেরা তথা হিন্দুরা অণ্ডাকৃতি মুখই সর্ব্বোত্তম বলিয়া থাকেন; কিন্তু চীনদেশীয়েরা তাদৃশ মুখবিশিষ্টকে "ঘোড়ামুখী" বলিয়া গোলাকার "শরামুখীর" অনুরাগে গদগদ-চিত্ত হয়েন, এবং এস্কুইমঃ জাতীয়েরা তদুভয়ের পরিহরণ করিয়া বর্ত্তুলাকার "মালসামুখীর" অনুসরণ করিয়া থাকেন।

পরন্তু মুখাবয়ববিষয়েই যে মনুষ্য মনে ভেদজ্ঞান আছে এমত নহে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে গ্রীসদেশীয় হোমর নামক কবি কবিকুলের শ্রেষ্ঠ; তিনি তদ্দেশীয়-মত-প্রসিদ্ধ দেবরাজ যূপিতরের মহিলা জুনোর রূপবর্ণন সময়ে তাঁহাকে "বৃষাক্ষী" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টান্তে ইংরাজী-অনুকরণ-তৎপর কোন নব্য যুবক কোন স্বদেশীয়া ভুবনমোহিনীকে "হে গোচুক্ষী" বলিলে কিরূপ রসাভাস হয় তাহা পাঠকবৃন্দের মনে অনায়াসেই অনুভূত হইবে। পরন্তু চীনদেশীয়েরা হোমর অপেক্ষাও অধিক রসিক; তাহারা বরাঙ্গনাননে শূকর-চক্ষুর সদৃশ ক্ষুদ্র চক্ষু থাকিলে কমনীয় বোধ করে, সুতরাং তাহাদের দেশে, "হে শূকরাক্ষি" বলিয়া প্রণয়িনীর অনুসরণ করিলে তাহার অনুরাগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মনে করুন ঠাকুরদাদা সম্পর্কীয় কেহ তদনুকরণে ঠাকুরণ দিদীর সমাদর করিলে গৃহসম্মার্জ্জনীর কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা না সম্ভব হইতে পারে। এক জন চীন কবি আপন প্রিয়-সখীর প্রশংসায় লিখিয়াছেন—

"আহা মরি প্রিয়মুখ মালসা সমান,
তাহে চক্ষু আছে কি না, না হয় প্রমাণ।"

আমরা প্রথমে বলি যে [illegible] কেহ [illegible] এই [illegible] অনুমান না করেন; তাহা করিলে [illegible] সন্দেহ নাই; [illegible] কিন্তু [illegible] বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে। এই সকল [illegible] চক্ষুর মধ্যে কি রূপ চক্ষু [illegible] অভিরুচ্যনুসারে নির্ণীত হইবে, আমরা তাহার মীমাংসা করিলে কোন না কোন পাঠক বা পাঠিকার নিকট তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কা আছে।)

মুখের মধ্যে চক্ষুর পর নাসিকা সৌন্দর্য্যের এক প্রধান অঙ্গ; তাহার অবয়ব-ভেদে মুখ শ্রীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। তাহার অভাবে ত্রিলোকসুন্দরীর মুখও ঘৃণাজনক হইয়া উঠে। পরন্তু কি প্রকার নাসিকা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। ভারতবর্ষে "তিলফুল জিনি নাসা" ভারতচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়। অন্য কবি শুক চঞ্চুর আকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কহেন; ফলে উভয়েই উচ্চ বর্ত্তুল নাসিকার অনুরাগী। ফরাসী-দেশেও সেই রূপ বর্ত্তুল নাসিকার প্রশংসা আছে। কিন্তু অধুনা এতদ্দেশে "টীকল" সরল রেখার অবক্র তিলক হয়, এমত নাসিকাই সকলের প্রিয়; প্রাচীন গ্রীসদেশে এবং নব্য ইংলণ্ডেও তাহা প্রশংসনীয়। তদ্রূপ নাসার প্রত্যাশায় ধাত্রীরা নব্য প্রসূত শিশুর নাসা প্রত্যহ টিপিয়া সেক দিয়া থাকে, এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ নাসার উচ্চতা সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই। পরন্তু ঐ ধাত্রী আফ্রিকা দেশে গমন করিলে তাহার সে আয়াস তাহার অন্নাভাবের কারণ হইত, যেহেতু তথায় উচ্চ নাসিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়, এবং যাহাতে ঐ কুৎসিতের লক্ষণ না উপলব্ধ হয় এই নিমিত্ত তত্রত্য ধাত্রীরা শিশুর নাসা প্রত্যহ

[illegible] করিয়া তাহার [illegible] সিদ্ধ করে। বস্তুতঃ যে [illegible] হইয়াছে যে অধুনা [illegible] নাসিকা আছে [illegible] সহজে লক্ষ্য হয় না। [illegible] এই রূপে খর্ব্ব নাসার [illegible] নাসা আছে কি না ইহা [illegible] মনে কখন কখন সন্দেহ হইয়া থাকে। পারস্য দেশবাসীদিগের শুকপক্ষির চঞ্চুর ন্যায় "আকুঞ্চনাসিকে" বিশেষ দাক্ষিণ্য আছে।

নাসিকার পরই অধরপল্লব; তাহার আরক্ত আভায় অভিভূত না হয়েন এমত রসজ্ঞ-সম্প্রদায় প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। পক্ক বিম্ব, দাড়িম্ববীজ, পদ্মরাগমণি প্রভৃতি সুরম্য আরক্তবর্ণ সকল পদার্থই তাহার প্রশংসায় বিনিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সেই পক্কবিম্বোষ্ঠী আরবা দেশে যাত্রা হইলে "রক্তমুখী" বলিয়া তিরস্কৃতা হয়, কারণ তত্রত্য ললনারা অহর্নিশ প্রয়াস পাইয়া আপন আপন অধরপল্লব নীলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকেন; তাহাদের মনে এতদ্ভিন্ন শোভা হয় না।

ললাটের গঠন কিরূপ হইলে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয় তাহারও নিরূপণ হইয়া উঠে নাই। বর্ত্তুল, চেপটা, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ, প্রশস্ত, খর্ব্ব—সকল প্রকার ললাটেরই প্রশংসা কুত্রাপি না কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়াছে। গ্রীসদেশীয়েরা উচ্চ প্রশস্ত কপাল স্ত্রী জাতির সৌন্দর্য্যের হানিকর জ্ঞান করিত, এবং তদ্বিপরীতে গত শতাব্দীর ফরাসী ললনারা মস্তকের পুরোভাগের কেশ উৎপাটিত করিয়া প্রশস্ত ললাট সিদ্ধ করত আপন আপন সৌন্দর্য্যের অভিমান সন্তৃপ্ত করিতেন। পরন্তু এবিষয়ে মেক্সিকো দেশীয়া রমণীদিগের আচরণ বিশেষ রহস্যব্যঞ্জক। তাঁহারা আজন্মকাল নানাবিধ তৈল ও প্রলেপের অনুসরণদ্বারা সমস্ত কপালে কেশজন্মাইবার চেষ্টায় বিব্রত আছেন, কারণ তাঁহাদের দেশে মস্তকের কেশ ভ্রূপর্য্যন্ত আসিলেই তাঁহাদের চুর্ত্তির মোহনীয়া শক্তির পরিবৃদ্ধি হয়। এতদ্দেশে সমস্ত ললাটে কেশ দেখিলে বরাঙ্গনারা বানরীর প্রতিমূর্ত্তি অনুভব করেন; পরন্তু তাঁহারা আরত ললাটের অনুরাগিণী না হইলেও উচ্চ বর্ত্তুল কপাল কোন মতে সমাদরণীয় জ্ঞান করেন না;—তাহার অপকৃষ্টতা বিজ্ঞাপনার্থে "উচ কপালী চেরণদাঁতী বিয়ের রাতে খাবে পতি" ইত্যাদি বাক্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রাখিয়াছেন। পরন্তু উচ কপাল হইলেই যে বিবাহের রাত্রিতেই বৈধব্য ধারণ করিতে হয় এমত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই; প্রত্যুত ঔসাগী নামা এক জাতীয় মার্কিন মনুষ্যমধ্যে উচ্চ ললাট বিখ্যাত আছে, ও তাহার বিশেষ সমুচ্চতা সাধনার্থে তাহারা শিশুদিগের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ প্রত্যহ টিপিয়া পুরোভাগের সমুন্নতি সম্যগ্রূপে সিদ্ধ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিলাসবতীদিগের যে অধিক বৈধব্য ঘটিয়া থাকে এমত কোন প্রমাণ নাই। এই জাতীয় মনুষ্যদিগের প্রতিবাসী অপর এক জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহারা পূর্ব্বোক্তদিগের প্রতিদ্বন্দ্ব সাধনার্থেই হউক বা সৌন্দর্য্যের বোধ প্রভেদবশতই হউক, শিশু জন্মাইবামাত্র তাহার কপালে একখানা কাষ্ঠফলক বান্ধিয়া দেয়, এবং প্রত্যহ তাহার বন্ধনীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা করিয়া অবশেষে শিশুদিগের কপাল এতাদৃশ চেপ্টা করিয়া ফেলে যে নাসাগ্রহইতে মূর্দ্ধা অবধি সর্ব্বত্র এক সরল রেখায় আরত হয়; এই প্রযুক্ত কথিত জাতীয়েরা "উত্তান ললাট" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু এতদুভয় জাতীয় মনুষ্যেরাই যে ললাট বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে এমত নহে। এক জাতীয় আফ্রিক স্ত্রী আছে তাহারা শিশুর মস্তকের চতুষ্পার্শে চারি খানি তক্তা ও উপরে আর এক খানি তক্তা বান্ধিয়া মস্তক ও ললাটের চতুষ্কোণত্ব সিদ্ধ করে;

তাহা না হইলে কোন [illegible] অভিমান করিতে পারেন না।

স্ত্রীদিগের সৌন্দর্য্যের [illegible] প্রধান অঙ্গ; [illegible] হইবে ইহা অনায়াসেই [illegible] পূর্ব্বকাল অবধি [illegible] আসিতেছে, এবং [illegible] শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হয়। [illegible] দেশীয়া বরাঙ্গনা, যাঁহারা [illegible] বলিয়া বিখ্যাতা, তাঁহারা [illegible] করেন না; প্রত্যুত অত্যন্ত স্থূল [illegible] ভ্রূই তাঁহাদের প্রিয়। কিন্তু [illegible] তাঁহারা ইতালীদেশীয়া [illegible] তিরস্কৃতা হইয়া থাকেন; কারণ [illegible] সূক্ষ্ম কৃষ্ণরেখার সদৃশ ভ্রূই প্রশস্ত, এবং যে সকল লাবণ্যবতীরা স্বভাবতঃ তদ্রূপ ভ্রূ না [illegible] হারা সোন্নার সাহায্যে ভ্রূর কেশ [illegible] তাহার সূক্ষ্মতা সিদ্ধ করেন। কলিকাতায়ও কোন কোন বাবু আছেন যাঁহারা ক্ষৌরের সাহায্যে ভ্রূর সূক্ষ্মতা ও ধনুরাকৃতি সিদ্ধ করিয়া থাকেন। [illegible] আমাদিগের মনোমোহিনীরা অদ্যাপি সে [illegible] অনুসরণ করেন নাই।

ভ্রূ অপেক্ষা কেশ অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ; ভ্রূবিহীনা স্ত্রী বরং সহ্য হইতে পারে, কিন্তু কেশবিহীনা কদাপি সহ্য হইতে পারে না; অতএব কেশের বিন্যাস-বিষয়ে স্ত্রী জাতি মাত্রেরই সম্যক্ অনুরাগ দেখা যায়; এমত স্ত্রী কেহ নাই যে কেশের সেবায় প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কাল বিনিযোগ না করে। অশীতি-পর বৃদ্ধারাও প্রত্যহ এক গাছা ফিতা দিয়া আপন পলিত কেশের কবরীবন্ধন করিতে ত্রুটি করেন না। পরন্তু সেই কেশ কি রূপ হইলে ও কি প্রকার বিন্যস্ত করিলে সর্ব্বতোভাবে সৌন্দর্য্যের সমৃদ্ধি হয় তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে এমত কেহ [illegible]

[illegible] পরে পিঞ্চিত [illegible]; কিন্তু দোলায়মান কুন্তলের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, তাহা বিলাতে ও এতদ্দেশে তুল্য বলবৎ ছিল। পরন্তু কালে সকল বস্তুর অন্যথা হইয়া থাকে, সুতরাং কুন্তলই মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু লাভ করিতে পারে নাই। অধুনা সমস্ত কলিকাতায় অনুসন্ধান করিলে একটি প্রকৃত ঝাপটা পাওয়া

[illegible] গুলি [illegible] দোলায়-[illegible] প্রস্তুত করিতে পারেন, [illegible] প্রাপ্ত হন। ঐ [illegible] না হইত [illegible] তাহার সহিত ভারতচন্দ্রের "[illegible]" তুলনা করিতাম। এই জটাভার [illegible] বিশেষ মোহনীয় হইলেও [illegible] নাটালের নায়কেরা তাহা [illegible] জ্ঞান করে, কারণ তাহাদের মনোমোহিনীরা [illegible] মেদদ্বারা সমস্ত কেশে এক [illegible] নির্ম্মাণ করে; তাহা মস্তকোপরি ধুচুনীর ন্যায় বদ্ধ থাকে, এবং দীর্ঘকাল ও অনেক প্রযত্নে প্রস্তুত হইলে চিরকাল সমভাব থাকে, তাহাই তাহাদের কবরীর মুখ্য আদর্শ এবং সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় গরিমাস্থল।

সঞ্চয় ভাণ্ডার।

সংসার এমন স্থান নহে যাহাতে অবস্থিতি করিয়া জীবনকাল নির্বিঘ্নে অতিবাহিত করিতে পারা যায়। দুঃখজাল সর্ব্বদা সংসারকে আক্রম করিতেছে; সংসার চক্র একটুকু বিকল হইলেই মনুষ্য দুঃখজালে জড়িত হয়, আর দুঃখজালে এক বার পতিত হইলে উহাহইতে মুক্তি লাভকরা সহজ নহে। অতি সুবিজ্ঞ ও উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিকেও নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সঞ্চিত ধন না থাকাতেই এই ক্লেশ উৎপন্ন হয়। অপর সঞ্চয় করা সামান্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। অনেকে বলেন অর্থাগমের আতিশয্য ও ব্যয়ের নিতান্ত ন্যূনতা না ঘটিলে সঞ্চয় হইতে পারে না। ব্যয়াবশিষ্ট অর্থ নিতান্ত অল্প হইলে নৈমিত্তিক সুখের ব্যাঘাত করিয়া ঐ অর্থ কেহই বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বিশেষ রূপে এই এই প্রতীতি জন্মে যে হস্তে টাকা থাকিতে কেহই ব্যয় নিবারণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে পারেন না। কেহ ঐ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার জন্য স্বধন অন্য লোকের নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখেন। বিত্ত সমর্পণ কার্য্য অনেক অন্তরায়ে জড়িত; তাহা নিতান্ত অল্প হইলে লোকের নিকট সর্ব্বদা সমর্পণ সুসাধ্য হইয়া উঠে না; আর তাহা অত্যধিক হইলে অন্যের নিকট বিত্ত সমর্পণান্তে তাহার পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে অনেক সংশয় থাকে। অতি সুপবিত্র চরিত্র না হইলে তাহার নিকট অর্থ গচ্ছিত করিতে বিশ্বাস জন্মে না; অথচ এরূপ লোক অনেক স্থানে অতি বিরল। এই হেতু যাহাদের অল্প ধন উদ্বৃতও হয় তাহা প্রায় সঞ্চয়াধারে অবস্থান

[illegible]

করিতে পারে না। যাহারা অনেক পরিমাণে [illegible] বাঁচাইতে পারেন তাঁহারা সুখী হইতে পারিব মনে করিয়া আপনাদিগের পরিবারকে [illegible] ভূষণভারে মন্থরগামী করিয়া থাকেন। [illegible] অনেক বিঘ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ [illegible] তস্করেরা বহুল বসন ভূষণ দেখিলে [illegible] প্রচুর অর্থের আধার মনে করিয়া [illegible] উপর অশেষ অত্যাচার পূর্ব্বক ঐ সমুদায় বস্তু এক-কালে আত্মসাৎ করে। দ্বিতীয়তঃ পরিবারমধ্যে ভূষণাদির তারতম্য ঘটিলে অনেক স্থলে গৃহবিচ্ছেদ ঘটে। তৃতীয়তঃ প্রকৃত বিপদকালে বিপদুদ্ধারজন্য দেহহইতে ভূষণ উন্মোচন করিয়া অবলাদিগকে আন্তরিক ক্লেশ দিতে সকলেই দুঃখিত হইয়া থাকেন।

ঐ ভূষণ সকল উন্মোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেও হয় ত কেবল কর্ত্তার নিজ কলত্র ভিন্ন উহাতে কেহই সম্মত হন না। এই সমুদয় প্রতি-[illegible] করিতে থাকেন। অনেক সময়ে ঐ সকল মহা-পুরুষকে নিয়মিত কালে স্নান ভোজন করিতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যের পক্ষে এই রূপ ব্যবহার নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র।

সভ্য জাতি মধ্যে এই সকল দুর্নিমিত্ত নিবারণ [illegible] উপস্থিত না হইলে [illegible] লোকের প্রবৃত্তি জন্মে না। [illegible] সুনিবার্য্য কার্য্যেও [illegible] না করিয়া থাকিতে পারা [illegible] এই রূপে লোকে বিপদে পতিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রূপে ঐ ভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিতে পারিলে উহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। কালক্রমে উহারই ফলদ্বারা অনেক সুখ উৎপন্ন হয়। এই রূপ বিশ্বাস জন্মিলে লোকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাহা হইলে ক্রমে লোকের মিতব্যয়িতা অভ্যাস হইয়া আইসে। সংসারের মিতব্যয়ী লোকই সুখী, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই রূপ হইলেই সুখী হইতে পারিবেন।

আমরা সঞ্চয় ভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ স্থাপন করিতে উপদেশ দিতেছি বলিয়া যে ভূষণ ধারণ এক কালে প্রতিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ভূষণ ধারণ করিলে যাহাদিগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নাই তাহাদিগকেও সুশ্রী দেখায়। স্বভাবতঃ সুন্দর ব্যক্তির পক্ষে অলঙ্কার ধারণ মণি-কাঞ্চন-যোগ-জশোভা সম্পাদন করে। দেশীয় যোষাগণের পক্ষে অলঙ্কার বিশেষ ফলোপধায়ক। এদেশীয় রামাগণ ভূষণাতিরিক্ত স্ত্রীধন প্রায় সচরাচর ভোগ করিতে পান না। বিশেষতঃ স্বামির মৃত্যু ঘটিলে একেবারে নিরবলম্ব নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এই সকল বিবেচনা করিলে উহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অলঙ্কার দেওয়া অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে না; বরং সুযুক্তি বলিয়াই বোধ হয়। এদেশীয় কামিনীগণ পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে আর অলঙ্কার ধারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। এরূপ স্থলে তাঁহাকে ঐ আভরণ গুলি বিক্রয় করিয়া অর্থ সঙ্গ্রহ পূর্ব্বক কোন সামগ্রী বন্ধক রাখিয়া কুশীদ গ্রহণ পূর্ব্বক বাণিজ্য কার্য্য করিতে প্রণোদিত হইতে হয়। এই প্রণালী-ক্রমে প্রায় সর্ব্বত্র কুশাদ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই পদ্ধতি নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ইহা শঙ্কা পরিশূন্যও নহে, তাহা অম্লান বদনে বলা যায়। পরের দ্রব্য দস্যু তস্করাদির হস্তহইতে রক্ষা জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। অধমর্ণের প্রতি উত্তমর্ণের বিশ্বাস জন্মিলে বস্তু প্রতিভূ রাখিতে হয় না। সঞ্চয় ভাণ্ডারস্থ স্থাপয়িতাদিগকে সাধু অধমর্ণ বলিয়া লোকের বিলক্ষণ বিবেচনা জন্মিলে অবশ্যই ঐ খানে লোকের অর্থ রাখিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে। বিশ্বাসই ভূলোকে লোকের প্রতি প্রণয় সম্পাদক হইয়া থাকে। পরস্পর বিশ্বাস রূপ প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া লোক কত গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ করিতেছেন। এমন অনেক মহাজন

আছেন, যাঁহাদিগের [illegible] আজন্মকাল মধ্যে [illegible] রেন নাই। কিন্তু [illegible] অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকল [illegible] আসিতেছে। এই সকল [illegible] হইয়া স্থানে স্থানে এক একটী [illegible] পন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা [illegible] লেও নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার [illegible] রেন। এক জন দৈনিক [illegible] হইলে যে দিন ঐ [illegible] অর্থ গ্রহণ করে সে দিন তাহার [illegible] স্ফীত হয় না। সে কি মনে [illegible] ক্রমে বিন্দুপরিমাণে নিক্ষেপ [illegible] স্তূপাকার অর্থ প্রাপ্ত হইলাম। [illegible] ও ইংলণ্ড দেশে এই রূপ [illegible] অশরণ বালক, বিধবা রমণী, ও [illegible] লোকের কত দূর উপকার হইয়াছে [illegible] যায় না। অশরণ বালকেরা ঐ [illegible] মিত রূপে শিক্ষিত হইয়া থাকেন। [illegible] কিঞ্চিৎ সঞ্চয় আছে মনে করিয়া [illegible] বিনা ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। [illegible] জীবী ব্যক্তিরা কোন দিন পরিশ্রম না করিতে পারিলে ঐ অর্থদ্বারা আপনাদিগকে [illegible] হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা কখন কোন স্থানে হুণ্ডী লইয়া গিয়াছেন তাঁহারাই উহার ফলোপধায়কতা অনুভব করিতে পারিবেন। কথিত প্রকার সঞ্চয় ভাণ্ডার কলিকাতা নগরীতে একটী স্থাপিত হইয়াছে. তাহার নাম "গবর্ণমেণ্ট সেবিংস্‌ব্যাঙ্ক।" এই ব্যাঙ্কটী সকল লোকে জ্ঞাত নহে। বিশেষতঃ ইহা কেবল এই নগরস্থ লোক-দিগের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। অপর ইহাতে অল্প টাকা করিয়া বা স্থিত পাঁচ শত টাকার অধিক ন্যস্ত রাখিবার নিয়ম নাই; অধিকন্তু রবি-

[illegible]

[illegible] লোকে উহার উপকার [illegible] রিলে এ স্থানেই অর্থ সমর্পণ করিতে মনোনিবেশ করিবে। এই রূপে বহু ধন সঞ্চিত হইলে মহা-জনেরা উহার [illegible] দেশের বিপুল উপকার করিতে পারেন।

রহস্য-সন্দর্ভ

[illegible]

[illegible] মাসিকপত্র।

[illegible] | [illegible] মূল্য [illegible] আনা। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। | [২য় খণ্ড।

[illegible]

এ নগরটির নাম বোধ হয় আপা-মর সাধারণ সক-লেরই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কপোতপ্রিয় মা-ত্রেই "বোগদা" পায়রার নাম ক-[illegible] থাকেন। "বোগদা" এই শব্দটী বুগ্দাদ্ শব্দের অপভ্রংশমাত্র। বোগদা পায়রা কপোত মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভূত, এবং তাহা বুগ্দাদ্ রাজ্যে [illegible] কপোত ভিন্ন আর কোন কপো-তকেই বলা যায় না। এতাদৃশ পরিমাণে এই কপোত তদ্দেশহইতে অন্যত্র প্রেরিত হয় যে তাহা তদ্দেশের বাণিজ্যদ্রব্যমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে।

বুগ্দাদ তুরুষ্ক দেশের একটী প্রধান নগর-মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। ইহা টাইগ্রীস নদী তটে স্থিত এবং তদ্দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আছে। শত্রুর আক্রমণ নিবারণ জন্য ইহার প্রান্ত-ভাগে কর্দ্দম নিবদ্ধ ইষ্টকময় প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। টাইগ্রীস নদীর এইখানকার পশ্চিম তীরস্থ বাসস্থলগুলিকেই পূর্ব্ব কালে বুগ্দাদ্ নগর বলিত। এই নগরের রাজধানী, সুবিখ্যাত হারুণ-অল্‌রশিদ খলিফার আদেশে ঐ নদীর পূর্ব্ব তটে নীত হয়। যে স্থলে রাজকার্য্যাদির আবির্ভাব হয় সেই স্থানেই বাণিজ্যেরও প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়া থাকে। তদনুসারে নদীর পূর্ব্ব ধার সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোকের আবাস ইষ্টক প্রস্তরের আলয়ে ভূষিত হইতে লাগিল; ও নদীর পূর্ব্বতীরস্থ বাসস্থলগুলি ক্রমে দীনহীন জনগণেরই মাতৃভূমি রূপে বিগতশ্রী হইতে লাগিল। উভয় তীরস্থ নগরই তুরুষ্ক-দেশের প্রধান বাণিজ্য স্থল।

এই দেশের বাণিজ্য দ্রব্যমধ্যে অতি সুপরিষ্কৃত লোহিত ও পীত চর্ম্ম, যাহা সর্ব্বদেশীয় চর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই প্রধান। আরবদেশীয় মুসলমানেরা সচরাচর যে পরিচ্ছদ গুলিকে অত্যুত্তম জুব্বা, আবা, ও কাবা প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করেন তাহাও এই নগরে উৎপন্ন হয়। এই পরিচ্ছদগুলি প্রধানতঃ ঐ স্থানবাসী আরবেরা ধারণ করে বলিয়া উহার ঐ উপাধি হইয়াছে।

বুগ্দাদ নগর মহম্মদের উত্তরাধিকারী এক জন প্রধান খলিফা ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে সংস্থাপিত করেন। তদবধি ১২৫৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিভা

অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎপরে ১৬৯৩ অব্দে ইহা [illegible] বংশীয়দিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া তুরুষ্কদিগের শাসনের বশীভূততা স্বীকার করে।

টাইগ্রীস নদীর উভয় পার্শ্বের বাসস্থলকেই বুগ্দাদ্ নগর বলে ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। ঐ উভয় পার্শ্বে গমনাগমন সুবিধা জন্য নদীগর্ভে এক সেতু সঙ্ঘটিত আছে। এখানকার অট্টালিকা পারস্য দেশের সৌধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এদেশের প্রাসাদ মধ্যে মস্জিদ্ গুলিই অত্যুত্তম। বাঁধা ঘাট, পান্থনিবাস, হট্টমন্দির সকলও নিতান্ত হীনকল্প নহে। আবাসবাটীসমূহ আমাদিগের বাসস্থল অপেক্ষা মন্দ নহে, বরং অনেকাংশে সুন্দর ও স্বাস্থ্যদায়ক।

বুগ্দাদ্বাসীরা সচরাচর যে গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহা তিন তল বিশিষ্ট। প্রথম তলটী ভৃত্যাদির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় তল ভোজ্য [illegible] করিয়া থাকে।

এদেশে [illegible] নিয়ম নাই। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অশ্ব বা [illegible] আরোহণ করেন। [illegible] অবলাগণের নিজ স্বরূপ। উহাতে [illegible] নাই বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। খাঁ বাহাদুরেরা এখানকার সভ্য। ইহারা আতিথেয়। এক্ষণে এদেশস্থ কাহারই আর বিশিষ্ট বিদ্যাবত্তা দেখা যায় না; কিন্তু সমুদয় মস্জিদে পক্বশ্মশ্রু ছাত্রের বাক্বিতণ্ডা দেখা যায়। খলিফাদিগের

[illegible] পারিয়াছে।

[illegible] করিয়া থাকিতে হয়। [illegible] নির্ব্বাহিত হয়; অপর [illegible] সমুদয় [illegible] করেন। ইহারা [illegible] অবয়বগত [illegible] বিষয়ে কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের মনে [illegible] উৎপাদিত হয়। এই অবলাগণ একেবারে [illegible]। ইহারা যখন ঘোটক বা গর্দ্দভে আরোহণ করেন তৎকালেও উক্তরূপে আচ্ছাদিত হইয়া [illegible] সংযত করিয়া চর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হয়। ঘোটকারোহণ প্রায় স্ত্রীজাতির [illegible] উচিত না। যদি হয় তবে কৃষ্ণকায় [illegible] হয়। অবশেষে অধম তারণ নির্দ্দিষ্ট [illegible] স্কন্ধে নির্ভর করা বিধি। অবলাগণ উত্ত[illegible] আচ্ছাদনের উপর কপর্দ্দক [illegible] একপ্রকার ভূষণ ধারণ করিয়া থাকেন।

এদেশের আর্ম্মানীরা শিক্ষিত, বিনীত, ও ধার্ম্মিক; কিন্তু অত্যন্ত ক্রোধবশীভূত। ইহারা সাতিশয় তাম্রকূট প্রিয়; সাহসিক; কার্য্যদক্ষ। স্বরৃত্তি প্রতি ইহাদিগের ঘৃণা আছে। সেই হেতু ইহাদিগের অনেককে ইংরাজ জাতির সহিত মিলিত হইয়া ভূমণ্ডলের নানা স্থলে বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত দেখা যায়। শস্ত্রবিদ্যা বিষয়ে ইহাদিগের পারগতা আছে। পরন্তু এসকল গুণসত্ত্বেও জুয়াখেলার হস্তহইতে ইহারা পরিত্রাণ পায় নাই।

বুগ্দাদের প্রজার প্রধান অংশ মুসলমান। তাহারা সিয়া ও সুন্নী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এবং এতদ্দেশের শাক্ত ও বৈষ্ণবের ন্যায়, ঐ সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ীরা পরস্পর বিষম জাতিবৈরসাধন করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন সময়ে দরিদ্রদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।

সিয়ামতাবলম্বীরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান ও মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম বিনির্ম্মিত স্তবক যুক্ত লোহিত শিরস্ত্রাণ ধারণ করে। ইহাদিগের হস্তে স্ফটিকের মালাও থাকে। এই সম্প্রদায়ীরা কোরাণের সহিত তুল্যরূপে মহম্মদের বাচনিক উপদেশও মানিয়া থাকে। সুন্নীদিগের হরিৎ বস্ত্র প্রশস্ত, কিন্তু বেশবিন্যাস সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ গোঁড়ামী নাই; এবং কোরাণ ব্যতীত মহম্মদের মৌখিক উপদেশ তাহারা স্বীকার করে না। বুগ্দাদ দেশে সিয়ামতাবলম্বীদিগের সঙ্খ্যাই অধিক। এখানে যিহূদী ধর্ম্মাবলম্বীও অনেক আছে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান দুই একটীমাত্র দেখা যায়।

যিহূদীদিগের বেশভূষা সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন প্রকার। কেহ বা লোহিত কেহ বা পীত পরিচ্ছদ ধারণ করেন। হিন্দুদিগের ন্যায় ইহারা পরমেশ্বরের আরাধনা কালে করে মালা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কলিকাতাস্থ আর্ম্মাণীদিগের বেশভূষা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই ইহাদের পরিচ্ছদের ভঙ্গী বিশেষ বুঝিতে পারিবেন।

স্বপ্নাবেশে দেশ ভ্রমণ।

একদা স্বপনে এই হয় দরশন,
পদ্মাপ্রবাহেতে যেন করিতে ভ্রমণ,
বিচিত্র বারেন্দ্র ভূমে করি বিলোকন,
নিকটে উদয় আসি মূর্ত্তি বিমোহন।

WHOLE VOLUME. BLEED THROUGH.

সুধীর গম্ভীর ভাব পুরুষ প্রধান,
মম প্রতি জ্ঞান কথা কম সমাধান ;
কিবা স্মৃতি, শ্রুতি-স্মৃতি [illegible]
কিবা ধৃতি, শান্তি যেন [illegible]

মম সহচরগণ না দেখে তাঁহারে,
পদ্মার তরঙ্গরঙ্গ সভয়ে নেহারে ;
তাঁর উপদেশে মম উচিত উৎসাহ,
হৃদয় কন্দরে বহে আনন্দ প্রবাহ।

মহা যোগী মনু বাক্য বহুগ্রন্থী মম,
কিবা জনস্থানস্থিত কানন দুর্গম ;
সেই গ্রন্থী মোচন করেন অবহেলে ;
তাঁর গুণে সে দুর্গম বনে পথ মেলে।

তাঁহার কৃপায় জানি এই তত্ত্ব সার,
কিবা ছিল আর্য্য ভূমে পূর্ব্ব ব্যবহার।
দেশে দেশে নিগদিত তাঁর গুণগ্রাম,
ভুবনে ভরিল শ্রীকুলুক ভট্ট নাম।

তথাহইতে আইলাম কাটয়া প্রদেশে ;
তথায় জাহ্নবী বটে উল্লাসিত বেশে।
চরে চরে, চরে নানা বিহঙ্গ বিকলা ;
শ্রবণ মোহিত করে কলিত কাকলী।

সে কল কলন মম মনে নাহি ধরে ;
সে স্বরে কি সুধা ক্ষরে শ্রবণবিবরে ?
তার চেয়ে মিষ্ট তান বাজিল শ্রবণে,
যে তানে জগত মুগ্ধ একতান মনে।

দেখিলাম এক দ্বিজ মত্তচিত্ত গানে,
উপনীত নারায়ণ-ক্ষেত্র-সন্নিধানে ;

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ধন্য পঞ্চকোট* [illegible]
[illegible]
জয় জয়দেব তব [illegible]
[illegible]

তরল-তরঙ্গা গঙ্গা-প্রকৃতি-প্রভাবে,
চল চল চল অঙ্গ বহে চল ভাবে ;
প্রবল প্রবাহ বেগে ধায় ত্বরা করি
নদীয়ার ঘাটে আসি উপনীত তরী।

সহচরগণ উঠে করে নিরীক্ষণ
রুদ্ররায়-প্রতিষ্ঠিত রুদ্র পুরাতন,
কাংস্যকার গৃহে কামধেনু পরিপাটী,
শিবালয়-শ্রেণী, প্রমুদিত পুষ্পবাটী।

* [illegible]দেবের বসতি।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শিরোমণি [illegible] তাঁর বুদ্ধি সুপ্রখর* ;
[illegible]
[illegible] কেতু ;
[illegible] কেতু†।

দ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী হয়ে জগদীশ নাম ;
[illegible] বিশেষ প্রবৃদ্ধ গুণধাম।
শ্রীবিদ্যা [illegible] সম্বর্ত সিন্দুরে
[illegible] মলিনা ভিন্ন করিলেক দূরে।

অক্ষপাদে কণাদে তাহার তুল্য নাই,
কাহার গভীর বুদ্ধি ভাবিয়ে না পাই।
অনুমান, উপমান, শব্দের সন্ধান
পদে পদে প্রমাণের অকাট্য বন্ধান।

কিসে দুঃখ, কিসে জন্ম, প্রবৃত্তি বা কিসে,
কিসেই বা দোষ আর মিথ্যা জ্ঞান দিশে,

পর পর কিসে এই সব পায় নাশ,
দ্বিতীয় সূত্রের অর্থে করিল প্রকাশ।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ যোগী বয়সে কিশোর,
কটিতটে কর্প্পূর কৌপীন বেড়া ডোর,
কষিত কনক কান্তি প্রেমরসে ভোর,
শীহরিত তনুরুচি কদম্বের কোর।

শিশুকালে সংসার বিরাগী সর্ব্বত্যাগী,
পরিণামে শুদ্ধ হরিনামে অনুরাগী ;
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, প্রেম মাত্র সার,
দেশে দেশে এই তত্ত্ব করিল প্রচার।

সংসারের দুঃখ দেখি অন্তরেতে দহে,
নয়নেতে করুণার অশ্রু-নদী বহে।
হায় প্রেমদেবে অন্ধ দেশভেদে কহে,
চৈতন্য চৈতন্য-হীন প্রণয় প্রমোহে॥

বিচিত্র স্বপ্নের ক্রিয়া, হেরি অনন্তর,
সহসা সে ভাব পুনঃ হইল অন্তর।
যেন ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া উদয়,
পুণ্যতীর্থ যথা সপ্ত ঋষির নিলয়।

যেন কোন মহাযোগে হইয়াছে মেলা,
আসিয়াছে কত সাধু সঙ্গে লয়ে চেলা ;
স্নান দান পূজা হোম কর্ম্মকাণ্ড খেলা,
কলরব স্থিরভাব নহে একবেলা।

দেখিলাম কত শত পণ্ডিত ধীমান্,
কিবা দেবঋষিগণ আসি মূর্ত্তিমান।
কথায় কথায় কত যুক্তির লহরী,
রসহীন তর্কনদী রসে যায় ভরি।

* প্রবাদ আছে শিশুকালে শিরোমণি একদা এক চতুষ্পাঠীতে অগ্নি আনয়নার্থ গিয়াছিলেন। আধার লইয়া না আসাতে অধ্যাপক ব্যঙ্গ করাতে প্রামাণিক শিশু তৎক্ষণাৎ অঞ্জলিবদ্ধ করপ্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "অগ্নি দেউন"। ব্যঙ্গকারী শিশুর প্রত্যুৎপন্নমতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

† ইয়ুরোপীয় নিয়মে ছাত্রদিগের আসন উন্নতি অবনতির ব্যাপার এদেশে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল।

দেখিলাম এক ধারে বসি ধ্যানাসনে
ধীরত্রয় মগ্ন, বাক্য-শাস্ত্র-আলাপনে।
কভু হাঁসে কভু কাঁদে স্বভাবের বশে :
শ্রোতৃগণ অভিষিক্ত নব নব রসে।

একের মোহন ভাব বর্ণিব কি আর :
কবিত্ব ছটায় হরে মানসান্ধকার।
অষ্টাদশ ভাষায় ভাসুর ভূরি জ্ঞান,
চন্দ্রকলা প্রভাবতী জনক ধীমান্।

করেতে করিয়া এক বিমল দর্পণ
যাহার নয়ন পথে করেন অর্পণ,
সে হেরে অদ্ভুত অতি তাহার ভিতরে
মানুষিক মানসিক ভাব স্তরে স্তরে।।

বার বার দশ বার ঘুরায় দর্পণ,
কত মত চিত্র তাহে হয় দরশন ;
কাব্য, রস, ব্যঙ্গ, ব্যঞ্জনাদি নিরূপণ,
দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার বিবেচন।

অপূর্ব্ব কুহকী এই মায়িক প্রধান
স্পষ্ট পরিচয় কিছু না করে প্রদান।
মহামন্ত্রী গদাধারী পুরুষানুক্রমে
কোথায় নিবাস কিছু না কহেন ভ্রমে।

কেবা সেই মহাদেবী উমা নাম যাঁর,
কেবা সেই ভানুদেব বল্লভ তাঁহার ?
নিজ নামে কবিরাজ উপাধি সংযুত,
নাহি জানি বৈদ্য কিম্বা ব্রাহ্মণের সুত।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

এইরূপ কত [illegible]
মেলাতে মিলিত দেখ অসংখ্য [illegible];
[illegible]
[illegible]

পুনরায় সেই স্থানে পাইনু নিরখি,
হেরি যেন কলিকাতা মহান আলয় ;
বিপুল বিনোদ বহু বোধ নাহি নাহি ;
পণ্যময় [illegible]।

অগণিত নদী উপনদীর সমান
নানা দিগে পথপুঞ্জ করিছে প্রয়াণ।
জনতার স্রোত তাহে বহে দিবা রাতা,
বিবিধ বিচিত্র যান, নৌকা নানাজাতি।।

মহা কলরব ভিন্ন কিছু শ্রুত নয়,
জলের প্রপাত প্রায় অনুক্ষণ বয়।
বিপণি ভরিয়া দ্রব্য কত শত মত,
ভারতে বাণিজ্যলক্ষ্মী নবব্রতে রত।।

দেখিলাম বটে বহু পদার্থ অদ্ভুত,
ফলে সে সকলে মন নহে তৃপ্তিযুত।
পূর্ব্ব দৃষ্ট মহা মহাপুরুষ সমান।
অন্বেষিতে লাগিলাম ধীমান্ শ্রীমান্।।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ভাঙ্গিল মম [illegible] চেতন,
দেখিলাম কোথা আমি, কোথা নিকেতন।
[illegible]
[illegible]।।

ভাসমান উদ্যান।

আমেরিকার দক্ষিণাংশে মেক্সিকো প্রদেশান্তর্গত ঐ নামে সুপ্রসিদ্ধ এক প্রধান নগর আছে। তাহা অতিসুরম্য ও অতিসুদৃশ্য। লণ্ডন, পিটর্স্‌বর্গ, বার্লিন ও ফিলাডেলফিয়া ভিন্ন তাহা অপেক্ষা সৌষ্ঠববান্ নগর ভূমণ্ডলে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার চতুর্দ্দিগে তুষার-মণ্ডিত গিরিমালা ও নির্ম্মল বারিপূর্ণ হ্রদ বসুন্ধরাকে যার পর নাই শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে প্রবেশ করিবার জন্য পাঁচটি সুদীর্ঘ জাঙ্গাল বা বাঁধ আছে। পূর্ব্বে এই নগর অসামান্য শ্রীমান্ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। পরে যৎকালে স্পানী মনুষ্যেরা এই প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রবল সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল, হতভাগা অধিবাসীগণ তাহাদের কোপে সশঙ্কিত হইয়া এই স্বভাবসিদ্ধ দুর্গস্বরূপ নগর-মধ্যে আশ্রয়-গ্রহণে বাধিত হইল। নগর লোকাকীর্ণ হওয়াতে খাদ্য-সামগ্রী ক্রমে অপ্রতুল হইতে লাগিল ; সুতরাং অধিক শস্যের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। যদিও মেক্সিকো নগর সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত আছে, পরন্তু হ্রদের প্রভূত বারি উচ্ছ্বসিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় তাবৎ ভূমি ও শস্যক্ষেত্রসমূহকে ক্রমাগত কতিপয় মাস ব্যাপিয়া নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। এতৎ কারণ প্রযুক্ত কৃষিকদিগকে কিয়ৎ কাল নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে হইত ; অধিকন্তু কখন কখন তাহাদের বহু পরিশ্রমার্জ্জিত পকোন্মুখ শস্যও শত্রুর নিষ্ঠুরতায় ব্যর্থ হইয়া যাইত। ফলে অসদ্ভাবই নির্ম্মিৎসার জনয়িতা ; সুতরাং এবংবিধ নৈসর্গিক প্রতিকূলাচরণ পরিহারার্থ নগরবাসীগণ এরূপ উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিল যে তাহা সলিলোপরি ভাসমান থাকিবেক ও ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করিতেও পারা যাইবেক। তাহাদের এতদ্রূপ বুদ্ধিজীবিতা সম্যক্ ফলোপধায়িনী হইয়াছিল।

যে রীত্যনুসারে এই চমৎকার ব্যাপার সংসাধিত হয় তাহা অনায়াস-বোধগম্য ও অতিসহজ। আমাদের এদেশে বর্ষাকালে জঙ্গল প্রদেশহইতে যেমন কাষ্ঠের ঝাড় ভাসিয়া আইসে, তদ্রূপ মেক্সিকোবাসীরা তদ্দেশ-বহুল-জাত "য়্যালো" নামক একপ্রকার বৃক্ষ জলাভূমিজাত নানা প্রকার গুল্ম ও অপরাপর লঘু পদার্থ একত্রিত করিয়া বল্কল-রজ্জুদ্বারা সম্বদ্ধ-করণানন্তর বৃহৎ ভেলার ন্যায় তাহা জলে ভাসাইয়া তদুপরি দাম ও স্থূল উলুপ প্রসারণ করিয়া তাহা মৃত্তিকাবৃত করে ; পরিশেষে হ্রদের গর্ভহইতে পঙ্কোত্তোলন করিয়া তদুপরি নিক্ষেপ করে। এই রূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে পর তাহাতে নানা প্রকার শাক শস্য

ও ফল পুষ্পাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ আরোপিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। [illegible] ক্ষেত্রোৎপাদিত শস্যাদি অপেক্ষা এই প্রকার উদ্যান-সম্ভূত দ্রব্যজাত সমধিক তেজস্বী ও উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। এতদ্বারা ইহাই কেবল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে হ্রদের উর্ব্বর-শক্তিশালী পঙ্কই ঈদৃশ পুষ্টিসাধনের মুখ্য উপযোগী। এই সকল উদ্যানমধ্যে যে গুলি বৃহদাকার-বিশিষ্ট তাহাতে উদ্যান-রক্ষিবর্গের আশ্রয় কারণ এক একটি ছোট কুটির পরিস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর তৎপার্শ্বে একেকায় জেলে ডিঙ্গীর প্রতিরূপ এক এক খানি ক্ষুদ্র তরণীও সংলগ্ন থাকে। ভাসমান-উদ্যান স্বামীরা তদ্দেশে "চিনাম্পা" নামে প্রসিদ্ধ। যখন কোন চিনাম্পা স্বীয় উদ্যান এক স্থানহইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার ইচ্ছা করে, রজ্জুদ্বারা তাহা নৌকার সহিত সম্বদ্ধ করিয়া দুই তিন ব্যক্তির সাহায্যে তাহা অনায়াসে যথাস্থানে সঞ্চালিত করিতে সক্ষম হয়। গ্রীষ্মারম্ভে যখন এই সকল উদ্যান বিবিধ বর্ণের কুসুমে সুরঞ্জিত ও ফলভারে নমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকলে সুশোভিত হইয়া হ্রদের স্থির বারির উপর ইতস্ততঃ বিচরণ করে তখন অপূর্ব্ব ও রমণীয় শোভা সন্দর্শন হইতে থাকে। মানব পরিশ্রমদ্বারা যে কি অদ্ভুত ও কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা অতীব সুকঠিন। এই রূপ ভাসমান উদ্যান কাশ্মীর-প্রদেশের উলর হ্রদেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উং নাং

ক্ষীরপাই-রাধানগর।

রাজ্যাভিষেক।

রাজ্যাভিষেক শব্দটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্দ্দেশ করে।

কোন বিষয় অবিসম্বাদিত করিতে হইলে লোককে বিদিত করা উচিৎ। রাজ্যাভিষেকদ্বারা প্রজা নরপতি সকলের নিকট বিদিত হয়েন? রাজকার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন, এজন্য রাজ্যাভিষেক কালে মহামহোৎসব হইয়া থাকে; তাহাতে আবাল,বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই আর এ বিষয় অগোচর থাকে না। যে বিষয়টি সকলে পরিজ্ঞাত না থাকে তদ্বিষয়েই বিঘ্ন ঘটিবার অনেক সম্ভাবনা। রাজ্যাভিষেকদ্বারা রাজবিদ্রোহীদিগের অনুষ্ঠানকে পরাভব করিতে পারে। রাজ্যাভিষেক না হইলে সপত্নেরা উত্তরাধিকারী স্বত্বোত্থাপন করিয়া রাজ্যের অনেক অকল্যাণ জন্মাইয়া দেয়। অতএব এই কার্য্য অতি সত্বরে ও সমারোহে করা অত্যন্ত আবশ্যক। অপর এ কার্য্যের বিশেষ দার্ঢ্য জন্য রাজ্যাভিষেক কালে রাজা কতিপয় বিশেষ চিহ্ন ধারণ করেন, এ চিহ্নদ্বারা যুবরাজকে অন্য কুমারদিগহইতে পৃথক্ করা যায়। ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের রাজচিহ্ন মধ্যে মুকুট, শ্বেত-ছত্র,

শ্বেত চামর ও দণ্ড * এই কয়েকটী প্রধান। এতদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার চিহ্ন সকলও আছে, তাহা সচরাচর গণ্য হয় না।

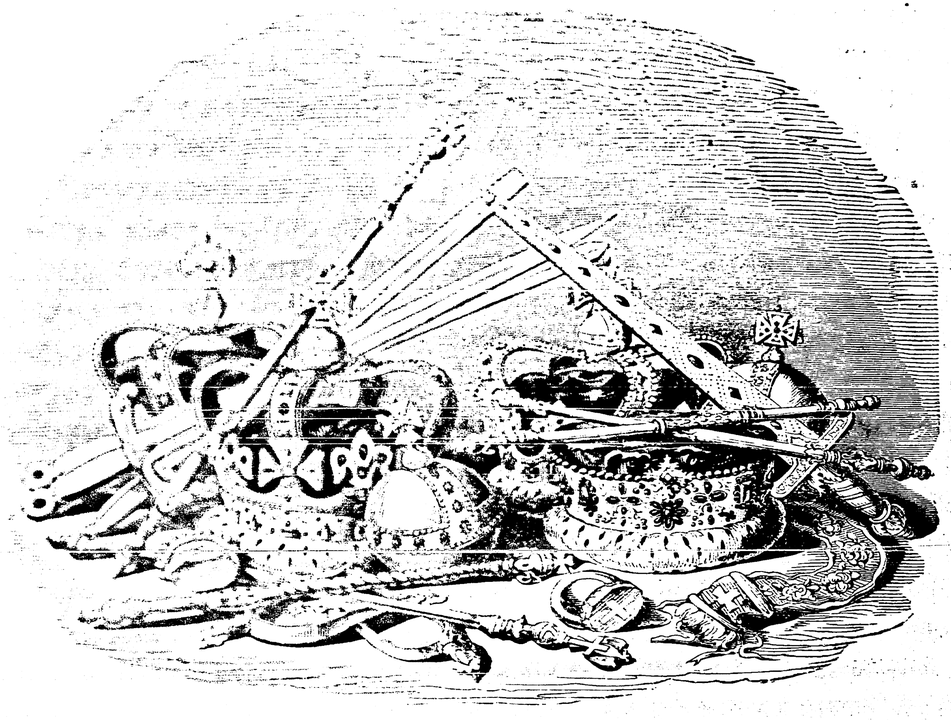

অপরাপর দেশে অন্যান্য রাজচিহ্ন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পত্র-শিরোগে ইংলণ্ড-দেশের রাজচিহ্নের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা গেল। ভারতবর্ষের রাজকন্যা বা রাজার মহিলা কেহই ছত্র দণ্ড ও চামর গ্রহণ করিতে পারেন না। এদেশের বিধবা স্ত্রীরাও তাহাতে বঞ্চিত আছেন। ইংলণ্ডীয় কি বিধবা কি অনূঢ়া কি বিবাহিতা সকল কামিনীই রাজ্যপ্রাপ্তি হইলেই রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। পুরুষের পরিচ্ছদাদিহইতে স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদাদি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আছে। আমাদিগের দেশের বিধবাললনাগণ সুখসেব্য বস্তু ধারণ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রচলিত শাস্ত্রে স্বামীর পরলোকান্তে উহা ধারণে প্রতিষেধ নাই। অতএব তথাকার স্ত্রী পুরুষ উভয়েই রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষগণ রাজ্যাভিষেক-কালে চারিখানি তরবারি ও তিনখানি লগুড় এবং অত্যুত্তম মণিমাণিক্যাদি-ভূষিত সুচারু মুকুট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ

* দণ্ডশব্দে অস্ত্রমাত্রকে কহা যায়।

চারিখানি তরবারের আকার অবয়ব যেমন পৃথক্ পৃথক্ তেমনি উহাদিগের উদ্দেশ্যও পৃথক্। এক খানি তরবারি অত্যুত্তম-আভরণ-যুক্ত-আবরণে সুপ্রচ্ছাদিত। দ্বিতীয় খানি অগ্রশূন্য (ভোঁতা)। তৃতীয় খানি সূচ্যগ্র। চতুর্থ খানি অপরিস্ফুট-তীক্ষ্ণাগ্র। লগুড়ের একটী স্বর্ণে নির্ম্মিত। উহার উপরিভাগ একটী-বজ্রাকৃতি-চিহ্ন-যুক্ত বর্ত্তুল অবয়বে পরিবেষ্টিত ও অতিদীর্ঘ। এই যষ্টিখানি রাজ্যাভিষেক-কালে রাজার সম্মুখে আনীত হইয়া থাকে। অন্যতর খানিকে দক্ষিণ দণ্ড কহে। এখানিরও অগ্রভাগের বর্ত্তুলাকার গোলক ও বজ্রচিহ্ন আছে। অপর খানি রাজা বাম হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, এই জন্য ইহাকে সব্যদণ্ড বলা যায়। এতদ্ভিন্ন একটী গোলক, ও অষ্ট কোণ-বিশিষ্ট একটী অঙ্গুরীয় এবং "বুট" নামক উপানহের পশ্চাতে যোজ্য স্পর্স-নামক সুবর্ণময় কণ্টকবিশেষ, ও অসিধারণের পরতলা প্রভৃতি দ্রব্য এই উৎসব-উপলক্ষে রাজার সম্মুখে আহৃত হয়। গোলক-প্রদানটী পূর্ব্বে পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব-সূচক ছিল। এক্ষণে উহা পুরুষানুক্রমিক-ব্যবহার-পদ্ধতির জন্য আনীত হয়। অগ্রেই তরবারি চারিখানি অবয়বগত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। এক্ষণে কার্য্যগত তাৎপর্য্য বিজ্ঞাপন করা উচিত। কোষাচ্ছাদিত তরবারি খানি রাজ্যের স্মরণ-সূচক। অগ্ররহিত খানি দয়াসূচক। ঈষৎতীক্ষ্ণাগ্র খানিদ্বারা ধর্ম্মবিচারের ন্যায়পরতা জ্ঞাপন করিতেছে। সূচগ্র্যতীক্ষ্ণখানি রাজ-বিচারের সূক্ষ্মতা-বোধক। চিত্রে দুইখানি রাজমুকুট আছে, তাহার একখানি অভিষেকের সময় ধারণ করা হয়; অপর খানি পর্ব্বাদি-সময়ে ব্যবহারের যোগ্য।

রাজ্ঞীর অভিষেক-কালে তিনি তরবারি ব্যতীত সকল উপকরণ সামগ্রীই পাইয়া থাকেন। এই সমুদয় রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া সিংহাসনে আসীন হইবার পূর্ব্বে [illegible] [illegible] তরবারি [illegible] স্বর্ণপুত্তল [illegible] পূর্ব্বক রাজাকে শপথ করাইয়া লন; [illegible] রাজা বা রাজ্ঞী* [illegible] হইবে, [illegible] করিব" এই প্রতিজ্ঞা করে। পরে [illegible] [illegible] স্বর্ণপুত্তল ধারণ করিয়া বলেন "[illegible] আমি [illegible] বিষয় হইতে বিরত হইব; [illegible] তদ্বিষয়ে [illegible] আমার মঙ্গল করিবেন।" পরিশেষে রাজা বা রাজ্ঞীর স্বর্ণপুত্তল [illegible] নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি মহামহোৎসব আরম্ভ হয়। [illegible] সমাপ্ত হইতে না হইতেই রাজা বা রাজ্ঞী সমুদায় জনগণ পুরঃসর হইয়া অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক নগর পরিভ্রমণ করিয়া আইসেন। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে অশ্বারোহণের পরিবর্ত্তে রথারোহণ প্রসিদ্ধ। ঐ রথারোহণের পূর্ব্বে নানা [illegible] করিবার প্রথা বেদে বর্ণিত আছে। তৎপরে যথাযোগ্য লগ্নে রাজা বিচারাসনে আসীন হইয়া থাকেন। এই মহোৎসবটী যদি না থাকিত তাহা হইলে প্রজারা সহসা ভূপতি-পরিবর্ত্তন-সময়ে অনেকে এককালে রাজ-পদবী পাইবার চেষ্টা করাতে মহাক্লেশভোগ করিত।

বীকানের রাজ্য।

রাজবারা-প্রদেশে বীকানের-নামক একটী রাজ্য আছে। তাহার উত্তরাংশে ভটনের রাজ্য; পশ্চিমে মরুভূমি, দক্ষিণাংশে যোধপুর; এবং পূর্ব্বাংশে জয়পুর রাজ্য ও হরিয়ানা জেলা। তত্রত্য ভূমি অতিশয় নীরস ও বালুকাময়। ও তথায় [illegible] হইলেই [illegible] বালুকাময়। [illegible] হইয়া [illegible] পথিকদিগের চক্ষে [illegible] [illegible] হয় না। [illegible] মরুভূমি এতাদৃশ হয় যে একাকী বিদেশীর তাহা পরিভ্রমণ করা পথিকদিগের পক্ষে সুসাধ্য নহে। তথাকার [illegible] লোকেরা অধিকাংশ জাট বংশোদ্ভূত মনুষ্য। অকবরশাহশাহের সভাসদ প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে [illegible] খ্রীষ্টাব্দে বীকানের রাজ্য [illegible] মহলে বিভক্ত ছিল। এবং তাহার বার্ষিক ৫১,২০,০০০ দাম নামক টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইত। তৎকালে বীকানের অধীনে [illegible] সহস্র সৈন্য ছিল। উহা দিল্লী-হইতে ১১০ জ্যোতিষি ক্রোশ দূরে স্থিত। ইহার প্রধান নগর বীকান। তাহা সুন্দর ও সুদৃশ্য, এবং তাহার চতুর্দ্দিগ একটী প্রস্তরের প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। নগরের দক্ষিণ ভাগে একটী সুদৃঢ় দুর্গ আছে। মহারাণা তন্মধ্যে বাস করেন। দুর্গের চতুর্দ্দিগ পরিখাদ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত। কিন্তু রাজ্যের চতুঃসীমান্তবর্ত্তী মরুভূমিই তদ্রাজ্যের দৃঢ় দুর্গ বলিতে হইবে। তাহা অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে।

প্রবাদ আছে যে পূর্ব্বে বীকানের রাজ্যে জাট-নামক কতকগুলি অপকৃষ্ট জাতির নিবাস ছিল। পশ্চাৎ মাড়বার রাজ্যের রাঠোর বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল যুদ্ধসিংহের আত্মজ কুমার বিকাসিংহ পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগকে পরাভূত করিয়া এবং যশলমীর-রাজ্যান্তর্বর্ত্তী বাঘোর রাজ্য ভট্টীদিগের হস্তহইতে গ্রহণ করত কথিত রাজ্য স্বনামেই সংস্থাপিত করেন। তদুত্তর ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চতুঃষষ্টি-বৎসর-পরে রায় সিংহ নামা মহা তেজোবন্ত এক ভূপাল বীকানের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি বিকা সিংহহইতে বংশগণনায় চতুর্থ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল-অবধিই এতদ্রাজ্য দিল্লীস্থ যবন সম্রাটের আনুগত্যতায় আবদ্ধ হইয়াছিল। যেহেতু উল্লিখিত মহারাণা তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ যবনসম্রাট্ অকবরের এক দল অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণপূর্ব্বক আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু এরূপ অগমতা স্বীকার করিলেও সূর্য্যবংশীয়দিগের মান সম্ভ্রম খ্যাতি ও প্রোজ্জ্বলিত যশোজ্যোতিঃ একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। মহারাণা রায়সিংহ দশ হস্তির বলধারী মৃগেন্দ্রতুল্য সংগ্রাম কালে এরূপ অসাধারণ বীর্য্য, অসম্ভব সাহস, ও সংগ্রাম দক্ষতা প্রকাশ করিতেন যে অকবর তদ্দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। পরিশেষে তিনি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া মহারাণা রায়সিংহকে দ্বিপঞ্চাশৎটী গ্রাম প্রদান করেন। হান্সী ও হিসার নামক সুপ্রসিদ্ধ জনপদ তদন্তর্ভূত ছিল। তিনি এবংবিধ অসাধারণ বল ও পরাক্রমদ্বারা প্রভূত যশ ও খ্যাতি লাভ করিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া কিয়ৎকাল-পরে স্বর্গগত হন। তদনন্তর পুরুষানুক্রমে তাঁহারই বংশধরগণ বীকানের-রাজ্যে স্বাধীনরূপে আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আপাততঃ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি নিবদ্ধ হওয়াতে কোন কোন বিষয়ে বীকানের মহারাণাকে ইংরাজদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কদাপি এতদ্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয় নাই; এবং তৎপূর্ব্বেও যবনেরা বীকানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। উহার কুত্রাপি নদী বা জলাশয় নাই। দ্বিতীয়ত, শতাধিক হস্ত পরিমিত ভূগর্ভ খনন ব্যতীত কুত্রাপি বিন্দু মাত্র বারি প্রাপ্ত হইবার ভরসা নাই। অধিকন্তু তদ্রাজ্যেরই মধ্যদিয়া খোরাশানহইতে ভারতবর্ষের

* রাজার অভিষেক কালে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও অভিষিক্তা হইয়া থাকেন, কিন্তু রাজকন্যার রাজ্যাভিষেক-কালে রাজজামাতার অভিষেক হয় না। এজন্য রাজ্ঞী শব্দ পৃথক্ দেওয়া গিয়াছে।

বাণিজ্য পথ, এবং [illegible] বাণি-জ্য-সম্পর্কীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে [illegible] নের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিতে হইত; [illegible] বাণিজ্যপ্রিয় ইংরাজেরাও [illegible] বরং আবহমান কাল [illegible]।

ইতি পূর্ব্বে জয়পুর ও যোধপুরের [illegible] সুকীর্ত্তিত হইয়াছে যে [illegible] বংশ যবনকে কন্যা প্রদান [illegible] ও সামান্য রাজাদিগের সহিত [illegible] হার ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড [illegible] উদয়পুরের রাজ-দুহিতার গর্ভে [illegible] পুরের রাজাদিগের [illegible] তঃপর তাঁহারাই পিতৃরাজ্য [illegible] বিধ প্রতিজ্ঞায় উদয়পুরের [illegible] এবং যোধপুরের রাজাদিগের [illegible] ব্যবহার প্রচলিত হয়। পরন্তু [illegible] তিজ্ঞা রক্ষা না হইবায় মাড়বার-[illegible] উদয়পুর-বংশের পুনরায় [illegible] হইয়াছিল। বীকানের অর্দ্ধাধিপ [illegible] বিবাদতন্ত্রে উদয়পুরের মহারাণার [illegible] হইয়াছিলেন। তজ্জন্য মাড়বারাধিপতি [illegible] কুপিত হইয়া তাঁহার অধিকার আক্রমণ করেন। তদর্থে শেষোক্ত মহারাণা ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ-দিগের সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণবশতঃ তৎকালে যমুনার পশ্চিম-পারবর্ত্তী ভূপালগণের সহিত রটিস গবর্ণমেণ্টের সখ্যতা-বন্ধন অনীপ্সিত হওয়া হেতু তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। তদানীং মহারাণার অধীনে দশ সহস্র সৈন্য, ৩৫ টা কামান এবং পাঁচ লক্ষ টাকা রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্গিদিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তন্নিবারণার্থ ইংরাজেরা পশ্চিম প্রদেশস্থ প্রায় সকল রাজা ও সর্দ্দারগণের সহিত [illegible]

[illegible]

[illegible] মহারাজা [illegible] সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তাঁহার পোষ্য-পুত্র গ্রহণের অনুমতি আছে। উক্ত মহারাজ গত সিপাহী-বিদ্রোহ-কালে [illegible] প্রাণভয়াকুল মহা শঙ্কটাপন্ন শরণাগত বিদেশী ইংরাজ-দিগের জীবন রক্ষার্থ বিস্তর আনুকূল্য ও সহায়তা করাতে রটিস গবর্ণমেণ্ট তৎ-কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-

[illegible] অশ্বারোহী [illegible] কামান আছে।

বিজয় নগর।

[illegible] প্রদেশের দক্ষিণ সীমাবধি হিমাচলের [illegible] পার্শ্ববর্ত্তী [illegible] পুরাবৃত্ত-পাঠে [illegible] ব্যক্তিবর্গের অন্তঃকরণে [illegible] ও অত্যন্ত মনঃক্ষোভ [illegible] ; যেহেতু এতদ্দেশের [illegible] হিন্দুদিগের সাম্রাজ্য [illegible] এবং [illegible] যবনদিগের ভারতবর্ষে [illegible] আর কিছুই জ্ঞাতব্য [illegible] এতদ্দেশীয় লোকের কখনই [illegible] নহে। কিন্তু এতদ্দেশের প্রাচীন [illegible] তাহা অনেকে আদর করেন। [illegible] বিজয় নগরের ইতিবৃত্ত-পাঠে কর্ণাটক-দেশের প্রাচীন অবস্থা কিঞ্চিৎ উপলব্ধ হইতে পারে। উক্ত নগর এক সময়ে অতিবৃহৎ হিন্দু-সাম্রাজ্যের এক প্রধান নগর ছিল; এবং তাহা কর্ণাটক-প্রদেশেরই প্রাচীন রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরাকালে তাহা অত্যন্ত সুদৃশ্য ও অতুল-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার তাদৃশ শোভার কিছুই উপলব্ধি হয় না। উহা তুঙ্গভদ্রা* [illegible] কূলে এক পর্ব্বতের অধিত্যকায় স্থাপিত ছিল। উক্ত শৈলের অতিদূরে কমলাপুর-নামে একটী দুর্গ আছে। তাহার উন্নত চূড়ায় হিন্দুদিগের এক জয়পতাকা প্রলম্বিত ছিল। তাহার অপূর্ব্বশোভাবিলোকনে পথিকগণের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইত। তথায় ভগ্নাবশিষ্ট অসংখ্য দেবালয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ঐ সকল স্তূপাকার ভগ্ন-প্রাসাদ রাশির মধ্য-স্থলে ৩০ অবধি ৯০ হাত পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ লক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন অনেক গুলি পয়স্বিনী লুপ্ত স্রোত হইয়া ক্রমাগত মেদিনী-তলভূত রহিয়াছে। তাহার উপর প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী সেতু দৃষ্ট হয়। তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল-দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে পূর্ব্বকালের লোকেরা তন্নির্ম্মাণ-বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে প্রথম হেন্‌রীর সময়ে ইংলণ্ডেও ঐরূপ প্রস্তর-সেতু-নির্ম্মাণারম্ভ হইয়াছিল। এবং রোমদেশীয় লোকেরাও তীবর নদীর উপর ঐ রূপ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল। চীন দেশেও এই প্রকার সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে বিজয় নগরের পূর্ব্বাংশে এক প্রস্তর-প্রাকার ও পশ্চিমদিগে এক সুদীর্ঘ নদ ছিল। অধুনা তাহাও লুপ্তাবয়ব হইয়া গিয়াছে।

বহুল সংস্কৃত গ্রন্থে কর্ণাটক প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজাদিগের নানাবিধ ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। কিন্তু ঐ সকল উপন্যাস এতাদৃশ প্রাচীন ও অনৈসর্গিক ঘটনাদ্বারা প্রকম্পিত যে তাহা কোন ক্রমেই সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না। কেবল ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয় নগরের প্রকৃত ঘটনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে অকা হরিহর ও বকা হরিহর নামক দুই ভ্রাতা উক্ত নগরের চতুর্দ্দিগ সংস্থাপন করে। ১৩৩৬

* তুঙ্গ ও ভদ্রা নদী কুলি নামক স্থানে মিলিত হইয়া কৃষ্ণা নদীতে নিপতিত হইয়াছে। তদর্থে ইহাকে তুঙ্গভদ্রা বলে।

খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্মাণারম্ভ হয়। তৎপরে [illegible] খ্রীষ্টাব্দে তাহা সম্পূর্ণ হইলে অকা হরিহর [illegible] খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোক গত হন। তদুত্তর তাহার অনুজ বকা হরিহর ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয় নগরের সিংহাসনে রাজত্ব-করণা-নন্তর স্বর্গগত হইলে, তাঁহারই উত্তরাধিকারীগণ তৎসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব-কথিত ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবদ্দশায় বিজয় নগরে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা ও দর্শন শিল্প সাহিত্য বিদ্যার অত্যন্ত চর্চ্চা হইত। তন্নিমিত্ত বিদ্যা-নগর বলিয়াই তাহা পরিচিত ছিল। তৎপর অন্য এক ভূপাল উহার বিজয় নগর নাম সং-স্থাপন করেন। তৎকালে বিজয় নগরের সৌ-ভাগ্যের সীমা ছিল না। ১৪৯০ ও [illegible] খ্রীষ্টা-ব্দের মধ্যে নৃসিংহ রাজা ও কৃষ্ণ রাজা দক্ষিণ-দেশের অতিপ্রধান জনপদ সকল বিজয় নগরের অধীন করত বিজয় নগরের পরিবর্ত্তে বিশ্বনগর নাম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে বিজয় নগর এক বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজপাট বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, এবং তাহার পরিধি সমস্ত কর্ণাটক দেশ ঘাটপর্ব্বতের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। ইউরোপীয় কোন কোন প্রাচীন মানচিত্রে ইহা দৃষ্ট হয়। ইহার কিঞ্চিৎ পরে জুলিয়স্ ফ্রেডরিক্ তদ্দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তৎকালে ইহার রাজধানী প্রায় ২৪ জ্যোতিষি ক্রোশ বিস্তারিত ছিল; ইহাতে পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন উক্ত নগর তৎকালে কিরূপ ঋদ্ধিমন্ত ছিল; তৎপূর্ব্বে অকা হরিহরের সমকালে উহা দুই বর্গ ক্রোশের অধিক ছিল না।

যবন-ইতিহাস-লেখক ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে দেবরাজ নামা ভূপাল ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় দুই সহস্র যবন-সেনা তাঁহার অধীনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; [illegible] রাজ্যে [illegible] হিন্দু [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] হইয়া উঠিল [illegible] হিন্দু [illegible] বিজয় নগর [illegible] রাজপাট [illegible] হিন্দুদিগের [illegible] পরাস্ত করিলেন [illegible] এমনি দুর্ভাগ্যবশে যে তাঁহারা বারম্বার আক্রান্ত ও অবমানিত হইয়াও পুনর্ব্বার [illegible] অবনত হইতে লাগিল। বোধ হয় তৎকালের রাজারা প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের আনুষ্ঠিত ধর্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতেন না। তন্নিমিত্তই যবনেরা পরিশেষে পরাস্ত হইয়া একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

তদনন্তর ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগর, বিজয়পুর, গোলকণ্ডা এবং বিরাড় রাজ্যের যবনেরা একত্র হইয়া বিজয় নগরের অধিপতি রামরাজাকে তিল্লিকোটা-নামক-স্থানে পরাস্ত করত বিজয় নগর একেবারে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলে। উক্ত রাজপাট ধ্বংস হইলে রামরাজা পুণ্যখণ্ডে গিয়া আর এক অপূর্ব্ব নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। পুণ্যখণ্ড পুরাকালে এক অতিপরাক্রান্ত নগর ছিল। তাহার ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন মন্দিরের নিকট ঐ নব্য রাজপাট স্থাপিত হইয়াছিল। বিজয় নগরের রাজবংশের উপাধি শ্রীরঙ্গরায়িল, এবং [illegible] বিজয় নগর [illegible] ছিল। [illegible] এক নগর ছিল। [illegible] কোন কোন রাজা বিশেষ [illegible] ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] হইয়াছিল; [illegible] ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] কর লইতেন। তৎপরে [illegible] খ্রীষ্টাব্দে উহা হাইদরের অধীনস্থ হয়; এবং [illegible] খ্রীষ্টাব্দে টিপু উক্ত নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক [illegible] রাজাদিগের ঐশ্বর্য্য হরণ করত ঐ নগর ভস্ম করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-রাজা তাহা পুনঃ অধিকার করেন। টিপুর সৈন্যা-ধ্যক্ষ [illegible] অবশেষে তাঁহার হস্তহইতে তাহা উদ্ধার করিলে, উক্ত রাজা ১৭৯৯ পুনশ্চ তাহা অধিকার করিয়া নগর এরূপ দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতে লাগিলেন যে টিপুর সৈন্যেরা আর তাহা কোন ক্রমেই অধিকার করিতে শক্ত হইল না। তৎপরে মাহিসুরের রাজমন্ত্রী পূর্ণিয়া ও তৎপশ্চাৎ নিজাম উক্ত নগর অধিকার করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীরঙ্গরায়িল রাজবংশকে ব্রিটিস-রাজশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ-কালে উক্ত স্থানে বালি বিনাশ, সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, এবং বানরকটক সংগ্রহ করিয়া দুর্ব্বৃত্ত দশাননের প্রাণ-সংহারার্থে সাগরাভিমুখে প্রয়াণ করিয়াছিলেন।

যশলমীর রাজ্য।

রাজবারা-প্রদেশের পশ্চিমদিক্‌বর্ত্তী রাজ্যসকল বিস্তীর্ণ মরুভূমিময়। তথায় রম্য জলাশয় সুদীর্ঘ তড়াগ মনোহর সরোবর স্রোতোবাহিনী নদী প্রভৃতি কিছুই নাই, কেবল কয়েকটী জনপদমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সকল জনপদবর্ত্তী লোকেরা প্রায় এক শত হস্ত গভীর কূপহইতে জলাকর্ষণ-পূর্ব্বক গার্হস্থ্য কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই নির্জ্জল অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে মহারাওল উপাধি বিশিষ্ট রাজবংশীয় মহীপালবৃন্দের যশলমীর-নামে একটী প্রশস্ত রাজপাট আছে। তাহা দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-নিবহের অস্ত্রপ্রভাবদ্বারা কদাপি নির্ব্বিভব ও নিঃশ্রীকৃত হয় নাই। তাহাদিগের পূর্ব্বেও কোন দুঃসাহসিক যবন-সৈন্যাধ্যক্ষগণ যাঁহারা ভারত-বর্ষ আক্রমণপূর্ব্বক প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহারাও যশলমীর রাজ্য সম্পূর্ণ-রূপে শাসনাধীন করিতে পারেন নাই। বহু-কালের হিন্দুবংশীয়েরাই অদ্যাপি তদ্রাজ্যে আ-ধিপত্য করিতেছেন। ইহার প্রচীন নাম জেলমীর; তদপভ্রংশে উক্ত নাম বিখ্যাত হইয়াছে। কিংব-দন্তী আছে যে ১৭৩২ খ্রীষ্টীয় অব্দে মূলরাজ নামা এক ভূপতি উক্ত রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যের সকল ভার প্রদানপূর্ব্বক অন্তঃপুর-মধ্যে ভোগ-বিলাস-চর্চ্চায় নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেন; রাজকা-র্য্যের অবস্থার প্রতি কদাপি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। আর তিনি যাঁহার করে রাজ্য ভার প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার দাম্ভিকতাই এক মহৎ দোষ ছিল। অধিকন্তু রাজার অনুকূলতায় তিনি আরও গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অভিমানমদে অভিমত্ত হইলেই লোকে অন্ধ হয়। তাহাতে নিরীহ ভদ্র

ব্যক্তিও নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। মন্ত্রী তৎপুত্র যেই মহারাওলের নির্ব্বিরোধী [illegible] সবংশে নিপাত করিতেও মনে কোন দ্বিধা হয়েন নাই। অধিকন্তু বাছিয়া বাছিয়া যাঁহারা মহারাওলের অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন, কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তন্নিমিত্ত দেশের সকলেই তাঁহাকে অত্যাচারী ও অধার্ম্মিক বলিয়া নিন্দা করিতেন। বাস্তবিক তাঁহার অত্যাচারে সমস্ত ভদ্র প্রজাবর্গ স্থানান্তরে প্রস্থান করাতে রাজ্যশ্রী হীন ও রাজধানী লোকের বসতিশূন্য হইয়াছিল। তদ্দেশ প্রাচীনেরা বলিতেন যে অর্ব্বুদাধিক লোকের সুখ দুঃখ ক্লেশ ও স্বচ্ছন্দতা যাঁহাকে বহন করিতে হইবে, নিরপেক্ষ পিতার ন্যায় প্রজা লোকের প্রতি যাঁহার কৃপা-দৃষ্টি রাখা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তিনি তৎকার্য্য উগ্রস্বভাবান্বিত সালিম সিংহের হস্তে প্রদান করাতেই রাজ্যে পরিণামে অমঙ্গলের চূড়ান্ত হইয়াছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীবিদ্রোহ-নিবারণার্থে ইংরাজেরা যৎকালে মহারাওল মূলরাজের সহিত বন্ধুত্ব সন্ধি স্থাপন করেন, তৎকালে সালিম সিংহ তাঁহারই অপত্যগণ যশলমীর-রাজ্যের মন্ত্রীত্বপদ বংশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত হন এতদ্বিষয়ে একটী নিয়ম-নির্দ্ধারণে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ না হওয়াতে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পদ তাঁহার পুত্রের চিরস্থায়ী করণার্থ পুনর্ব্বার সচেষ্টাপন্ন হন। রাজ্যের কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক তৎপক্ষে সপক্ষতাও করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজেরা এবিষয়ে বিরাগ প্রকাশ করাতে তাহার কিছুই ফল দর্শে নাই। মহারাওল মূলরাজ বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় অব্দের বিংশতি বর্ষে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র [illegible]

[illegible]

[illegible] উদয়পুরের মহারাণা কিয়ৎকাল বিবাদ নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু পুনর্ব্বার তাহা পূর্ব্ববৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। [illegible] ও রাঠোর উভয় বংশই অসমর্থ, সুতরাং সাধ্যানুসারে কেহ কাহার নিকট অবনত থাকিতে সম্মত ছিলেন না। এই বিবাদ-সূত্রে পশ্চিম প্রদেশস্থ বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটিবায় ইংরাজেরা অত্যন্ত আগ্রহিতার সহিত টিবিলিয়ম সাহেবকে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিস্বরূপে সন্ধি সমাধা করণার্থে মধ্যভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তিনি সত্বর রাজপুতনায় গমনপূর্ব্বক সন্ধি সমাধা করিলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষের ক্রোধ শান্তি হইলে উভয় মহারাণাই পরস্পর সাক্ষাৎ করণপূর্ব্বক সৌহৃদ্যালিঙ্গন করিলেন। তদবধি কিয়ৎকাল আর কোন বিবাদ ঘটে নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

[illegible]

[illegible]-সমালোচক মাসিকপত্র।

[illegible] পর্ব। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২১ খণ্ড।

সারল্‌মা।

ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে ফ্রান্স নামে একটী সুপ্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যশালী বিশাল রাজ্য আছে. একাদশশত খৃষ্টাব্দী গত হইল, পেপিন নামা এক ব্যক্তি তথাকার অধিপতি ছিলেন। ৭৬৮ খৃঃ অব্দে পেপিন, চারলস এবং কারলোমা নামে দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন। ইহাঁর তিন বৎসর পরে কারলোমার পরলোক হইলে, তাঁহার ভ্রাতা চারলস সমুদায় রাজ্যের রাজা হন। তিনি উত্তমরূপে প্রজা-পালন ও রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন তাঁহাদ্বারা দেশের বহুল উপকার হইয়াছিল, অনেক রাজ্যও তিনি বাহুবলে জয় করিয়াছিলেন, এজন্য ইতিহাসে তাঁহার নাম সারল্‌মা অর্থাৎ চারল্‌স দি গ্রেট বলিয়া সুবিখ্যাত আছে। লোকদিগের জীবনোপায় শিল্প-বিদ্যা সাহিত্য এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির জন্য, তিনি যেরূপ উৎসাহ দিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে কোন রাজা ফ্রান্সদেশে সেরূপ উৎসাহ দেন নাই।

৭৪২ খৃঃ অব্দে বেভেরিয়া-দেশে সাজবর্গ-নামক দুর্গে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যাবস্থায় কিরূপ তাঁহার শিক্ষা বিধান হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার বিবরণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক হইলে তাঁহার পিতা পেপিন যখন তাঁহাকে ফ্রেঞ্চ-গবর্ণমেণ্টের রাজকর্ম্মে নিয়োগ করেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার বৃত্তান্ত ইতিহাসে বর্ণিত হয়। পিতার লোকান্তরে সারল্‌মা রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই প্রথমে সাক্‌ষন্‌দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই জাতীয় লোকেরা ফ্রান্সের একপ্রকার অধীন ছিল, সারল্‌মা তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, এজন্য ঘৃণা করিয়া তাহারা তাঁহার অধীনতা-হইতে মুক্ত হইবার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন ত্রিশ-বৎসরকাল তাঁহার কর্ত্তৃত্বে বাধা দিয়াছিল। উইটিকিণ্ড-নামা এক ব্যক্তি তাহাদিগের সেনাপতি ছিলেন, পুনঃ পুনঃ ফরাসিদিগের সহিত বিবাদ করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই বটে, কিন্তু কোন পক্ষের নিশ্চয় জয়লাভ হয় নাই। এক বিদ্রোহে সাক্‌ষনেরা জয়ী হইয়াছিল, কিছু করিতে না পারিয়া চারলস কুমন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগের ৪৫০ জন প্রধান প্রধান লোককে একটি সভাতে আহ্বান করিয়া অতিগর্হিত নির্দয়াচরণদ্বারা তাহাদিগের সকলেরই প্রাণ বধ করান। এই বিশ্বাস-

ঘাতকতার নিমিত্ত সমস্ত সাক্ষন্‌জাতি [illegible] ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে. [illegible] সকলে সমবেত হইয়া [illegible] যুদ্ধে [illegible] হন। তাহাদিগকে দমন করা [illegible] নহে, এরূপ নির্দয় অত্যাচার [illegible] প্রতি কেন করিলাম, এই বলিয়া [illegible] সকলের নিকট অনুতাপ করিয়াছিলেন। [illegible] তাহাদিগকে বশীভূত করা দুষ্কর দেখিয়া তিনি স্বয়ং তত্রত্য প্রধান লোকদের [illegible] মিষ্টকথাদ্বারা তাহাদিগকে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। সদ্ব্যবহারের কি আশ্চর্য্য [illegible] সারল্‌মার প্রতি সাক্‌ষন্‌দের যে একটা রাগ ছিল, [illegible] দিনের মধ্যে সে সকলই শান্তি হয়। পরে তাহারা তাঁহার এমনি বশীভূত হইল যে [illegible] খৃষ্ট-ধর্ম্ম-গ্রহণে কেহ আপত্তি করিল না, এমন কি তাহাদিগের সেনাপতি উইটিকিণ্ডের [illegible]-সংস্কার-সময়ে সারল্‌মা স্বয়ং তাহার ধর্ম্মপিতা-রূপে যজ্ঞবেদীর সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। পরন্তু বিবাদের নিষ্পত্তি ইহাতেও হয় নাই, সাক্‌ষনেরা অনর্থক কলহ করিয়া ফ্রান্সের প্রেরিত রাজকর্ম্মচারীর কখন প্রাণ বধ করিত, কখন বা তাহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে দেশহইতে দূরীভূত করিত। তাহাতে সুবুদ্ধিমান্ রাজা বুদ্ধি কৌশলদ্বারা বিদ্রোহিদিগের মধ্যে অনেককে ফ্লান্‌ডারস্ এবং ইটালী দেশে পাঠাইয়া দেন, আর জরমেনীর উত্তরাংশবর্ত্তী আপন অধিকারস্থ লোকদিগকে আনাইয়া উপনিবাসীরূপে তাহাদের স্থানে স্থাপন করেন, তদ্দ্বারা বিবাদ বিসম্বাদ শেষ হইয়া যায়।

রোমাণ কাথলিক-ধর্ম্ম-মতাবলম্বী সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির নাম পোপ। তিনি শুদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত-বিষয়ের একাধিপতি নহেন, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও তাঁহার অধীন হয়, ঐ সমস্তের রাজকার্য্যের [illegible] রূপে সম্মানিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। রাজ[illegible]লন করিয়া রোম-রাজ্য-অভিমুখে চলিলেন, বিপন্ন রাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া তথায় তিনি বিশেষরূপে সম্মানিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। রাজধানীহইতে পঞ্চদশ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া দেশের শান্তিরক্ষক এবং কুলীনবর্গ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-করণানন্তর তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রোমীয় ধর্ম্মের রক্ষক ও প্রধান বন্ধু বলিয়া পূর্ব্বে যে মান্যজনক রাজপতাকা তাঁহার পিতামহকে দত্ত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই রূপ একটি পতাকা তাঁহাকেও প্রদান করিলেন। এক ক্রোশ পথ

রোমান কাথলিক ধর্ম্মমতাবলম্বী প্রধান ব্যক্তি পোপের চিত্র।

থাকিতে গ্রীক্-সাক্‌ষন এবং লমবার্ড দেশের লোকেরা সারি সারি দণ্ডায়মান হইল, প্রথম পঁক্তিতে বৃদ্ধ, দ্বিতীয়ে অস্ত্রধারী যুবকগণ, এবং তৃতীয় পঁক্তিতে তাল এবং জলপাইর পত্র হস্তে ধারণ করিয়া বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। নগরে প্রবিষ্ট হইলে, কাথিড্রাল-নামক যে গির্জায় পোপের অধিনিবাস ছিল, প্রথমে তিনি তথায় নীত হইলেন, যাইবা মাত্র সমস্ত যাজকবর্গকে সঙ্গে লইয়া পোপ গির্জার চাতালে দণ্ডায়মান হওত পরমাত্মীয় বন্ধো! বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সে দিন রোমরাজ্যে আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না, সারল্‌মার শুভাগমন উপলক্ষে পোপ মহাভোজ করিয়া প্রধান অপ্রধান সকল লোককে ভোজন পান করাইলেন। মহারাজা সারল্‌মা বিনীতভাবে সকল লোককে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া সক-

লেরই মনোরঞ্জন করিলেন। তিনি [illegible] পোপের সহিত বাস করিয়া পুনর্ব্বার [illegible] আইলেন. তখন তথায় [illegible] ও [illegible] ছিল. সুতরাং তাঁহাকে আর কোন [illegible] হইল না, ডেসিডেরিয়স লম্বার্ডের রাজ্য [illegible] পূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন।

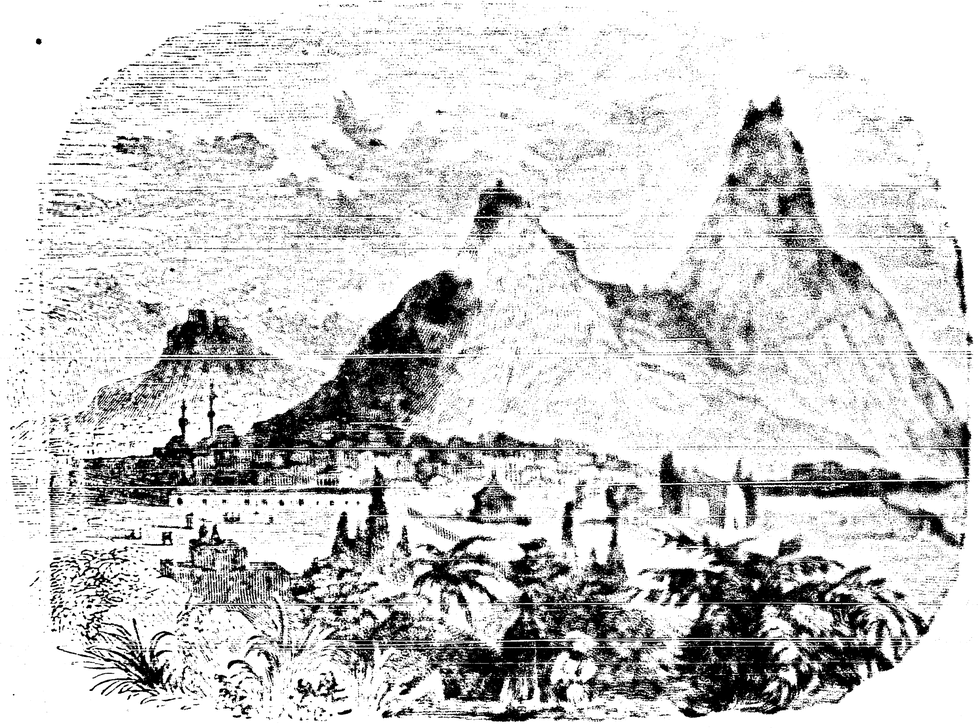

[illegible]

খৃষ্টীয় অষ্টশতশতাব্দীর প্রারম্ভে আফ্রিকার উত্তরাংশহইতে মুর অর্থাৎ মুসলমান লোকেরা ইউরোপে আসিয়া শুদ্ধ স্পেন রাজ্য জয় করে নাই, ফ্রান্সের অনেকাংশেও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। এই সারলমার পিতামহ চারলস বাহুবলে তাহাদিগকে ফ্রান্সহইতে তাড়াইয়া দেন, এই জন্য লোকেরা তাঁহার উপাধি মার্টেল দিয়াছিল। এই মার্টেল শব্দের অর্থ হাতুড়ি, অর্থাৎ তাঁহার মুষ্ট্যাঘাত লৌহময় হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় ছিল, যদ্দ্বারা তিনি শত্রুপক্ষকে দেশান্তর করণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তা যাহা হউক, স্পেন-দেশে মুরদিগের অধিকার তখন পর্য্যন্ত লোপ হয় নাই, করডোভা-নামক নগরে তাহাদিগের রাজধানী ছিল। জারাগোজা-নামক এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আক্রমণ করিলেন [illegible] [illegible] [illegible] করিলে আমরা [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] করিতে লাগিলেন। [illegible] [illegible] প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার [illegible] [illegible] পরাজিত হইল। তিনি [illegible] জারাগোজাকে [illegible] অধিকার করিয়া এব্রো নদীর উত্তরভাগে স্পেনের যে সকল প্রদেশ আছে, তাহা আপনার অধিকারভুক্ত করিলেন। আর ভবিষ্যতে মুসলমানেরা যেন কোন প্রকার অত্যাচার না করে, এতদর্থে আপনার বিশ্বস্ত এক জন ফরাসী লোককে তথাতে শাসনকর্ত্তা রাখিলেন এবং এই কথা বলিয়া দিলেন, তুমি যখন যাহা হইবে তাহা আমাকে লিখিয়া পাঠাইও। এই রূপে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথে তাঁহার ভয়ানক বিপদ্ ঘটিল। স্পেন এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী যে পর্ব্বত আছে, তাহা ঢালু অসমান ও কর্কশ, ঐ পর্ব্বত পার না হইলে, ফ্রান্সে আসিবার সুবিধা নাই, তাঁহার সৈন্য সকল কষ্টশ্রেষ্ঠে সর্পের ন্যায় বক্রভাবে যখন সেই পর্ব্বতারোহণ করিতেছিল, তখন মুর এবং গ্যাসকনেরা একত্রিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগহইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পরিধৃত সাঁজোয়ার গুরুতর ভার এবং নৈসর্গিক ব্যাপারের অসুবিধা প্রযুক্ত তাহারা শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে সমর্থ হইল না। ইহাতে আক্রমণকারীরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়া শিলাবৃষ্টির ন্যায় তাঁহাদের উপরে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, উপরহইতে বড় বড় প্রস্তরের কুঁদা ফেলিয়া তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিল। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাতে সারলমার বহুসংখ্যক সৈন্য বিনষ্ট হইল, তন্মধ্যে তাহার প্রিয়পাত্র রোলাণ্ডনামা কুলীন মহাশয়ও পড়িয়া মারিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রাচীন কালে এ ব্যক্তি অতিসুপণ্ডিত কবি বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য গন্য ছিলেন, অতএব তাঁহার অকালমৃত্যুতে সারলমা অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন।

পর বৎসর সারলমা লুই এবং কারলোমা নামক পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার ইটালী-দর্শনার্থ গমন করিলেন, লম্বার্ডদেশ জয় করিয়া তাঁহারা পেভিয়া-নামক যে নগরকে রাজধানী করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুদায় শীতকাল যাপন করিলেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে তাঁহারা রোমনগরে গেলেন, তথাকার সর্ব্বাধিপতি পোপ বহুসমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রজাবর্গের সন্তোষার্থ লুইকেল মবার্ড এবং আকুইটেন নামক প্রদেশদ্বয়ের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, তখন পিতামহের নামানুসারে তাঁহার নাম লুইপেপিন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইল। সমুদায় বাভেরিয়া রাজ্য, বেনিভেণ্টনামে ইটালীর এক প্রদেশ, হঙ্গারীর কিয়দংশ, অতঃপর তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্যাধিকার মধ্যে সংযোজিত হইল। ফ্রান্স, জরমেনি, ইটালী, ডালমেসিয়া, ইষ্ট্রিয়া, স্পেন এবং হঙ্গারীর কিয়দংশ ইত্যাদি ইউরোপের অনেক স্থানে তিনি শাসন করিতে লাগিলেন। তাহাতে দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র পূজ্য ও মান্য গণ্য হইলেন। শুদ্ধ রাজ্য-বিস্তারের নিমিত্ত তাঁহার গৌরব দেশ বিদেশ বিস্তৃত হয় নাই পিত্রধিকারের উত্তরাধিকারী বলিয়াই হউক, বা বাহুবলে প্রাপ্ত

হওয়াতেই হউক, যে সকল [illegible] অধীন হইয়াছিল, [illegible] ধর্ম্ম প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। [illegible] সময়ে তিনি যে রূপ প্রজাবর্গের উপকার [illegible] করিয়াছিলেন, তাঁহার [illegible] পূর্ব্বতন কোন রাজা সেরূপ উপকার [illegible] ইহা তাঁহার রাজ্যকালের [illegible] মাহাত্ম্য ছিল। প্রজাদিগের [illegible] রূপ ব্যবস্থা করিয়া তিনি [illegible] এই কর্ম্মে তাঁহার [illegible] তথাপি তিনি এক দিনও বিরক্ত হইতেন না।

সারল্‌মা প্রজাবর্গকে [illegible] এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র শিখাইবার নিমিত্ত [illegible] যত্নবান্ ছিলেন, তাহাদিগের [illegible] বহুসঙ্খ্যক গির্জা ও [illegible] স্থাপিত হইয়াছিল। এই [illegible] নাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিখাইবার নিমিত্ত তিনি সতত মনোযোগী ছিলেন, সেরূপ [illegible] ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জনসমাজের [illegible] বেল অর্থাৎ খৃষ্টীয়-ধর্ম্মগ্রন্থের [illegible] কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না, ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের সমুদায় আপত্তি নিবারণ করিয়া, সারল্‌মা [illegible] প্রবৃত্ত করণদ্বারা আপন গৌরব বিশেষরূপে [illegible] করিয়াছিলেন। অজ্ঞান প্রজাবর্গ [illegible] ধর্ম্মের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রতি [illegible] রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল।

বাল্যাবস্থায় সারল্‌মার উত্তমরূপ শিক্ষাবিধান হয় নাই, অনেক বয়সে তিনি [illegible] লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ জন্মে, আল্‌কুইন-নামা এক জন সুপণ্ডিত ইংরাজের নিকট তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে [illegible]

সারল্‌মা [illegible] নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলেও বিদ্যালয় সকলের তত্ত্বাবধানে আলস্য করিতেন না, তিনি মধ্যে মধ্যে স্বয়ং যাইয়া বালকদিগের পরীক্ষা করিতেন। নীচ এবং ভদ্র জাতীয় বালকেরা এক পাঠশালায় পড়িত। এক বার পরীক্ষায় ভদ্রসন্তান অপেক্ষা নীচজাতীয় বালকেরা শ্রেষ্ঠতর হইল; তাহাতে তিনি

[illegible] হইবে। কারণ তৎকালের লোকেরা নীচ লোকদিগকে সাতিশয় জঘন্য বোধ করিত, [illegible] ধনসম্পন্ন হইলেও এখনকার মত তাহারা উচ্চ পদস্থ হইতে পারিত না।

সারল্‌মার রাজবাটীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতর বিদ্যালয়মধ্যে একটি চতুষ্পাঠী ছিল, অন্যান্য বিদ্যানুরাগী কুলীনবর্গের সহিত তিনি স্বয়ং তথায় বিদ্যানুশীলন করিতেন। নিয়ম ছিল, অপর ছাত্রদিগের যেরূপ শিক্ষা তাঁহারও সেই রূপ শিক্ষা হইবে, রাজা বলিয়া অধ্যাপক কোন ইতর বিশেষ করিতে পারিবেন না। এই বিদ্যালয়ে নানা ভাষা, খগোল, কবিতা, অলঙ্কার, ন্যায় শাস্ত্র, পুরাবৃত্ত এবং পূর্ব্বকালীয় পদার্থ সকলের অনুসন্ধানাদিদ্বারা বিশেষরূপ আলোচনা হইত। ভোজন পান বিষয়ে তাঁহার জাঁকজমক ছিল না, সামান্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া দিন যাপন করিতেন। জীবনধারক সকল বিষয়ে তিনি এই রূপ পরিমাণশূন্য হওয়াতে তাঁহার মহত্ত্ব [illegible] অতীব উজ্জ্বল হইয়াছিল। কি ভোজন কি শয়ন এই বিদ্যানুরাগী মহান্ ব্যক্তি এক [illegible] পুস্তক ছাড়া থাকিতেন না, ভোজনকালে এক ব্যক্তি এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ অথবা ইতিহাস পাঠ করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করাইত, শয়ন-কালে ভৃত্যেরা তাঁহার বালিশের নীচে ঐ রূপ এক খানি পুস্তক রাখিত, নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই তিনি তাহা স্বয়ং পাঠ করিতেন।

প্রকাশ্য মাঙ্গলিক বিষয়ে সারল্‌মা এত উৎসুক ছিলেন বটে, কিন্তু অপ্রকাশ্যে তিনি নিতান্ত দোষশূন্য ছিলেন না। তা যাহা হউক, যে ব্যক্তি সদগুণে সিন্ধুতুল্য হন, বিন্দুমাত্র অসদ্গুণ তাঁহার ধর্ত্তব্য নহে। সন্তান সন্ততির পক্ষে তিনি উত্তম পিতা ও বন্ধু ছিলেন, দরিদ্র লোকদিগের পক্ষে তিনি শুদ্ধ ন্যায়বান্ ও দয়াবান্ পুরুষ ছিলেন না, তাঁহারা সহজে তাঁহার নিকটে আসিয়া পুত্র কন্যার ন্যায় আপনাদিগের মনোবেদনা প্রকাশ করিতে পারিত। কন্যাগণের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল, আপনার যে রূপ পদ তদনুযায়ী তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই; জরমান-জাতিদের রীত্যনুসারে লেখা পড়া ব্যতিরেকে তিনি আপন কন্যাগণকে সেলাই বুনন এবং অন্যান্য পশমের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। পিতৃযত্নদ্বারা উক্ত কামিনী সকল এমনি বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন যে বড় বড় পণ্ডিত লোককে পত্র লিখিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হইতেন না। "ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনাদ্বারা মনের মালিন্য দূর হইয়া কিরূপ আনন্দোদ্ভব হয়" এবিষয়ে তাহাদের এক জন অলসুইন নামা মহাপণ্ডিতকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র তাহাদের বিদ্যার প্রমাণ স্বরূপ, স্থানাভাব প্রযুক্ত সে পত্র খানি

এস্থলে অনুবাদ করা হইল না। কি স্বদেশ কি বিদেশ সারল্মা যে স্থানে যাইতেন, [illegible]-কালে পুত্রকন্যাদিগকে তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতেন, পুত্রেরা অশ্বারোহণ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে যাইত। কন্যাগণ পশ্চাতে থাকিত।

মহৎ-লোকদিগের শরীরের [illegible] লোক বড়ই বিবেচনা করে। সারল্মা এ বিষয়ে অপকৃষ্ট ছিলেন না, তাঁহার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাসা, অনুজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু, প্রফুল্ল রক্তিমাভ বদনমণ্ডল ও সুন্দর কেশের জন্য সকলেই তাঁহাকে রূপবান্ পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিত। তিনি দীর্ঘাকার স্থূল পুরুষ ছিলেন, বলও সামান্য ছিল না, কথিত আছে, [illegible] এক খানি তরবারিদ্বারা একাঘাতেই তিনি একটি অশ্ব এবং তদারোহীকে একেবারে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যেমন শরীরের শক্তি তাঁহার আহারও তদনুরূপ ছিল। প্রবাদ আছে, ভোজন করিতে বসিয়া তিনি এককালে একটি রাজহংস দুইটি কুক্কুট এবং একটি মেষের চতুর্থাংশের একাংশ, অন্যান্য সামগ্রীর সহিত ভোজন করিতেন। ইজিনহার্ড নামা এক ব্যক্তি এই মহাত্মার জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, তৎকালে অপর সাধারণ লোকে যে রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিত, তাঁহার পরিচ্ছদও তদ্রূপ ছিল, প্রভেদের মধ্যে বর্ত্তমান কালে হাইলণ্ডর বাসী লোকেরা পা অবধি হাঁটু পর্য্যন্ত যেমন বিচিত্রবর্ণের মোজা এবং উরুদেশে সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র পাজামা পরে, কটিদেশের অধোভাগে তিনি তদ্রূপ বস্ত্র পরিধান করিতেন, এবং শীতকালে গায়ে একটি চামড়ার কোট দিতেন। তাঁহার পার্শ্বে নিয়ত এক খানি তরবারি থাকিত, সন্ধিপত্র নির্দ্ধারণের সময় তাহার গায়ে সিল করিয়া তিনি এই কথা বলিতেন, যাহাদ্বারা আমি সিল [illegible] করিলাম, [illegible] কথা রক্ষা করিব।

[illegible] সেই [illegible] হইল, সেই অবধি তাঁহার নাম [illegible]।

এই ঘটনার [illegible] পরে তিনি আর এক বার [illegible] পোপ [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করেন। [illegible] একদা একটি [illegible] তিনি [illegible] ছিলেন, [illegible] সেই স্থানে এক দিন [illegible] বালককে আহ্বান করিলেন। সকলে একত্রিত হইলে তিনি দুরন্ত লুইসকে সম্বোধন করিয়া প্রজার প্রতি রাজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, কি কর্ম্ম করিলে দেশের মঙ্গলসাধন হয় এই রূপ নানাবিধ উপদেশ দিলেন। পরে বলিলেন, যিনি অনাদি ঈশ্বর, যিনি মনুষ্য মাত্রেরই শাস্তা এবং বিচারকর্ত্তা, যাঁহার কাছে তোমাকে পরে সমুদায় কর্ম্মের হিসাব দিতে হইবে, সেই পরম পিতা পরমেশ্বর তোমাকে এই রাজমুকুট প্রেরণ করিয়াছেন, লইয়া শিরে ধারণ কর। অতঃপর পিতা পুত্রে আর সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি তথাহইতে প্রত্যাগমন করিয়া ফ্রান্সে আসিবা মাত্র তাঁহার পার্শ্বশূল রোগ হয়, এবং সেই রোগ দিন কয়েক ভোগ করিয়া তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার ত্রিসপ্ততি বর্ষ বয়স হইয়াছিল, মরণকালে তাঁহার শেষ বাক্য এতাবন্মাত্র ছিল, হে প্রভো! আমি [illegible] হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করিলাম। [illegible] রক্ষা করিয়া [illegible] হইয়া ছিল, [illegible] এই কথা লেখা [illegible] রাজা [illegible] রাজত্বে [illegible] ছিল, তাঁহার [illegible] এই সূত্রের [illegible] ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারি দিবসে তাঁহার পরলোক হয়।

সঞ্চয়-ভাণ্ডার।

এ[illegible] প্রথম খণ্ডে “সঞ্চয়-ভাণ্ডারের” কথা উপলক্ষে আমরা অর্থসঞ্চয়ের এক সুলভ উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, তদনুসারে সঞ্চয়ানুশীলন করিলে সংসারী ব্যক্তির অনেক প্রকার উপকার সম্ভবে, পরন্তু তাহার অভিপ্রেত সিদ্ধ হওনের দীর্ঘকাল প্রয়োজন, এবং তাহার অনুসরণে মনুষ্য সহসা স্বচ্ছন্দমন হইতে পারেন না। অতএব যে উপায়ে পরিবারের নিমিত্ত এক দণ্ডের মধ্যে [illegible] সঞ্চিত হইতে পারে তাহার অবতারণা করা বিধেয়। আশু বোধ হইতে পারে যে, কুহক ভিন্ন এ অভিপ্রেত সাধ্য নহে, পরন্তু পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, ক্রমশঃ সঞ্চয় যে প্রকার সাধ্য ইহাও তদ্রূপ, ইহাতে তদপেক্ষা গুরুতর আয়াস আবশ্যক করে না। ইহা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ইহা বলা বাহুল্য। ভদ্র গৃহস্থেরা অনেকে যথাসাধ্য উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করেন, তাঁহাদিগের মনে সর্ব্বদা এই মহদ্ভাবনা জাগরূক থাকে যে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী পুত্র উপজীবিকাভাবে সুখস্বচ্ছন্দহইতে একেবারে দুস্তর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইবে। স্নেহান্বিত স্বামী ও পিতার পক্ষে এতদপেক্ষা গুরুতর অন্য ভাবনা অল্প আছে এবং ইহার প্রতীকার করিতে সকলেই আগ্রহী আছেন; সঞ্চয় করিবার এই এক মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু মৃত্যুকালের নির্দ্দিষ্টতা না থাকা প্রযুক্ত ও অনেকের পক্ষে উপার্জ্জনের লাঘবতা প্রযুক্ত তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি অদ্য মাসিক শত মুদ্রায় পরিবার-বর্গকে পরমসুখে রাখিতেছে, কখন২ তাহার লোকান্তে পরিবারবর্গ একেবারে নিঃস্ব ও নিরবলম্ব হইয়া পড়ে। সাধ্বী স্ত্রীগণ অপোগণ্ড সন্তান লইয়া অনাথিনী হইলে দুঃখসাগরে ভাসমান হইতে থাকে। তৎকালে কিঞ্চিৎ উপজীবিকার সংস্থান থাকিলে ঐ অর্থ উহাদিগের কর্ণধার হইয়া অভিপ্রেত কূলে আনয়ন করে। পরিবার নিতান্ত অধিক থাকিলে কর্ত্তার মৃত্যুর পর পরিবারমধ্যে প্রায় নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে। অনেক স্থলে সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

অল্প-উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিবর্গ যাহা অর্জ্জন করেন তাহা উহাদিগের দৈনিক সেবায় ব্যয়িত হইয়া যায়। ইহারা যাহা বাঁচাইয়া রাখেন তদ্দ্বারা কিছু ফল হয় না। হয় ত মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হইয়া আইসে। আজীবন পরের আজ্ঞাবহ পুত্রকলত্রাদিকে সুখী করিয়া না যাইতে পারিলে মনে কত ক্লেশ উদিত হইতে থাকে। উপার্জ্জক উৎকট-রোগগ্রস্ত হইলে সংসারের দুঃখস্রোত প্রবাহিত হয়। তৎকালে জ্ঞানবান্ পুত্রের চক্ষু আরক্ত, কন্যার নয়ন বিন্দুতে পরিপূর্ণ, পিতা অবলম্বিতযষ্টি ভ্রষ্ট ও বিবস্ত্র, মাতা ম্রিয়মাণা, অন্যান্য আত্মীয়গণ খেদান্বিত, ও স্ত্রী এককালে অচেতনা হইয়া পড়ে। এই গুলি স্মরণ হইলে কাহার মানস সরোবর দুঃখস্রোতে উদ্বেল হইতে না থাকে। তখন মুমূর্ষু

ব্যক্তির মনে হয় যদি কিছু রাখিয়া পরিবার পোষণার্থ এমন কোন সুবিধা করিতে পারিতাম, যদ্দ্বারা সংসার অনায়াসে চলিতে পারিত, তাহা হইলে অদ্য মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া কালের করাল বদনের চর্ব্বণযন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য হইত না। পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতা জন্য সকল লোকেই ব্যস্ত, দুর্জ্জয় ও ভয়ানক কার্য্যে ব্যাপৃত। সন্তানাদির কল্যাণার্থ মনুষ্য, কি হিংস্র-জন্তু-পরিপূরিত গহন কানন, কি ভীষণ যাদোগণ-পরিবেষ্টিত অতলস্পর্শ সমুদ্র, কি চিরতিমিরাবৃত ভূগর্ভস্থ খনী, কোন স্থানে গমন করিতে পরাঙ্মুখ নহে। যাহাদিগের শুভসাধন-নিমিত্ত এত দূর দুঃসাহসিতা করিতে হয় তাহাদিগের নিমিত্ত ভবিষ্যতের উপজীবিকা সম্পাদন করিতে না পারিলে যে লোকে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি। এই দুর্নিমিত্ত পরিহারার্থে ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে "লাইফ এনসিউরেন্স" নামক সমাজ সংস্থাপিত আছে। তাহার ফল এই যে জীবনকাল মধ্যে কিছু২ পরিমাণে স্ব স্ব নিয়মানুসারে ঐ সমাজে উপার্জ্জিত ধন সমর্পণ করিলে ঐ সভা ঐ ব্যক্তির পরলোকান্তে তাহার পরিবারবর্গকে নিয়মিত পরিমাণে এক কালে বৃত্তি দিয়া থাকেন। ঐ বৃত্তি সংস্থান থাকিলে অনাথ-অবলাগণ পরের গলগ্রহ-যন্ত্রণা-হইতে পরিত্রাণ পান। ও অনাথ শিশুগণ নিয়মিতরূপে বিদ্যা চর্চ্চা করিতে পারে। এতৎ কার্য্যের আশ্চর্য্য মহিমা এই যে উক্ত সভায় এক বার মাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহার পরক্ষণে মৃত্যু হইলে ঐ অর্থের ৩০ বা ৪০ গুণ অধিক টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কেহ এরূপ শঙ্কা করিতে পারেন যে এইরূপে এক গুণ লইয়া ৩০ গুণ দিলে কোন সভাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহাতে কুবেরের ভাণ্ডারও [illegible] হইতে [illegible] ক্ষতি বা [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] লোক [illegible] হইয়া [illegible] হয় না, [illegible] কাল বাঁচিয়া [illegible] টাকা দিয়া জীবন শেষ করিয়া [illegible] ক্ষতি [illegible] দিগের [illegible] সংস্থাপিত [illegible] [illegible] বিমা [illegible] করেন। বিমাকারী মহাজনেরা [illegible] হইয়া [illegible] লাভ করিয়া থাকেন। [illegible] এক এক নৌকায় যত টাকার দ্রব্য থাকে তাহার শতকরা ৫ টাকা শুল্ক লওয়া হয়। এই প্রকারে সর্ব্বাদি কোন ব্যক্তি ৫০০ খানা নৌকা বিমা করে ও এক এক নৌকায় ৫০০ টাকার দ্রব্য থাকে তাহা হইলে সে ১২৫০০০ টাকা প্রাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে শতকরা ৫ খানা নৌকা পথিমধ্যে দৈব অগ্নিসংযোগে বা বাত্যার প্রভাবে ধ্বংস হইলে ৫০০ টাকা করিয়া ২০ খানা নৌকায় বিমাকারীকে ১০,০০০ টাকা দিতে হইবে, সুতরাং অবশিষ্ট ১১৫০০০ টাকা তাহার লাভ হইবে। অপর যাহাদিগের নৌকা বা নৌকাস্থ দ্রব্য বিমা করা হয় তাহারা লাভের অংশহইতে শতকরা ৫ টাকা দিয়া একেবারে এত নৌকায় সমস্ত দ্রব্য ধ্বংস হওয়া আপদহইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহাদিগের পক্ষে পরম লাভ। কারণ অনেকে আপনার সর্ব্বস্ব এক এক নৌকায় প্রেরণ করিয়া থাকে, সেই নৌকা জলমগ্ন হইলে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়, কিন্তু বিমার সাহায্যে তাহার সে আশঙ্কা কিছুমাত্র থাকে না। প্রত্যুত

[illegible] বিমা করিলে [illegible] অপেক্ষা [illegible] এই প্রকার বিমা করা হইয়া থাকে। [illegible] বিমা হইয়া থাকে। বিলাতে মনুষ্যজীবনের উপর এই প্রকার বিমা করিবার প্রথা [illegible] আছে, তাহাতেও [illegible] বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এতদ্দেশে সম্প্রতি [illegible] মনুষ্য-জীবনের উপর বিমা করিতে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

[illegible] সভার অধ্যক্ষ পদে শ্রীযুক্ত রাজা [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] শীল, শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মিত্র প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের প্রতি প্রায় সমুদায় সাধু ব্যক্তির বিশ্বাস ও আস্থা আছে। ইহাদিগের কার্য্য-[illegible] সম্পাদিত হইলেই লোকের মনোরঞ্জন করিয়া এই সভার সংবর্দ্ধন করিতে পারিবেন।

অদ্যাপি এই সভার নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু ইংরাজী জীবন-বিমার নিয়মদৃষ্টে বোধ হয় যে উহার ব্যয় অধিক হইবে না। সহস্র মুদ্রা প্রাপ্তির নিমিত্ত বিমা করিলে নব্যের পক্ষে বর্ষে ৮০ টাকা বা মাসে ৩ টাকার অধিক লাগিবেক না। বৃদ্ধের পক্ষে বার্ষিক শুল্ক তদপেক্ষা অধিক হইবে। এই ইতর-বিশেষের কারণ অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে। ইহা ব্যক্তই আছে যে সকলের জীবন সমকালীন-স্থায়ী নহে, ও যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধের শীঘ্র মরিবার সম্ভাবনা; সুতরাং যুবক ও বৃদ্ধ সমান শুল্ক দিয়া সমান লাভ পাইতে পারেন না, ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবা ৫০ বৎসর কাল বাঁচিতে প্রত্যাশা করিতে পারে; কিন্তু ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ ২০ বৎসরের অধিক বাঁচিতে প্রত্যাশা করেন না, সুতরাং এতদুভয়ে বিমা করিলে যুবকের অপেক্ষায় বৃদ্ধকে দ্বিগুণেরও অধিক শুল্ক দিতে হয়। পরন্তু যে প্রকারেই শুল্ক দিতে হউক এই বিমাকার্য্যে যে বিমাকারী ও বিমাকারয়িতা উভয়ের পক্ষে বিশেষ লাভ আছে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যাহারা দৈবের দৈবত্ব নিবারণ করিয়া স্ত্রী পুত্রের ভাবি-সঞ্চয় সম্পাদনে ইচ্ছা রাখেন, তাহাদিগের পক্ষে এই বিমার অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৃহদাকার কূর্ম্ম।

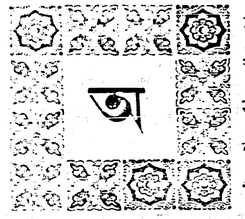

অসামান্য বিষয় লইয়া সকলেই আন্দোলন করিয়া থাকেন। সামান্য বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান প্রায় কেহই করেন না। কিন্তু সামান্য বিষয়েতেই অসামান্য গুণ থাকে। যাহা সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাতে অতি অপূর্ব্ব গুণ থাকিলেও কেহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। সামান্য বিষয়হইতেই জগতের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। সকলেই কূর্ম্মদর্শন করিয়াছেন। কচ্ছপের প্রকৃতিও প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। কচ্ছপের বিষয় লিখিতে গেলে যদি কিছু অসামান্য থাকে তাহাই লেখা কর্ত্তব্য।

আমেরিকার নিকটস্থ দ্বীপ সকলেতে ও আমেরিকার সমুদ্রের উপকণ্ঠস্থ প্রদেশে নানাবিধ কূর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের প্রকৃতি এতদ্দেশজাত কচ্ছপের স্বভাবহইতে অনেক বিভিন্ন।

ইহারা যখন পূর্ণাবস্থ প্রাপ্ত হয় তৎকালে ইহাদিগের দৈর্ঘ্য ৫ পাঁচ হাত পর্য্যন্ত হয়। প্রস্থ ৩ তিন হাত। ঊর্দ্ধ ৪ চারি হাত দেখা গিয়া থাকে।

[illegible]

শুণ্ডসহিত পরিমাণ করিলে [illegible] হয়। ভারতবর্ষস্থ কচ্ছপগণ স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে ভিন্ন প্রকার নহে, কিন্তু আকারাদি ও স্বভাব-গত বৈলক্ষণ্য ভেদে বিভিন্ন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ গুণ নির্দ্দেশ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। বর্ণনীয় কচ্ছপগণের স্ত্রীপুংজাতি-গত অবয়বাদির বৈসাদৃশ্য থাকাতে তাহাদিগের অবান্তর ভেদ পর্য্যন্ত লেখা বিধেয়। ইহাদিগের পুংজাতিরা দীর্ঘাকৃতি। স্ত্রীজাতিরা স্থূলাকৃতি। পুংকূর্ম্মেরা ক্ষুদ্রমৎস্যভোজী, অত্যন্ত হিংস্র, এমন কি আপন শিশু সন্তানগণকে পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে।

[illegible] ফেলে। এক বার কোন রূপে উত্তান করিতে পারিলে উহারা আর চলিতে পারে না। তখন উহাদিগের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই রূপে ইহারা ধৃত হয়। পুংজাতিরা অন্য পুংজাতিকে দেখিলে তাহার সঙ্গে বিবাদ করে।

[illegible]

[illegible] শত্রুর [illegible] ইহাদিগের প্রতি [illegible] সন্ধান [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] অনিষ্টের নিবারণজন্য কূর্ম্মীরা [illegible] বসতিপূর্ব্বক সন্তানগুলিকে [illegible] করিয়া আপনারা স্বস্থানে প্রস্থান করে। এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে প্রায় এক মাস লাগে। [illegible] অনুপস্থিতি-কালে যদি পুংকূর্ম্ম দম্পতীস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানে না গমন করে তাহা হইলে পুনঃ উভয়ের সদ্ভাব হয়; নতুবা স্ত্রী অন্য বলবান্ পুংকূর্ম্মকে আশ্রয় করে, দুর্ব্বলের প্রতি ধাবিত হয় না। কূবা-প্রভৃতি-দ্বীপস্থ লোকেরা ইহাদিগের মাংস লবণসংযোগে এক বর্ষ-পর্য্যন্ত রাখিয়া ভক্ষণ করে। ঐখানকার বৈদ্যেরাও ইহার তৈলদ্বারা অনেক ব্যাধির ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

[illegible] ইহাদিগের পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের [illegible] গৃহদ্বার প্রস্তুত করিয়া থাকে, ও [illegible] চাল নির্ম্মাণ করেন। বালকগণ জীবিত [illegible] পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক লীলা খেলা করিয়া থাকে। ইহারা অনাহারে ক্ষীণ হইলে [illegible] লোকের কলত্রগণ উহাদিগের পৃষ্ঠে ভার সমর্পণ করিয়া শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধন করত স্বাভিলষিতদিকে আকর্ষণপুরঃসর আপন আলয়ে আনয়ন করে। বাটীতে পৌঁছিলে দ্রব্যাদি উত্তোলন করিয়া উহাকে উত্তান করিয়া রাখে। ইহাদিগকে উত্তান করিয়া না রাখিতে পারিলে সম্মুখে যাহা পায় তাহাকেই দংশন করে, ও তাহা তাহাদিগের ভোজ্য দ্রব্য হইলে ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

সিরোহী রাজ্য।

আবুল ফজল নামক প্রসিদ্ধ যবন-ইতিহাস-বেত্তার গ্রন্থে লিখিত আছে যে সিরোহী রাজ্য পূর্ব্বে বিশেষ ঋদ্ধিমন্ত ছিল। উহা মাড়বার রাজ্যেরই অধিকারভুক্ত। তথায় করপ্রদ অনেকগুলি ক্ষুদ্র২ রাজ্য আছে। উহার পূর্ব্বাংশে অনেক পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়, এবং তত্রস্থ ভূমিও অতিশয় উর্ব্বরা। তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু তাহার পশ্চিমভাগে তাদৃশ শস্যোৎপত্তি হয় না, যে হেতু তথায় জলের অত্যন্ত অসদ্ভাব, এবং তথাকার মৃত্তিকাও শস্যোৎপাদিকা নহে। এবিধায়ে রাজস্থানের পশ্চিম-সীমাবর্ত্তী রাজ্য সকল বহুল-জনাকীর্ণ নহে, তথাপি তত্রস্থ নৃপতিগণ যুদ্ধবিগ্রহে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বাহু এবং বন্বসা নামক তথায় দুই প্রধান নদী আছে। এতৎ রাজ্যের মধ্যে গুজরাট্-প্রদেশে গমনাগমনের এক প্রকাশ্য পথ আছে। খোশাজাতীয় দস্যুরা পান্থ-

দিগের প্রতি পূর্বে [illegible] সর্বস্ব হরণ করিয়া প্রস্থান [illegible]। কিন্তু [illegible] তাহাদিগের আর [illegible] নাই। [illegible] দ্রাজ্যের প্রাচীন নাম [illegible]। [illegible] ব্যবহৃত হইয়াছে।

যৎকালে মহারাজা [illegible] সিরোহী [illegible] শাসন-ভার গ্রহণ [illegible] হইয়াছিলেন, সেই সময়ে [illegible] অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত লোক [illegible] মহারাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, এবং [illegible] কনিষ্ঠকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া [illegible] রুদ্ধ রাখিয়াছিলেন। [illegible] মহারাজা মানসিংহ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] উদ্ধারার্থে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহারাজা [illegible] যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে খোশাজাতীয় দস্যুরা গুজরাট ও সিরোহী রাজ্যের মধ্যস্থলে যে প্রকাশ্য পথ আছে তথায় অত্যন্ত উৎপাত করিত। তাহাদিগকে দমন করণার্থে সিরোহী রাজ্যের অধীশ্বর ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিয়া ছিলেন। তাহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাধা হইলে পুনরায় মহারাজা শিবসিংহ আর এক সন্ধি তৎকালেই সম্পাদন করিয়া ছিলেন। শেষোক্ত সন্ধি করিবার অভিপ্রায় এই ছিল যে মাড়বার রাজ্যের অধিপতি উদয়-ভঞ্জের উদ্ধারার্থে তদ্বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমুদ্যত হওয়াতে মহারাজা শিবসিংহ ইংরাজদিগের সহায়তা গ্রহণ করেন, এবং তৎসাহায্যেই মাড়বার-মহারাজের সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া ছিলেন। তদবধি ইংরাজদিগের সহিত সিরোহী রাজ্যের বিষয়-কার্য্যের সংস্রব হয়, এবং সিরোহীর মহারাজা ইংরাজদিগের আনুগত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন। পরন্তু উক্ত সন্ধি সমাধা হইবার পর [illegible] রোহী রাজ্যে [illegible] এক [illegible] প্রেরণ করেন এবং [illegible] সিরোহী রাজ্যের [illegible] টাকা কর [illegible]। [illegible] বার মর্ম এই যে অনেকগুলি ঠাকুর [illegible] কএক [illegible] লোকদিগকে [illegible] রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন; তৎকালে সিরোহী রাজ্যে অতিরিক্ত সৈন্যের আবশ্যক হওয়াতে কএক পল্টন সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র রাজ্যে অতিরিক্ত-সৈন্য-নিয়োগে [illegible] অধিক ঋণ হইয়া পড়িল। পূর্ব কথিত অর্থদ্বারাই সে ঋণ পরিশোধিত হইয়াছিল। আর নিম্বজা নামা এক জন প্রধান ঠাকুর পূর্বোক্ত বিদ্রোহে লিপ্ত থাকাতে তাঁহার সহিত এক সন্ধি হয়, তাহাতে তাঁহার দেয় রাজকরের কিয়দংশ এককালে গ্রহণ করাতে মহারাজের ক্ষতির কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল।

[illegible] আদেশ আছে। সিরোহী রাজ্যের পরিধি ৭২০ বর্গক্রোশ। লোক সংখ্যা [illegible]। রাজস্ব ৮০২০০। উক্ত রাজ্যের অধীনে ৭১ অশ্বারোহী এবং ২১৮ পদাতিক সেনা আছে।

আদিম নরদম্পতীর প্রাতরুপাসনা।

([illegible] অনুবাদিত।)

ওহে সর্বসুখকর-পদার্থ-জনক,
এ সকলি তোমার রচনা প্রভাম্বিত;
ওহে সর্বশক্তিমান, তোমারি তাবৎ
এ বিশ্বমণ্ডল, কিবা অদ্ভুত সুন্দর!
সে অদ্ভুত হতে তুমি কতই অদ্ভুত
কথনীয় নহে। এই আকাশ মণ্ডল
উপরে আসীন তুমি অস্মদগোচর,
অথবা ঈষদ্‌দৃষ্ট ইহ অধোস্থিত।
তোমার নিকৃষ্ট নানা রচনা নিকরে;
তথাপি তাহারা সবে দেয় পরিচয়,
অচিন্ত্য করুণা তব, ঐশিক মহিমা।
কহ কহ হে দীপ্তিসম্ভূত দেবদল,
তোমরা কহিতে ইহা যোগ্য সবিশেষ,
যেহেতু তোমরা তাঁরে দেখহ সাক্ষাৎ,
সঙ্গীত সহিত আর সুতন্ত্রীর তানে
যামিনী-বিহীন দিবা তার সিংহাসন,
পরিক্রম কর মহা আনন্দে মাতিয়া।
হে দিবিস্থ, হে ধরাস্থ, সর্ব্ব জীবগণ,
একত্র হইয়া কর এই স্তুতিবাদ,
তিনি আদি, অন্ত, মধ্য তিনি অন্তহীন।
হে সর্বসুন্দরি তারা, যামিনীর সখী,
সকলের শেষে তুমি দেহ দরশন,
যদিও তুমি হে নহ ঊষার সঙ্গিনী,
কিন্তু দিবা আগমের তুমিই প্রতিভূ;
তুমি নিজ সমুজ্জ্বল ছটা প্রকাশিয়া
হাস্যবতী ঊষাশিরে দেহ রত্নসিঁতি,
গুণগান কর তাঁর আপন মণ্ডলে,
যত ক্ষণ দিবা আসি সমুদিত হয়।
কিবা সে তারুণ্যময়ী হোরা সুমধুরা!
ওহে ভানু, ব্রহ্মাণ্ডের চক্ষু আর প্রাণ!
তুমি তাঁরে আপনার শ্রেষ্ঠ বলি মান,
তাঁর গুণ গাও নিজ অনন্তভ্রমণে—
যখন উত্থান তুমি কর পূর্ব্ব ভাগে,
আর যবে প্রাপ্ত হও প্রোচ্চ মধ্যপথ,
অনন্তর যে সময়ে হও অস্তগত।
হে শশাঙ্ক, হেরি তুমি প্রাচ্য প্রভাকর
পলাইছ গতিহীন তারাগণ সহ,
ভ্রাম্যমাণ নিজ নিজ চক্ষে তারা স্থির,
ওহে আর পঞ্চবিধ চরিষ্ণু অনল!
বুদ্ধির অগম্য নৃত্য কর গীতসহ;

তাঁর গুণ গাও [illegible]
মিহির উদয় [illegible];
হে [illegible]
প্রকৃতির [illegible],
পঞ্চীকৃত [illegible];
বিমিশ্রণে [illegible]
সেই রূপ [illegible]
আমাদের পরম পিতার [illegible]
নব নব ভাব ধরি [illegible];
ওহে কুহেলিকা! ওহে [illegible]
সিতাসিত বর্ণে [illegible]
গিরি আর [illegible],
যদবধি তোমাদের [illegible]
হেমতন্তু জলে ভানু না করে [illegible],
জগতের মহাকর্ত্তা [illegible],
উত্থান করহ, যবে নির্ম্মল আকাশে
সাজাইবে মেঘমালা কিবা [illegible]
পিপাসিতা পৃথিবীরে ধারা [illegible],
এই রূপ উন্নত প্রণত [illegible],
তাঁহার স্তবনে রত রহ সবিশেষে।
চতুর্দ্দিগ্ হতে প্রবাহিত বায়ুগণ,
তাঁর গুণ গাও উচ্চ আর মৃদু স্বরে।

[illegible]

রহস্য-সন্দর্ভ

[illegible]

[illegible] মাসিকপত্র।

[illegible] | [illegible] | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। | [২৮ খণ্ড।

চতুর্থ হেনরীর রাজ্যপ্রাপ্তি।

প্রকৃতিরঞ্জন করাই রাজা শব্দের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য। যে রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম না হয়েন তিনি কখনই সুখস্বচ্ছন্দে জীবনকাল অতিক্রম করিতে পারেন না। বিশেষতঃ রাজশ্রী পরাক্রান্ত ও গুণবান্ নরপতির অনুরক্ত থাকে; অক্ষম ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্মী সর্ব্বদা চঞ্চলতা প্রকাশ করেন। লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য দেখিলে শত্রুরা প্রবল হইয়া উঠে। যাহারা বস্তুতঃ বন্ধু নহে অথচ অর্থ-লোভহেতুক কিম্বা ভয় বা মৈত্রহেতু মুখে মিত্রতা দেখায় তাহারা ছিদ্র পাইয়া অনিষ্টাচরণ করিতে আরম্ভ করে। যাহারা নিতান্ত স্বার্থপর নহে তাহারা কথঞ্চিৎ রাজার অনুরক্ত থাকে। শত্রুরা ছিদ্র পাইলে আত্ম-বিদ্রোহ জন্মাইয়া দেয়। প্রকৃতিবর্গের সহিত রাজার মনান্তর হইলে রাজ্যের অনেক বিঘ্ন ঘটে। প্রজাবর্গ ন্যায়পথে থাকিলে অমাত্য প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগকে উহাদিগের পক্ষ গ্রহণ করিতে হয়। ন্যায়্যান্যায্য বিচার-পরিশূন্য নরপতির পক্ষতৎপর হইলে মন্ত্রিবর্গকে বিশেষরূপে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত সূক্ষ্মদর্শী অমাত্যগণ সচরাচর প্রজার পক্ষ হইয়া থাকেন। এই রূপে অবাধ্য ভূপতির দুর্ভাগ্য ঘটে। ভূপাল হইতে হইলে সর্ব্বগুণে ভূষিত হইতে হয়। মূর্খ নরপতি রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ। নরপতিকে সময়-বিশেষে দয়া দাক্ষিণ্য, ক্রোধ, তেজ, সাহস, বিক্রম, বিনয় প্রভৃতি গুণ সকল দেখাইতে হইবে; যিনি অসময়ে গুণবত্তা দেখাইবার চেষ্টায় থাকিবেন তাঁহাকে চিরকাল অরণ্যে রোদন করিতে হইবে। এই প্রস্তাবনাদ্বারা ইংলণ্ডের ভূপতি দ্বিতীয় রিচার্ডের নির্ব্বাসনানন্তর ল্যাঙ্কাষ্টরের ডিউকের রাজ্য প্রাপ্তির বর্ণন করা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় রিচার্ডের সময়ে ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার মস্তকের নিমিত্ত "পোলট্যাক্স" নামক কর দিতে হইত। এই করগ্রহণ-উপলক্ষে দীনহীন জনগণের সাতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল। কোন করসঙ্গ্রাহক এক দিন ওয়াট-নামক এক ব্যক্তির নিকট কর লইতে আসিলে ওয়াট নিজ মস্তকের নিমিত্ত দেয় শুল্ক প্রদান করিয়া বলিলেন, "মহাশয় পুরুষের প্রতি ট্যাক্স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমাকে আর দিতে হইবে না; কারণ

আমার বাটীতে আমার কন্যা ব্যতীত আর কেহই নাই।” করসঙ্গ্রাহক কহিলেন, “তাহাকে আমার সমক্ষে আনিতে হইবে।” ওয়াট্ আপন তনয়াকে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিলে দুরাত্মা কর-সঙ্গ্রাহক সে প্রকৃত স্ত্রী কি না তাহা নিরূপণ করিতে উদ্যত হইলে ওয়াট ভীমমূর্ত্তি-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গদাঘাতদ্বারা উহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেক। এই ব্যাপারে সমুদয় প্রজা পরিতুষ্ট হইয়া সাহসিক ওয়াটের পক্ষ গ্রহণ করিল। বীর পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ওয়াটকে সেনানীপদে বরণপূর্ব্বক রাজার ও ভূম্যধিকারীবর্গের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিল। ইহাতে রিচার্ডকে

[illegible] অনুসারে রাজ্য করিতে চাহিয়াছিল। এই কুমারের [illegible] হিতৈষীরা অ-[illegible] অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া লয়। এখন প্রজার প্রতি এরূপ অনুরাগ তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র; ইংলণ্ডে প্রজারা মনে করিয়াছিল তাহারা ইহাঁর রাজ্যে পরমসুখে কালযাপন করিবে। কিন্তু [illegible] তাহাদের প্রতি প্রতিকূল হইল। রিচার্ড [illegible] অশেষ দোষের আকর হইতে লাগিলেন। সুচারুরূপে শিক্ষিত না হওয়াতে ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুশ্চরিত্র দেখিয়া সকল ব্যক্তিই বিরক্ত হইতে লাগিলেন, ও প্রধান পক্ষেরা ইহাঁর রাজ্যচ্যুতির ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সাধারণ জনগণ সর্ব্বদা [illegible] তৎপর থাকিল। একটু ক্লেশ পাইলেই তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বকালের সুখ ও বর্ত্তমান রাজার অধিকারকালের দুঃখ বর্ণন করিত। এমন কি পাঁচ জন একত্র হইলেই রিচার্ডের নিন্দা ও এডওয়ার্ডের স্তুতিবাদ লইয়া বাগ্বিতণ্ডা হইত। বাস্তবিক এডওয়ার্ডের রাজ্যকাল সুখের ছিল। তৎকালে কোন ব্যক্তি উচিত কার্য্য না করিয়া নিস্তার পাইত না। তৎকালে কোন ব্যক্তি অন্যের তৃণ পর্য্যন্ত তাহার অসাক্ষাতে লইতে পারিত না। রিচার্ডের রাজত্বের শেষকাল নিতান্ত অরাজক হইয়াছিল।

এই সমুদয় কারণে রিচার্ডকে রাজ্যভ্রষ্ট করাই স্থিরযুক্তি হইল। এক্ষণে সকলেই ছিদ্র অনুসন্ধানে থাকিলেন। রিচার্ড, ল্যাঙ্কাষ্টর প্রদেশের ডিউকের পুত্র হেনরীকে অকারণে নির্ব্বাসন করেন। উক্ত কুমার সুযোগ পাইয়া সুসজ্জীভূত হইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে গমনোন্মুখ রহিলেন। রিচার্ড বৃহত্তর ভূপতিকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি সাতিশয় বক্র ছিল। এক দিন তিনি আয়ারলণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতেছেন এমত সময়ে উক্ত ডিউকের পুত্র রিচার্ডের নিজ রাজবলকে আশ্রয় করিয়া প্রধান পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া ইংলণ্ড অধিকৃত করিলেন। রিচার্ড কুলগ্নে রাজ্যহইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐ যাত্রাতেই পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা তাঁহাকে রাজ্যহইতে চিরকালের জন্য বিদায় করেন। ইনি সিংহাসনচ্যুত হইলে কারারুদ্ধ হয়েন। কারাগৃহের অসহ্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইয়া ইহাঁকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। হেনরী এক জন প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তির নাম “মার্টিমর।” অসদুপায়ে রাজ্য গ্রহণ করিতে হইলে অনেক ছল, কলকৌশল অবলম্বন করিতে হয়। ইনি ইহার কিছুতেই অপারগ ছিলেন না। তৎকালে ইংলণ্ডে যাজকমণ্ডলীর নিরতিশয় প্রাধান্য ছিল। ইহাঁরা সকল বিষয়েই হস্তার্পণ করিতেন। ইহাঁরদিগের মত অখণ্ডনীয় জানিয়া তিনি অগ্রে ইহাঁদিগের পূজা করেন। পরে সম্ভ্রান্তদিগের সম্মান বর্দ্ধন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সাধারণ জনগণ চির কালই বিজ্ঞমণ্ডীর অনুগত। তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে ইহাঁকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হয় নাই। নর্দাম্বর-প্রদেশের ডিউক কতিপয় প্রধান ব্যক্তি সমভিব্যাহারে লইয়া ঘোরতর বিপক্ষ ছিলেন। তাহাদের ইচ্ছা যে রবর্টের পুত্র রাজা হয়। কিন্তু ইনি এমনি যে রাজনীতিজ্ঞতা শিক্ষা করিয়াছিলেন ইহাঁকে তৎকালের অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিও পরাভব করিতে পারেন নাই।

ইনি প্রকৃতি-সমূহকে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সম্মুখে সমাহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন; “আপনারা কাহাকে রাজসিংহাসন দিতে অভিলাষ করিয়াছেন? আপনারা অক্ষোভে ও মুক্তকণ্ঠে তাহা বলুন।”

সকলেই ঐকমত্যাবলম্বনপূর্ব্বক [illegible] ল্যাঙ্কাষ্টরের ডিউক মহাশয়কে।" এই কথা [illegible] মাত্র তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন "[illegible] দিগের কি এই আন্তরিক ইচ্ছা?" [illegible] ভক্তিভাবে কহিলেন, "মহাশয়, আমরা [illegible] কহিতেছি ইহাই আমাদিগের বাস্তবিক ইচ্ছা; যদি আমাদিগের বাস্তবিক অভিলাষ না হইত তবে আপনাকে সম্মানের সহিত এখানে [illegible] তাম না।" এই কথা শ্রবণমাত্র ল্যাঙ্কাষ্টরের ডিউক "চতুর্থ হেনরী" নাম ধারণ পূর্ব্বক রাজ্য-গ্রহণের স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই অক্টোবর দিবসে হেনরী রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। অভিষেক দিনে সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিদিগকে পদমর্য্যাদা অনুসারে [illegible] করিলেন। ও বিশেষ উপাধি দিলেন। রাজ্য গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগের মঙ্গলার্থ [illegible] সমাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। সেই অবধি সাধারণ সভার ক্ষমতা ও প্রভা সমুদয় হইতে লাগিল। হেনরী রাজা হইয়া এক দিন-ও সুখে কালক্ষেপণ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। অন্যায়োপার্জ্জিত ধনে কখনই কেহ সুখী হইতে পারে না। তিনিই বা কি রূপে এই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? স্কটলণ্ডের নৃপতনয়কে কারারুদ্ধ করিতে পারিলে নিষ্কণ্টক হইবেন মনে করিয়া উক্ত যুবরাজ জেম্‌সকে ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্দীভূত করেন। পূর্ব্বাবধিই ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত স্কটলণ্ডবাসীদিগের স্বাভাবিক জাতিবৈর ছিল। তদ্ধেতুক তৎকালাবধি উভয় জাতির প্রতি পরস্পর বিরাগ ছিল। কিন্তু তৎকালে স্কট্‌দিগের সহিত ফরাসীদিগের মিত্রতা ছিল। যে ব্যক্তির সহিত শত্রুর শত্রুতা কিম্বা মিত্রতা থাকে সে শত্রু বা মিত্র হয়।

[illegible]

[illegible] কে কারাবাসের আদেশ দেন সেই দিন চতুর্থ হেনরী আপনাকে ধন্য বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন। রাজা এমনি উদারচরিত্র ছিলেন যে পুত্রের কারাবাস শ্রবণমাত্র কহিলেন যে রাজার রাজ্যে এমন সুবিচারক বিচারপতি আছে তাহার তুল্য ভাগ্যবান্ পুরুষ আমি আর দেখিতে পাই না। সেই ব্যক্তির তুল্য পরম ভাগ্যবান্ আর কেহই নাই যে রাজার পুত্র বিচারকের আজ্ঞা নির্ব্বিবাদে শিরোধার্য্য করিয়া লয়।

হেনরী এমনি তেজস্বী ছিলেন যে কোন অন্তঃ-

[illegible] সুতরাং অসমসাহসিকতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করাতে সকলেই চতুর্থ হেনরীর দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গেল বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে ব্যক্তিবিশেষে খেদ করিতে বিরত হয় নাই।

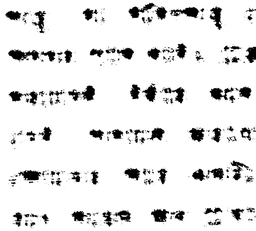

[illegible]জাতির নিকট ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী।

ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সর্ব্বদা এতাদৃশ অসম্ভব অদ্ভুত বিষয়ের বর্ণন থাকে যে লোকে তাহা সহসা অলীক বলিয়া জ্ঞান করে। এই নিমিত্ত বিলাতে "ট্রাবেলর্স ষ্টোরী" অর্থাৎ "ভ্রমণকারীর গল্প," মিথ্যার প্রতিশব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু সকল ভ্রমণকারীই মিথ্যা লিখেন না, ও অনেকের বাক্য বর্ণনার ভঙ্গীতে সত্য হইলেও মিথ্যা বলিয়া ভান হয়। ফলতঃ শেষোক্ত কারণে অনেক সত্যবাদীর বাক্য অলীক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, অথচ তাহাতে প্রত্যুত সত্যের কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা নাই। আমাদিগের এই কথার অভিপ্রায় সুব্যক্ত করিবার নিমিত্ত আমরা কয়েকটী উদাহরণ প্রয়োগ করিতে কল্পনা করিয়াছি। কথিত আছে যে কাবুল দেশীয় এক জন পাঠান বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনানন্তর কহিয়াছিলেন যে, "বঙ্গ-দেশে এক আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে তাহাতে মোহনভোগ ফলিয়া থাকে" (দরখতমে হলুয়া ফলে) তাহাতে তিনি সর্ব্বত্র উপহাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্যে কিঞ্চিন্মাত্র মিথ্যা ছিল না, যেহেতু তিনি সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভা ভক্ষণ করিয়া তাহার মাধুর্য্যের সহিত মোহনভোগের তুলনা করিয়াছিলেন। অপর এক জন শীতপ্রধান-দেশীয় ভ্রমণকর্ত্তা "ভারতবর্ষে বৃক্ষে মেষলোম জন্মে" এই কথা বলায় অত্যন্ত উপহাসিত হন; কিন্তু যে ব্যক্তির দেশে মেষলোমই বস্ত্রের এক মাত্র নিমিত্তকারণ, তিনি বৃক্ষে কার্পাশ দেখিয়া মেষলোমের সহিত তুলনা করিবেন ইহা কোনমতে আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে গ্রীস দেশে এই রূপ উপহসনীয় অথচ সত্য বর্ণনা অনেক বিখ্যাত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী সেকন্দর সম্রাটের সেনাপতি নিয়ার্কস্ ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক তাহার বর্ণনা যাহা গ্রীস দেশে প্রকাশ করেন তাহাতে অনেক এতদ্রূপ বাক্য আছে। একদা সভাস্থলে আহূত হইলে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রকাশ করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি একপ্রকার জন্তুর চারু চিত্রিত চর্ম্ম দর্শন করিয়াছি। তাহার কোমলতা ও মনোহারিতা আর কোন চর্ম্মে দৃষ্ট হয় না। তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষস্থ লোকেরা আমাকে কহিল, আপনি যে জন্তুর চর্ম্ম দর্শন করিতেছেন, সে জীব অতিশয় উগ্রস্বভাবসম্পন্ন; সে যাহাকে এক বার দেখে তাহাকে বিনিপাত করে। সে জন্তু হস্তীকেও রণস্থলে পরাক্রমশালী বলি-

য়া লক্ষ্য করে না। সে কৃপিত [illegible] উৎপাটিত করিয়া ফেলে। [illegible] হইলেও এ জন্তুকে পরাস্ত করিতে [illegible] এই বর্ণনা আশু অলীক বোধ হইলেও [illegible] সম্বন্ধে ইহা মিথ্যা নহে। [illegible] উল্লেখ করিয়াছিলেন।

তিনি অপর লিখিয়াছেন, "[illegible] রূপ প্রকৃতি শুনিয়াছি তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যদি কেহ ঐ জীবকে [illegible] করিতে পারে তবে সে তদ্বারা অনেক [illegible] উচ্ছিন্ন করিতে পারে, ও অনেক [illegible] অনায়াসে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। এই জীবের দৈর্ঘ্যতা ৫০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ও [illegible] ১০ হাত পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। ইহাদিগের নিশ্বাসবায়ু প্রকাণ্ড ঝড়ের তুল্য। মুখ ব্যাদান করিলে জীবিত গো, মহিষ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক পর্য্যন্ত যদি নিকটস্থ হয় তাহাদিগকে গলাধঃ করিতে সমর্থ হয়। অন্য পশুদিগের [illegible] এই যে ঐ সর্প নিশ্চল হইয়া এক স্থানে থাকে। কখন কখন লুণ্ঠন পূর্ব্বক নিতান্ত [illegible] ৩০ হাত দূর যাইতে পারে। এ কথাও অসম্ভব হইলেও ইহা বোড়া সর্পের নিতান্ত অনুপযুক্ত বর্ণন নহে।

পারস্য-রাজ্যের অধিপতি আর্ত্তজরক্সস খ্রীষ্টীয় ৪০১ শকে গ্রাক্-জাতির নিকট ভারতবর্ষস্থ পক্ষী বিশেষের গল্প করিয়া আপনাকে অতিশয় অনুসন্ধিৎসু বলিয়া বিশেষ আদৃত হইয়াছিলেন। তিনি এই বলিয়াছিলেন, "তোমরা মনে করিতে ভারতবর্ষে একপ্রকার পক্ষী আছে তাহারা মনুষ্যের মত কথা কহে। বিচার করিতে পারে। শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অন্যকে উপদেশ দেয়। যে গৃহস্থের বাটীতে থাকে তাহার পুত্র [illegible]

[illegible] হয়।

[illegible] ভারতবর্ষ হইতে মুক্তা [illegible] ছিলেন। এক দিন [illegible] বলিলেন, "[illegible] হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক [illegible] বলিলে আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ হয়।" তিনি কহিলেন, "ইহা একরূপ খনিজ পদার্থ।" কিন্তু কি প্রকারে ইহার শোভা সম্পাদিত হয় তাহা জানিতে পারি নাই। তবে পরিহাস-বাক্যে তদ্দেশ-বাসীরা বলে, যে ইহার জন্ম জলে "সৌন্দর্য্য গুণে উঠে বীর পুরুষের গলে।"

এই কথা শুনিয়া এক জন বিজ্ঞানবিৎ কহিলেন, "ইহা পরিহাস-মূলক নহে; প্রকৃত কথা। আমি ইহার স্বভাব যাহা শুনিয়াছি তাহাও নি-

[illegible] বৃক্ষের ফলস্থ জল [illegible]

[illegible] বলিয়াছিলেন যে, "আমরা একরূপ [illegible] বলিয়া গণ্য [illegible] ঐ বৃক্ষ লোকের নিতান্ত প্রয়োজনোপযোগী। ইহার ছায়া শীতকালে উষ্ণ; গ্রীষ্মকালে শীতল। তাহাতে নিতান্ত ক্লান্ত ও [illegible] ব্যক্তিও অল্পকালমধ্যে সুস্নিগ্ধ ও সবল হয়। এই সকল কারণে হিন্দুরা এই বৃক্ষের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করে; এমন কি পাপস্পর্শ হইবে বলিয়া ইহার একটী পত্রও ছিন্ন করে না। প্রত্যুত অতিশয় গ্রীষ্মকালে বাটীর সপরিবারে নিত্য-ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া জলসেক করিয়া থাকে। আমরা কয়েক দিন উহার তল আশ্রয় করিয়া কল্পবৃক্ষের গুণ জানিয়াছি।" ইহা বলা বাহুল্য যে এই বর্ণনার উদ্দেশ্য বটবৃক্ষ।

মাগাস্থিনিস কহেন, "ভারতবর্ষে একরূপ বৃক্ষ আছে তাহার ফলস্থ জল পান করিলে তৃষ্ণার নিবারণ হয়; শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হইলে সবল করে; মুমূর্ষু ব্যক্তিকে পান করাইলে প্রাণ রক্ষা পায়। ঐ বারি যখন বৃক্ষে থাকিয়া গাঢ় হয়, তখন উহাদ্বারা তৈলব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়।" এই বর্ণনে নারিকেলের উল্লেখ হইয়াছিল ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়।

ভারতবর্ষের এক জন কবি ঐ ফলের সম্বন্ধে কয়েকটী সরস কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আর এক কল কলে শূন্যের উপর।
কারণ সলিলে পূর্ণ তাহার উদর॥
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর।
পান মাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর॥
কিবা শস্য সুমধুর আস্বাদে উল্লাস।
পথিকের শ্রান্তি ক্লান্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ॥"

কোয়াটিমুণ্ডী।

যে দেশে যে বস্তু নাই সে দেশস্থ জনগণ সেই দ্রব্যের নাম শ্রবণ করিলেই তাহার গুণাগুণ জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত দ্রব্যের প্রকৃতি অবগত হইতে না পারেন সে পর্য্যন্ত ঐ বস্তুর প্রতি তাঁহাদিগের নিতান্ত উৎকণ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বস্তুর আকারগত সৌন্দর্য্য থাকিলে যদি উহার অভ্যন্তরে বিষাক্ত পদার্থ থাকে তত্রাপি তাহার বিবরণ উহারা জ্ঞাত হইতে আগ্রহিতা প্রকাশ করেন। ঐ বস্তুর উপকার-সামর্থ্য আছে বা না তদর্থে কেহ বিশেষ অনুসন্ধায়ী হয়েন না। অপকার ক্ষমতা না থাকিলেই আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি; নির্গুণ কদাকার বস্তুর প্রতি কেহই আদর করে না। বস্তু প্রাপ্তি মাত্র আমরা তাহার অন্য বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া থাকি; ও উহার তারতম্য বিবেচনা করিয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট শ্রেণীমধ্যে নির্দ্দিষ্ট করি। উহার স্বভাব পরিজ্ঞান হইলে উহা এদেশে কেন নাই তাহার অনুসন্ধানে তৎপর হওয়া যায়। প্রকৃত কারণ জানিতে না পারিলে উহা কেন এদেশে পাওয়া যায় না এরূপ প্রশ্ন করিতেও ত্রুটি করি না। যখন

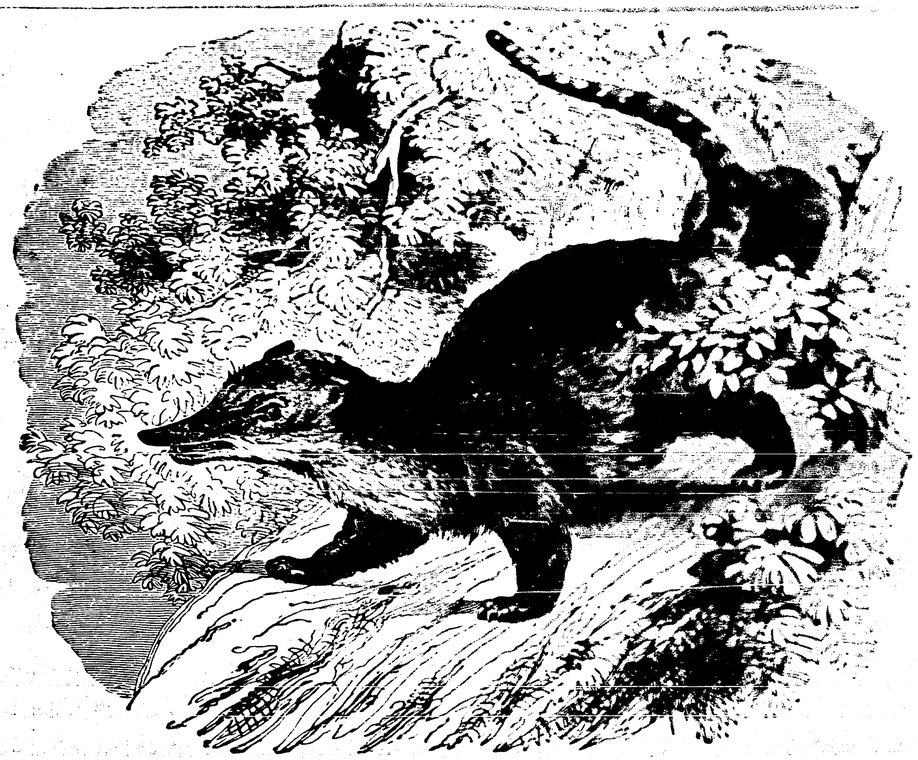

কোয়াটিমুণ্ডী।

প্রকৃত-পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ-কর্তৃক যথার্থরূপে উপদিষ্ট হই তখনই আমাদিগের মনোরথ চরিতার্থ হয়। তৎকালে আর আমরা উহার অপ্রাপ্তি জন্য খেদ করি না। যেমন শীতপ্রধান দেশের লোকেরা যখন অবগত হইল যে সিংহ উষ্ণপ্রধান-দেশ ব্যতীত অন্য দেশে জন্মে না, তখন শীত-প্রধান দেশে সিংহের জননের প্রতি হতাদর হইল, নতুবা তাহাদিগের কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নাই; সেই রূপ আমরাও অন্যদেশীয় পশুর প্রতি আদর বা অনাদর করিয়া থাকি। তদনুসারে অন্য দেশীয় পশুর সহিত স্বদেশীয় পশুর সাদৃশ্যও করা যায়, সুতরাং একটী বিষয় দেখিতে গেলেই অন্য আর পাঁচটি বিষয় আমাদিগের নয়নপথবর্ত্তী হয়। এই ভূমিকাদ্বারা আমরা একটি অন্য দেশীয় পশুকে পাঠকবৃন্দের গোচর করিতে স্পৃহা রাখি।

ঐ পশুর বিষয়ে সুবিখ্যাত লিনিয়স, কুবিয়র, ও অজর প্রভৃতি জীবতত্ত্বজ্ঞেরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই লিখিত হইতেছে।

উল্লিখিত পশুর নাম "কোয়াটিমুণ্ডী।" উহা শ্বাপদশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ইহার স্বভাবাদি প্রকৃতরূপে শ্বাপদের ন্যায় নহে। বস্তুতঃ ইহা এক প্রকার নকুল; ইহার অবয়বের লক্ষণ বাক্যে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে নানা পশুর নাম নির্দ্দেশ করিতে হয়, কিন্তু চিত্রপট থাকাতে সে আয়াসের প্রয়োজন নাই; কারণ তদ্দৃষ্টে প্রস্তাবিত পশুর যে অংশের যাহার সহিত সমতা আছে তাহা অনায়াসে উপলব্ধ হইবে।

এই পশুর তিন পৃথক্২ জাতি আছে; এক রক্ত-

বর্ণ, দ্বিতীয় কটাবর্ণ, তৃতীয় ধূসরবর্ণ। তন্মধ্যে কটাবর্ণ কোয়াটিমুণ্ডী সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। তাহার বিস্তার ও দৈর্ঘ্য প্রায় পূর্ব্বোল্লিখিত বিড়ালের অপেক্ষা অধিক হয় না; ধূসরবর্ণ কোয়াটি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইয়া থাকে, কিন্তু কোনটি পশুমণ্ডলের তুল্য হয় না; পরন্তু সকলেরই লাঙ্গুল শরীরসদৃশ বৃহৎ হয়। কথিত হইয়াছে যে কোয়াটির শরীর বিড়ালের সদৃশ, পরন্তু তাহা স্থূলতায় বিড়ালদেহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ, কিন্তু তাহাদের পদ তদপেক্ষা খর্ব্ব ও স্থূলতর। ইহার নয়ন ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, এবং সর্ব্বদা ইতস্ততঃ নিরীক্ষণে ব্যাপৃত থাকে।

কোয়াটির কর্ণ গোলাকার, কিন্তু মুখাবয়বের সহিত অসমান নহে। দন্তগুলি সুদীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ ও মৃত্তিকা-খননে বিশেষরূপে উপযুক্ত। গলদেশ শৃগালের ন্যায়। পৃষ্ঠ দেশ উচ্চ। উদরভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত। লাঙ্গুল ব্যাঘ্রের তুল্য ক্রমশঃ প্রতনু, ও স্তরে স্তরে শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশে মণ্ডিত। কোয়াটির গাত্র দীর্ঘ স্থূল ও ঘন লোমে আবৃত। ইহাদিগের জাতিভেদের উল্লেখে ইহাদিগের বর্ণের বিবরণ উক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের দন্ত কুক্কুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ; বিশেষতঃ খদন্তগুলি অত্যন্ত বৃহৎ তীক্ষ্ণ ও সূচ্যগ্র, পরন্তু অপর সকল লক্ষণহইতে ইহাদের শুণ্ডই বিশেষ আশ্চর্য্য। তাহা শূকরশুণ্ডহইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও সর্ব্বতোভাবে নমনীয়। কোয়াটিমুণ্ডী পশু সকল ঐ শুণ্ড সর্ব্বদা সঞ্চালিত রাখে, ও যে কোন পদার্থ সম্মুখে দেখে তাহা তৎক্ষণাৎ উহাদ্বারা ধৃত করিতে চেষ্টা করে; ফলে তদ্দ্বারা অতি ক্ষুদ্র বস্তুও ভূমি বা বৃক্ষাদিহইতে উত্তোলন করিয়া লইতে পারে। শয়নকালে ইহারা ঐ শুণ্ড ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া নিদ্রা যায়, তাহাতে তাহাদের শ্বাস-কার্য্যের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাদিগের আঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। তাহার সাহায্যে এই পশু কোন বস্তুই অনাঘ্রাতরূপে উদরস্থ করে না; এমন কি জল পর্য্যন্তও শুঁকিয়া খায়।

ইহারা নক্তঞ্চর। দিবসে নিদ্রা যায়। নিদ্রাকাল চারি বা পাঁচ ঘণ্টার অধিক নহে। নিদ্রিতকালে বৃক্ষশাখা এমত দৃঢ়রূপ ধৃত করে যে কদাপি ভূমিতে পতিত হয় না। ইহারা ভূগর্ত্তাদিতেও বাস করিয়া থাকে। নিহ্নত স্থানে ইহাদিগের বিশেষ আস্থা দেখা যায় না। ইহাদিগের স্বভাব বন্য পশুর ন্যায়, অতএব প্রতিপালন করিলে অন্যান্য পালিত পশুদিগের তুল্য অনায়াসে পোষ মানে না। ইহাদিগের প্রধান খাদ্য মাংস। প্রতিপালন কালে গ্রাম্য পশুর ন্যায় অন্নাদি সুপক্ব দ্রব্যেও অপ্রীতি নাই। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ইহারা পক্ষীদিগকে এমন সত্বরে আক্রমণ করে যে বিশেষ চঞ্চল পক্ষীরাও জানিতে অবসর পায় না। পক্ষীর অভাব হইলে কীট পতঙ্গ আহার করে। ক্ষুদ্র পক্ষী, পক্ষিশাবক ও অণ্ড ইহারা সর্ব্বদা অন্বেষণ করে; নানা প্রকার কীট পাইলেও তাহা অখাদ্য জ্ঞান করে না, ও কোন কোন ফল ও কন্দমূলও গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্ষুধাশান্তি হইলে সম্মুখস্থ পশুকেও আক্রমণ করে না। অলস হইয়াও বসিয়া থাকে না; কুর্দ্দন, ধাবন লম্ফ ও ঝম্ফ প্রভৃতি ক্রীড়া করিয়া কাল অতিপাত ও শাখা-মৃগের ন্যায় অতি শীঘ্র বৃক্ষে আরোহণ করে। দিবাভাগে নিদ্রাভঙ্গের পর সুমিষ্ট বৃক্ষের মূলোৎপাটনপূর্ব্বক তাহার রস সুলেহন করিতেথাকে, কোমল মূল হইলে ভক্ষণ করে। ইহাদিগের পরিপাক-শক্তি সাতিশয় প্রবল। ক্ষুৎক্ষাম-কণ্ঠ হইলে কোয়াটি ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরিধাবন করিয়া বেড়ায়। এবং তৎকালে যে কোন ক্ষুদ্র জন্তু তাহার সম্মুখে নিপতিত হয় তাহাকেই বধ করে; পরন্তু যে জন্তুকে নিহত করে তাহার সমুদয় মাংসাদি ভক্ষণ করে না; কাহার বা শোণিত, কাহার বা

স্কন্ধের মাংস, কাহার বা চক্ষু, কাহারো বা জিহ্বা ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ ফেলিয়া দেয়। এ বিষয়ে গন্ধনকুলের সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই পক্ষাদিগের মাংস ভক্ষণ ও রক্তশোষণ করিয়া পান কার্য্য সমাধান করে। এক কালে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করে না। প্রথম ভোজন মাংসাদিদ্বারা, দ্বিতীয় ভোজন ফল মূলাদিদ্বারা ও শেষ আহার শোণিত পানদ্বারা সম্পন্ন হয়। শোণিতাভাবে পক্ষীর অণ্ড ভগ্ন করিয়া পান কার্য্য সমাধা করে। ইক্ষুর রস পাইলে শোণিতের প্রতি আদর করে না। ইহারা একাকী থাকিতে অনুরক্ত নহে। দলবদ্ধ হইয়া থাকে; অভাবতঃ দুই তিন দম্পতী একত্র বাস করে। একত্র-বাস-কালে পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্বাভাবিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ব্রাজিল, গোয়ানা প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার কএক স্থান ইহাদিগের জন্মভূমি। বুদ্ধিবৃত্তিতে ইহারা অন্য নকুলহইতে শ্রেষ্ঠ নহে। পরন্তু অনুকরণশক্তিতে নিতান্ত হীনকল্পও নহে। যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই অবিকল অভ্যাস করিতে পারে। বিশেষ ধাতু বা কাচ প্রভৃতি উজ্জ্বল বস্তু দেখিলে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। এই কার্য্য করিতে দিলে আহার পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া যায়।

ইহাদিগের স্বর নিতান্ত শ্রুতিকটু নহে, সময়বিশেষে কর্ণসুখকর হয়। ক্রন্দন-শব্দ অতিশয় তীব্র। ঐ শব্দ শুনিলে পার্শ্বস্থ নিদ্রিত জীব সকলই চমকিয়া উঠে। কিন্তু দিবাভাগে ইহারা নিঃশব্দে থাকে; কেবল ক্রোধাদির উদ্রেক কালে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তদনুসারে প্রতিপালকেরা ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি অনুভব করিয়া লয়।

সেন রাজাদিগের বংশাবলী।

সে[illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] “[illegible]” ও “[illegible]” এবং [illegible] “[illegible]” প্রভৃতি [illegible] খানি পুস্তক বর্ত্তমান আছে; কিন্তু [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] যে [illegible] তাহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। আমরা বহু কাল-হইতে দিয়া পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া একখানি খণ্ডিত “পৃথ্বীরাজ রাসো” সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অপর আমরাই যে এ বিষয়ে নিরাশ হইয়াছি এমত নহে; সুবিখ্যাত রাজপুত ইতিহাসবেত্তা টড সাহেব এবং প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ক কনিংহাম সাহেব ব্যতীত কেহই এ বিষয়ে কৃতার্থ হইয়াছেন এমত বার্ত্তা কাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। অপর দূরদেশের কথা, দূরে অপোহন করিয়া আমাদিগের জন্মভূমি বঙ্গভূমির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে তদ্বিষয়ে আমাদিগের অনাস্থা সম্যক্ সপ্রমাণীকৃত হইয়া থাকে। মনে করুন মুসলমানেরা বঙ্গদেশে ৬৭২ বৎসর হইল আগমন করিয়াছে, এবং আমরা এই ক্ষণে সে সময়েরও সঠিক বিবরণ কহিতে কোন মতে পারগ নহি। কথিত আছে যে এতদ্দেশে বখতিয়ার খিলিজীর আগমন সময়ে সেন বংশীয় রাজা এতদ্দেশে রাজ্য করিতেন, কিন্তু সে বিবরণ আমরা মুসলমান ইতিহাসবেত্তাদিগের গ্রন্থে প্রাপ্ত হই;

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও কায়স্থদিগের কুলের পরিবর্ত্ত [illegible] হইয়া থাকে; ঐ কুলের [illegible] [illegible] [illegible] রাজা নির্দ্দিষ্ট করেন, [illegible] “বল্লালী কুল” শব্দ সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে; ঐ বল্লালের অনুরোধে অনেক কুপ্রথা [illegible] প্রচলিত হইয়াছে। অনেকে তাহা ধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্গ বলিয়া মান্য অথচ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেকে কন্যার প্রতি পিতৃকর্ত্তব্যতা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। কেহ কেহ চিরদুঃখের আকর পতিদের উপর প্রাধান্য সমর্পিয়া কন্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া কুলাভিমান পরিবর্দ্ধন করিতেছেন। অপরে সেই অভিমানে দুহিতাকে আজন্ম অনূঢ়া রাখিয়া নানা পাপের অধিকারণ হইতেছেন। অথচ তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই বল্লালের ইতিহাস প্রকৃত রূপে জ্ঞাত নহেন। অতি অল্প ব্যক্তি কহিতে পারেন যে সেই রাজা কোন সময়ে রাজ্য করিয়াছিলেন। তিনি কয় বৎসর কোথায় রাজ্য করিয়াছিলেন, ও তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর সময় কি তাহা কেহই নিশ্চয় জ্ঞাত নহেন। তাঁহার পিতার নাম বিষয়ে অনেকের ভ্রম ছিল, এবং সম্প্রতি সপ্রমাণিত হইতেছে যে তেঁহ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে তাহা সম্যক্ অমূলক। ফলে যাঁহাকে লোকে “কুলবিধাতা” বলিয়া আপনাদিগের কুলগরিমা পরিপুষ্ট করিতে মানন করে, তাঁহার কুলের ও বংশের কিছুমাত্র স্থৈর্য্য নাই; ইহাহইতে উপহাস্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? কথিত আছে ঐ বল্লালের পূর্ব্বে আদিশূর নামা এক ভূপতি রাজ্য করিয়াছিলেন; তিনি কান্যকুব্জহইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের সমভিব্যাহারী পঞ্চ কায়স্থকে লইয়া কৌলিন্য প্রথার প্রথম সূত্রপাত করেন। সেই প্রযুক্ত আদিশূরের নাম বঙ্গদেশে প্রত্যেক ভদ্রগৃহে আত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত আছে; অথচ সে ব্যক্তি কোন্ বংশীয় ও তেঁহ কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। কুলাচার্য্য ভট্টেরা একটা বাঙ্গালী পদ আওড়াইয়া থাকেন; তদনুসারে ১০৩৩ শকাব্দায় কনৌজ ব্রাহ্মণদিগের গৌড়ে আগমন প্রকল্পিত হয়; পরন্তু তাহা যে সর্ব্বতোভাবে অমূলক তাহা অনায়াসেই সপ্রমাণিত হয়। সেই সকল ভ্রম কেবল মাত্র ইতিহাসের প্রতি অনাদর প্রযুক্ত ঘটিয়াছে, এবং ঐ ভ্রমের অপলাপ নিমিত্ত এই ক্ষণে কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। পরন্তু প্রাচীন তাম্রশাসন, পূর্ব্বকালের অট্টালিকাদির উপর খোদিত প্রস্তর-ফলক, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি পদার্থ ইতিহাসের দ্যোতক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; তাহার অবলম্বনে গ্রন্থের অভাব অনেক অংশে অপনোদিত হইতে পারে। বিশেষতঃ ঐ সকল পদার্থ গ্রন্থহইতে অনেক অংশে বিশ্বাসযোগ্য; কারণ গ্রন্থের পাঠ অনায়াসে লুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু তাম্রশাসন বা মুদ্রায় সে আশঙ্কা কদাপি হয় না। পূর্ব্বে ভূমিদান-করণ-সময়ে ঐ দানের নির্দ্দেশপত্র তাম্রফলকে খোদিত করিবার রীতি ছিল; ভূপালেরা তদ্রূপ ফলকে আপন বংশ যশঃ ও কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিতে সর্ব্বদা অনুরক্ত ছিলেন। অপর দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিলে তদ্বিবরণ ও আপন প্রশংসাপুঞ্জ প্রস্তরফলকে খোদিত করিয়া তাহা ঐ মন্দিরে সংলগ্ন রাখিতেন; তাহাতে আপন কীর্ত্তিকলাপ চিরকাল বিরাজিত থাকিবেক এই তাঁহাদিগের একমাত্র অভিসন্ধি ছিল। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে সেই মন্দির সকল বহুকালাবধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ও যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

তাঁহাদিগের বংশও বহুকাল ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তরফলক ও তাম্রফলক তদ্রূপ আশু বিলোপনীয় পদার্থ নহে; অতএব তাহা অনেক স্থলে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং তাহার দ্বারা যে রূপ বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্রূপ অন্যত্র সম্ভাবা নহে। শাসনের বর্ণন সংক্ষিপ্ত বটে ও খণ্ডিতও বটে; গ্রন্থে তদপেক্ষায় অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ ও বিস্তার বর্ণন প্রাপ্য; কিন্তু বিশ্বস্ততা-বিষয়ে গ্রন্থ কদাপি শাসনের তুল্য নহে। এই প্রযুক্ত নব্য ইংরাজী পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ীরা প্রাচীন তাম্রাদি ফলকের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে তাঁহারা অনেক লুপ্ত কথার পুনরুদ্ভাবন করিয়াছেন। এই রূপ অনুসন্ধানপ্রিয় প্রিন্‌সেপ নামা এক জন সাহেব একখানি তাম্রশাসন বাকরগঞ্জ জিলায় সুবিখ্যাত মৃত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের জমীদারীতে প্রাপ্ত হন, তাহাতে বল্লাল সেনের বংশের কিঞ্চিৎ বিবরণ বর্ণিত আছে। তৎপরে রাজশাহী জেলার বিগত জইণ্ট মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মেটকাফ সাহেব মালদহের নিকট গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামের প্রান্তভাগে এক অরণ্য মধ্যে এক খানি প্রাচীন লিপিবিশিষ্ট প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হন, তাহাতেও সেন বংশীয় রাজাদিগের বর্ণন দৃষ্ট হইয়াছে। এই দুই প্রাচীন প্রমাণের সমন্বয়দ্বারা এতৎ প্রস্তাবলেখক সেনবংশীয়দিগের অনেক বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এস্থলে সঙ্কলিত করিলে, বোধ হয়, পাঠকদিগের অনুমোদনীয় হইতে পারে।

বাকরগঞ্জের তাম্রশাসন খানিতে কেশব সেন নামা গৌড়দেশীয় রাজা বাগুলে, বেত্তোগাত, উদ্যমূন, নামা তিনখানি গ্রাম বাৎস্য গোত্রের ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে দান করেন। উক্ত গ্রামত্রয় [illegible] বিজয়সেনের [illegible] আছে কি না তাহা নির্ণয় [illegible] কোন কোন লিপিতে [illegible]; উহাদের লিপিতে [illegible] একটি [illegible] লিপিতে [illegible] উহারা [illegible], মুরশিদাবাদ, [illegible] ও [illegible] রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; [illegible] যে যে স্থানে [illegible] দুই [illegible] হয় সেন পূর্ব্বে [illegible] ছিল [illegible] হয় [illegible] পূর্ব্ব [illegible] পর [illegible] অনুরূপ [illegible] হয়, কিন্তু সকলে কহিয়া [illegible] কাল হয়; অতএব [illegible] কাটিয়া [illegible] নাম [illegible] করা হয়; [illegible] ও কেশব দুই ভ্রাতা ছিলেন, অতএব অপর [illegible] সকলই পূর্ব্ববৎ রক্ষা পাইয়াছে। এই সকল রাজারা "কুলবিধাতা" বল্লালের বংশ [illegible] নির্ণীত হয়, কারণ আইন আকবরী-প্রণেতা [illegible] রুসী গ্রন্থে ঐ বল্লালের যে বংশাবলী লিখিত আছে তাহার সহিত ইহার সমাক্ একতা দৃষ্ট হয়; কেবল বল্লালের পিতার নাম তাম্রশাসনে বিজয় সেন খোদিত আছে, কিন্তু আইন আকবরীতে তাহা সুখ সেন বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। পরন্তু এ ব্যত্যয় হয় পারস্য গ্রন্থকারের ভ্রম কিম্বা বিজয়-সেনের অপরাভিধান সুখ সেন হওয়া প্রযুক্ত ঘটিয়া থাকিবেক; তাহাতে সুখ সেনের পুত্র বল্লাল সেন বিজয় সেনের পুত্র হইতে পৃথক্ ইহা কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে অপর একটি প্রমাণ আছে; "কুলবিধাতা" বল্লাল স্বয়ং একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম "দানসাগর"। এ গ্রন্থের প্রারম্ভে তেঁহ আপন পরিচয়ে লেখেন যে তাঁ-

[illegible] লিপিতে [illegible], এবং লিপিতে [illegible]; উহাতে [illegible] বংশাবলীর যোগ "[illegible]" [illegible] আছেন, ইহা [illegible] করিতে হয়।

[illegible] প্রস্তরফলক বিজয় সেনের আজ্ঞায় [illegible] হয়, তিনি হেমন্ত সেনের পুত্র; হেমন্তের পিতার নাম সামন্ত, এবং তিনি বীর সেনের উত্তরাধিকারী ছিলেন; বীর সেন কর্ণাটের [illegible] ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইঁহারা সকলেই রাজা, [illegible] ও [illegible] প্রভৃতির সম্রাটের [illegible] বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বিজয় সেন [illegible] প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বর্ণনীয় প্রস্তরফলক সংযুক্ত করেন; এই বিজয় সেন যে বল্লাল সেনের পিতা ছিলেন, বোধ হয়, তাহাতে সংশয় হইবে না, সুতরাং এই উভয় প্রাচীন লিপিফলকের সমন্বয়ে সেনবংশের বীর সেনাদি কএকটী নূতন নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, ও তাঁহারা সকলে যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। তবে যে ইহাঁদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া প্রবাদ করা যায়, তাহা, বোধ হয়, তাঁহাদের সেন উপাধি হইতে ঘটিয়া থাকিবেক।

অপর, পুরাকালে কোন ক্ষত্রিয়-শাখা অম্বষ্ঠ নামে বিখ্যাত ছিলেন; সেই অম্বষ্ঠেরা অদ্যাপি পশ্চিম প্রদেশে কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ। সেন রাজারা সেই অম্বষ্ঠ-শাখার ক্ষত্রিয় ছিলেন; এই প্রযুক্ত আইন আকবরী ও টিফনথালরের গ্রন্থে কায়স্থবংশীয় বলিয়া বর্ণিত আছেন। বঙ্গ দেশে সেই অম্বষ্ঠ শব্দের প্রকৃত অর্থ গৃহীত না হইয়া ভ্রমবশাৎ মনুর উল্লিখিত খচর বৈদ্যের সহিত বিভ্রম হইয়াছে। এই মীমাংসা ভিন্ন প্রচলিত ভ্রমের অন্য গতির উপায় দৃষ্ট হয় না।

কেহ কেহ কহেন, যে শাসনপত্রে "সোমবংশীয়" "ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি শব্দ প্রশংসাবাদে প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে; বস্তুতঃ সেনেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন না। ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে এতদ্দেশে প্রশংসাবাদে অনেক অলীক কথা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এবং বর্ত্তমান কালে অনেক ভূমিশূন্য ব্যক্তি "মহারাজাধিরাজ" "ভূস্বামী" প্রভৃতি উপাধি ধারণ করে। কিন্তু ইহা কুত্রাপি শ্রুত হয় নাই যে কোন রাজা বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আপন সমকালিক ব্যক্তিদিগের সম্মুখে আপন জাতি লুকাইয়া অন্য জাত্যভিমান সিদ্ধ করিয়াছেন। এপ্রকার চেষ্টা অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রতি সম্ভবিতে পারে। কোন সাঁওতাল বা ধাঙ্গড় কিয়ৎকাল কুলীর সর্দ্দারী করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ হইলে "জমাদার" কি "পাঁড়ে" হইয়া দুই তিনটা সরস্বতী ও কার্ত্তিক পূজার সাহায্যে হিন্দু হইতে পারে; কিন্তু রাজার পক্ষে তাহা কদাপি ঘটিয়া উঠে না, কারণ তাহাতে জাতি যাইবারই সম্ভাবনা, জাতিগরিমা-বৃদ্ধির উপায় নাই। যদি বলেন যে রাজাজ্ঞায় বৈদ্যের পক্ষে ক্ষত্রিয় হওয়া অসম্ভব কি? কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে সে বংশ ক্ষত্রিয়ই হইয়া যায়, দশ-পুরুষ-কাল ক্ষত্রিয় প্রসিদ্ধ থাকিয়া পরে, দুই তিন শত বৎসর বিগত হইলে দৈব তাহাদের আদিম বৈদ্যত্বের সংবাদ কোন প্রকারে প্রকাশিত হয় না। আর যাঁহারা কোন বংশের লোপ হইবার তিন শত বৎসর পরে তাহার আদি জাতি কি তাহা মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা কি পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ও তাঁহাদের প্রমাণ সকলই বা কি তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক।

কথিত হইতে পারে যে অধুনা কোন কোন বৈদ্যবংশধর আছেন, যাঁহারা বল্লালসেনের বংশ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন; আর আবহমান কাল পর্য্যন্ত যাহার বংশ বর্ত্তমান আছে, তাহার জাতিভ্রম কি প্রকারে সম্ভবে? পরন্তু সেই বংশধরেরা কি প্রমাণে আপনাদিগকে রাজবংশাবতংস বলিয়া অভিমান করেন তাহা

অদ্যাপি পরীক্ষিত হয় নাই, সুতরাং ঐ বংশের প্রমাণ-সাহায্যে অন্য বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। কেহ কেহ সেন উপাধিই তাঁহাদের বর্ম্মলের পরিচায়ক মনে করেন, কিন্তু তাহা প্রমাণ হইলে সুবর্ণবণিক্ সেনদিগকে সগোত্র করিবার বাধা থাকে না।

অপর সেন রাজাদিগের জাতি-বিষয়ে যে প্রকার ভ্রম দৃষ্ট হইল, তাঁহাদিগের রাজ্য-কাল-সম্বন্ধেও সেই রূপ ভ্রম আছে। আদিশূরের রাজ্যকালে যখন কান্যকুব্জহইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের আগমন হয়, তৎসময় ঘটক-কারিকার মতে ৯২৪ শকাব্দ, ইংরাজী ১০৭২। ঐ কারিকা, যথা—

"শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ প্রস্থান যথা,
অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদযুক্ত তথা।
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্ক গুরু পূর্ণ দিশে,
সহর কোলঞ্চ ত্যজিয়ে গৌড় প্রবেশে
এসে।"

ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত নাম গ্রন্থে ইহার অন্যথায় ১০০০ শকাব্দ উক্ত ঘটনার কাল নিরূপিত হইয়াছে। পরন্তু এ উভয়ই যে অসত্য ইহা অনায়াসেই নির্দ্দিষ্ট হয়। মিন্হাজ-উদ্দীন্-নামা এক জন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা ইং ১২৩০ অব্দে "তবকাৎ-নাসরী" নামা এক খানি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে পাঠানদিগের এতদ্দেশে রাজ্য-বিস্তার-বিষয়ের অনেক বর্ণন আছে। বখতিয়ার খিলিজীর এতদ্দেশ-জয়-করণের অত্যল্পকাল পরেই ঐ গ্রন্থকার বাঙ্গলায় আসিয়া ইহার পূর্ব্ব বিবরণ সঙ্গ্রহ করেন, এবং কএক বৎসর পরেই তাহা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাঁহার লেখন বঙ্গদেশের জয়-বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কি সংস্কৃত কি বঙ্গভাষায় ঐ বিষয়ে এমত কিছুই নাই যাহা তাহার তুল্য প্রামাণ্য হইতে পারে; সুতরাং তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ তদ্রূপ প্রাচীন না থাকায় তাহাই বলবৎ মানিতে হয়। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে বখ্তিয়ার খিলিজী ইং ১২০৩ অব্দে নবদ্বীপ জয় করেন, এবং যে সময়ে তিনি নবদ্বীপ জয় করেন তৎকালে অশীতিপর বৃদ্ধ এক রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন; তাঁহার জন্মাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার জন্মসময়ে জ্যোতির্ব্বিদেরা কহেন এসময়ে যদি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার সমস্ত অনিষ্ট ঘটিবে; কিন্তু দুই দণ্ড পরে জন্মিলে তিনি রাজা হইবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা আপন শরীরে রজ্জু বাঁধিয়া দুই দণ্ড কাল উর্দ্ধহইতে ঝুলিয়া থাকেন, পরে শুভ লগ্ন উপস্থিত হইলে পদ বিমুক্ত করিয়া সন্তান প্রসব করেন। এই প্রক্রিয়ায় যদিও পুত্রের ভাগ্য সিদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার জননী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। শিশুটি জন্মিবা মাত্র রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তদবধি অশীতি বৎসর যাবৎ রাজ্য করে। এই রাজার নাম "লক্ষ্মণিয়া"। এই ব্যক্তি যে তাহার কোন প্রমাণ এতদ্দেশীয় কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। পরন্তু ইনি যে বঙ্গদেশের শেষ হিন্দুরাজা মিনহাজ উদ্দীনের প্রমাণে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাঁর নাম বঙ্গীয় বটে, কিন্তু তাহা কোন্ শব্দের অপভ্রংশে হইয়াছে তাহার প্রমাণ নাই। লক্ষ্মণ শব্দের অপভ্রংশে পারসীতে "লছমন্" হয়, তাহা লক্ষ্মণিয়ার মূল হইতে পারে না। এই প্রস্তাবলেখক অনুমান করিয়াছেন যে ইহা "লাক্ষ্মণেয়" শব্দের অপভ্রংশ হইবে। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে; তাঁহার অপত্যার্থে "ঢেয়" প্রত্যয় যোগে লাক্ষ্মণেয় পদ সিদ্ধ হয়, এবং তাহারই ঈষদ্ অপভ্রংশে "লক্ষ্মণিয়া" হইয়াছে। এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম, বোধ হয়, অশোক সেন ছিল। তাঁহার জন্ম-পূর্ব্বেই তাঁহার

[illegible] বিষয়ে তবকাৎ প্রভৃতি তাঁহাকে সেই জন্ম অলৌকিক বলা হয়। ফলে অশোক সেনের ন্যায় ইঁহাকে লক্ষ্মণের মাতার গর্ভ ও মৃত্যুর বিবরণ অদ্যাপি জনশ্রুতি আছে, এবং সেই প্রমাণে উভয়কে এক স্বীকার করিতে হানি নাই। এই ব্যক্তি ৮০ বৎসর রাজ্য করে, এবং ইং ১২০৩ অব্দে রাজ্যচ্যুত হয়, সুতরাং ইহার রাজ্যকাল ১১২৩ হইতে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে বল্লালসেন রাজা ছিলেন। প্রাচীন ও প্রামাণ্য "সময় প্রকাশ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে উক্ত রাজা শকাব্দিতে ১০১৯, ইং ১০৯৭, বৎসরে "দানসাগর" নামক গ্রন্থের রচনা করেন *। ঐ দানসাগর গ্রন্থ বিস্তার; তাহার রচনা উক্ত বৎসরের বহুকাল-পূর্ব্বে আরম্ভ না হইলে তৎসময়ে পূর্ণ হইতে পারে না। অপর বল্লালের কুলীন নির্ণয়াদি কার্য্যও দীর্ঘকাল রাজত্ব না হইলে সম্ভব হয় না। এবিধায় বোধ হয় যে আইন আকবরী গ্রন্থে ইহাঁর যে রাজ্যকাল লিখিত আছে তাহা সত্য হইবে। সেই কাল ইং ১০৬৬ অব্দ। ইহা গ্রাহ্য না করিলেও সময়প্রকাশের উক্তি অগ্রাহ্য করিবার কারণ নাই; সুতরাং বল্লাল ১১ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন ইহা মানিতে হইবে। ইহাঁর পর ইহাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন দীর্ঘকাল রাজ্য করেন, তাহার প্রমাণ "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থে উপলব্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থ তাঁহার মন্ত্রী হলায়ুধ রচনা করেন; এবং তেঁহ লিখিয়াছেন যে উক্ত রাজা তাঁহাকে তরুণবয়সে সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন; পরে মধ্য বয়সে মন্ত্রি পদে নিযুক্ত করেন; এবং বার্দ্ধক্যে "ধর্ম্মাধিকার" পদে বরণ করেন। এই সকল ব্যাপার দীর্ঘকাল ভিন্ন সম্ভবে না। পরন্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে বল্লাল ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দানসাগর সম্পূর্ণ করেন। তৎপরে তিনি তিন বৎসর জীবিত থাকিলেও লক্ষ্মণের রাজ্যারম্ভ ১১০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবে এবং লাক্ষ্মণেয়ের রাজ্যকাল যে রূপ পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে তাঁহার রাজ্য-শেষ ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দের কএক বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিবেক; কারণ তাঁহার পর তাঁহার দুই পুত্র মাধব ও কেশব সেন রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অন্ততঃ দেড় বৎসর করিয়াদিলেও লাক্ষ্মণেয় কেশবের পুত্র এবং লক্ষ্মণের পৌত্র উপলব্ধ হয়।

প্রবাদ আছে, যে বল্লালের পিতার নাম আদিশূর, কিন্তু তাহা যে মিথ্যা ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; কারণ বল্লাল স্বয়ং আপন পিতার নাম বিজয় সেন বলিয়া দানসাগর গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। বাকরগঞ্জের তাম্রশাসনেও সেই রূপ বর্ণন আছে। পরন্তু এ প্রমাণ না থাকিলেও আদিশূর ও বল্লালে পিতা পুত্র সম্বন্ধ সম্ভব হয় না, কারণ প্রবাদ আছে যে আদিশূর কান্যকুব্জহইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করেন। তাহাদের বংশপরম্পরা-বাহুল্য হইলে বল্লাল তাহাদের কুল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এক পুরুষ মধ্যে এই বাহুল্য কদাপি সম্ভবযোগ্য নহে। কথিত আছে যে বল্লালের সময় ৫৬ ঘর কায়স্থ হইয়াছিল। ইহা পাঁচ পুরুষের ন্যুন ঘটিয়া উঠে না। পরন্তু বল্লালহইতে সেই পাঁচ পুরুষ বীর সেন, সুতরাং বীরসেনও আদিশূরে এক স্বীকার করিবার বাধা নাই। বীরসেন সেনবংশের আদি-পুরুষ, এবং "শূর" শব্দ "বীর" শব্দের পর্য্যায় মাত্র, অতএব বীরকে "আদিশূর" বলা অযোগ্য বোধ হয় না। পরন্তু এ কথা অনুমান মাত্র; ইহাতে আমাদিগের কোন দৃঢ় বিশ্বাস নাই। আদিশূর বীর সেনের পূর্ব্ব রাজা স্বীকার করিলে কোন মতে অসংলগ্ন হইবে না। আদিশূর ও বীরসেন এক ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিলে তাঁহার রাজ্য কাল কি, ইহা প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে কোন অকাট্য প্রমাণ

* নিখিল-নৃপচক্রতিলক-শ্রীবল্লাল-সেন-দেবেন।
পূর্ণে শশিনবদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ।

অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। [illegible] দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে [illegible] গড়ে অষ্টাদশ বৎসর রাজ্য করিয়া থাকেন। এই নিয়মে নির্ণয় করিলে আদিশূর বা [illegible] রাজ্যারম্ভ ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবে। এই অনুমান কি পর্য্যন্ত গ্রহণীয় তাহার নির্ণয়ার্থে আমাদিগের এক প্রবল উপায় আছে। ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই কায়স্থদিগের বংশপরম্পরা [illegible] সময়ে আপনাদিগের বংশের একজাই করিয়া [illegible] করিয়া আসিতেছে, এবং সেই [illegible] কুলজীতে ২৪ পুরুষের গণনা হইয়াছে। পরন্তু কুলীন-কায়স্থদিগের মধ্যে এই রূপে [illegible]—[illegible]—[illegible]— ও ২৮ পর্য্যায় পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে। গণনার্থে গড়ে ২৩ পুরুষ ধরিলে বোধ হয় ন্যূনাতিরেকের আশঙ্কা থাকিবে না। অপর ইহা নানা পরীক্ষা-দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে গড়ে শত বৎসরে তিন পুরুষ সম্ভব হইয়া থাকে, তদনুসারে কায়স্থদিগের ২৩ পুরুষে ৮৩৭ বৎসর গণনা হয়। অদ্যহইতে ঐ ৮৩৭ বৎসর গণনা করিলে ৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ উপস্থিত হয়। ঐ অব্দের সহিত আমাদিগের পূর্ব্ব নিরূপিত ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এত অল্প ভেদ আছে যে দীর্ঘকাল সম্বন্ধে তাহা ভেদ বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না, সুতরাং তাহাই সর্ব্বতোভাবে সম্ভবপর বলায় কোন মতে আপত্তি হইবে না। এই সকল গণনার [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] খ্রীষ্টাব্দ
[illegible] সেন	[illegible] ঐ
[illegible] সেন	[illegible] ঐ
[illegible] সেন	[illegible] ঐ
[illegible] সেন	[illegible] ঐ
[illegible] সেন	[illegible] ঐ
[illegible] সেন	[illegible] ঐ
[illegible] সেন	[illegible] ঐ
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	[illegible] ঐ
[illegible]	
[illegible]	[illegible] ঐ

[illegible] আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে আমরা ইহাতে [illegible] উপর অনেক নির্ভর করিয়াছি, অতএব ইহাতে ভ্রম থাকিবার অনেক সম্ভাবনা। পাঠক [illegible] মধ্যে কাহার [illegible] হইলে কিম্বা এ বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কোন প্রমাণ থাকিলে তাঁহারা আমাদিগের নিকট তাহা বিজ্ঞপ্ত করিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব।

রহস্য-সন্দর্ভ

[illegible]

[illegible] সমালোচক মাসিকপত্র।

[illegible] পর্ব্ব। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২৯ খণ্ড

চীনের রেশম।

ব [illegible]-পর্য্যটনে ব-দেশের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। দুই জন উদাসীন ৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে রোমান-কাথলিক-ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশে পূর্ব্বরাজ্য-সকল পরিভ্রমণ করিয়া চীন-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করত রেশমের কীটের চাস প্রত্যক্ষ করেন; এবং কীট-প্রতিপালন ও গুটীহইতে রেশম বাহির করিবার প্রক্রিয়া সকল অবগত হইয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক প্রথম জষ্টিনিয়ন্ সম্রাট্‌কে তাহা বিদিত করেন। তদনন্তর পুরস্কার-প্রাপ্তির লালসায় তাঁহারা পুনর্ব্বার চীনদেশে আগমন করেন। তথায় কিয়ৎকাল বাস করত দৈব অবকাশক্রমে কিঞ্চিৎ রেশমকীটের অণ্ড সঙ্গ্রহ করত তাহা যষ্টির উদরে লুক্কায়িত করিয়া বুদ্ধি-কৌশলদ্বারা সন্দেহাকুল চীনবাসিদিগের সতর্কতাহইতে উদ্ধার হওত কনষ্টাণ্টিনোপল নগরে তাহা আনয়ন করেন। অতঃপর উত্তাপসাহায্যে তাহা প্রস্ফুটিত করত অতি সাবধানে কীট-সকলকে তূতপাতা আহার-দ্বারা পুষ্ট করে। তাহাতে ঐ কীট-সকল বর্দ্ধিত-শরীর হইয়া গুটিকা-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে কীট-বংশ বিস্তার হইলে তাহার গুটিকায় উত্তম রেশম প্রস্তুত হইতে লাগিল। উল্লিখিত ব্যাপার ইউরোপের একটী প্রধান ঘটনাকালে সম্পন্ন হওয়াতে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়াছে; যেহেতু ইহার কিঞ্চিৎ পরেই প্রাচীন লাটীন ভাষা অচল হইতে আরম্ভ হয়। পরন্তু প্রচুর অর্থ উৎপাদক রেশম দেশে আনয়ন করা সামান্য ব্যাপার নহে; ইহা স্বয়ংই চিরস্মরণীয়ের বিষয়।

চীন অথবা পারশ্য বা উভয় দেশেই সর্ব্বাদৌ কৌষেয় বস্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। অদ্যাপি উক্ত দেশদ্বয়ে যে সকল কৌষেয় বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইউরোপখণ্ডে সাটীন বস্ত্র সর্ব্বাদৌ নীত হইলে তাহার উৎপত্তি-বিষয়ে তত্রস্থ লোকদিগের ঈদৃশ ভ্রম জন্মিয়াছিল যে, অনেকে তৎসম্বন্ধে কৌতুকাবহ কল্পিত উপন্যাসের প্রতি বিশ্বাস করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। কোন পক্ষ রেশমকে বৃক্ষের শোয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কেহ বৃক্ষের ত্বগ্, কেহ বা পুষ্পহইতে ইহার উৎপাদন অনুমান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাহার দুষ্প্রাপ্তিতা-হেতু তাহা উচ্চ মূল্যেই বিক্রয়

THE HISTORY AND CULTURE OF SILK.

গুটী প্রস্তুত করণ প্রক্রিয়া।

হইত। অর্দ্ধ সের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লঘুভার কৌষেয় বস্ত্রের মূল্য সাতাইশ ভরি স্বর্ণ মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে অরিলীয়ন্ সম্রাট্ প্রিয়তমা মহিষীকে একটী কৌষেয় পরিচ্ছদ কিনিয়া দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; কারণ তাহার মূল্য তাঁহার পক্ষে অনায়াসে দেয় বোধ হয় নাই।

রেশমের কীট ইউরোপে নীত হওনাবধি ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রীক-জাতীয়েরাই তাহা স্বদেশ-মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। তৎপরে ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিসিলী-দ্বীপের অধীশ্বর প্রথম রজর গ্রীস-দেশ জয় করত কতকগুলি তন্তুবায়কে স্বদেশে ধৃত করিয়া আনয়ন করিলেন। তাহাদিগকে রেশমের চাস ও

CHINESE MODE OF WEAVING THE SILK.

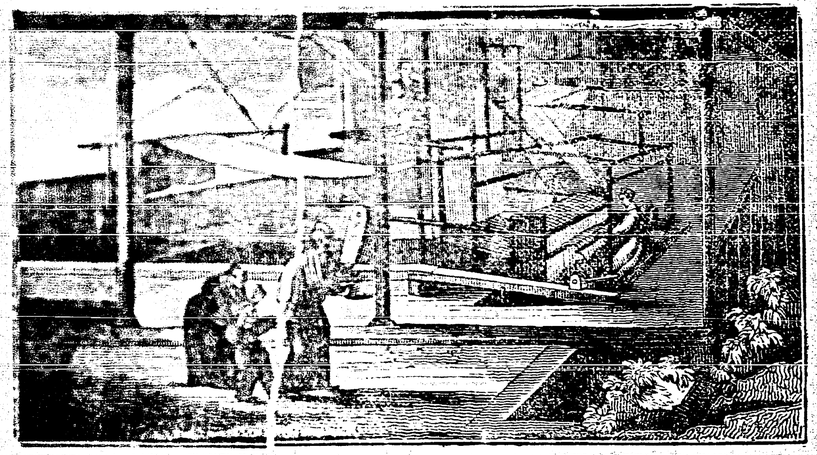

কৌষেয়-বস্ত্র-বপন।

ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলে সিসিলীদ্বীপে কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইবার সূত্রপাত হয়, এবং অল্পকাল তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তৎপরে স্পেন্ ও ইটালী দেশস্থ তন্তুবায়গণ সিসিলী-দ্বীপ-বাসী-দিগের নিকট এতদ্ব্যবসায়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করে।

তদনন্তর প্রথম ফ্রান্সীসের আধিপত্য-সময়ে তাহা ক্রমে ফ্রান্সদেশে ব্যাপৃত হয়। মহারাণী মেরীর রাজত্ব-কালে ইংলণ্ডে সাধারণ লোকের পক্ষে রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের নিষেধ থাকাতে তাহা সম্ভ্রান্ত পদাভিষিক্ত বিশেষ মান্য ব্যক্তিরাই ব্যবহার করিতেন, অন্যে তাহা ধারণ করিলে দণ্ডার্হ হইত। প্রবাদ আছে যে অষ্টম হেন্‌রী অত্যন্ত সুখাসক্ত ও বহুব্যয়ী ছিলেন। পরিচ্ছদ বিষয়ে তাঁহার অশেষ অর্থব্যয় হইত। তথাপি তিনি কৌষেয় বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা-

হেতু তৎপ্রতি মিতাচার অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার এক যোড়া মোজা ছিল তাহা প্রায় তোলা থাকিত; কোন মহাসমারোহ বা অসাধারণ উৎসব ব্যতীত তাহা ধারণ করিতেন না।

কোন দৈব উপায়দ্বারা ইংলণ্ডে রেশমবপনের প্রথা নীত হয়। তদ্বিবরণ এই যে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়মের শাসনকর্ত্তা আণ্টোয়ার্প নগর জয় করাতে তিন দিবস উক্ত নগর লুট হয়। প্রজারা সেই আপদহইতে ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য স্থানে পলায়ন করে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রেশমব্যবসায়ী লোক ছিল। তাহারা ইংলণ্ডে রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। অধুনা তাহা ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হওয়াতে যে কত লোকের উপজীব্যের হেতু হইয়াছে ও বাণিজ্যের কীদৃশ উপকার দর্শিয়াছে তাহা বর্ণন করা দুষ্কর।

অপিচ এই বঙ্গদেশমধ্যেই অন্যূন দুই লক্ষ লোক এতৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। তুতপ্রধানদেশে তুতেরই চাস অধিক; এবং তুতহইতে কৃষকদিগের প্রচুর টাকা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় রেশমকীটের বিবরণ “বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ” নামক মাসিক পত্রে এক বার প্রকটিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া চীনদেশে ঐ কীটের কিরূপ সংস্কার করা হয় তাহারই বিবরণ প্রকটিত করা উদ্দেশ্য।

বোধ হয় পাঠকবৃন্দ সকলেই জ্ঞাত আছেন যে রেশমের কীট আজন্ম-মৃত্যু-পর্য্যন্ত চারি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার প্রথম অবস্থা অণ্ড; তাহা সূক্ষ্ম শুক্ল রেণু সদৃশ। দ্বিতীয় অবস্থা কীট; তাহা শূয়াপোকার সদৃশ। তৃতীয় অবস্থা গুটী; তৎকালে প্রাগুক্ত কীট স্বমুখ-নির্গত রেশমের কোষে আবদ্ধ থাকে। তিন সপ্তাহকাল তন্মধ্যে বদ্ধ থাকিবার পর উক্ত কীট রেশমকোষ ভেদ করত শুক্র পতঙ্গ রূপে নির্গত হয়। ঐ [illegible] “পুস্কো” [illegible]

[illegible] পুষ্টিসাধন ও [illegible] ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। [illegible] কীটদিগকে উত্তম স্থানে রাখিতে হয়; [illegible] প্রথমে দুটী [illegible] তাহারা বলিয়া থাকেন যে পুস্কো যে পরিমাণে আহার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে রেশম প্রস্তুত করে। বস্তুতঃ উহা পরীক্ষাদ্বারাও প্রমাণ হইয়াছে যে যে সমস্ত কীট ২৩ দিবসে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাড়ে বার ছটাক রেশম উৎপন্ন করে, ঐ সমস্তকীট ২৮ দিবসে পরিণত হইলে দশ ছটাক, এবং চল্লিশ দিবসে পরিণত হইলে পাঁচ ছটাক রেশম উৎপন্ন করে। একাহ্নিক অন্ন প্রস্তুতির কালে অহোরাত্র আট ঘণ্টা অন্তর এক ছটাক করিয়া আহার প্রত্যেককে প্রদত্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় দিবসে তাহার ন্যূন করিয়া দেওয়া হয়। এই রূপ কীটের বয়োবৃদ্ধিসহকারে খাদ্যেরও অল্পতা ও তারতম্য হইয়া থাকে। চীনদেশীয়েরা যে স্থানে কীটের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, তাহা অত্যন্ত নিভৃত; এবং সে স্থানে কোন অপকারক গন্ধ প্রবেশ করিতে দেয় না। কোন পশ্বাদির গতায়াত বা শব্দও হইতে দেয় না। কথিত আছে যে অতি সামান্য শব্দেতেও কীটের অনিষ্টোৎপাদন করিতে পারে; বিশেষতঃ নবপ্রস্ফুটিত কীট সকল কাক ও কুকুরের ডাকে একরূপ ভীত হয় যে উত্তম রূপে রেশম উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। কীটের তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত এক পরিচারিকা যোষা সর্ব্বদা

[illegible] বলিয়া গণ্য।

গুটিকাহইতে যে প্রক্রিয়াদ্বারা রেশম বাহির করা হইয়া থাকে, তাহা প্রায় অবিকল এতদ্দেশের প্রথার অনুরূপ। ৬৬ পৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহার প্রথমে পুস্কো তুতপাতা খাইতেছে। ও দ্বিতীয়ে গুটিকা নির্ম্মাণ করিতেছে। ৬৭ পৃষ্ঠার চিত্রে গুটিকাহইতে রেশম নির্গত হইতেছে, ও কোষের বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। উল্লিখিত রেশম আদৌ উজ্জ্বল-পীত-বর্ণ হয়। কিন্তু হেমন্তের শেষে যে রেশম প্রস্তুত হয় তাহা শ্বেতবর্ণ ও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া মান্য।

রীবা রাজ্য।

উড়িষ্যা প্রদেশের পশ্চিম এবং গোদাবরী নদীর উত্তর ভাগে গোণ্ডবান প্রদেশ স্থিত আছে। উল্লিখিত প্রদেশের মধ্যে এক অতি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ আছে, তাহার নাম বঘেলখণ্ড। রীবা নগরী তাহার রাজপাট বলিয়া বিখ্যাত। বঘেল-খণ্ডের পশ্চিম ভাগে বুন্দেলখণ্ড, পূর্ব্বাংশে ছোট নাগপুর প্রদেশ। উক্ত রাজ্যের মধ্যে সুবিখ্যাত শোণ নদ অপর সকল স্রোতস্বতী অপেক্ষা বৃহৎ। শোণের প্রাচীন নাম স্বর্ণনদ। স্বর্ণের অপভ্রংশে “শোণ” শব্দ অধুনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোণ্ডবান-প্রদেশের মধ্যে অমরকণ্টক-নামে অতি-প্রাচীন এক তীর্থস্থান আছে; উল্লিখিত নদ তথাহইতে উদ্ভূত হইয়া বঘেলখণ্ডের উত্তরদিগভিমুখে গমন করত পুনর্ব্বার পূর্ব্বমুখ হইয়া পাটনার নিকট গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ৫০০ শত জ্যোতিষী ক্রোশ ব্যাপক। ইহার উৎপত্তিস্থান শোণভদ্র বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিম্বদন্তী আছে যে পর্ব্বতগর্ভস্থ উৎসের সহিত শোণনদের সংস্রব আছে।

পূর্ব্বে বঘেলখণ্ড এবং রীবা-নগরী প্রাচীন-কলিঞ্জর রাজ্যের চতুর্থাংশমাত্র ছিল। উক্ত জনপদ হিন্দুদিগের বহুকালীন-দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপের কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ ছিল। কলিঞ্জরের দুর্গ গ্বালিয়রের বিখ্যাত দুর্গাপেক্ষা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। যবন-ইতিহাসবেত্তাগণ কলিঞ্জরের প্রায় সহস্র বৎসরের ভূতপূর্ব্ব রাজাদিগের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। হিন্দু-আধিপত্যের পরম শত্রু, ভারতবর্ষের অশুভ-গ্রহ, ঔরঙ্গজেব কলিঞ্জরের রাজপাট ধ্বংস হেতু পুনঃ পুনঃ তাহা আক্রমণ করেন, কিন্তু হিন্দুমহীপালবৃন্দের অসাধারণ বাহুবল ও অসম্ভব তেজস্বিতায় তাহা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিতে না পারিয়া সোহাগপুর ও বঘেলখণ্ড নামতঃ আলাহাবাদের অধীনতায় আবদ্ধ করত প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে কথিত জনপদের পরিধি ২২৫০ বর্গ ক্রোশ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

রীবা-নগরী মধ্যে এক পাষাণময় দুর্গ আছে। তাহার চতুষ্পার্শ্ব প্রস্তরপ্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত।

দুর্গের প্রাচীর [illegible] নদীর সুখস্বচ্ছজলাবলী [illegible] কেনপুঞ্জদ্বারা রঞ্জিত হইতেছে, [illegible] বায়ু-প্রবাহে শীতল হইতেছে, [illegible] সেই তরল তটে ভূতপূর্ব সৈনিকেরা [illegible] দিগকে পরাস্ত করত দূরীকৃত করিয়াছিলেন।

দুর্গের মধ্যে রাজমহলই [illegible], এবং [illegible] সাধারণ রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা অতিকায়। [illegible] পাষাণদ্বারা নির্ম্মিত। [illegible] রাজধানী [illegible] পুর পর্য্যন্ত ভূমি অত্যুর্ব্বরা, এবং স্থানে স্থানে উত্তম দীর্ঘিকাদ্বারা জলাকীর্ণ। মহারাজা [illegible] রাজপাট বলিয়া এই রাজ্য [illegible] প্রাচীন [illegible] গণ্য, এবং ইহার অধিবাসীরা [illegible] শাবতংস বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, এবং সেই অভিমানও যে মিথ্যা ইহা বলা যায় না। ইহার পূর্ব্ব ইতিহাসের এ স্থলে বর্ণন অভিপ্রেত নহে।

ইহার সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ [illegible] খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘটন হয়। উক্ত বর্ষে ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব হওয়াতে এক সৌহার্দ্য-সন্ধি সমাধা হয়, এবং তদবধি ইংরাজেরা মহারাজের অধিকারমধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকারে সম্মত আছেন। পরন্তু মহারাজ ঐ সন্ধিদ্বারা স্বাস্থ পক্ষে এবংবিধ অঙ্গীকারের বশীভূত হইয়াছিলেন, যে যদ্যপি কোন শত্রু বা বিদ্রোহী অথবা কোন অপরাধী ব্রিটিস-গবর্ণমেণ্টের অধিকার হইতে পলায়িত হইয়া তাঁহার অধিকারের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহারা ধৃত হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হইবে। ভবিষ্যতে কর্ত্তব্যে তাহা না হওয়াতে উভয় পক্ষে আন্তরিক যুদ্ধ করিবার বাসনা হয়। কিন্তু আর এক সন্ধিদ্বারা তৎকালে তাহা স্থগিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

শেষোক্ত সন্ধি সমাধা হইলে ভূপতি পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করেন। তদর্থে অনেকে সন্দেহ [illegible]

[illegible]

[illegible] ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ [illegible] প্রাপ্ত হয়। তৎপর মহারাজা [illegible] আসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তদনন্তর বর্ত্তমান মহারাজা [illegible] পৈতৃক রাজ্যের রাজমুকুট প্রাপ্ত হইয়া আধিপত্য করিতেছেন। অল্প দিবস হইল কলিকাতা নগরাতে তাঁহার আগমন হেতু দুর্গহইতে তোপ ধ্বনি হইয়াছিল; এবং গবর্ণরজেনেরল প্রভৃতি [illegible] তাঁহার সহিত সদ্ভাবের চিহ্নপ্রকাশে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। রেবা রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব বিংশতি লক্ষ মুদ্রা। তাহার অধীনে ৪০০০ সহস্র সৈন্য নিযুক্ত আছে। কিন্তু প্রয়োজনমতে দশ বা দ্বাদশ সহস্র সৈন্য অনায়াসে সঙ্গৃহীত হইয়া থাকে।

অপূর্ব্ব নথ।

পাঠকগণ, “অলঙ্কার” কাহাকে [illegible] ইহা আপনারা কেহ স্থির করিতে পারেন? [illegible] দেশে কোন্ দ্রব্য [illegible] ইহার নিরূপণ করিতে [illegible] বলিয়াছেন যে বেসর, [illegible] দোষে [illegible] কি কারণে [illegible] রৌপ্য ও স্বর্ণের অলঙ্কার [illegible] হইয়াছে [illegible] উঠে। আর তাহা- [illegible] পশ্চিমাঞ্চলের স্বর্ণ- [illegible] তুলনায় নাকচাবিরই বা তাদৃশ [illegible] কি? আর পশ্চিমাঞ্চলীয়া ললনারা যে [illegible] থাকেন এমত নহে। দিল্লীর [illegible] পাতশাহের পরিবারেরা এবং সুতরাং বহুতেই অপর ধনাঢ্য মহিলারা “নজরবন্ধ” নামক এক নাসালঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন, [illegible] প্রায় একটী টাকা-পরিমাণ বৃহৎ হয়; এবং তাহা নয়নের উভয় পার্শ্বে মোম দিয়া আঁটিয়া দেন। ইঁহারা ভারতবর্ষের অপর সকল মহিলা হইতে অধিক সভ্য বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু ইঁহাদের এই “নজরবন্ধ” ও কটকের নাকচাবীতে সভ্যতা-বিষয়ে প্রভেদ কি তাহা নিরূপিত হয় না। কলিকাতায় প্রাচীন “ঢেঁড়ী ঝুমকার” পরিবর্ত্তে কর্ণফুল ও তৎপরিবর্ত্তে বোঁদা কাণবালা উন্নতিকল্প বলিয়া স্বীকার করিতে হইত, কিন্তু সম্প্রতিকার “কাণ” নামক গহনার গুরুতা ঢেঁড়ীর গুরুতাহইতে স্বতন্ত্র কি না তাহা স্থির করা ভার। সে যাহা হউক কলিকাতায় এমত নবীনা রসজ্ঞা কে আছেন যিনি নথের সমাদর না করেন? হইতে পারে যে কেহ কেহ ক্ষুদ্র পরিসর “বাজারী নথ,” কেহবা বৃহদ্ব্যাস “খোঁটাই নথ” যাহার মধ্য দিয়া একটা ক্ষুদ্র মুষ্টি গলিয়া যাইতে পারে, ইহার অন্যতর মনোজ্ঞ মনে করেন; কিন্তু নথের দ্বেষী কেহই নহেন। বলদের নাসিকার ন্যায় মনুষ্য-নাসিকা ফুঁড়িয়া দেওয়া নিন্দনীয় বলিলে অনেক নবীন বাবু কোপে প্রজ্বলিত হইয়া কহিয়া থাকেন যে সভ্যশ্রেষ্ঠ ইংরাজী বীবীদিগের কর্ণবেধে ও বাঙ্গালী বরাননাদিগের নাসিকাবেধে ভেদ কি? এ কথায় গৌরাঙ্গানুরাগীদিগের প্রতিবাদীরা সুতরাং নিরস্ত হইয়া থাকেন। এবিষয়ে আমাদিগের বোধ ছিল যে নথ ভারতবর্ষেরই স্বতন্ত্র অলঙ্কার; ইহা ভূমণ্ডলের অপর কুত্রাপি নাই। কিন্তু সম্প্রতি ইহার এক প্রতিযোগী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আফরিকা দেশের এক জাতীয় ললনাদিগের নথপরিধানের লালসা অতিশয় প্রবল; তাঁহারা শিশুর মোটা বালা সদৃশ স্থূল ও তদাকার নথ বানাইয়া থাকেন; কিন্তু তাহা নাসায় না পরিয়া ওষ্ঠে ধারণ করেন। ভারতবর্ষের নথ সুবর্ণনির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং অধিকারিণীর অবস্থাভেদে তাহাতে প্রকৃত বা কাল্পনিক মুক্তা অথবা রূপার “ঠোস” দিয়া অভিপ্রায় সিদ্ধ করা হয়। কথিত ললনাদিগের দেশে স্বর্ণকার সুপ্রাপ্য নহে ও সুবর্ণও প্রচুর নহে, সুতরাং তাঁহাদের নথ সুবর্ণে না হইয়া ব্যক্তিদিগের অবস্থা-ভেদে বংশ বা হস্তিদন্তে নির্ম্মিত হয়, এবং যেহেতু সূক্ষ্ম বংশ বা হস্তিদন্ত অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ এই প্রযুক্ত উহা অত্যন্ত স্থূলরূপে প্রস্তুত করা হয়। ঐ নথধারণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত কৃষ্ণাঙ্গনারা বাল্যকালে ওষ্ঠের মধ্যভাগে এক ছিদ্র করেন; ঐ “ঠোটবিধানী” আমাদিগের কাণবিধানীর প্রতিরূপ। উক্ত ওষ্ঠবেধ-কার্য্য শেষ হইলে ঐ ছিদ্রে ললনারা

একটী শলাকা দিয়া রাখেন, এবং ক্রমশঃ শলাকার স্থূলতা বৃদ্ধি করিলে ওষ্ঠের ছিদ্রটী ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং অবশেষে তাহা এতাদৃশ বৃহৎ হয় যে তন্মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্গুলী প্রবিষ্ট হইতে পারে; এবং তদবস্থায় তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নথ দিয়া কথিত অঙ্গনারা আপনাদিগের রূপলাবণ্যের শোভা পরিবর্দ্ধন করেন। এই অপূর্ব্ব নথের নাম "পিলিলী।" আমাদিগের ভুবনমোহিনীরা কি কেহ নূতন বলিয়া এই পিলিলী ধারণ করিবেন?

বামন।

বামনের দৈহিক-খর্ব্বতা-বিষয়ে অনেক উদ্ভট উপন্যাস প্রচলিত আছে। পরন্তু তাহ যাদৃশ অসম্ভব ও অতিবাদ বর্ণনায় প্রকম্পিত তাহাতে যে সত্যের আভাস মাত্র আছে এমত উপপন্ন হয় না। গ্রীক লোকেরা এতদ্দেশীয় বালখিল্যের সদৃশ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক জাতীয় মনুষ্যের আকৃতি বিশ্বাস করিত। অধিকন্তু তাহারা সারস পক্ষীর উপজীব্য বলিয়াও প্রবাদ ছিল। আবশিনীয়া-দেশ পর্য্যটকেরাও তাদৃশ খর্ব্বাকৃতি আর এক জাতীয় মনুষ্যের বিবরণ পরিজ্ঞাত ছিল। ফলতঃ মানব-দেহ-তত্ত্বজ্ঞেরা বিবিধ বিভাবনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, "অসম্ভব আকৃতি বা অত্যন্ত খর্ব্ব দেহের উপপত্তি স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভবে না।" তন্নিবন্ধন বামনের দৈহিক খর্ব্বতা-বিষয়ে যে সকল প্রামাণ্য ইতিহাস অধুনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা ব্যক্তিবিশেষের বর্ণন, কোন জাতি বিশেষের বর্ণন নহে তাহাতে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

ফেব্রিশিয়স্ এক ব্যক্তির অবয়বের কথা উল্লেখ করিয়া [illegible] যে তাহার শরীর ৩০ বুরুল মাত্র দীর্ঘ ছিল। প্রায় ৮০ বৎসর [illegible] এক ব্যক্তি দুই ফুট [illegible] দীর্ঘ ছিল। [illegible] তিনি এক বামন দেখিয়াছিলেন যে দুই হাত মাত্র দীর্ঘ ছিল। ৩০ বৎসর অতীত হইল, [illegible] এক বামনের মৃত্যু হয় তাহার নাম [illegible]; সে দুই হাতের অধিক উচ্চ ছিল না। তাহার পত্নী [illegible] প্রসব করিয়াছিল। কিন্তু তাহার আকারের [illegible] প্রাপ্ত হয় নাই। চতুর্থ হেনরির সময়ে ইংলণ্ডে এক বামন আনীত হইয়াছিল। সে [illegible] পরিচ্ছদ পরিয়া এবং দুই জুতা পায়ে দিয়া [illegible] ক্রমে পরিভ্রমণ করিত যে সকলে তাহাকে দেখিলে বোধ করিত কোন মনুষ্য দৈবিক [illegible] জন্মলাভ করিয়া এই মাত্র প্রত্যাগমন করিয়াছে।

চার্লিকুস্ নামক স্থানে এক বামন দৃষ্ট হয় তাহার দৈহিক পরিমাণ দুই হস্ত দীর্ঘ ছিল। কিন্তু তৎকালে তাহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসরের অধিক ছিল না। অথচ তাহার শরীর কুব্জ বা কুৎসিৎ দেখাইত না। তাহাকে সকলে "ব্ল্যাক প্রিন্স" 'বা কৃষ্ণ রাজকুমার' বলিয়া ডাকিত। তাহার স্ত্রী ৩০ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও দুই হস্তের ন্যূন ছিল। তাহার কলেবর সুঠু ও রমণীয় রূপ ও লাবণ্যবিশিষ্ট ছিল। তজ্জন্য কৌতুকপ্রিয় লোকেরা তাহাকে "পরীর রাণী" বলিয়া ডাকিত।

৪০ বৎসর অতীত হইল বার্থোলোমিউ নামক হট্টে সাধারণের দৃষ্ট্যর্থে এক বামন নীত হয়, সে দুই হস্ত অপেক্ষাও খর্ব্ব ছিল, তাহার নাম লাইডিয়া ওয়াল পোল, এবং তাহার দৈর্ঘ্য এক হস্ত ১৭ বুরুল মাত্র ছিল। এডিরা নগরে এক বুরুষনির্ম্মাতা বামন এতাদৃশ খর্ব্ব ছিল যে লোকে উপহাস করিয়া তাহাকে গির্জার চূড়া বলিয়া

[illegible] তাহার স্ত্রী [illegible] ছিল; সে [illegible] বুরুল মাত্র দীর্ঘ ছিল। সে একটী [illegible] প্রসব করিয়া [illegible] প্রাপ্ত হয়। [illegible] এক কামিনী [illegible] "পরী" নামে বিখ্যাতা ছিল। [illegible] কামিনীরা যাদৃশী কোমলাঙ্গী এবং [illegible] হইয়া থাকে, উক্ত রমণী [illegible] সুন্দরী বলিয়া সর্ব্বপ্রধানা ছিল। [illegible] ৮০ বৎসর-বয়স্ক এক বামন [illegible] হয়; সে দুই হাত পরিমিত দীর্ঘ ছিল। সে এতাদৃশ বিদ্বান্ ছিল যে অধ্যাপক উপাধি লইয়া বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগকে [illegible] উপদেশ প্রদান করিত।

কয়রো-রাজধানীতে কোন সাহেব এক হাত উচ্চ একটী বামন দেখিয়াছিলেন; তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল। ২০ বুরুল মাপ এক রমণীর গর্ভে একটী সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বার্ণ সাহেবের সঙ্কলিত পুস্তকে একটী ৩৭ বর্ষীয়া রমণীর বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। উক্ত রমণী এক হস্তের তিন পাদ মাত্র দীর্ঘ ছিল। বার্থোলোমিউ নামক হট্টে একটী রমণী আনীতা হয়, তাহার শরীর এক হাত মাত্র দীর্ঘ ছিল, কিন্তু একখানিও অস্থি সম্পূর্ণ ছিল না। সে উত্তমরূপে পান করিত এবং সকলের সহিত আলাপ ও কথোপকথন করিত।

জেফরী হড্সন্ নামক রটলণ্ড-প্রদেশীয় এক বামন বকিংহাম-প্রদেশের ডিউকের নিকট থাকিত। তাহার দেহ এক হাতের অধিক দীর্ঘ ছিল না। একদা প্রথম চার্লস্ রাজা সস্ত্রীক হইয়া উক্ত ডিউকের ভবনে গমন করিয়াছিলেন; সেই স্থলে ঐ ডিউক তাঁহার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত হড্সন্‌কে জাঁদরেলের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র পরাইয়া এক পিষ্টকমধ্যে আবৃত করত রাজসমীপে প্রদান করেন। রাজা ভক্ষণ করণার্থে ঐ পিষ্টক কাটিবা মাত্র বামন ঐ পিষ্টকহইতে লম্ফ দিয়া নির্গত হইল। রাজ্ঞী তদ্দৃষ্টে বৎপরোনাস্তি কৌতূহলাক্রান্ত হওত তাহাকে ডিউকের নিকটহইতে চাহিয়া লন। হড্সন্ সময়ে সময়ে উৎকট কর্ম্মে প্রেরিত হইলেও তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছিল। একদা রাজসভায় অভিনয় কালে এক বৃহৎকায় দ্বারপাল রঙ্গস্থলে হড্সন্‌কে আপন পরিচ্ছদের বগলীহইতে বাহির করাতে দর্শকগণ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। হড্সন্ তাদৃশ সময়ে পরিহাসে কদাচ বিরক্ত হইত না। কিন্তু অন্য সময়ে উপহাস বা ব্যঙ্গ করিলে তাহার এরূপ ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত যে এক এক সময় তাহার দিক্-বিদিক্ বোধ থাকিত না। এক বার হড্সন কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশ গমন করিয়াছিল। তথায় কোন ব্যক্তি ব্যঙ্গ করাতে হড্সন্ তৎপ্রতিফল প্রদানার্থ তদ্দণ্ডেই পিস্তল গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। তাহার প্রতিপক্ষ পুনর্ব্বার ব্যঙ্গ-প্রকাশচ্ছলে একটা পিচ্‌কারী লইয়া সঙ্গ্রামে উদ্যত হওয়াতে হড্সন্ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া কহিল, "পুনঃ পুনঃ ব্যঙ্গ করিয়া এরূপে যুদ্ধে বিমুখ হওয়ায় পৌরুষ নাই। শীঘ্র পিস্তল লইয়া আইস, তাহা হইলেই কে ভদ্র তাহা স্থির হইবে।" তৎপর উভয়ে সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইলে হড্সনই জয়লাভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই বামনের মৃত্যু হয়। প্রসিদ্ধ আছে যে হড্সন্ মৃত্যুর কিয়ৎকাল-পূর্ব্বে কোন রাজবিদ্রোহিতা-দোষের নিমিত্ত কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তথায়ই তাহার মৃত্যু হয়। অক্স্ফোর্ডের এক আশ্চর্য্য-দ্রব্য-সঙ্গ্রহ-গৃহে কয়েক বৎসর হইল তাহার গাত্রাভরণ পরিচ্ছদাদি রক্ষিত হইয়াছিল।

এতাদৃশ আর একটী বামনের দৈহিক-খর্ব্বতা-বি-

যয়ে প্রবাদ আছে যে অষ্টাদশ [illegible] প্রাক্কালে তাহার জন্ম হয়। তাহার দুই বাহু [illegible] ছিল। কিন্তু দেহের অতিশয় খর্ব্বতা প্রযুক্ত সে বাহুদ্বারাই ভ্রমণ করিত। ভ্রমণ কালে [illegible] দেড় হাত উর্দ্ধে ঝুলিয়া থাকিত।

যৎকালে ইউরোপ-খণ্ডে [illegible] বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন স্থানে স্থানে ডাক বন্ধ হওয়াতে আবশ্যকীয় পত্রাদি পাঠাইবার উপায় ছিল না। তন্নিমিত্ত একটী বামনকে ক্ষুদ্র শিশুর পরিচ্ছদ পরাইয়া এক আয়ার হস্তে তাহাকে অভিলষিত স্থানে পাঠান হইয়াছিল। উহার [illegible] মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পত্র গোপনীয় ছিল, কিন্তু তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। সে [illegible] বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে রিচার্ড ও আন্ [illegible] নামক এক বামন দম্পতীর বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায়; তাহারা উভয়ে একত্রে মিলিলেও দীর্ঘে তিন হাত হইত না। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বোক্ত ভূপতি তাহাদিগের উভয়ের পরিণয় সমাধা করাতে প্রসিদ্ধ ওয়ালার কবি তদ্বিষয়ে কতিপয় রহস্য-ব্যঞ্জক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

রুশীয় এবং পোলণ্ড দেশে বামনের প্রাদুর্ভাব অধিক, এবং রুশীয় সম্রাট পিতর বামনদিগের সহিত সর্ব্বদাই আমোদ প্রমোদ করিতেন। তিনি একদা প্রায় বারোটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র বামনকে একখান গাড়ীতে তুলিয়া নগর মধ্যে বেড়াইতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের উপযুক্ত বিবাহও দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ঐ বামনসকলের বংশ রক্ষা পায় নাই।

———

করৌলী রাজ্য।

আ[illegible] ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] যে সুলতান [illegible] সামান্য গ্রামমাত্র ছিল। [illegible] ক্রের সাম্রাজ্যকালে ঐ স্থানে রাজপাট স্থাপিত হয়; এবং [illegible] খ্রীষ্টাব্দে তিনি উহার আয়তনের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে পিতৃভক্তি-পরায়ণ [illegible] এবং অকবরের সভাসদ সুপ্রসিদ্ধ আবুল ফজল ঐ বিয়ানা নগরীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

অকবরের প্রযত্নে আগরা নগর ক্রমে সমৃদ্ধিমন্ত হইয়া উঠিলে বিয়ানা নগরী ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতে লাগিল। অতঃপর জৈনমতাবলম্বী লোকেরা তন্নগর অধিকার করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তত্রস্থ ভূপালগণ করৌলীতে নব্য রাজপাট স্থাপন করাতে তাহা একেবারে ভগ্নদশাগ্রস্ত

[illegible] ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সমাধা হয়। [illegible] ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ঐ অব্দে মহারাজ [illegible] লোকান্তর হয়। তিনি অতি [illegible] ও [illegible] রাজা ছিলেন। অধিকন্তু [illegible] ইংরাজদিগের সন্ধি হওয়াতে অনেকে [illegible] পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। রাজার উত্তরাধিকারী কেহই না থাকাতে রাজ্যের কুলীনবর্গ ও [illegible] লোকগণ একত্রিত হইয়া প্রতাপপাল নামক এক রাজ-জ্ঞাতিকে তাঁহার শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অদ্যাবধি ইনিই স্বর্গীয় মহারাজের প্রতিনিধি হইলেন। যদি অন্তঃপুরে মহিষীগণের মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা না থাকেন তবে অদ্যাবধি ইনিই আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের রাজত্বের অধিকারী হইলেন।" এই উক্তির পর অভিষেকসূচক নানাবিধ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস অতীত হইলে জনশ্রুতি-পরম্পরাদ্বারা রাষ্ট্র হইল যে মৃত মহারাজের এক মহিষী পূর্ণগর্ভা আছেন। কিন্তু মহারাজা প্রতাপপাল ইহা শ্রবণ মাত্র তৎখণ্ডনে সমুচিত চেষ্টান্বিত হইয়া নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক জনরব পরিশেষে মিথ্যাই সপ্রমাণিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি আছে যে রাজমহিষীগণ কোন কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা প্রতাপপালের প্রতিকূল হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের অধিপতি দুর্জ্জনশাল ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে করৌলীর মহারাজা তৎপক্ষে উত্তরসাধক হইয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত ইংরাজদিগের তদ্ব্যাপারে বিলক্ষণ আন্তরিক কোপ জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিবাদ-নিষ্পত্তি হইলে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।

অতঃপর রাজ্যের সীমা-নিরূপণ-বিষয়ে জয়পুরের সহিত করৌলীর বহুতর বচসা হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন রাজ্য-সম্পর্কীয় আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই।

মহারাণা প্রতাপপাল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করিলে করৌলীরাজ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়; যে হেতু মহারাণা প্রতাপপালের আত্মীয় জ্ঞাতিবর্গ কেহই না থাকাতে পূর্ব্বপক্ষীয় রাজাদিগের জ্ঞাতিরাই সিংহাসন-প্রাপ্তি-বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ইংরাজেরাও করৌলী রাজ্যের নিকট প্রাপ্য টাকার আদায়-নিমিত্ত ক্রমশঃ তিক্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। কিন্তু কতিপয় ভদ্র লোকের আগ্রহ ও প্রযত্নে ইংরাজেরা নিরস্ত হইয়া টাকাগ্রহণের স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বনে স্বীকৃত হইলেন; এবং অধিকাংশ সভ্যদিগের অনুমতিক্রমে মহারাণা নৃসিংহপাল রাজসিংহাসনারূঢ় হইলেন। পূর্ব্বোক্ত মহারাণা অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন। ভরতপাল নামা তাঁহার এক পালক পুত্র তৎপরে রাজা

হইয়া ছিলেন। [illegible] পাল নামা এক ব্যক্তিকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া জয়পুর [illegible] ও [illegible] রের ভূপালগণ একতাবারা [illegible] করেন। তদর্থে রাজমন্ত্রিগণ ও [illegible] প্রধানগণ প্রস্তাবিত বিষয়ের [illegible] কতক ভদ্র লোক বিচার করিয়া বলিলেন, "[illegible] পালই করৌলী রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী; [illegible] সিংহপালের মৃত্যুতে উক্ত রাজ্য তাঁহারই [illegible] য়াছে।" এই মতই অবশেষে গ্রাহ্য হয়; [illegible] মদনপাল পৈতৃক রাজ্যে অধিনিবিষ্ট হন। অন-পর ইংরাজেরা এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা যথাক্রমে পরিশোধ না করিলে তাঁহার কয়েকটী জনপদ ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের অধিকার-মধ্যে নীত হইবে; এবং যাবৎ সেই ঋণ পরিশোধিত না হয় তাবৎ গবর্ণমেণ্টেরই অধীনে থাকিবে। এই রূপ ধার্য্য হইলে মহারাজা [illegible] বিবেচনাপূর্ব্বক রাজকার্য্যের সমস্ত বিষয় সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিতে মনোযোগী হন, তাহাতে তাঁহার রাজ্য অধুনা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এতদ্দেশে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মহারাণা মদনপাল ব্রিটিশ-পক্ষের সম্যক্-প্রকারে সাহায্যপ্রদান করাতে তাঁহার সৌহার্দ্যের বিলক্ষণ চিহ্ন প্রকাশিত হই-য়াছিল। তদর্থে তাঁহার প্রতি ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশার্থ করৌলী রাজ্যের এক লক্ষ সতের হাজার টাকার যে ঋণ ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং মহারাজার ইংরাজরাজ্যে আগমন হইলে ১৫ টার পরিবর্ত্তে ১৭ টা তোপধ্বনি হইবে ইহা নির্দ্ধারিত হয়। তাঁহার পোষ্যপুত্র-গ্রহণের বাধা নাই। তাঁহার রাজ্যের পরিধি প্রায় ৪৯৩ ক্রোশ; প্রজাসঙ্খ্যা ১৮৮,০০০। রাজস্ব ৩,০০,০০০। সেনাসঙ্খ্যা ২০০০ সহস্র।

[illegible]

অ [illegible]

[illegible]

থাকিত হইয়াছে।

এই প্রদেশের চতুর্ব্বর্ত্তি স্থান আগরা জেলা নামে খ্যাত। এ জেলার উত্তর সীমা যমুনা-নদী; পূর্ব্ব সীমা যমুনা ও চম্বল নদ; দক্ষিণ সীমা চম্বল নদ ও ভরত পুরাধিকারের কিয়-দংশ; উত্তর সীমা মথুরা জেলা।

এখানকার জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর নহে, বরং অনেকাংশে স্বাস্থ্যদায়ক। ঋতু-পরিবর্ত্তনক্রমে এ দেশের বিচিত্র ভাব দেখা যায়। এস্থানে গ্রীষ্ম-কাল অতিশয় উত্তপ্ত। এই ঋতু চৈত্র মাসহইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করে। এই কালে

[illegible]

করিয়া থাকেন। [illegible] ক্ষেত্র ও [illegible] পরিপাটী ও শোভার বৃদ্ধি হয়। [illegible] আর পীড়ার কথা কর্ণগোচর হয় না; সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে।

আগরা জিলার ধান্য ব্যতীত প্রায় সমুদয় হরিত শস্য জন্মিয়া থাকে। যব, গোধূম ও জুটা প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তর্ব্বুজ খরবুজ প্রভৃতি কয়েকটী ফলও বিশেষ প্রসিদ্ধ। [illegible] অনেক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সুমিষ্ট হয় না। এদেশের সাধারণ লোকে নারিকেল ও কাঁটাল বৃক্ষ কাহাকে বলে তাহা জ্ঞাত নহে; পরন্তু তিন্তাড়ি বৃক্ষকে বিশেষরূপে সমাদর করে; কারণ উহার পত্র অতিশয় নিবিড় হওয়াতে বটবৃক্ষের ন্যায় উহার ছায়া গ্রীষ্মে আশ্রয় স্থান বলিয়া গণ্য হয়। শীশু বৃক্ষও এখানকার এক প্রধান পদার্থ, এবং তাহার কাষ্ঠে এ প্রদেশের প্রায় সমুদায় গৃহোপকরণ নির্ম্মিত হয়। পতিত ক্ষেত্রে বাবলা তরু অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উহাদ্বারা শকটের চক্রাদি নির্ম্মিত হয়। অপর উহার ত্বক্‌হইতে একপ্রকার আসব প্রস্তুত হয়, উহা তথাকার সামান্য লোকে পান করিয়া থাকে।

এপ্রদেশের প্রজামধ্যে মুসলমানই প্রধান; তাহারা প্রায় মূর্খ গর্ব্বিত ও কলহপ্রিয়। হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, বিনীত, কিন্তু নিতান্ত বিবাদ নিস্পৃহ নহে। এই উভয় জাতিই ক্ষেত্রাদিতে বিশেষরূপে পরিশ্রম করিয়া থাকে; এক দণ্ডও আলস্যে কালক্ষেপ করিতে ভাল বাসে না। পূর্ব্বে বিশ্রাম-কালেও অস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিত; ক্ষুদ্র বালকেরাও যুবকগণের দৃষ্টান্তানুসারে অন্ততঃ এক বার মল্লযুদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হইত না; কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহ-কালাবধি ইহারা ইংরাজকর্ত্তৃক নিরস্ত্র হইবায় সে উৎসাহ এই ক্ষণে বিগত হইয়াছে।

এদেশে প্রায় সরোবর নয়নগোচর হয় না। কূপজলেই সমুদায় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, পানকার্য্যও ঐ জলে সমাধা হইয়া থাকে। পরন্তু আগরা জিলার মৃত্তিকা ক্ষারমিশ্রিত: সেই ক্ষার কূপ জলে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং বিদেশীয়দিগের পক্ষে উহা অপ্রিয় বোধ হয়; এবং নিতান্ত পীড়াজনকও নহে এমত বোধ হয় না। গ্রীষ্মকালে কূপের অধিকাংশ জল শুষ্ক হইলে অবশিষ্ট জলে ঐ ক্ষারের ভাগ বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে অত্যন্ত দূষিত করে। এই প্রযুক্ত অনেক হিন্দুরা নদীর জল সেবন করে; পরন্তু প্রবাদ আছে যে নদীজল সুমিষ্ট হইলেও কূপজলাপেক্ষা অনিষ্টকর।

আগরা নগরের প্রজারা তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বোধ হয় না; অনেককেই দুঃখী বলিলে বলা যায়। নগরীয় বণিকরাও যৎসামান্য ও প্রায় অর্থহীন; পরন্তু অন্য দেশীয় দুই এক জন বণিক্ বিশেষ অর্থ সম্পন্ন। ইহার কারণ এই এতৎ প্রদেশে বাণিজ্যের

বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। যে সকল হাট বাজার আছে তাহাদিগের সংখ্যা বড় অধিক নহে. ও অবস্থাও উত্তম নহে। বণিক্দিগের বিপণি প্রায় ক্ষুদ্রায়তন। অধিকাংশ দ্রব্য মস্তকাদিতে সংস্থাপন-পূর্ব্বক গ্রাম্য লোকেরা নগরে ভ্রমণ করিয়া খাদ-রিকদিগের নিকট বিক্রয় করে।

এখানকার প্রায় সমস্ত প্রধান অট্টালিকাই প্রস্তরনির্ম্মিত ঐ পাষাণ গুলি লোহিতবর্ণ ও বালুকাময়। বাতায়ন ও দ্বারদেশ নিতান্ত ক্ষুদ্র। দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা অত্যধিক নাই। কিন্তু যে কয়েকটি ত্রিতল প্রাসাদ আছে তাহা সুদৃশ্য বলিয়া বিখ্যাত। ইংরাজদিগের আবাস গুলি সুদৃশ্য ও পরিষ্কৃত। এখানকার বাঙ্গালা নামক আবাস গুলিকে উদ্যানস্থ অট্টালিকা বলিলেই হয়। ঐ গুলিতে সচরাচর ইংরাজেরা বাস করেন।

আগরা নগরের দুর্গ অতিবৃহদায়তন-সম্পন্ন। এই দুর্গের প্রাচীর অতিশয় উচ্চ ও দৃঢ়। ইহাতে যত অধিক সেনা স্বচ্ছন্দরূপে বাস করিতে পারে এমত আর ভারতবর্ষের প্রায় কোন দুর্গেই পারে না; তজ্জন্য ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে। এই দুর্গ মধ্যে "মোতি মসজিদ" নামে এক সুরম্য হর্ম্ম্য আছে। তাহার সমস্ত শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং দেখিতে অপূর্ব্ব রমণীয় বোধ হয়। কথিত আছে যে তাদৃশ সুচারু সুন্দর ভজনাস্থান অপর কুত্রাপি নাই। ঐ রূপ প্রস্তরের "দিবানখাস" নামক রাজপ্রাসাদ, "সমন বুর্জ" "মচ্ছীবুর্জ," "নীস মহল" "হমাম" প্রভৃতি হর্ম্ম্যও সুবিখ্যাত ও চমৎকারজনক পদার্থ বলিয়া গণ্য।

এই সমুদয় ব্যতীত তাজমহল নামে যে এক অপূর্ব্ব সুরম্য হর্ম্ম্য আছে তাহার পারিপাট্যের বর্ণন বাক্যে নিঃশেষ করা যায় না। উহার বিষয় সঙক্ষেপে লিখিতে গেলে লোকের নিকট নিতান্ত অপ্রতিভ হইতেহয়; লিখিলেও পাঠক-[illegible] হইল।

আগরা প্রদেশে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত। হিন্দুজাতীয়েরা সকলে হিন্দী ভাষায় চলিত কথাবার্ত্তা কহে, এবং মুসলমান লোকে উর্দ্দু ভাষা ব্যবহার করে। পরন্তু এখানকার হিন্দী কাশী অঞ্চলের হিন্দীর ন্যায় সুমধুর নহে। কিঞ্চিৎ কর্কশ বোধ হয়। তাহারও একটি বিশেষ কারণ লক্ষিত হইয়াছে। কাশী অঞ্চলের হিন্দীতে সংস্কৃতের ভাগ অধিক। কিন্তু এ প্রদেশের হিন্দীতে পারসী ভাষা অধিক মিশ্রিত আছে; তজ্জন্যই শুনিতে কর্কশ বোধ হয়। এখানকার সাধারণ পাঠশালায় উর্দ্দু, হিন্দী, পারসী, আর্ব্বী ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন হইয়া থাকে। অধুনা ইংরাজদিগের প্রসাদাৎ কালেজ প্রভৃতি ইংরাজী বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত [illegible]

[illegible] উৎসবকে রাজমার্গে [illegible] করিয়া থাকে, ইহাকে [illegible] করে না। গৃহের সধবা [illegible] দেখা যায়। [illegible] ঢোল, মৃদঙ্গ, [illegible] গৃহস্থের মহিলারা [illegible] থাকে। কিন্তু কোন [illegible] ভোজোপলক্ষে নিমন্ত্রণে [illegible] বোধ করে।

[illegible] আহার ব্যাপার অন্য হিন্দুদিগের ন্যায় [illegible] দেখা যায় না; পরন্তু তাহাদের আচারগত এক বিশেষ লক্ষণ আছে যাহা বঙ্গদেশীয় পাঠকদিগের মনে রম্য বোধ হইতে পারে। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুরা পাকবিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনেকে স্বয়ং পাক করিয়া আহার করেন, ও ভোজন সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত পাকের চৌকার মধ্যে কাহাকে প্রবেশ করিতে দেন না। পরন্তু এই সাবধানতা কেবল অন্ন দাল ও রুটীর পক্ষে [illegible]; তাহা পুত্রেও স্পর্শ করিলে অনেকের মনে অপবিত্র বোধ হয়। পরন্তু তাঁহাদের বিবেচনায় লুচি মাংস ব্যঞ্জনাদি সে রূপে অপবিত্র হয় না। তাহাকে তাঁহারা "পক্কী রসোই" বলিয়া থাকেন, ও কাহার প্রভৃতি নীচ জাতীয় মনুষ্যে তাহা প্রস্তুত করিলে অখাদ্য জ্ঞান করেন না। ফলে অনেক ভদ্র লোকের গৃহে মাংস পাক কাহারে নিষ্পন্ন করে; এবং ঐ ভদ্রেরা তাহা শয্যায় বসিয়া ভক্ষণ করিতে ক্ষুব্ধ হন না। এই রীতি দিল্লীতেও প্রচলিত আছে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"জয়াবতীর উপাখ্যান। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক উপন্যাস-হইতে শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক অনুবাদিত।) মুরশিদাবাদ. আজিমগঞ্জ, ধনসিন্ধু যন্ত্র। ১২৭০ শ্রাবণ।" এই ক্ষুদ্র পুস্তকে রাজস্থানের একটী গল্প উপন্যস্ত হইয়াছে।) তাহার স্থূল বিবরণ এই—দিল্লীর পাঠান পাদশাহ আলাউদ্দীন মিবারের অধিপতি রত্নসেনকে পরাস্ত ও কারাগ্রস্ত করত তাঁহার কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। রত্নসেন প্রথমতঃ সূর্য্যবংশীয় জাত্যভিমানের মহিমায় তাহা অগ্রাহ্য করেন; কিন্তু অবশেষে অসহ্য কারাযন্ত্রণাহইতে মুক্তিলালসায় প্রণোদিত হইয়া তাহাতে স্বীকৃত হওত আপন কন্যাকে দিল্লীতে আগমন করিতে অনুমতি দেন। জয়াবতী কোন মতে সূর্য্য-বংশের অনুপযুক্ত কন্যা ছিলেন না; যবন-হস্তে আপন জাতি-ধর্ম্ম সমর্পণ করা তাঁহাকর্ত্তৃক হইতে পারে না; অতএব তিনি কৌশল করিয়া কতকগুলি শিবিকা-মধ্যে স্ত্রীবেশধারী যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করেন. এবং তথায় কারাগারে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সমভিব্যাহারী যোদ্ধাদিগের সাহায্যে পিতাকে তথাহইতে উদ্ধার করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রধান সহায় মুলতানের রাজকুমার জয়পাল ছিলেন; তিনিই অবশেষে জয়াবতীর হস্তলাভ করেন। এই গল্পের ভূষণ স্বরূপে জয়াবতীর পলায়ন, পথিমধ্যে এক ঘোর বাত্যায় বিব্রত হওন, ও এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ; তথায় এক যবন-সেনানী-কর্ত্তৃক ধৃত হওন, তাঁহার মনোমোহন জয়পালকর্ত্তৃক তা-

হার হস্তহইতে উদ্ধার [illegible] প্রভৃতি [illegible] ব্যাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] প্রকৃত ইতিহাস বটে, এবং তাহা "[illegible]" নামক মাসিক পত্রে রাজপুত্র ইতিহাস [illegible] বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তাহার সমুদায় রক্ষা পায় নাই; বাহুল্য [illegible] অনুরোধে তাহাতে অনেকগুলি কল্পিত [illegible] বেশিত করা হইয়াছে; স্থানে স্থানে [illegible] বিকৃত করা হইয়াছে; তৎ সমুদায় যে [illegible] রাজপুত্র-ধর্ম্ম-নিয়মানুযায়ী হইয়াছে এমত বোধ হয় না। কথিত হইয়াছে যে পদ্মাবতীর [illegible] ও তাঁহার স্ত্রী [illegible] জয়া ও তাহার স্বামীকে বিষ প্রয়োগদ্বারা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পান; জয়া তাহা জানিতে পারিয়া গোপনে স্বামীর ভোজন পাত্র [illegible] মধ্যে দিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। ইহা সত্যও নহে ও কোন মতে সুন্দরও নহে। [illegible] বাঙ্গালার পক্ষে ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয়, তৎপাঠ [illegible] তাহার প্রতি আর কিছুমাত্র অনুরাগ বা [illegible] থাকে না।) লিখিত আছে যে [illegible] আপনার প্রিয়তমার বৈরী আলাউদ্দীনকে বিনষ্ট করিবার মানসে এক নিভৃত স্থানহইতে তাঁহার প্রতি দুই শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকৃত শৌর্য্যের যোগ্য হয় নাই। অপর বর্ণিত হইয়াছে রত্নসেন কারামুক্তির লালসায় আলাউদ্দীনকে আপন কন্যা সমর্পণে মনের সহিত সম্মত হইয়াছিলেন। ইহাও সত্য ও রাজপুত্র ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। এরূপ কল্পনা না করিয়া গ্রন্থকার কেবল মাত্র প্রকৃতের অনুসরণ করিলে তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় বিলক্ষণ দিতেন।)

গ্রন্থকারের বর্ণনাও সর্ব্বত্র স্বভাবসিদ্ধ নহে। একটী গুহার বর্ণনে লিখিয়াছেন) "এরূপ প্রবাদ আছে যে তথায় বৃহৎ বৃহৎ অজগর ও অন্যান্য [illegible]

[illegible] পাধ্যায়ের পদ্য আমাদিগের অধিক আদরণীয় বোধ হয়।)

রহস্য-সন্দর্ভ

[illegible]

[illegible] মাসিকপত্র।

[illegible] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩০ খণ্ড

[illegible]

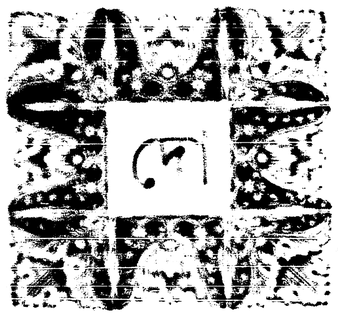

সে [illegible] যে রূপ [illegible] তেজ ও পরাক্রমের কোন লক্ষণই অনুভূত হয় না, বোধ হয়, সমস্তই নির্নিমেষ, [illegible] তদ্রূপ বিগত নৃপতি-[illegible] রাজপাটনকল অধুনা অবলোকন করিলে তাহার [illegible] ও সৌভাগ্যের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। কলঞ্জর, বিজয়পুর ও বিজয়নগর প্রভৃতি বিখ্যাত রাজধানী সমভূম হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীরঙ্গরায়েল-নৃপবংশের নামেরও বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। অধিক কি ভুবনবিখ্যাত সূর্য্যবংশীয় মহামহিম ভূপালমণ্ডলীরও অক্ষয়কীর্ত্তি বিলোপ হইতেছে। ভবিষ্যতে ইহারও তাদৃশ অবস্থা ঘটিবে। প্রস্তাবিত নগরেরও সেই দশা, তাহার নাম শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র মনে ঈদৃশ অভিজ্ঞান উদয় হয় যে কোন কির্ত্তিমন্ত নৃপতির অধিকার-কালে উহা প্রকৃত "অজয়গড়ই" ছিল। আর কোলব্রুক্, গ্রাণ্ট, রেনেল, স্কট্ প্রভৃতি লেখকদিগের রচনা যদি অতিবাদ-[illegible] প্রপূরিত না হয় তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কলঞ্জর ও অজয়গড়ের তুল্য সুদৃঢ় স্থান ভারতবর্ষে অল্প ছিল। তত্রত্য পর্ব্বতসকলের উচ্চতা এবং ভৃগুতাপ্রযুক্ত তাহা শত্রুদ্বারা অবরুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভবনীয় ছিল। বোধ হয় তন্নিমিত্তই প্রাচীনেরা তাহার অজয়গড় আখ্যা সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন। উহা পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ডের রাজপাট কলঞ্জরের অধীনেই ছিল। তৎকালে অজয়গড়ের সুখসমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। পরন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে তাহা নিতান্ত অলীক বোধ হইবে। তত্রত্য তিনটী অতি বৃহৎ পতিত দেবালয় এবং ভগ্নাট্টালিকা ও কূপাদি দৃষ্টে ইহার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের আভাসমাত্র অনুভব হইতে পারে না। প্রবাদ আছে যে অজয়গড়ে বুন্দেলাখ্য নৃপবংশ পূর্ব্বে বান্দা-রাজ্যের অধিপতি বলিয়া খ্যাত ছিল।

পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ডের নৃপতিবর্গ দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করত স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ সচেষ্টিত হইয়াও অক্ষমতা-হেতু সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। কিন্তু শাহ জহাঁ বাদশাহের সময়ে অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবার কিঞ্চিত্ পূর্ব্বে চম্পত্ রায় নামা বুন্দেলা

রাজবংশীয় এক [illegible] পূর্বভাগ সম্পূর্ণরূপে [illegible] অপর তাহার পশ্চিম[illegible] [illegible] পরাধীনতা পাশে [illegible] প্রবৃত্তির অনুকরণে সদ্‌গুণ[illegible] [illegible] চম্পতরায় পরলোক গত হইলে [illegible] পুত্র [illegible] রাজা ছত্রশাল এক নূতন রাজ্য [illegible] করেন। উহা উক্ত[illegible] [illegible] জ্যোতিষী ক্রোশ পূর্বে ছিল। [illegible] রাজপাট তাঁহারই অধীনে ছিল। [illegible] হার এক কোটি মুদ্রা রাজস্ব [illegible] দের সর্দার মহম্মদ খাঁ [illegible] ছত্রপুর আক্রমণ করিলে [illegible] সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা বাজিরাও [illegible] গ্রহণ করত আক্রমণকারী যবনকে [illegible] তাহাতেই তিনি বাজিরাওকে [illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু হর্দীশা এবং জগত্‌রাজ [illegible] তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন; অতএব ছত্রশালের [illegible] লোক প্রাপ্তিতে তাঁহারা [illegible] অংশ করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাজ জগত্‌রা- জের অংশে বনগড়, বান্দা, অজয়গড়, [illegible] পুর, এবং চিরকারী প্রভৃতি রাজ্য [illegible] ছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের [illegible] মধ্যভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয়-সমরানল চারি দিকে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইতেছে; যবন-প্রভুত্ব ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে; ইতিমধ্যে ছত্রশা- লের প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পেশবার- বংশ হুতাগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিল। সুতরাং হর্দীরায় ও জগত্‌রাজের বংশধরগণের পরস্পর পরস্পরের গৃহবিবাদ-সূত্রে সর্বাগ্রেই উক্ত উভয় রাজ্য ভগ্নদশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অপর ব্যক্তিরাও পেশবার যবন-সম্পর্কীয় [illegible]

[illegible] অসন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা [illegible] পৈতৃক রাজ্যের সিংহাসনে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এতদ্ব্যাপারসম্বন্ধে একটী শোকাবহ ঘটনার বিবরণ ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রসিদ্ধ আছে

[illegible] অপমানিনী [illegible] মান রক্ষা [illegible]

[illegible] খ্রীষ্টাব্দে [illegible] মহারাজা [illegible] সিং- [illegible] তাঁহার মৃত্যুর পর মহা- [illegible] রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া- [illegible] আধিপত্যে অজয়গড়-রাজ্যে [illegible] উপস্থিত হয় নাই। [illegible] ছিলেন; তন্নিমিত্ত, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তাঁহার সহোদর [illegible] সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

[illegible] খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎকালে [illegible] তাঁহার এক পুত্র বর্ত্তমান ছিল। সেই বালকই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। কিন্তু অপ্রাপ্ত- বয়সে তাঁহারও মৃত্যু হওয়াতে অজয়গড়রাজ্যের কে উত্তরাধিকারী হইবে তদ্বিষয়ে অনেক বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল। অপর উক্ত সময়ের কিঞ্চিৎ কাল পরেই সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে অজয়গড় রাজ্যের সিংহাসন কিয়ৎকাল শূন্য ছিল। তৎপরে মহারাজা মহীপতি সিংহের মহিষী এক পালকপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বৎসর। উক্ত তরুণ ভূপতি পালক-[illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম [illegible] সিংহ। তিনি বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত্র। [illegible] আছে যে এতদ্বংশের আদি পুরুষ [illegible] রায় নামা এক জন বুন্দেলাবংশীয় [illegible] রাজা ছিলেন।

অজয়গড়ের বর্ত্তমান পরিধি ৯৫ বর্গ ক্রোশ মাত্র; জনসংখ্যা ৫০,০০০। রাজস্ব ১,৭৫,০০০।

পেশবা।

দক্ষিণ দেশের বহমনী-বংশীয় যবন রাজাদিগের রাজত্ব লোপ হইবার পর আবুল্ ফজল্ আদিল্‌শাহ ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়পুরে আদিল্‌শাহী-বংশের আধিপত্য স্থাপনা করেন। তৎকালাবধি ঔরঙ্গজেব্‌কর্ত্তৃক সিকন্দর আদিল্‌শাহের রাজ্যাবরোধ পর্য্যন্ত উল্লিখিত আদিলশাহী রাজ্যের স্থায়িত্ব গণনা হইয়া থাকে। ইহার পর পিতৃদ্বেষী ভ্রাতৃঘাতক ঔরঙ্গজেবের বিজয়পুর রাজ্যে আধিপত্য হইয়াছিল।

ঐ দুর্দ্ধর্ষ ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারহেতু স্বদেশহিততৎপর বিক্রমকেশরী পরশুরাম-বংশজ শিবজী নামা কঙ্কণ দেশীয় সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে যবনাধিকার উচ্ছেদ করণার্থ সর্বাগ্রেই যবন-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হয় নাই। তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যবন-রাজ্য-সকল লুণ্ঠন করত সমস্ত কঙ্কণরাজ্যে আপন আধিপত্য বিস্তারদ্বারা ভূমণ্ডলে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া

গিয়াছেন তাহা [illegible] পরিশোভনীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে [illegible] বিভবের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুরাত্মা ঔরঙ্গজেব্ তাঁহাকে বহু নিগ্রহদ্বারা বিনষ্ট করিয়া তাঁহার পুত্রকে কারাবস্থায় রাখিয়া তাঁহার সমস্ত পৈতৃক বিভব অপহরণ করেন। পরে তাঁহার এই সমস্ত দুষ্কৃতিতে মহারাষ্ট্রীয়েরা এতাদৃশ উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে ঔরঙ্গজেব [illegible] দিগকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত যে কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন তৎ সকলই ব্যর্থ হইয়াছিল; এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেই সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মহারাষ্ট্রীয় দুর্জ্জয় পতাকাদ্বারা শোভমান হয়। এই ঘটনান্তেই যবনদিগের দাম্ভিকতা ও দিল্লীশ্বরের সিংহপ্রতাপের খর্ব্বতার উপক্রম হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহুজী কারাবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে শিবজী নামা তাঁহার এক আত্মীয় রাজ্যারোহণের বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার পিতৃব্যপত্নী তারাবাঈ শিবজীর সপক্ষতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। শাহুজী তাঁহার সুবিচক্ষণ মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের বুদ্ধিকৌশল ও কার্য্যদক্ষতার সাহায্যে পুনঃ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না, অপরিসীম-সুখৈশ্বর্য্য-ভোগে আসক্ত হইয়া সাম্রাজ্যের সমুদয় ভার অমাত্যের প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং সেতারায় নামতঃ মহারাষ্ট্রের অধীশ্বর বলিয়া বাস করিতেন। তৎকালহইতেই মহারাষ্ট্রীয় জাতির মধ্যে মন্ত্রিদিগেরই হস্তে সাম্রাজ্যের ভারার্পণ হইবার নিয়ম হয়। ফলে তাহাতেই মন্ত্রি (পেশবা) নাম সত্ত্বেও বালাজী বিশ্বনাথ মহারাষ্ট্রদিগের বস্তুগত্যা রাজা হন, এবং [illegible]

[illegible]

[illegible]

যৎকালে বালাজী বাজীরাও পিতার মন্ত্রিত্ব (পেশবা) পদ অধিকার করেন তৎ সময় রঘুজী ভোঁসলা ও হোল্‌কার প্রভৃতি কতিপয় রাজা তাঁহার প্রতিকূলে নানা অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎ সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া পিত্রধিকার গ্রহণ করেন। পরে প্রাচীন ধারাবাহিক নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত নাম মাত্র ভূপতি মহারাজা শাহুজীর অনুমতি গ্রহণার্থ সেতারায় গমন করেন, এবং তথাহইতে প্রত্যাগমন করত সদাশিব রাও ভাইকে রাজ্যের [illegible]

[illegible]

[illegible] পেশবার [illegible] রাজা তুলাজী আঙ্গ্রিয়া* কতকগুলি [illegible] পেশবার [illegible] সহিত এক [illegible] সিমেমারদিগের বা- [illegible] মহারাষ্ট্রীয় দেশহইতে রহিত হয়।

[illegible] পেশবার আধিপত্য-কালে মাধাজী সিন্ধিয়া এবং মল্লারাও হোল্‌করের সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠেন যে সমস্ত-মালব-প্রদেশ তাঁহাদিগেরই আয়ত্তগত হয়; এবং দিল্লীর সম্রাটও কোন কোন ব্যাপারে সিন্ধিয়া ও হোল্‌করের আনুগত্য-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পেশবার মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ রাঘব লাহোর মুলতান প্রভৃতি প্রদেশ জয় করেন, এবং সমস্ত ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের পদানত করেন। এতদবস্থায় ভারতবর্ষের মুসলমান রাজন্যবর্গ একত্র মিলিয়া কাবুলের অধিপতি অহমদশাহ অবদালীর সাহায্যে এক মহাসঙ্গ্রামের আয়োজন করেন। পেশবা এই উদ্যমের অনুপযুক্ত পাত্র ছিলেন না। তাঁহার সেনাপতি সদাশিব ভাউ প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া দিল্লীর উত্তরে পানিপতের মহাক্ষেত্রে উপনীত হন। তথায় উভয় দল কিয়দ্দিনের আয়োজন পরে এক মহাসঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত দিবস পরস্পর সহস্র সহস্র যোদ্ধার সংহার করত অপরাহ্ণে উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমত সময়ে দৈবাৎ এক গোলায় সদাশিবের নিপাত হয়। তদ্দৃষ্টে তাঁহার সেনা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইল, এবং তাহাতেই হিন্দুস্বাধীনতার সূর্য্য একক্কালেই অস্ত হয়। তদবধি কোন হিন্দু আর প্রকৃত স্বাধীন হইতে পারে নাই। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পেশবার মৃত্যু হয়।

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধোরাও বল্লাল তৎপরে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে নিজাম উক্ত রাজ্য আক্রমণ করাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার সহিত সন্ধিদ্বারা সদ্ভাব স্থাপন করেন। মাধোরাও অতি শৈশবাবস্থায় রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং তদবস্থায় তাঁহার খুল্যতাত রাঘব রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সাহায্যে মাধোরাও অবাধ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বশীভূত করত একাদশ বৎসর রাজত্ব-করণানন্তর পরলোক প্রাপ্ত হন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতাই রাজত্ব প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু কোন দুষ্ট ব্যক্তি গোপনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করে। ঐ সময়ে রাঘব স্বয়ং পেশবা হইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু রাজপত্নী গঙ্গা বাঈ বৈধব্যাবস্থায় একটী কুমার প্রসব করাতে তিনিই মাধোরাও নারায়ণ নামে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। এই তরুণ পেশবার আধিপত্য-কালে মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে দক্ষিণ দেশের অতিপ্রধান সম্রাট টীপু ও নিজাম প্রভৃতি ভূপতিরা সংলিপ্ত ছিলেন। যাহা হউক মাধোরাও পেশবা অতি তরুণ অবস্থায়, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, দেহ

* সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ওরম্ সাহেব এতন্নামের পরিবর্ত্তে কোলাজী অঙ্গ্রিয়া শব্দ লিখিয়াছেন।

ত্যাগ করাতে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার পরামর্শানুসারে প্রাগুক্ত রাঘবের পুত্র বাজীরাওকে পেশবাপদে অভিষিক্ত করা হয়।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সহিত হুলকরের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পেশবা সিন্ধিয়ারই সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়া পশ্চাৎ পরাভূত হইলে যশোমন্তরাও হুলকর পেশবার রাজপাট পূনা অধিকার করত তাঁহাকে বিষম বিপাকে নিপতিত করিলেন। পেশবা তজ্জন্য অনুপায়হেতু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকার এক জমীদারী অর্পণ করত ইংরাজদিগের সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করেন। উক্ত সৈন্য পূনাতে উপস্থিত হইবামাত্র হুলকর তথাহইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন, এবং পেশবা ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তদবধি কিয়ৎকাল তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের সদ্ভাব স্থায়ী হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৮১৫ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার মনোভঙ্গ হয়। তাহার কারণ এই যে গুইকোবারাধিপতির প্রধান অমাত্য গঙ্গাধর শাস্ত্রী কোন বৈষয়িক বিবাদের নিষ্পত্তি-করণাভিপ্রায়ে পূনা-দরবারে উপস্থিত হন; কিন্তু গুইকোবারের সহিত অপ্রীতি-থাকা-বশতঃ পেশবার অমাত্য ত্র্যম্বকজী কোন দুষ্টব্যক্তিদ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রী অত্যন্ত নিরীহ লোক ছিলেন, বিশেষতঃ ইংরাজদিগের অতিশয় প্রিয়পাত্র, সুতরাং এতৎ সূত্রে পেশবার ইংরাজদিগের সহিত কিঞ্চিৎ মনোন্তর হয়। পেশবা স্বয়ং এবিষয়ের কিছু অবগত ছিলেন কি না তাহা নিরূপিত নাই, পরন্তু ইংরাজদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য তিনি আপন অমাত্য ত্র্যম্বকজীকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। অতঃপর ত্র্যম্বককে কারাগারে বন্দীভূত করিয়া রাখা হয়। কিন্তু ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারা-[illegible] হইতে [illegible] পেশ-বার অধীনস্থ হন; এবং উক্ত ভূপাল আপন মন্ত্রীকে [illegible] করিতে [illegible], ও ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ [illegible] করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে নিযুক্ত হন। এই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] অপহৃত হওয়া পেশবার [illegible] আপনাদিগের অধিকারগত করিয়া লইয়াছিলেন; এবং রঘুনাথের [illegible] হেতু একেবারে যুদ্ধ নিবৃত্ত না হইয়া [illegible] পুনর্বার [illegible] তাঁহাদিগের হস্তে প্রত্যর্পণার্থ এক প্রতিজ্ঞাপত্রে পেশবার স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছিলেন।

বাজীরাও তৎকালে এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্তঃকরণে যুদ্ধ করিবার সকল উদ্যোগ করিয়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫ সেপটেম্বর দিবসে পুনাস্থ ইংরাজ প্রতিনিধির আফিস লুঠ করত তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন, এবং ব্রিটিশ সৈন্যদিগের সহিত নানা দিগে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ইষ্ট ঘটিল না। তাঁহার সৈন্যেরা পুনঃ২ পরাস্ত হইলে অবশেষে তাঁহাকে ইংরাজদিগের শরণাগত হইতে হইল। ইংরাজেরা তখন আর তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত রাখিতে মানস করিলেন না, অতএব পেশবার রাজ্য তাঁহারা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া এক সন্ধি স্থাপন করেন, তাহাতে উল্লিখিত ভূপাল রাজত্ব-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আট লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক-বৃত্তি-গ্রহণে সম্মত হইয়া গঙ্গার নিকট বিঠর-নামক এক ক্ষুদ্র স্থানে বাস স্থাপন করেন। ১৮৩২ সালের প্রথম আইনের নিয়মানুসারে উক্ত স্থানীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত বাজীরাওর অধীন হয়।

উক্ত মহারাষ্ট্রীয় অধীশ্বর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ [illegible] হন; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র ধুন্ধপন্থ নানা [illegible] অধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজর্ষি আর প্রাপ্ত হইলেন না; [illegible] ইহাই অবসান। যে মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রতাপে দিল্লীর সিংহাসন কম্পমান হইত, সেই বাজীরাও পেশবার [illegible] আপনাদিগের উদর রক্ষা-[illegible] করিয়া ইংরাজদিগের প্রতিরোধী হইয়াছিলেন। অপরঞ্চ মহারাজা দ্বিতীয় বাজীরাওর পোষ্যপুত্র ধুন্ধপন্থনানা বিখ্যাত কানপুরের হত্যাকাণ্ডের প্রধান নির্বাহক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার অনুদ্দেশ হেতু তাঁহার বিষয় অজ্ঞাত আছে। কানপুরের হত্যাকাণ্ড অতিভয়ঙ্কর এবং অত্যন্ত শোকসূচক ঘটনা। ধুন্ধপন্থ নানার পূর্ব্ব পুরুষেরা যে রূপ বীর ও মহাত্মা ছিলেন কানপুরের অবিবেকী শিশু ও স্ত্রী হত্যায় তাঁহার সেই রূপ হীনত্ব প্রকাশ হইয়াছে।

মুক্তা।

ভারতবর্ষীয় কবিগণের যত গুলি পদার্থ নিজস্ব স্বরূপ আছে, মুক্তা তাহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট। তাঁহারা মুক্তাকে সমুদায় উপাদেয় বস্তুর উপমান করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তাকলাপের এতাদৃশ পক্ষপাতী যে যশের সহিতও উহার তুলনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সুললিত কথার সাদৃশ্য-স্থলে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন "অমুক যেন মুক্তা বর্ষণ করিতেছে।" সুরঞ্জিত অক্ষরের তুলনা-কালে কহিয়া থাকেন, "এ সকল অক্ষর নয় যেন মুক্তা-মালা সজ্জিত রহিয়াছে।" মুক্তা ভিন্ন সুদন্তের অন্য উপমান পদার্থ নাই। নখের উপমান-স্থলেও ইহা অপ্রসিদ্ধ নহে। পরন্তু সাধারণতঃ কথায় কবিদিগের নিজস্ব হইলেও কার্য্যে ইহা কেবল ধনী ব্যক্তিদিগেরই নিজস্ব-স্বরূপ। বহুমূল্য রত্নাদির মধ্যে ইহাকে গণনা করা গিয়া থাকে। ইহার ধারণে পুণ্য হয় ইহা কিংবদন্তী আছে; ইহা অনেক ঔষধেও ব্যবহৃত হয়। অথবা কেবল ভারতবর্ষ কেন সকল সভ্য জাতিই ইহার গৌরব করিয়া থাকেন। পরন্তু এ বিষয়ের প্রামাণ্য-সংস্থাপন করিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। রহস্য-সন্দর্ভের পাঠকবর্গ সকলেই মুক্তার গৌরব অবগত আছেন, তাহার পুনরাম্রেড়নে কোন উপকারের সম্ভব নাই। নূতন বিষয় না হইলে পাঠকগণের মনস্তুষ্টি হয় না, ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি। তথাপিও যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি তাহারও একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রত্যক্ষ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানা সকলেরই উচিত। মুক্তা প্রত্যক্ষ বিষয়। অতএব তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব লেখাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

মুক্তা জীবজপদার্থ, আমাদিগের অস্থি কি দন্ত যে রূপ উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ। তড়াগ নদী কিংবা সমুদ্রের গর্ভস্থ শুক্তির উদরে ইহার জন্ম; এবং আশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার অনেক স্থল এই বস্তুর উৎপাদন-প্রযুক্ত প্রসিদ্ধ আছে।

ইহার প্রকৃত পদার্থ চূর্ণ; ফলে যাহা আমাদিগের গৃহের শুক্লতা সিদ্ধ করে, যাহা আমাদিগের তাম্বূলের প্রধান উপকরণ, যাহার সাহায্যে আমাদিগের গৃহ নির্ম্মিত হয়, যাহা হাড়গীল প্রভৃতি পক্ষীর বিষ্ঠার শুক্লত্ব সিদ্ধ করে, তাহাই মুক্তার প্রধান পদার্থ; তাহার সহিত শুক্তির অন্তর্গত শারীরিক পদার্থের সংযোগে মুক্তার উৎপত্তি হয়। এই পদার্থ জন্মকালাবধি স্বভাবতঃ ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে।

পূর্ব্বে গল্প ছিল যে মুক্তা একপ্রকার চেতন-পদার্থ। ইহা অন্য শরীরকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়। উদ্ভবকালে অন্য শরীরী ইহাকে আবরণ করিয়া রাখে, ও যে শরীরী ইহাকে আবৃত্ত করিয়া রাখে তাহাকে শুক্তি কহা যায়। যে শুক্তিকে এই প্রাণী আশ্রয় করে সচরাচর তাহাকে লোকে মুক্তাজননী কহে, পরন্তু ইহা যে মিথ্যা ইহা বলা বাহুল্য। পদার্থতত্ত্বজ্ঞেরা নিরূপিত করিয়াছেন যে শুক্তির আময় বিশেষেই মুক্তা উদ্ভব হয়, উহা অন্য কোন প্রাণি বিশেষ নহে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে শুক্তির দেহমধ্যে কোন ব্যাধি প্রযুক্ত কোন অস্থিসদৃশ দ্রব্যকণা উৎপন্ন হয়, তাহার স্পর্শে শুক্তি বেদনা প্রাপ্ত হয়; ঐ বেদনা উপশমনার্থে শুক্তির দেহহইতে এক প্রকার উজ্জ্বল পদার্থ নির্গত হইয়া তাহাকে আবৃত করে, এবং ঐ আবৃত পদার্থই মুক্তা। এই আবরণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সুতরাং মুক্তা যত প্রাচীন হয় ততই উজ্জ্বলতর ও বৃহৎ হয়। এই বাক্যের এক আশ্চর্য্য প্রমাণ আছে। চীনদেশীয় চতুর লোকেরা ইহা জ্ঞাত থাকায় গোপনে শুক্তি মধ্যে তাহারা বুদ্ধদেবের অতিসূক্ষ্ম তাম্রের মূর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করে, ও কিয়ৎকাল পরে ঐ শুক্তি তুলিলে তন্মধ্যে তাম্রের বুদ্ধমূর্ত্তি মুক্তা পদার্থে আবৃত হইয়া মুক্তার সদৃশ হইয়াছে দেখা যায়। সুচতুর ব্যক্তিরা ঐ মূর্ত্তিসাধারণ লোককে দেখাইয়া বুদ্ধদেব স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া প্রতারণা করে। এই বৃত্তান্তে স্পষ্ট বোধ হয় যে ইহা রোগবিশেষ বটে। ইহাতে ইহাও উপলব্ধ হইবে যে অপরিণত মুক্তা পরিণত মুক্তাপেক্ষা দীপ্তিবিহীন হইবে। যে সকল মুক্তার অধিক জ্যোতি দেখা যায় তাহা প্রায়ই দীর্ঘকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে মুক্তা কোমল মাংসে দীর্ঘকালে পরিণত হয় তাহা বিশেষ আড়ম্বররূপে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

শ্বেত পীত আরক্ত কৃষ্ণ প্রভৃতি সর্ব্ব বর্ণের মুক্তা দেখা যায়। ইহার গঠনও নানা প্রকার হইয়া থাকে। গোলাকার মুক্তা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। আশিয়াখণ্ডের মুক্তা শুভ্র হরিদ্রা ও গৌর-বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের দেখা যায় না। তাহার আকৃতিও সচরাচর গোল কিম্বা অণ্ডের ন্যায় হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকাখণ্ডের পানামা উপসাগরের মুক্তার বর্ণ কৃষ্ণ অথবা ধূসর হয়, ও তাহার আকার প্রায় দীর্ঘ ও চেপটা। যে সকল শুক্তিকে সচরাচর মুক্তাজননীশব্দে নির্দ্দেশ করা যায় তাহাদিগের দীর্ঘতা প্রায় প্রাদেশপ্রমাণ: উপরিভাগ অত্যন্ত দৃঢ় ও কৃষ্ণ ও হরিদ-বর্ণ-বিমিশ্র। মধ্যভাগ রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও নানাবিধ বর্ণের জ্যোতির্বিশিষ্ট।

এক্ষণে সমুদ্রজাত উৎকৃষ্ট মুক্তা যত ইউরোপে নীত হয় তত আর কুত্রাপি নীত হয় না। এই সকল মুক্তা সিংহলদ্বীপের সমুদ্রতীরে ধৃত হয়। এস্থল ব্যতীত আশিয়ার অন্য যে কয়েক স্থলে মুক্তা ধৃত করা হয় তাহাদের নাম যথা, পারস্য উপসাগর, সুলু দ্বীপ নিকটস্থ সাগর, লোহিত সাগর, এবং পাপুয়া দ্বীপের নিকটস্থ সাগর। আমেরিকাখণ্ডে আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে বিশেষতঃ কালিফর্ণিয়া ও নিউজেরসী নামক স্থানে মুক্তা ধৃত হইয়া থাকে।

অনুমিত হইয়াছে যে এই সকল স্থানহইতে বর্ষে ২ তিন লক্ষ মণ মুক্তাজননী ধৃত হইয়া থাকে; তাহাতে প্রতিবর্ষে ষষ্টি লক্ষ শুক্তির প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে সমুদ্রস্থ শুক্তির সঙ্খ্যা যে লাঘব হইতেছে এমত বোধ হয় না। এই ষষ্টি লক্ষ শুক্তির মধ্যে দশাংশের একাংশ শুক্তিতে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায় অপরেতে কোন মুক্তা থাকে না।

সিংহল দ্বীপের যে যে স্থলে মুক্তা ধৃত হয় তথায় বৎসরের অন্য মাস জনপ্রাণী দেখা যায় না; কিন্তু বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই স্থল নানা দিগ্দেশীয় বণিগ্বর্গের অবস্থানে বিশেষরূপে জনতা ধারণ করে; তৎকালে ইহা একটি প্রধান বন্দর হয়। তখন ঐ স্থানে যত প্রকার লোক দেখা যায়, তাহাদিগের বহুবিধ আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা ও পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়।

এই বাণিজ্যটি গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জনগণের তত্ত্বাবধানে আছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ হইয়া থাকে। এই কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা-সম্পাদনজন্য অনেক কর্ম্মচারী ও তরণী নিযুক্ত আছে। তাহা ঐ স্থানে চিরকালই অবস্থান করে। যাহারা ইহার বাণিজ্য জন্য ঐ স্থানে আগমন করে তাহাদিগকে প্রতি বৎসর বংশাদি উপকরণদ্বারা আবাসস্থল নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে হয়।

যে দিন প্রথম মুক্তা ধরিতে যায় তাহার পূর্ব্ব দিনে নাবিকেরা মহা সমারোহপূর্ব্বক দেবাদি অর্চনানন্তর মহা মহোৎসব করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইলে উহাদিগের আর আনন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু কিছু ব্যাঘাত জন্মিলে ডুবুরীদিগের অন্তঃকরণে নানা শঙ্কা উপস্থিত হয়। সে যাহা হউক এক্ষণে মুক্তা কি রূপে ধরিয়া থাকে তাহাই বলা উচিত।

যে সময়ে সূর্য্যদেব সমুদ্রের গর্ভহইতে উত্থান করিয়া কমলিনীর মুখ প্রসন্ন করিয়া লোকমণ্ডলে স্বীয় অসামান্য তেজঃপ্রসারণ করিতে থাকেন, সেই সময়েই নাবিকেরা রত্নাকরের গর্ব্ভে নিঃশব্দে প্রবেশপুরঃসর মুক্তা-প্রসূতিদিগকে বেলাভূমিতে উত্তোলন করে। মুক্তা ধরিতে বহুতর ধীবর তরণী লইয়া সুসজ্জিত থাকে। গবর্ণমেণ্টের পরিদর্শক আসিয়া অতি প্রত্যূষে কামান ধ্বনি করিলে জালজীবীরা আপনাপন অধীনবর্গকে মুক্তা ধরিবার ইঙ্গিত করে। ইঙ্গিত করিবা মাত্র তাহারা ডুবুরীদিগকে সমুদ্রের তলে অবতরণ করায়। এই অবতরণ কার্য্যের সুবিধার্থে প্রত্যেক তরণীতে কর্ণধারের অধীনে বিংশতি জন নাবিক ও এক জন পথপ্রদর্শক থাকে। নাবিকদিগের মধ্যে দশ জন ডুবুরী ও দশ জন গুণ-ধারণ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। দশ জন ডুবুরীর পাঁচ জন পর্য্যায়ক্রমে বিশ্রাম করে। যৎকালে ডুবুরী অবতরণ করে তৎকালে তাহার সহিত জালনিবদ্ধ একটি মঞ্জুষা (ধামা) নামাইয়া দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তির শীঘ্র অবতরণার্থ ও অবস্থান-সুবিধার জন্য এক খানি গুরুভার-বিশিষ্ট প্রস্তরও তাহার সহিত নিমজ্জিত করা হয়। ডুবুরী ঐ প্রস্তর অবলম্বন করিয়া অবতরণ করে, এবং শুক্তি ধরিবার সময় উহার উপরিভাগে পদস্থাপন করে। যে জালনিবদ্ধ ধামা তথায় নীত হয় তাহাতে শুক্তি স্থাপন করে। ঐ ধামায় নিবদ্ধ গুণের এক প্রান্ত ডুবুরীর হস্তে থাকে, অন্য প্রান্ত নৌকাস্থ দুই জন নাবিকে ধরিয়া রাখে। নিয়মিত সময় বিগত হইলে তাহারা ঐ গুণ টানিয়া তদ্দ্বারা মুক্তার সহিত ডুবুরীকে অবিলম্বে তীরে উত্তোলন করে। ঐ ব্যক্তি মুক্তা ধরিবার জন্য এক খানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া যায়, ও উহাদ্বারা শুক্তি ছেদন করে। ছুরিকা লইবার আরও একটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। সমুদ্রগর্ভে হাঙ্গরের প্রাদুর্ভাব অধিক; উহারা মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। ছুরি সঙ্গে থাকিলে সে আপদের প্রতীকার হইতে পারে; কারণ একটী হাঙ্গর বিনষ্ট হইলে আর কোনটী মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। কখন কখন শুক্তিসমূহ সমুদ্রগর্ভে এমত সংলগ্ন থাকে যে উহা হস্তদ্বারা গ্রহণ করা যায়

না। ঐ অবস্থায় ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া উহাদিগকে ধরিতে পারা যায়। অতি সুদক্ষ ডুবুরী ৫ বা ৬ মিনিট কাল জলে থাকে; কিন্তু সাধারণতঃ ডুবুরীরা দুই মিনিটকাল জলের মধ্যে অবস্থিতি করে, পরন্তু এতদ্রূপ সঙ্ক্ষেপ কালের মধ্যে ঐ ব্যক্তিরা বহুসঙখ্য মুক্তাপ্রসূতি সঙ্গ্রহ করিয়া থাকে। এই কার্য্য বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন হয়। যে সময়ে গবর্ণমেণ্ট-নাবিকেরা ঘণ্টা ধ্বনি করে তৎকালে সকলেই স্বকার্য্যহইতে বিরত হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে কোন দলের কোন ডুবুরীর কোন রূপ বিঘ্ন ঘটিলেও সে দিন কার্য্য একেবারে বন্ধ থাকে। বিঘ্নবিনাশ-নিমিত্ত সিংহল-দেশের মন্ত্র-বিদ্যাবিশারদ কামিনীগণ ডুবুরীদিগকে মোহনীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দেয়। ডুবুরীরাও আত্মবিনাশহইতে নিস্তার-প্রাপ্তির জন্য উহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে যে তাহাদের কোন উপকার হয় এমত বোধ হয় না। নৌকাসমূহ তীরে উত্তীর্ণ হইলে মুক্তাশুক্তিসকল স্তূপাকারে রাখা হয়, এবং ঐ শুক্তির মাংস পূতীভূত হইলে মুক্তা পৃথক্ করা হয়। অতঃপর বণিকেরা ঐ পৃথক্কৃত মুক্তা ক্রয় করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করে।

ইউরোপীয়দিগের নিকট শুভ্র বর্ণের মুক্তা বিশেষ আদরণীয়। এতদ্দেশের লোকেরা পদ্মাভ ও চম্পকবর্ণবিশিষ্ট মুক্তাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। যে মুক্তা সাত বৎসরে পরিণত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট।

অপক্ব মুক্তা ধৃত করিলে সমুদায় মুক্তাবীজ ধ্বংস হইয়া যায়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এক বার গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধারক সিংহলে অপক্ব মুক্তা ধরিয়াছিল। তদবধি তথায় বিংশতি বৎসর মুক্তা জন্মে নাই। পরে ১৮৫৭ অব্দ অবধি প্রতি বৎসর যে মুক্তা ধৃত হয় তদর্থে দুই লক্ষ টাকা করিয়া গবর্ণমেণ্ট পাইয়া আসিতেছেন।

পারস্য খাড়ীতেও এই প্রকারে মুক্তা ধরা যায়। পূর্ব্বকালে মাস্কটের রাজা বিশিষ্টরূপ মুক্তা-লাভের জন্য ঐ স্থলের রাজাকে কর দিতেন; কিছু কাল ঐ স্থলের বাণিজ্য পর্ত্তুগিজদিগের অধীন ছিল। এক্ষণে ঐ স্থল পারস্য রাজের অধিকারে আছে। ঐ স্থানকার মুক্তা "বোম্বাই মুক্তা" নামে বিক্রীত হয়। ঐ মুক্তার মূল্য সিংহলদেশীয় মুক্তার অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

পানামা, কালিফোর্ণিয়া ও মেক্সিকো দেশহইতে অন্য দেশে অপর্য্যাপ্ত-পরিমাণে মুক্তা নীত হয়। স্কটলণ্ড, জর্ম্মণী, ফ্রান্স, সুইডেন ও রুশিয়া দেশে যে অল্প পরিমাণে মুক্তা উৎপন্ন হয় তাহা "স্কচ" মুক্তা নামে বিক্রীত হয়।

বৃহৎ মুক্তা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; এক শত রতিকা পরিমাণ মুক্তা ভূমণ্ডলে তিন চারিটী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। স্পেনের চতুর্থ ফিলিপের নিকট তদ্রূপ একটী উৎকৃষ্ট মুক্তা ১৬২০ অব্দে নীত হয়; উহার মূল্য ষষ্টি সহস্র মুদ্রা। যে সকল মুক্তা শুভ্র, সর্ব্বতোভাবে গোল, জ্যোতিবিশিষ্ট, চিক্কণ, ও কলঙ্ক কিম্বা রেখাদিপরিশূন্য, তাহাই ইউরোপীয় মণিকারের নিকট বিশেষ আদরণীয়। এক রতি পরিমাণ মুক্তা অপেক্ষা দুই রতি পরিমাণ মুক্তার মূল্য চতুর্গুণ অধিক। তিন-রতি-প্রমাণ মুক্তার মূল্য ষোড়শ গুণ অধিক। এই প্রকারে পরিমাণভেদে মুক্তার মূল্য ক্রমে অধিক হয়।

[Luring the Hawk. From Reidinger]

শ্যেন মৃগয়া।

শ্যেন-মৃগয়া।

শ্যেন পক্ষীর অবয়ব ও লক্ষণ দৃষ্টে তাহাকে তাবৎ তির্য্যগ্‌বর্গের মধ্যে আখেটন-বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আশু প্রতীয়মান হয়। ইহা বহু পরিশ্রমে মনুষ্যের বশীভূত হইয়া থাকে; কিন্তু এক বার বশতাপন্ন হইলে প্রায় প্রতিপালকের সহবাস পরিত্যাগ করিতে উৎসুক হয় না। তথা নভশ্চর পক্ষীসকলের শীকার-করণার্থ ছাড়িয়া দিলে ঐ পক্ষীর প্রাণ বিনষ্ট করত পুনর্ব্বার প্রত্যাগমনে পরাঙ্মুখ হয় না।

বাজপক্ষীর এই অসাধারণ গুণবশতই তাহা মৃগয়ানুরাগী লোকদিগের পরমপ্রেমাস্পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বকালে শবর কিরাত প্রভৃতি অধম জাতিরা শিকারী বাজদ্বারা পক্ষ্যাহরণ করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সংস্কৃতগ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং অদ্যাপিও ভারতবর্ষের অনেক অংশে বেদে নামক জাতিমধ্যে জীবিকাহরণের তাদৃশ উপায় শ্যেন পক্ষী আদরণীয় আছে। পরন্তু প্রাচীন

ভদ্র হিন্দুরা শ্যেন পক্ষীর সাহায্যে মৃগয়ানু-রক্ত হইতেন এমত কোন প্রমাণ নাই। ফলে ইহা ভদ্রের উপযুক্ত ক্রীড়া বলিয়া গণ্য ছিল না। পারস আরব ও তুরুস্ক দেশে অদ্যাপি পরীতে শ্যেন-মৃগয়া ভদ্রের উপযুক্ত ক্রীড়া বলিয়া গণ্য আছে, এবং তদ্দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা তাহাতে বিশেষ অনুরক্ত আছেন। তথা তাহাদের অনুকরণে পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন ভদ্র হিন্দুও ইহার অনুসরণ করিয়া-ছেন। সে যাহা হউক, ইউরোপখণ্ডে ইহা একদা অত্যন্ত সমাদরণীয় ছিল; এবং রাজা ও শ্রেষ্ঠকল্প লোক ব্যতীত আর কেহই বাজ পক্ষী গৃহে রাখিতে পারিতেন না। কোন সা-মান্য লোক গোপনে শ্যেন প্রতিপালন করিলে প্রকাশ হইবামাত্র অত্যন্ত দণ্ডনীয় হইত। শ্যেন-মৃগয়া তত্রত্য রাজাদিগের অত্যন্ত কৌতুকজনক ক্রীড়া বলিয়া বিখ্যাত ছিল; এবং তাহা ধনী ব্যক্তিমাত্রেরই মুখ্যকর্ম্ম ও কালহরণের উপায় বলিয়া অনেকে ব্যঙ্গও করিত। বাস্তবিক প্রসি-দ্ধই আছে যে কি উদগ্রমতি যুবা কি অশীতিপর বৃদ্ধ সকলেই ইহার প্রতি তুল্যানুরাগ প্রকাশ করিতেন। রাজমহিলারাও শ্যেনপক্ষীদ্বারা শি-কার করণে প্রফুল্লচিত্তা হইতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে চীনদেশে মহামহোপা-ধ্যায় পণ্ডিতবৃন্দের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের লক্ষণ-স্বরূপ করশাখাগ্রে সুদীর্ঘ নখর রক্ষা করা যাদৃশ চিরপ্রসিদ্ধ রীতি, তদ্রূপ ইউরোপীয় মান্য ব্যক্তি-দিগের মুষ্টির উপর একটী বাজপক্ষী না থাকিলে লোকসমাজে তাঁহাদিগের কোন ক্রমেই ভদ্রতা রক্ষা হইত না। তৎপ্রযুক্ত প্রাচীন সময়ে বাজপক্ষী হস্তে করিয়া অনেক ভদ্র লোক গির্জাতেও গমন করিতেন। ভজনা কালে ঐ সকল পক্ষীর কঠোর চীৎকারে শ্রুতি আকুল ও চিত্ত ব্যাকুল হইলেও [illegible] [illegible] প্রথার [illegible] কি না কি প্রাচ্য [illegible] [illegible] ছিলেন না।

প্রবাদ আছে যে [illegible] পক্ষী-শিকার করিবার প্রথা [illegible] পূর্ব [illegible] ইং-লণ্ডের উত্তরাংশবর্তীর [illegible] [illegible] নাই। প্রাচীন [illegible] [illegible] অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিত; কিন্তু তাহারা বাজ পক্ষীকে উত্তম রূপে শিক্ষিত করিতে পারিত না; তজ্জন্য তদ্দেশীয় কোন [illegible] [illegible] মধ্যে এক প্রকার [illegible] কতকগুলি প্রতিপালিত বাজপক্ষী সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] এতৎ ক্রীড়ায় বিশেষ উন্নত থাকিত; [illegible] জর্ম্মণী, ডেন্মার্ক, এবং প্রভৃতি দেশেও ইহার সম্যক্ প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবদন্তী আছে যে যৎকালে [illegible] ইংলণ্ড [illegible] আ-ক্রমণ করে তখন ইংলণ্ডীয় লোকেরা বাজদ্বারা শিকার-বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম পরিজ্ঞাত হই-য়াছিল। কিন্তু একাদশ খ্রীষ্টাব্দে ডেন্মার্ক ও নর্বের অধিপতি ক্যেনিউট ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবায় তিনি এতৎ ক্রীড়ার পরম প্রতি-পোষক হইয়াছিলেন। তাঁহার আধিপত্যকালে এতৎ-ক্রীড়া-সম্বন্ধে কোন বিশেষ শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল না। তৎপর নর্ম্মাণ্ডীর অধিপতি উইলিয়ম ইংলণ্ডদেশ পরাভূত করিলে এইরূপ নিয়ম স্থাপিত হইয়াছিল যে মান্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে শ্যেন পক্ষী প্রতিপালন করিতে পারিত না। তৎকালের নর্ম্মাণ-বংশের আত্মগরিমায় ইংলণ্ডীয় লোকেরা ক্রীতদাস অপেক্ষাও অত্যন্ত হেয় হইয়া তাহাদিগের প্রভুত্ব বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে নর্ম্মাণ-বংশেরা ধনাঢ্য লোকেরা বিজিত ইংলণ্ডবাসিদিগের প্রাণ-সংহারও কোন মতে অপকর্ম্ম জ্ঞান করিত না।

[illegible] পক্ষী এক [illegible] [illegible] [illegible] বিরুদ্ধ হইয়াছে। তথাপি কোন কোন দেশীয় বাজ [illegible] বশীভূত হয় না। তজ্জন্য তুর্কীয় [illegible] এ বিষয়ে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছি-লেন যে কোন ব্যক্তি পক্ষীদিগের বাজ দূর করিলে [illegible] [illegible] প্রকাশ করিবে।

[illegible] প্রাচীন পুরোহিতেরা হস্তে বাজ-পক্ষী ধারণপূর্ব্বক [illegible] পক্ষিশিকার করিয়া ভ্রমণ করিতেন, তথাপি তাঁহাদিগের মর্য্যা-দার বিশেষ হানি হইত না। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ [illegible] কবি [illegible] [illegible] "কান্টরবরীর [illegible]" নামক কাব্যে এক যাজকের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তিনি উত্তমরূপে ঘো-ড়ায় চড়িতে পারিতেন, এবং শ্যেন-শিকার করি-তেও বিলক্ষণ পটু ছিলেন।"

শ্যেনপ্রতিপালকেরা যে যে উপায়দ্বারা বাজপক্ষিকে সুশিক্ষিত করিত তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। শিকারের স্থূল বিব-রণ এই যে মৃগয়ার্থীরা বাজের চক্ষু অবরুদ্ধ করত তাহাকে হস্তোপরি বসাইয়া ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেন, এবং সম্মুখে বক সারস কপোত প্রভৃতি পক্ষী উড্ডীয়মান দেখিলেই বাজের চক্ষুর আবরণ বিমুক্ত করত তাহাকে তৎপ্রতি প্রেরণ করিতেন। বাজ মুক্ত হইবামাত্র মৃগব্য পক্ষীর প্রতি ধাবন করে, এবং অবিলম্বে তা-হাকে ধৃত করত স্বামির নিকট প্রত্যাগমন করে। যে বাজ ত্বরায় প্রত্যাগমন না করে তাহাকে পক্ষ্যাকৃতি কতকগুলি পালক একটা রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া তাহা এক ডণ্ডের অগ্রে বদ্ধ করত দেখাইতে হয়। তদ্দৃষ্টে সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করে, মুদ্রিত চিত্রে এই প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। শিকারকালে শিকারার্থী ব্যক্তির সঙ্গে একটী স্থূল সুদীর্ঘ যষ্টি থাকিত। তৎসাহায্যে উক্ত ব্যক্তিগণ নালা ও ক্ষুদ্র ঝোপ উল্লঙ্ঘন করত পক্ষীর পশ্চাতে ধাবিত হইত। কিংবদন্তী আছে যে অষ্টম হেনরী একটী প্রণালী-লঙ্ঘন-কালে পঙ্কের হ্রদে নিপতিত হইয়া মুমূর্ষু-দশাপন্ন হইয়াছিলেন। এলিজেবেথ্ পরম বিদ্যা-বতী ও বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে ইংলণ্ডে জ্ঞানচর্চ্চার অশেষ উন্নতি হইয়া-ছিল, তথাপি তিনি সহবর্ত্তিনী কামিনীগণের সঙ্গে শ্যেন-শিকারে গমন করিতে অত্যন্ত অনু-রক্তা ছিলেন।

শের ছটাক ও পোয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি।

পাঠকবৃন্দ সকলেই জ্ঞাত আছেন যে পশুর চারি পদ; তদ্দৃষ্টান্তে শ্লোকের চতুর্থাংশকে "পদ" বলা যায়। তাহাহইতে অপর কোন পদার্থের চতুর্থাংশের নাম পাদ হয়। সেই পাদের উচ্চারণ অপভ্রংশ করিয়া "পোয়া" হইয়াছে। পরন্তু শের ও ছটা-কের ব্যুৎপত্তি তদ্রূপে নিষ্পন্ন হয় না। এ বিষয়ে অন্য অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। তৎসাহায্য এই রূপ দৃষ্ট হইয়াছে যে প্রাচীন কালে এতদ্দেশে গুঞ্জা বা কুচ বা রতীই সকল মানের মূল ছিল। সেই প্রকার দুই শত গুঞ্জায় এক টঙ্ক হইত; তাহার অপভ্রংশে "টাক" এবং অধুনা "টাকা" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দুই শত গুঞ্জায় এইক্ষণকার ১৪৩ যব পরিমাণ হয়, এবং তদ্রূপ ৬ টঙ্কে যে পরিমাণ হয় তাহার নাম "ছটাক" অর্থাৎ ৬ টাকা পরিমাণ। এইক্ষণকার টাকার পরিমাণ ১৮০ যব, তাহার পাঁচ টাকার যে পরিমাণ হয় পূর্ব্বকার ৬ টাকায় প্রায় তাহাই

হইত, এই প্রযুক্ত এইক্ষণকার ছটাক পাঁচ টাকার সিদ্ধ হয়। অপর পূর্ব্ব কালিক টঙ্ক বা টাকার এক শতে যে পরিমাণ হইত তাহার নাম "শতক" সেই শতকের অপভ্রংশে শের হইয়াছে।

ইটায়া।

গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে যমুনার সুরম্য তটহইতে তন্নিকটস্থ ইটায়া জেলার গ্রাম্যশোভা সন্দর্শন করিলে অনুমান হয় যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সৌভাগ্যশ্রী ভোগাসক্ত রাজাদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া ঐ অপূর্ব্ব প্রদেশে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যেহেতু তাদৃশ রমণীয় স্থান ভারতবর্ষে অধিক দৃষ্ট হয় না; প্রায় ভূমণ্ডলের তাবৎ স্বাভাবিক সুন্দর পদার্থ ঐ স্থানে একাধারবর্ত্তী হইয়া আছে। তজ্জন্য ইটালীদেশস্থ কাম্পেনিয়ার রম্য উপবন ইহার উপমাস্থল হইবে। অধিকন্তু যাঁহারা ইটায়ার রম্য-কাননমধ্যে বসন্তকালে বিহার করিয়াছেন, বোধ করি, তাঁহারা রোমানদিগের বিনোদস্থল কাম্পেনিয়ার বায়ু-সন্তোগার্থ কদাপি উৎসুকান্বিত নহেন। যাহা হউক, মোগল সম্রাড্দিগের আধিপত্যকালে উক্ত জেলা যাদৃশ ঋদ্ধিমন্ত ছিল, অধুনা তল্লোপাপত্তিহেতু ইহার পূর্ব্ব গরিমার অনেক হ্রাসতা হইয়াছে। অধুনা পূর্ব্বসম্পদের কেবল কয়েকটী চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যমুনাঘাট সর্ব্বাগ্রগণ্য। ঐ ঘাটের এক পার্শ্বে একটী মনোহর দেবালয় এবং অন্যান্য কতক গুলি প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। কথিত মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অনেক গুলি মনোহর বৃক্ষরাজি দৃষ্ট হয়; তাহার প্রচ্ছায় তল গ্রীষ্মকালে অতিশয় শীতল বোধ হয়। তজ্জন্য নিদাঘ-দিবসের মধ্যেই [illegible] ঐ স্থানে আসিয়া [illegible] পারে। কোন সময়ে ঐ স্থানে [illegible] হইয়াছিল [illegible] হয় নাই। [illegible] টের উপরে একটী ক্ষুদ্র [illegible] উহা [illegible] কিন্তু ঐ স্থানে [illegible] কেবল [illegible] দৃষ্ট হয়।

তত্রত্য ভূমিসকল, [illegible] বর্ষাকালে [illegible] জল উচ্ছলিত হইয়া [illegible] আবৃত করে, [illegible] ভূমির উৎপাদিকা শক্তির আধিক্য হয়। কোন কোন স্থান নিবিড় বনে আচ্ছন্ন; তন্মধ্যে মনুষ্যের গতায়াত নাই। চিরস্থায়ী জন্তুসকল ঐ অরণ্যমধ্যে বাস করে। প্রবাদ আছে যে তত্রত্য লোকেরা রজনীকালে প্রায় বাটীর বহির্ভূত হয় না। যেহেতু লোকালয়হইতে উল্লিখিত বন দূরবর্ত্তি নহে; এবং গ্রীষ্মকালে আরণ্য-জন্তুসকল বনহইতে বহির্গত হইয়া লোকালয়ের অদূরবর্ত্তী উদ্যানের মধ্যে নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে, ও দ্বারের কবাট আবদ্ধ না থাকিলেই অনায়াসে মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। অপর শজারু, ঘোগ, প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তু উদ্যানমধ্যে নিয়ত ভ্রমণ করে, এবং তত্রত্য শস্য, নবীন তরু সকল বিনষ্ট করে। কিন্তু এ তদপেক্ষা ভয়াবহ তক্ষক ও বন্য বিড়াল। যেহেতু উহারা গৃহের মটকার মধ্যে বাসা করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন প্রায় সকল গৃহীলোকেরা গৃহের অভ্যন্তরে একটী চন্দ্রাতপদ্বারা উপরিভাগ আবৃত না করিয়া বাস করিতে পারে না।

এতৎ জেলার মধ্যে বিবিধ জাতীয় সুচিত্রিত বিহঙ্গ দৃষ্ট হয়; ঐ সমস্ত বিহঙ্গের লাবণ্য আমেরিকার পরম সুন্দর তির্য্যক্শ্রেণীকে পরাভব করিয়াছে। এ স্থানে রক্ত, পীত, হরিৎ,

ইটায়া।

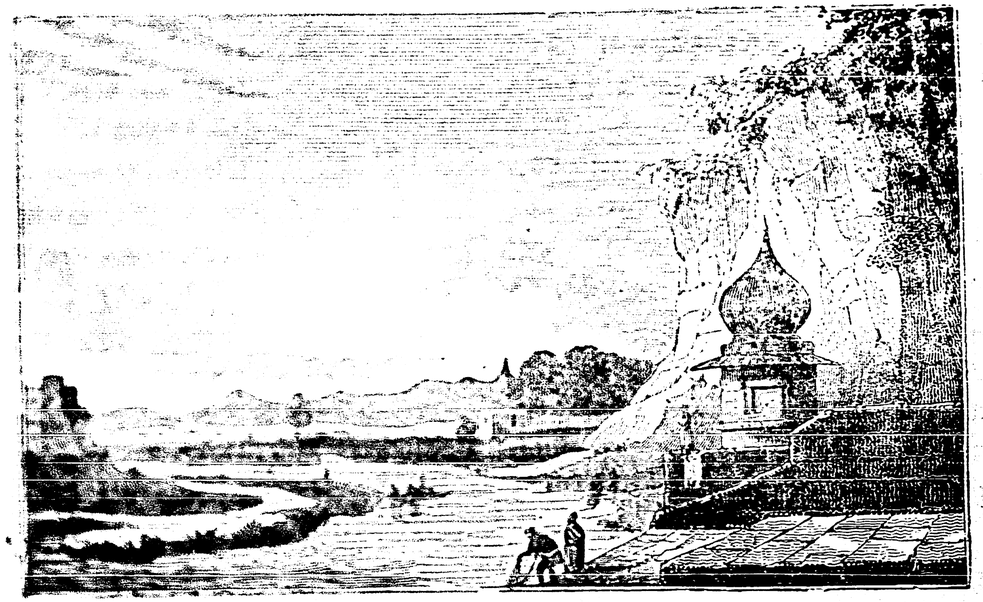

সর্ব্ব বর্ণেরই কপোত দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের পতত্রিকুল কাননের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে।

অপর ইটায়া জেলার মধ্যে পুষ্পেরও বাহুল্য আছে। সুপ্রসিদ্ধ করবীর পুষ্পের মনোহারিতায় কমলিনীও লজ্জিতা হয়। উহার সুগন্ধি বহুদূর ব্যাপক বলিয়া উহা পুষ্পরাজ নামে খ্যাত। উহা প্রভাতকালে বিকশিত হইয়া বন আমোদিত করে। ইহার বর্ণ রক্তশ্বেত প্রভৃতি বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। বাবলা বৃক্ষেরও এতৎপ্রদেশে প্রাধান্য দেখা যায়। উক্ত জেলায় লজ্জাবতী লতাও বহুল উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালী পাঠকদিগকে এতল্লতার বিশেষ-গুণ-গোচরার্থ সম্যক্ প্রয়াস পাইবার আবশ্যকতা নাই, তথাপি বিদেশীয় পাঠকবৃন্দের চিত্তমোদনার্থে কোন সুকবিপ্রণীত এক পাদ কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃতপ্রায় পর পরশনে।"

ইটায়া জেলামধ্যে ঐ রূপ আর এক জাতীয় বৃক্ষ জন্মে। কিন্তু তাহা প্রোক্ত লতাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে। উহার কুসুম প্রভাতে প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের ন্যায় হইবার সময়ে সম্যক্ শ্বেতাভ উপলব্ধ হয়। ফলতঃ তাদৃশ শ্বেত বর্ণ দুই ঘণ্টা কালবিলম্বে আলক্ত বর্ণে পরিণত হয়, এবং ততোধিক বিলম্বে সম্পূর্ণ লোহিত বর্ণ প্রতীয়মান হয়। তাল, নীম, অশ্বত্থ প্রভৃতি উন্নত পাদপদ্বারা গ্রামভূমি সর্ব্বক্ষণ নিবিড় বোধ হয়। কিন্তু উদ্যান বিহারার্থ প্রধান কল্প লোকদিগের আশ্চর্য্য রম্য উপবনও বহুতর দৃষ্ট হয়। যমুনার সুনীল সলিলোপরি প্রাতঃকালীয় অর্কের রশ্মিজাল প্রকটিত হইলে তন্মধ্যে নীলকান্তমণি প্রভাপ্রায় অলৌকিক কান্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

এই পুষ্পসদৃশ বিবিধ বর্ণে সুচুষিত মরকত কান্তিবৎপতঙ্গশ্রেণীও অনেক দৃষ্ট হয়। ইহারা নানা বর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে চারু-চিত্রিত-কান্তি প্রজাপতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য।

হিন্দু নৃপতিবৃন্দের আধিপত্যকালে ইটায়া জেলা কান্যকুব্জ-রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। কিন্তু মোগল-সম্রাজ্য-কালে ইহা একটী স্বতন্ত্র "সুবা" বলিয়া পরগণিত হয়। মোগল-আধিপত্য লোপ হইলে অযোধ্যার নবাবদিগেরই তাহা অধীন হয়; এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মাকুইস্ ওয়েলেস্‌লী অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলীর নিকটহইতে উহা সর্ব্বাদৌ স্বায়ত্তগত করেন। তদবধি উহা ব্রিটিসাধিকারের সীমাভুক্ত হইয়াছে। ইহা আগরা নগরহইতে ছাব্বিশ ক্রোশ দূরে স্থিত।

যমুনাই ইটায়া রাজ্যের প্রধান নদী। তাহার উৎপত্তি-স্থান হিমালয়ের যমুনেত্রী-পর্ব্বত-শিখর, ইহা ঐ শৃঙ্গহইতে উদ্ভূত হইয়া মসুরী, সাহারণপুর, থানেশ্বর, পানিপাত, দিল্লী, আগরা, কালপী প্রভৃতি নগর পর্য্যটন করত প্রয়াগে গঙ্গা ও সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া যুক্তবেণী সম্পন্ন করিয়াছে। ইহার ব্যাস ৭৮০ জ্যোতিষী ক্রোশ। যমুনাগর্ভে অনেক গুলি সৈকত দ্বীপ আছে; কিন্তু তাহা বর্ষার জলাধিক্যে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। প্রসিদ্ধ আছে যে যমুনায় প্রচুর মৎস্য জন্মে, কিন্তু তাহা সুস্বাদ নহে এই প্রযুক্ত ভদ্র লোকদ্বারা ব্যবহৃত হয় না।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

নি[illegible] একখানি [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছি:

১। "[illegible]" [illegible] শ্রীকৃষ্ণ[illegible] চক্রবর্ত্তী প্রণীত। [illegible] খানি [illegible] ইহার [illegible] হইতে পারেন।

২। "[illegible]। শ্রীমতী [illegible] অনুবাদিত।" এই ক্ষুদ্র [illegible] ইতিহাস [illegible] একটী সুপ্রসিদ্ধা রমণীর জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে; [illegible] মনোরঞ্জন ও জ্ঞানবর্দ্ধন হইতে পারে, বিশেষতঃ ইহা একটি সুশিক্ষিতা বঙ্গদেশীয় রমণী কর্ত্তৃক রচিত, অতএব ইহা আমাদের অবশ্য সমাদরণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার রচনা কোন মতে নিন্দনীয় নহে; অনেক সুশিক্ষিত পুরুষে ইহার রচয়িতা হইলে প্রশংসাভাজন হইতেন।

৩। "মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল," এই মান্যা লণ্ডননগরীয়া এক রমণী পীড়িত ব্যক্তির উপকারার্থে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং কএক বৎসর হইল ইংরাজ ফরাসী ও রুষীয়দিগের তুমুল যুদ্ধের সময় অসমসাহসিকতা-প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া আহত ও পীড়িত ইংরাজী সৈন্যের সুশ্রূষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত অপূর্ব্ব উপন্যাস; তাহার পাঠে বঙ্গাঙ্গনারা অবশ্য সদুপদৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

[illegible] পর্ব্ব। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩১ খণ্ড

হাইদরাবাদের ইতিহাস।

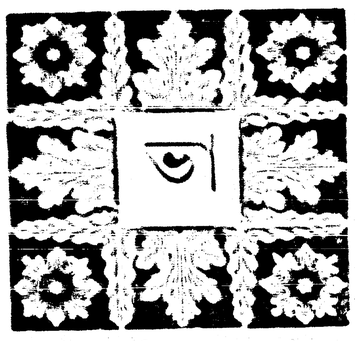

ভারতবর্ষে যবনাধিপত্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণ দেশে কর্ণাট, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। ঐ প্রভাবান্বিত জনপদমধ্যে ভিন্নদেশীয় অধিপতির শাসন-প্রণালী প্রচলিত হইবে ইহা কদাপি বোধ হইত না। পরন্তু ভারত-বর্ষের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তাচলশায়ী হওয়াতে যবনেরা তদ্দেশ অধিকৃত করত প্রাচীন-হিন্দু-রাজপাটসকল উন্মূলন করে, এবং ঐ সমস্ত বিধ্বস্তীভূত জনপদস্থানে যবন রাজ্য স্থাপিত করে। তদ্বশতই হিন্দু সাম্রাজ্যের পুরাবৃত্ত অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ রূপ অবস্থা সর্ব্বত্র ঘটে নাই। যেহেতু জয়কারী সম্রাড়্গণের মধ্যে কোন কোন সহৃদয় যবন অধীশ্বরের সদাশয়তা ও আনুকূল্যবশতঃ মুসলমান-ইতিহাসবেত্তাগণ অস্মদীয় মাতৃভূমির পুরাবৃত্ত কিয়দংশ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যদিও তাঁহারা স্বজাতি-পক্ষপাতিতা হেতু কোন কোন ঘটনার স্বরূপবর্ণনে বিরত হইয়া স্ব স্ব গ্রন্থকে দূষিত করিয়াছেন। অন্যত্র প্রকৃত আখ্যান না পাওয়া হেতু তিমিরাবৃত রাখিয়াছেন ও কোথাও বা সত্যের অভাবে কাল্পনিক ব্যাপার বর্ণনাদ্বারা সত্যের অপলাপ করিয়াছেন; তথাপি অধুনা তাঁহাদেরই গ্রন্থ পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ীদিগের ঐতিহাসিক-ঘটনা-সমালোচনের এক প্রধান উপায় বলিয়া অবশ্যই মানিতে হইবে; যেহেতু তদ্ভিন্ন এতদ্দেশে অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুপ্রসিদ্ধ যবন-ইতিহাসবেত্তা ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে গোদাবরী ও কৃষ্ণা-নদীর মধ্যবর্ত্তি জনপদ পূর্ব্বকালে তৈলঙ্গ-রাজ্য-নামে খ্যাত ছিল। অপর তিনি লিখিয়াছেন যে ১১২৪ সংবতে এক পরাক্রান্ত মহীপাল বরঙ্গল নাম নগরে তৈলঙ্গের প্রাচীন রাজপাট সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালে বরঙ্গল, নীলখণ্ড, মধুকা এবং গোলখণ্ড তৈলঙ্গের প্রধান নগর ছিল। উল্লিখিত তৈলঙ্গ রাজ্য অন্ধ্র ও কলিঙ্গ রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইত। তৎকালে দক্ষিণদেশে অন্ধ্ররাজ্যের নৃপতিগণ অন্ধ্ররাজনামে বিশেষ বি-

খ্যাত ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে একদা সমস্ত ভারতবর্ষে অন্ধ্রনৃপতিবর্গের প্রভাব সম্যক্ ব্যাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা না হইলেও তাঁহারা যে বিশেষ পরাক্রমশালী পৃথ্বীপাল ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই; কেবল ভারতবর্ষে পুরাবৃত্তের অভাববশতই তাঁহাদের কীর্ত্তিঘোষক ইতিহাস-গ্রন্থের অভাব হইয়া থাকিবে।

আইন আক্‌বরী-নামক গ্রন্থে তৈলঙ্গ-রাজ্য বিরার শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিরার শব্দ সমস্ত তৈলঙ্গ রাজ্য বোধক নহে। যেহেতু আকবর পাদশাহ সমস্ত তৈলঙ্গ জনপদ জয় করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার সভাসদ আবুলফজল তন্নিমিত্তই বোধ হয় প্রকৃষ্টরূপে কলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার না করিয়া বিরার শব্দই লিখিয়া থাকিবেন।

তৈলঙ্গ শব্দ এক স্বতন্ত্রজাতির নাম। তাহাদিগের এক স্বতন্ত্র ভাষা আছে; তাহা ভারতবর্ষীয় অপরাপর ভাষার ন্যায় সংস্কৃতের অপভ্রংশ নহে। পূর্ব্বকালে তাহা কলিঙ্গভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এবং মহারাষ্ট্রীয় জনপদের পূর্ব্বসীমাহইতে কর্ণাটকরাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত উক্ত ভাষা প্রচলিত হয়। যবনদিগের এতদ্দেশে আগমনাবধি কথিত রাজ্য "তেলিঙ্গানা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; এবং তদপভ্রংশে "তেলেঙ্গা" নাম অধুনা সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রাচীন ইউরোপীয় লোকেরা তৈলঙ্গীয় অথবা কলিঙ্গ-লোকদিগকে ইংরাজী সৈনিকের বেশ দিয়া আপনাদিগের সৈন্যকর্ম্মে প্রথম নিযুক্ত করে, এই প্রযুক্ত দেশীয় সৈন্যদিগকে লোকে তেলেঙ্গা কহিত। ইংরাজেরা কথিত দেশের সাধারণ লোকের নাম "জেণ্টু" উল্লেখ করিত। কিন্তু উল্লিখিত শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃতমূলক নহে।

প্রসিদ্ধ আছে যে ১২৩০ শকাব্দে দিল্লীস্থ সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ তৈলঙ্গরাজ্যের রাজপাট অধিকৃত করণার্থ যবনসেনার [illegible] অবধি [illegible] করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেনাপতির [illegible] যে পরাভূত হইয়া [illegible] হইয়াছিল। অনন্তর ১৬০০ শকাব্দে [illegible] নামা এক যবনভূপতি পুনর্বার তৈলঙ্গ রাজ্য জয় করেন। কিন্তু তিনি উক্ত দেশ চিরকাল স্ববশে রাখিতে পারেন নাই; যেহেতু ঐ যুদ্ধের কিয়ৎ কাল পরে [illegible] হিন্দুভূমিপালেরা যবন ভূপতিকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে রাজ্যহইতে দূরীভূত করেন। তাঁহাদিগের বাহুবলে যবনেরা তৎকালে পরাভব স্বীকার করত প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু কিয়ৎ শতাব্দীর পরে তদ্বংশধরগণ জন্মভূমির [illegible] একবারে পরাঙ্মুখ হওয়াতে যবনেরা পুনর্বার তৈলঙ্গ-রাজ্য আক্রমণে সচেষ্ট হইল। সেই চেষ্টায় এতদ্দেশীয় হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধমতাবলম্বি-জৈন-সম্প্রদায়স্থ ভূপালবর্গ সহায়তা করাতে যবনেরা সমধিক উৎসাহান্বিত হইয়াছিল।

কিংবদন্তী আছে যে ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে তত্রত্য মহারাজা কোন গুপ্তশত্রুদ্বারা নিহত হইলেন। দক্ষিণদেশের সুলতান মহম্মদশাহ বহমনী * এ সুযোগে তদ্দেশ আক্রমণার্থ নিজ সেনাপতি আজিম খাঁকে প্রেরণ করিলেন। আজিম খাঁ উক্ত রাজ্যে সসৈন্যে আগমন করিলে হিন্দুরা যবনদিগকে প্রতিরোধ-করণার্থ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা নিঃসহায় ছিলেন; তজ্জন্য কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর যবনেরা জয়লাভ করিল। এই রূপে তৈলঙ্গ রাজ্য স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত হইয়া বিদেশীয় যবনদিগের অধীনতায় আবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু উহা

* প্রবাদ আছে যে প্রাচীন সময়ে এক যবন ভৃত্য কোন ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওত ক্রমে অশেষ সম্পদের অধিকারী হন। তৎপর তাঁহাহইতে দক্ষিণ দেশের বিশাল বহমনী রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। বহমনী শব্দ উপরোক্ত ব্রাহ্মণ শব্দহইতে ব্যুৎপন্ন।

অন্যান্য কোন যবনরাজই অধীনে চিরকাল স্থায়ী হয় নাই, যেহেতু [illegible] প্রবল পরাক্রান্ত [illegible] নিকট তাহার [illegible] [illegible] সাম্রাজ্য [illegible] হইয়া পড়িল, এবং উহার প্রধান অমাত্য আমীর [illegible] শাহ বহমনীর অধীশ্বরকে কারারুদ্ধ করাতে ঐ বৃহৎ সাম্রাজ্য পাঁচটী অংশে বিভক্ত হইয়া আদিল শাহী, কুতব শাহী, অহম্মদ শাহী, নিজাম শাহী, বিরিদ শাহী নামে দক্ষিণ দেশে প্রবল পাঁচটী রাজ্য উৎপন্ন করে। তন্মধ্যে তৈলঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কুলীকুতব শাহ গোলখণ্ড-নামে যে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাই কুতব শাহী রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। পরন্তু তাহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, যেহেতু ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব তাহা অধিকৃত করত তত্রত্য ভূপতিকে কারাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; এবং ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহাতেই কুতব শাহী রাজ্য শেষ হইয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে কুলিকুতব নামা এতদ্বংশীয় কোন নব্য ভূপাল তৈলঙ্গ-রাজ্যের নাম লোপকরণার্থ বাঘনগর-নামক স্থানে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এক নগর স্থাপন করেন। ঐ নগর অধুনা হাইদরাবাদ নামে খ্যাত হইয়াছে।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইল যে ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী মোগল সম্রাট্ একান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইলেন; এবং তাঁহার অধীনস্থ প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সুতরাং ঐ অবকাশে বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়া যথাভিমতে কার্য্য করাতে কেহই তাহার বিরোধী হইল না। তন্নিমিত্ত ঔরঙ্গজেবের বিশাল সাম্রাজ্য অনেক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য সমুৎপন্ন করিল।

কমরউদ্দীন নামা এক সামান্য সৈন্যও ঔরঙ্গজেবের অধীনে কিয়ৎকাল কর্ম্ম করিয়াছিল; তাহার সাহস ও পরাক্রমে উক্ত যবননৃপতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে ঐ যবন কর্ম্মচারী দক্ষিণ দেশের নিজাম-উল্-মুল্‌ক এবং সুবাদার উপাধি গ্রহণ করত হাইদরাবাদে যাত্রা করেন। তাঁহার এই পদগ্রহণের কিয়ৎকাল পরে ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাবসান হয়; এবং কমর পূর্ব্বে হাইদরাবাদে যে রূপে শাসন করিতেছিলেন সেই রূপই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাহাতে দিল্লীস্থ সম্রাট্ তাঁহাকে উত্তেজনা করিয়া তাঁহার সুবাদারী ক্ষমতা হরণ করণার্থ বহু চেষ্টান্বিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, ও দক্ষিণদেশে কমরের ক্ষমতা ক্রমশই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি স্পষ্টরূপে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে আপন প্রভাব প্রচার করিলেন। এতদবধি হাইদরাবাদ একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহার রাজারা নিজাম উলমুলক নামে বিখ্যাত হন। ঐ উপাধির সঙ্কীর্ণতায় নিজাম শব্দ প্রচলিত আছে।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার মধ্যম পুত্র নশীরউদ্দীন পিতার রাজ্য অধিকৃত করেন। নশীরের মুজফ্‌ফরনামা এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের শাসনকর্ত্তা দুপ্লের সহিত সন্ধি করত নশীরউদ্দীনকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফরাসী গবর্ণর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, "যদি এই অবকাশে মুজফ্‌ফরকে সিংহাসনে বসাইতে পারি, তাহা হইলে দক্ষিণ দেশে আমার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইবে।" এই অভিসন্ধিতে দুপ্লে মুজফ্‌ফরের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন। নশীরউদ্দীন এই শঙ্কটাবস্থায় অভিভূত হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক মুজফ্‌ফরকে যুদ্ধে

পরাভূত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিল না, যেহেতু পরবর্ষে নসীরউদ্দীন রাজদ্রোহী পাঠান লোকদ্বারা নিহত হইলে মুজফ্ফর মুক্তিলাভ করত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে সুবাদার হইলেন, এবং ফরাসী সেনাপতি বুশীর অধীনস্থ কতিপয় ফরাসী-সেনাদল আপনার অধীনে নিযুক্ত করিলেন। অপর পূর্ব্বাঙ্গীকারানুযায়ী কারিখল, পণ্ডিচরী, ও মসলিপট্টন ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিলেন।

যাহা হউক তিনি পিতৃব্যের রাজ্যাধিকার করিয়া দীর্ঘকাল তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই; যেহেতু তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার অধীনস্থ সেনা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছিল।

শালাবতজঙ্গনামে তাঁহার এক অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল; ফরাসী কর্ম্মচারিরা তাঁহাকে সুবাদার-পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রত্যুপকার-স্বীকারহেতু ফরাসী-গবর্ণমেণ্টকে কর্ণাটক রাজ্যের কয়টী জনপদ এবং বহু অর্থ প্রদান করেন।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স্ দেশে ঘোরতর সঙ্গ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইলে উহার শিখা ভারতবর্ষেও আসিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উত্তর সরকার প্রদেশের ফরাসী সেনাদল ইংরাজদিগদ্বারা তাড়িত সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বাধিকারাভিমুখে প্রস্থান করিল। শালাবতজঙ্গ ইংরাজদিগের আক্রমণ-সময়ে ফরাসী লোকদিগের সাহায্য করিবার নিমিত্ত আপন বাহিনী লইয়া ইংরাজদিগকে প্রতিরোধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। এদিগে ফরাসীরা রণরঙ্গে ভঙ্গ দিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্থানপরায়ণ হইলে ইংরাজেরা বিপক্ষপক্ষীয় শালাবৎজঙ্গকে লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে অগত্যা উক্ত দক্ষিণ-ভূপাল ইংরাজদিগেরই সহিত সন্ধিস্থাপনে বিশেষ উদ্যম করিলেন; এবং ফরাসী লোকদিগকে স্বাধিকারহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। ঐ সময়ে দিল্লীর সম্রাটের অভিমতানুসারে ইংরাজেরা দক্ষিণ দেশের কয়েকটি জনপদসহ বাঙ্গালা, বেহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে শালাবৎজঙ্গের অনুজ নিজাম আলী জ্যেষ্ঠ সহোদরকে রাজ্যচ্যুত করত তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং স্বয়ং দক্ষিণ দেশের সুবেদার হইলেন। এই ব্যাপার ঘটনার দুই বৎসর পরে শালাবৎজঙ্গ কারাগারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম আলী কর্ণাটক রাজ্য উচ্ছিন্ন করণার্থে বহু-সৈন্য-সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিপক্ষীয় সেনাদলের প্রবল পরাক্রমহেতু স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনে বাধ্য হইলেন। তৎকালে দিল্লীস্থ সম্রাটের নিকট কর্ণাটরাজ্যের সনন্দ গ্রহণ করেন। অতএব তদ্দেশ আক্রমণে নিজামের নিতান্ত ঔৎসুক্য বিলোকনে অগত্যা তাঁহার সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সন্ধি স্থাপনে প্রণোদিত হইলেন। বিশেষতঃ তৎকালে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অর্থহীন হওয়াতে সন্ধি ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। সৈন্যসাহায্যদ্বারা কিংবা তাহার অনাবশ্যকতায় নয় লক্ষ টাকা প্রদানে সম্মত হইয়া ইংরাজেরা সরকার, এলোর, চিকাকোল, রাজমন্দির, মুস্তফর নগর, গণ্টুর প্রভৃতি জনপদ আপনাদিগের অধীনে রাখিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু নিজাম সুদ্ধ বিপন্নাবস্থায় সৈন্য সাহায্য করিবেন এই মাত্র অঙ্গীকার করিলেন; এবং যাবৎ তাঁহার ভ্রাতা বাজালৎজঙ্গ জীবদ্দশায়

থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত গণ্টুর প্রদেশ কোন ক্রমেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইতে পারিবে না, এই রূপ ধার্য্য হইয়াছিল। উল্লিখিত সন্ধির প্রতিজ্ঞানুসারে নিজাম বাঙ্গালোর-আক্রমণ-কালে ইংরাজদিগের নিকটহইতে দুই দল সেনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হাইদর আলীর সহযোগে কর্ণাট-রাজ্যাধিকারার্থ তৎপক্ষ অবলম্বন করাতে পুনর্ব্বার ব্রিটিশ পক্ষে বিচ্ছেদভাব ঘটিল। তন্নিবন্ধন তিনি যে সমস্ত ব্রিটিশসেনা আপনার অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ইংরাজেরা ফিরিয়া লইলেন। অতঃপর ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম পুনর্ব্বার ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবোধিত হইলেন; তৎপ্রযুক্ত কর্ণাট প্রভৃতি কয়েকটী দেশের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গণ্টুরের অধীশ্বর বজলৎ জঙ্গ কতকগুলি ফরাসী সৈন্য আপনার অধীনে নিযুক্ত করাতে ইংরাজেরা নিজামকে বলিয়া পাঠাইলেন যে পূর্ব্ব সন্ধিতে আমাদের এই রূপ প্রতিজ্ঞা আছে কোন শত্রুর পক্ষ আমরা অবলম্বন করিলে সন্ধির অপর কোন প্রতিজ্ঞার অনুরোধ রক্ষা করা হইবে না; কিন্তু তোমার ভ্রাতা বজলৎ জঙ্গ উল্লিখিত প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন; অতএব আশু ইহার বিহিত করা আবশ্যক। নিজাম সহোদরকে ঐ বিষয়ে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার ভ্রাতা অগ্রজের বাক্য মান্য করিলেন না, সুতরাং উক্ত সন্ধি ভগ্ন হইল। অনন্তর ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হাইদর আলী নিজামের রাজ্যাপহরণের উপক্রম করাতে তিনি অগত্যা ইংরাজদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদর্থে আর এক সন্ধি স্থাপিত হয়।

১৭৮২ খ্রীঃ বজলৎ জঙ্গের মৃত্যু হওয়াতে ইংরাজ-পক্ষীয় কর্ম্মচারিগণ গণ্টুরজনপদ ব্রিটিসাধিকারভুক্ত করণার্থ নিজামকে বলিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে নিজাম সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু ইংরাজেরা উল্লিখিত রাজ্যের প্রাপ্য রাজস্ব বহুকাল প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহার আপত্তি করিতে লাগিলেন। তৎপ্রযুক্ত উভয় পক্ষে গবর্ণরজেনেরলকে মধ্যস্থ মানিলেন; এবং নিজাম তৎপ্রতিনিধিস্বরূপে মীর আবদুল্ কাশিমকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। যে টাকা অবশিষ্ট দেয় ছিল, তাহা উভয় পক্ষে সামঞ্জস্য করিয়া ৯,১৩,৬৩৫ টাকা অবধার্য্য করত বিবাদ নিষ্পত্তি করা হয়।

অনন্তর যে সময়ে টীপূ সুলতান সর্ব্বাদৌ যুদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তৎকালে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ নিজামের সহিত সম্পূর্ণ সদ্ভাব রক্ষা করেন, এবং টীপূকে পরাস্ত করিয়া যে সমস্ত জনপদ লভ্য হইবে তাহা বিভাগ করিয়া লইবেন, ও সঙ্গ্রামের উদ্যোগে যে সমস্ত পল্লীগ্রামের জমীদার আবদ্ধ ছিলেন তাঁহাদিগের স্বাধীনতা রহিত করা হইবে এতন্নিয়মে সন্ধি সমাধা হয়। অতঃপর যুদ্ধ শেষ হইলে ১৩,১৩,০০০ টাকার আয় বিশিষ্ট এক জনপদ নিজাম নিজ অংশে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তদনন্তর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহারাষ্ট্রের অধিপতি পেশবা এবং নিজামের সহিত আর এক সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাহার মর্ম্ম এই যে টীপূ পুনর্ব্বার যদ্যপি ইংরাজদিগের বা নিজামের রাজ্য আক্রমণ করেন, তাহা হইলে সমবেত রাজদলে তাঁহাকে নিবারণ করিবেন। এতৎপ্রস্তাবে নিজাম এবং পেশবা মৌখিক সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে কেহই অগ্রবর্ত্তী হইলেন না, এই দেখিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আর তাহার অনুসরণে প্রবৃত্তিপর হইলেন না।

ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজামরাজ্যহইতে প্রাপ্য চৌথ অর্থাৎ করের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত্যর্থে এক

অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং ইংরাজেরা তাঁ-হার আনুকূল্য করেন এমত আন্তরিক চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন। পরন্তু সর জন শোর সাহেব তৎ-পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত এক সন্ধি স্থাপিত করেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে নিজাম ও মহা-রাষ্ট্রীয় মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা মধ্যস্থতা ব্যতীত কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তজ্জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদিগের সহিত নিজামের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ যুদ্ধ নিজামের পক্ষে উপকারজনক না হওয়ায় সুতরাং তিনি ৩৫ লক্ষ টাকার এক জমাদারী এবং নগদ তিন কোটি টাকা প্রদানে অঙ্গী-কার করিয়া সন্ধি সমাধা করেন, ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ অঙ্গীকার-প্রতিপালনের নিমিত্ত নিজামের প্রধান অমাত্য আজিমউল ওমরাকে প্রতিভূ গ্রহণ করিলেন। এই সন্ধি সমাধা হইবার কিয়ৎ-কাল পরে মধুরাও পেশবার মৃত্যু হইবাতে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যমধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ-হেতু নানা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল, এবং নিজাম তদব-কাশে যে রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদান করি-য়াছিলেন তাহার অধিকাংশই পুনঃ আত্মসাৎ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ইংরাজেরা নিজামকে সাহায্য প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করাতে উল্লিখিত যবন ভূপাল মনে২ কুপিত হইয়া ফরাসি-সৈন্যসকল আপ-নার অধীনে নিযুক্ত করিতেছিলেন, এবং পূর্ব্বাপর তাঁহার অধীনে যে সকল ইংরাজ-সৈন্য ছিল তাহাদিগকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন লাভ দর্শিল না; প্রত্যুত ইংরাজদিগের সহিত মিত্রভেদ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, এবং তৎকালে তাঁহার পুত্র আ-লিজা পিতৃবিরুদ্ধে সঙ্গ্রামে অগ্রবর্ত্তী হইল, সু-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পেশবার সর্ব্বতিক্রমে [illegible] হইয়াছিল।

১৭[illegible] খ্রীষ্টাব্দে টীপুর সহিত ইংরাজদিগের দ্বিতীয় বার যুদ্ধারম্ভ হইলে নিজামের [illegible] ইংরাজদিগের সহিত সাহায্য করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীরঙ্গপত্তন [illegible] হইলে উভয় পক্ষে জয়াৰ্জিত সম্পত্তি অংশ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগের অধিকার-দর্শনে অসূয়া-পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত আন্তরিক অস-ন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন; সুতরাং ব্রিটিশ কর্ম্ম-চারিগণ নিজামের সহিত সদ্ভাব স্থাপনে সহচো-ভাবে যত্ন করিতে লাগিলেন। ফলে [illegible] মহারাষ্ট্রীয় প্রধানেরা ইংরাজদিগের প্রভুত্ব ও আধিপত্য ক্রমান্বয়ে সহ্য করিতে অসমর্থ হই-লেন। তৎকালে মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও নাগপুরের ভোঁশলা বংশীয় মহারাজা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; এবং তাঁহাদিগের অধীনে অনেক সুশিক্ষিত করাশি সৈন্য ছিল; অতএব তাঁহারা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত তুমুল সঙ্গ্রাম আরম্ভ করেন। নিজাম ঐ অবকাশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করেন মনে মনে এই ইচ্ছা বিলক্ষণ বলবতী ছিল, কিন্তু ইংরা-জদিগের সৌহার্দ্য-দর্শনে কোন পক্ষেই লিপ্ত

[illegible] যে যুদ্ধ [illegible] হইয়াছিল, [illegible] যুদ্ধে [illegible] ইংরাজেরা [illegible] সন্ধি সমাধা করেন; [illegible] এই যে উভয় বৈদেশিক [illegible] যুদ্ধ [illegible] প্রাপ্ত হইলে [illegible] উভয় পক্ষ [illegible] করিবেন; তাহাতে কোন পক্ষেই আপত্তি করিবেন না।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্য-সম্পর্কে ইংরাজেরা তাঁহার সহিত আর এক সন্ধি স্থাপন করেন। তা-হাতে [illegible] ও বিদেশীয় দ্রব্যের শুল্কগ্রহণের [illegible] নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়। তদ্দ্বারা বাণি-জ্যের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র সেকেন্দর জা। পিতার মৃত্যুর পর একেবারেই রাজসিংহাসনে আরূঢ় না হই-য়া দিল্লীর পুরাতন বাদশাহী টীকা গ্রহণার্থ দি-ল্লীর উপাধিমাত্র সম্রাটের নিকট যাইতেও শ্রম স্বীকার করিলেন। তদনন্তর তিনি রাজ্যে অধি-রূঢ় হইলে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের মন্ত্রিপ্রবর মীর আলম পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পদে মনীর উলমুল্ক নিয়োজিত হন। কিন্তু রাজকীয় ব্যাপারে তাঁহার হস্তে কোন ক্ষমতাই অর্পিত না হইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের চণ্ডুলাল নাম এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপর সমুদয় কার্য্যের ভার অ-র্পিত হয়। সেকেন্দর জা। নিজাম বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন, প্রায় সংসারাশ্রমের কোন বিষয়েই দৃষ্টি-পাত করিতেন না, এবং সর্ব্বদা নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার ঔদাস্যহেতু চণ্ডুলাল তাঁ-হার তাবৎ কার্য্য সমাধা করিতেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ও পিণ্ডারীদিগের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নিজামের সৈন্যগণ সর্ব্বাংশেই খ্যাতিলাভ করা-তে নিজাম যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি-লেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দরের মৃত্যু হয়, এবং নসিরুদ্দীন তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সেকেন্দর জা।র আধিপত্যের শেষাবস্থায় চণ্ডুলা-লের দোষে রাজ্যের নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া-ছিল। রাজ্যের কর ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি আদায়ের ভার ছিল; তজ্জন্য সুনিয়মে কর আদায় হইত না; এবং চতুর্দ্দিগে দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে দিবসেও পথে লোক চলিতে শ-ঙ্কিত হইত। কোন প্রবল জমীদার দুর্ব্বল প্রজা-দিগের উপর অত্যাচার করিলে তাহার কেহই তত্ত্বানুসন্ধান করিত না। রাজ্যের ঐ সমস্ত দোষা-পনোদন জন্য ইংরাজেরা স্বহস্তে হাইদরাবাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ফল দর্শিয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা রাজ্যের অতিরেক ঋণ দাঁড়াইল। যাহা হউক ঐ ঋণ উত্তর সরকার প্রদেশহইতে ১৩,৩৩,৩৩৩ টাকা বার্ষিক রাজস্ব উৎপন্ন হও-য়াতে ক্রমে পরিশোধিত হইয়াছিল।

ইতি পূর্ব্বে নসীরুদ্দীন পৈতৃক রাজ্যে অধি-রূঢ় হইবার কালে ইংরাজদিগকে তাঁহার বৈষ-য়িক কার্য্যের সংস্রবহইতে অভিনিরস্ত হই-তে কহিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনু-যায়ী কার্য্য করাও হইয়াছিল; কিন্তু পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইতে লা-গিল। তৎপ্রযুক্ত চণ্ডুলাল কার্য্যহইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর কয়েক মাসাবধি নিজাম স্বয়ং রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু একাকী তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করা অসম্ভব দেখিয়া

ভূতপূর্ব্বমন্ত্রির পুত্র সিরাজ উলমুল্‌ককে মন্ত্রিত্ব-পদে নিযুক্ত করিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নসিরুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজুল উদ্দৌলা তৎপরে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনিই এক্ষণে বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের অধিকারী। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ-সময়ে নিজামরাজ দক্ষিণ দেশে ইংরাজদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন; এবং তথাকার প্রাজ্ঞ মন্ত্রি শালার জঙ্গ [illegible]রাগী প্রজাদিগের অত্যাচার নিবারণদ্বারা রাজ্যের শান্তি স্থাপন করিয়াছেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের সহিত মন্ত্রির মনান্তর হয়; তজ্জন্য শালার জঙ্গকে কার্য্যহইতে বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তৎপক্ষে বিশেষ সপক্ষতা করত নিজামকে বারংবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। সেই হেতু শালার জঙ্গ স্বীয়পদে অদ্যাপি নিযুক্ত আছেন। তিনি সুশিক্ষিত ও বিশেষ কর্ম্মদক্ষ রাজসচীব, এবং তাঁহার উদ্যোগে হাইদরাবাদ রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

হাইদরাবাদের পরিধি ২০৮৩ বর্গক্রোশ, ও জনসঙ্খ্যা ১,০৩,৩৩,০৮০।

আল্‌ফ্রেড।

আল্‌ফ্রেডের ৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালটেজ্ নামক স্থানে জন্ম হয়। তাঁহার পিতা এথেল্ উল্‌ফ তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রোমে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে লিওনাইনো নামা প্রধান ধর্ম্ম [illegible]

উল্লিখিত [illegible] অত্যন্ত [illegible] ছিলেন; এবং [illegible] কবিতার আলোচনা থাকাতে তাঁহার [illegible] ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। তজ্জন্য তিনি লাটিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া অনেক ভাল গ্রন্থ জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। ঐ সকল অনুবাদ সুন্দর এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বিরচিত হওয়াতে তিনি সুকবিমণ্ডলামধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে প্রাচীন বিড নামক মহাপণ্ডিত ব্যতীত তৎকালে আলফ্রেডের তুল্য সুলেখক আর কেহই ছিলেন না। তিনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে সভ্রাতৃক হইয়া স্বদেশ রক্ষার্থ দিনামার জাতীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ যুদ্ধে বিবিধ কৌশল প্রকাশ করেন। তদ্বশতই সকসন্ জাতীয়েরা দিনামারদিগের উপর জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ যুদ্ধে তাঁহার সহোদর

আল্‌ফ্রেড।

অস্ত্রাঘাতে নিহত হইবাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সকলেই আল্‌ফ্রেডের মস্তকে রাজমুকুট-প্রদানে সম্মত হইলেন; কেননা তৎকালে সুযোগ্য ব্যক্তির মস্তকে রাজমুকুট অর্পিত না হইলে ইংলণ্ড কোন ক্রমেই দুর্দ্দম্য দিনামার জাতিদিগের হস্তহইতে রক্ষা পাইত না। অধিকন্তু রোমের প্রধান যাজকগণ অত্যন্ত সম্ভ্রমের আস্পদ; তাঁহারা যাঁহার মস্তকে রাজমুকুট প্রদান করিতেন তাঁহাকেই রাজা বলিয়া সকলকে শিরোধার্য্য করিতে হইত। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে আল্‌ফ্রেড রোমের প্রধান যাজকদ্বারা রাজোপাধি প্রাপ্ত হন, তদ্বিধায় তাঁহার রাজ্যাধিকার-প্রাপ্তি-বিষয়ে সকল আপত্তিই খণ্ডিত হইয়াছিল।

আলফ্রেড প্রতিদিবসকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া তাহার এক অংশ অর্থাৎ আট ঘণ্টা কাল নিদ্রা ও শরীর সেবা বিষয়ে ব্যয়িত করিতেন, দ্বিতীয় অংশ রাজকার্য্যের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেন, এবং তৃতীয় অংশ ধর্ম্ম ও শাস্ত্র চিন্তায় নিক্ষেপ করিতেন। পরন্তু তাঁহার রাজত্ব কালে ইংরাজেরা অত্যন্ত অসভ্য ছিল ও সময়-নিরূপণের কোন বিহিত উপায় করিতে পারে নাই, ঘড়ীও ঘটি তখন হয় নাই; এই প্রযুক্ত আলফ্রেড বাতি আলাইয়া রাখিতেন, তদ্দ্বারা যথাযথ সময় এক প্রকার পরিজ্ঞাত হইত।

একদা তিনি বৈরি-পক্ষের নিগূঢ় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত উদাসীনের বেশধারণপূর্ব্বক অতিপ্রচ্ছন্নবেশে শত্রুদিগের শিবিরে উপস্থিত হন এবং সুমধুর সঙ্গীতদ্বারা তাহাদিগকে এতাদৃশ মোহিত করিয়াছিলেন যে তাহারা তাঁহার বুদ্ধিকৌশল কিছুই অবগত হইতে না পারিয়া পরমসমাদরে তাঁহার সমক্ষে আপনাদিগের গোপন কথাসকল প্রকাশ করে। এবম্প্রকারে তিনি সিদ্ধকাম হইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করত শত্রুদিগকে পরাস্ত করেন। অপর তাঁহার আর এক বুদ্ধিকৌশলের উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে যে দিনামার জাতীয়েরা তাঁহাকে পরাভব করণার্থে লী-নাম্নী নদীর উপরে অসংখ্য রণতরি ও সৈন্য আনয়ন করত সমরসজ্জায় সুসজ্জীভূত হইতেছে ইত্যবসরে আলফ্রেড উক্ত নদীর বাঁধ কর্ত্তন করিয়া জল বহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহাতে বিপক্ষপক্ষের সমস্ত তরি নির্জ্জল ভূমিতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিল; ঐ অবকাশে তাঁহার সৈন্যগণ তাহাদিগকে পরাভূত করে।

যদিও আলফ্রেড তৎকালের নিমিত্ত অসাধারণ পণ্ডিত এবং জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের গরিমা কিছুই ছিল না। ইংলণ্ডের অন্যান্য [illegible] বর্দ্ধিত করিলেন তিনি [illegible] [illegible] লের ব্যয়স্বরূপে [illegible] উদ্বৃত্ত [illegible] পার্লিয়ামেন্টের [illegible] নিয়ম [illegible] ও পরিবর্ত্তিত [illegible] সম্বন্ধে আলফ্রেড এই কথা বলিতেন যে [illegible] থাকুক, [illegible] রক্ষা করিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে একেবারে সরল লোকদিগের নিমিত্ত [illegible] করাই ভাল; [illegible] দিগকে উৎপীড়িত করিবার আবশ্যক নাই; অধিকন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে লৌকিক নিয়মের প্রণয়নের কোন প্রয়োজন রাখে না।" এতদর্থে তিনি প্রধানতঃ লোকদিগকে বাইবল গ্রন্থের দশ আজ্ঞা অর্পণ করিয়া এই মাত্র বলিতেন "এই আজ্ঞা গুলি প্রতিপালন কর, অন্য নিয়মের প্রয়োজন করিবেক না।" প্রবাদ আছে যে তিনি একচত্বারিংশৎ তস্কর বিচারপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আসার নামা সুবিজ্ঞ পণ্ডিত তাহা অমূলক বলিয়া প্রমাণ করেন।

আলফ্রেডের তুল্য জ্ঞানী, বিচক্ষণ, ও পরাক্রমশালী রাজা প্রাচীনকালে বিলাতে কেহ হয়েন নাই, তিনি সজ্জন-বংশের কুলপ্রদীপ ছিলেন; এবং পণ্ডিতসমাজের ভূষণস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বত্র আদরণীয় ছিলেন। তিনি বহু দেশহইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে আপনার সভায় আহ্বান করিতেন, এবং তাহাদিগদ্বারা দিগ্‌দেশীয় বিবিধ সংবাদ পরিজ্ঞাত হইতেন। ঐ সমস্ত ধীরাগ্রগণ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে আসার, জহানীস, য়রিজীনা, ও গ্রিম্‌বল্ড তাঁহার রাজসভা সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে সুধীবর জহানীস্ কিয়ৎ কাল আশিয়া-রাজ্যে ভ্রমণ করেন, তদর্থে তিনি [illegible] আলফ্রেড ভূপালকে বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয় [illegible] এবং তোমাদের উপকারার্থে [illegible] খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে [illegible] যে তাহাদের কথা কহিতেন [illegible] করিয়া থাকে। ভূপাল আলফ্রেড এতদ্বিষয় অবগত হওয়াতে [illegible] হইয়াছিলেন, এবং তথাকার [illegible] অত্যন্ত [illegible] বলিয়া বিশপ উপাধিবিশিষ্ট এক যাজক এতদ্দেশে প্রেরণ করেন; তাঁহার নাম বিশপ [illegible] ছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোকেরা এতদ্দেশের কোন বার্ত্তাই পরিজ্ঞাত ছিল না। ফলতঃ সেই যাজক এতদ্দেশবাসিদিগের রীতি চরিত্র [illegible] অবগত [illegible] কতক গুলি এতদ্দেশীয় আশ্চর্য্য মুক্তা মাণিক্য এবং অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের নিকট পরিচিত হইয়াছিল।

ইতিহাসজ্ঞ কোন প্রাচীন পণ্ডিত সন্দেহ করিয়া লিখিয়াছেন যে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে "যিনি ২২ বৎসর-বয়ঃক্রম-কালে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত ৫৩ টা যুদ্ধ করেন; এবং উৎসন্নীভূত ইংলণ্ড রাজ্যকে পুনর্ব্বার সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন; তিনি এই অল্পকালের মধ্যে এবং অত্যন্ত অসুস্থাবস্থায় কি প্রকারে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।" সে যাহা হউক আলফ্রেড ইংলণ্ডের এক প্রধান রাজা ও প্রবল পরাক্রান্ত ইংলণ্ডের গৌরবের হেতু এবং তদ্দেশবাসীদিগের বিদ্যা ও সভ্যতার অদ্বিতীয় কারণ ছিলেন, তাঁহার এ প্রশংসা ভূমণ্ডলে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে।

পদ্মরাগ মণি।

কোথায় কোকনদকান্তি রক্তরশ্মি-প্রভাকাশ পদ্মরাগ মণি, আর কোথায় সামান্য মৃৎপিণ্ড! বস্তুতঃ এতদুভয়কে অভিন্ন পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিলে সাধারণসমীপে বক্তাকে অবশ্যই উপহাসাস্পদ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। হীরক অতি অমূল্য নিধি; বিষ্ণু তাহার প্রোজ্জ্বল কান্তিতে মুগ্ধ হইয়া কৌস্তুভমণি বলিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন; তাহাকে অকিঞ্চিৎকর কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার বলিলে কে তৎপ্রতি বিশ্বাস করিতে পারে? পরন্তু সত্যের পর মহৎ আর কিছুই নাই। অনেক সুবিজ্ঞ আকরজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণ বহু অনুসন্ধানদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে হীরা কয়লা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং এতৎ পত্রে পূর্ব্বে তাহার বর্ণন করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই রূপ গোমেদক, নীলকান্ত, ও পদ্মরাগ মণিকে পার্থিব পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করাতে কেহ বিবেচনা করিবেন না যে আমরা অলীক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলে সুবিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়গণকর্ত্তৃক বাস্তবিক সপ্রমাণিত হইয়াছে যে এলুমিনা নামক পার্থিব পদার্থ, যাহাতে ফটকিরি উৎপন্ন হয় এবং যাহা সামান্য চিক্কণ মৃত্তিকার সারভাগ, তাহাই ইহার আদিম পদার্থ, ঐ আলুমিনা পদার্থ শ্বেতবর্ণ, তাহাতে কিঞ্চিৎ চূর্ণ, লোহার মরিচা লাগিলেই পদ্মরাগ মণি উৎপন্ন হয়। ঐ পদার্থ ত্রয়ের যে পরিমাণে পদ্মরাগ উৎপন্ন হয় তাহার নির্দ্দেশ যথা,

আলুমিনা	৯৮৫
লৌহ মরিচা	১০
চূর্ণ	৫
	১০০০

এই মিশ্রপদার্থের সামান্য নাম কুরণ্ড বা কুরুম পাথর। ইহার বর্ণ মরিচার সদৃশ, এবং লৌহ অস্ত্র মার্জন করিবার নিমিত্ত ইহা প্রচুরপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ঐ কুরুম পাথরের বর্ণের ও উজ্জ্বলতার ভেদে অনেক গুলি মণি উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে রক্তাভ কুরণ্ড পদ্মরাগ; নীলরঙ্গের কুরণ্ড নীলকান্ত বা ইন্দ্রনীল অথবা ইন্দীবর; এবং পীতাভ কুরণ্ড পোখে-দক। এই সকল মণির প্রকৃত পদার্থ এক, কেবল মাত্র বর্ণের ভেদ আছে। রক্তবর্ণ কুরণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাহা জলহইতে চারিগুণ গুরু এবং হীরক ভিন্ন সকল মণিহইতে কঠিন: ফলে পদ্মরাগ-মণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই নিমিত্ত "মণি" শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে।

কুরণ্ড-বর্গীয় মণিমধ্যে পদ্মরাগ বৃহৎ, দীর্ঘা-কৃতি, সুদৃশ্য, এবং নিষ্কলঙ্ক হইলে অমূল্য রত্ন বলিয়া বিশেষ আদরণীয় হয়, এবং তাহা হীরক অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। হীরা ব্যতীত ইহাহইতে আর কোন পদার্থ কঠিনতায় শ্রেষ্ঠতর নহে। ইহা বিদ্যুৎপ্রবণ অর্থাৎ ইহাকে ঘর্ষণ করিলে ইহা তড়িৎবিশিষ্ট হয়। এবং ঐ বিদ্যুদবস্থা বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। ইহা নদী, ভূগর্ভ, ও পর্ব্বত চূড়ায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পদ্মরাগ ও নীলকান্ত মণি যে খনিহইতে আবিষ্কৃত হয়, সেই স্থানে বা তাহার সন্নিহিত স্বর্ণের আকর অবশ্য দেখা যায়।

সামান্য কুরণ্ড ধাতু ও প্রস্তর পরিষ্কারার্থ বিশেষ উপযোগী হয়, এবং তাহা নাক্সস দ্বীপে ও ইউরোপের অপর কোন২ অংশে বাহুল্যরূপে উৎপন্ন হয়। নিউ ইয়র্ক ও যর্শি নামক স্থানে রক্ত কুরণ্ড অস্বচ্ছ-বটিকা অবয়বে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরিষ্কৃত করিলে অতি সুন্দর রূপ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু উজ্জ্বলতা ও জ্যোতির অভাব প্রযুক্ত তাহা ভূষণের সহিত অঙ্গে কেহই ধারণ করে না। উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ আবা, সিয়াম, সিংহল ও পেগু প্রভৃতি স্থানে [illegible] ব্রহ্মদেশ [illegible] উত্তর পশ্চিম [illegible] সুতরাং [illegible] এবং [illegible] প্রাপ্ত [illegible]; পরন্তু ব্রহ্মদেশের মণি [illegible] এবং [illegible] অধিকার [illegible] এক প্রকার উপাধি "[illegible]" হইয়াছে। তথাকার সুন্দর এবং [illegible] মণি [illegible] দুই হয় না। কিন্তু [illegible] যে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা বিদেশ [illegible] ব্রহ্মদেশীয় মণির আকর রক্ষণ করিয়া থাকে; কোন ক্রমেই অথবা ইংরেজদিগকে খনন করিতে দেয় না। অপর তাহাতে প্রজাদিগের কোন স্বত্ব নাই; ব্রহ্মদেশীয় ভূপতিই তাহার একমাত্র অধি-কারী। অতএব আকরহইতে যে সকল পদ্মরাগ সমুদ্ভূত হয় তাহা রাজভাণ্ডারে প্রেরিত হইয়া থাকে। আকরে উত্তম মণি আবিষ্কৃত হইলে প্রধান বর্গীয় লোকেরা সমারোহপূর্ব্বক তদ্দর্শনে গমন করেন। অষ্ট্রিয়াহইতে কতকগুলি পদ্মরাগ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা ব্রহ্মদেশীয় পদ্মরাগ সদৃশ সমুজ্জ্বল বোধ হয় নাই। পদ্মরাগের বর্ণ উজ্জ্বল গো-লাপিহইতে গাঢ় রক্তবর্ণ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যাহার বর্ণ কপোত-শোণিত-সদৃশ তাহা সর্ব্বা-পেক্ষা উত্তম ও বহুমূল্য। ধূর্ত্ত মণিকারগণ এক জা-তীয় রক্তাভ স্ফটিককে প্রকৃত ভারতবর্ষীয় চুনি কহে। কিন্তু সুচতুর ক্রেতাগণ তাহাদিগের ঐ ধূর্ত্ততা অনায়াসেই ব্যর্থ করিতে পারেন, যেহেতু প্রকৃত পদ্মরাগ অতিশয় কঠিন, হীরা ভিন্ন অন্য কোন মণিদ্বারা অঙ্কিত হয় না, অন্য মণি নীলকান্ত মণি-দ্বারা অনায়াসে অঙ্কিত হয়।

পদ্মরাগ মণি ২০ হস্ত মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত হওয়ায় কোন কোন স্থলে নদীর বালুকায়ও উহা দৃষ্ট হয়। উহা আকরহইতে তুলিবার সময় নির্ম্মল থাকে না। লৌহ চক্রে হীরকের চূর্ণ দিয়া মার্জন করিলে ইহার প্রকৃত কান্তি ব্যক্ত হয়। তৎপর স্বীয় [illegible] করিলে চমৎ-কার [illegible] হয়।

বিখ্যাত পদ্মরাগমণি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; অপর যেরূপ মণি সকল দুষ্প্রাপ্য বোধ হয় না। পরন্তু [illegible] দেখা যায়; তাহার মূল্য অধিক নহে। ভারতবর্ষে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট পদ্মরাগ মণির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে "[illegible]" নামক মণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রূপে গণ্য। তাহা বহুকাল অযোধ্যার এক ভূপালের নিকট ছিল। উহাতে দিল্লীশ্বর জলা-লুদ্দীনের নাম খোদিত আছে। ঐ মণি কপোত অণ্ডাকৃতি, ও অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়।

উপরে বর্ণিত মণি অপেক্ষা বর্ত্তমান ফরাসী-রাজ-মুকুটের শোভার্থে যে পদ্মরাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা ফ্রান্স দেশের কহিনুর বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, কারণ তাহা চুনী মধ্যে অদ্বিতীয়। উহা ড্রাগণ নামক কল্পিত সর্পের আকার বিশিষ্ট।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার অল-ঙ্কার মধ্যে দুই খণ্ড মাণিক্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কৃত্রিম, প্রকৃত চুনী নহে।

তাবর্ণীয়র নামা কোন পর্য্যটক পূর্ব্বে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে বিজয়-পুরের মহারাজের শিরোভূষণ কিরীটাগ্রে এক খণ্ড স্থূল পদ্মরাগ অত্যন্ত প্রতিভান্বিত ছিল; তাহা অন্ধকার গৃহে প্রদীপ্ত হইত।

ব্রহ্মদেশের ভূপালের নিকট কপোতডিম্বাকৃতি ঐ প্রকার আর একটী পদ্মরাগ আছে। তাহাও অতি আশ্চর্য্য। পরন্তু তাহা ইংরাজদিগের দৃষ্টি-পথে কদাপি পতিত হয় নাই; তন্নিমিত্ত তদ্বি-ষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন।

প্রাচীন রোম ও গ্রীসদেশীয় লোকেরা এতদ্দেশ-হইতে মণি লইয়া যাইত। থিওফ্রাষ্টস্ ও প্লিনী স্ব স্ব গ্রন্থে দুই চমৎকার ভারতবর্ষীয় মাণিক্যের বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ মাণিক্যহইতে রাত্রিতে প্রোজ্জ্বল বিভা নির্গত হইত। প্লিনী লিখিয়াছেন যে ইথিয়পীয় লোকেরা সির্কাতে চতুর্দ্দশ দিন মণি নিমজ্জিত করিয়া রাখিত, তাহাতে তাহার উত্তম বর্ণ হইত।

কোন কোন জাতি মধ্যে ঈদৃশ সংস্কার ছিল যে পদ্মরাগ বা অন্য কোন মণি অঙ্গে ধারণ করিলে নানা ব্যাধির প্রতীকার হইত। গল্প আছে যে পদ্মরাগ ধারণ করিলে মনুষ্য দুঃখ, চিন্তা, মারীভয় ও ভূত প্রেতের আপৎহইতে রক্ষা পায়; অপর ইহাদ্বারা মনুষ্য সুস্থ থাকে ও সর্ব্বদা মন প্রসন্ন হয়; অধিকন্তু ধারকের আসন্ন আপদ্ হইলে ইহার বর্ণ মলিন হয়, ও আপদ্ বিগত হইলে উহা আপন স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে এপ্রকার বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক।

ইতিহাসাদি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ফিনি-শীয় লোকেরা আরবদেশহইতে ভারতবর্ষীয় অত্যু-জ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদ্মরাগ স্বদেশে ও মিসর রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। হোমর কবি লিখিয়াছেন যে জুনোর শ্রুতিপুট মণিময় কর্ণফুলদ্বারা সুভূষিত ছিল। এতদ্দেশীয় পৌরাণিক আখ্যানে ও বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয় যে তাহা পূর্ব্বাবধি দেবতাদিগেরও মনঃ বিমোহিত করিয়াছিল। আনাক্রিয়ন স্বকৃত কাব্যে খ্রীষ্ট জন্মাইবার ৪০০ অব্দ পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় মাণিক্যের অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া-ছিলেন। প্রবাদ আছে যে অয়স্কান্ত মণির উত্তাপ-দ্বারা যে অনল উৎপন্ন হয় তাহাতে গ্রীসদেশীয় দেবতাসকল পরিতুষ্ট হইতেন। তৎপ্রযুক্ত প্রাচীন গ্রীক লোকেরা অভীষ্টদেবতার প্রীতিপ্রাপ্ত্যর্থে অয়স্কান্ত মণির অনলে হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিত। তাহাদিগের এরূপ বোধ ছিল যে কোন কোন

গ্রহের কোন অনির্ব্বচনীয় প্রভাবের গুণে স্বয়ং মাণিক্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইদানীং রসায়ন ও আকর বিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ হেতু উল্লিখিত গ্রহের প্রভাবের প্রতি আর কেহ বিশ্বাস রাখেন না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে থিওফ্রাষ্টসের কল্পনা গ্রাহ্য; কেননা তিনি পদ্মরাগ মণিকে মৃণ্ময় পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই রূপ অনুমান ছিল যে মরকতহইতে স্বভাবতঃ এক প্রকার স্বেদ বিগলিত হয় তদ্দ্বারা মরকত রঞ্জিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে। পূর্ব্বকালের ইউরোপের পণ্ডিতগণ অব্যবহার হেতু মণি বিষয়ে অনেক ভ্রান্তিমূলক বিবরণ লিখিয়াছিলেন। হিরোডোটস্ মরকত মণি বলিয়া এক প্রস্তরের বর্ণনা করেন বাস্তবিক তাহা মরকত নহে, সূর্য্যকান্ত মণি বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। রোমরাজ্যে সর্ব্বদা ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা মিসর গ্রীস প্রভৃতি জয় করিলে ইহার প্রীতি অনুরাগ বর্ত্তিয়াছিল। লুফন নামা কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে সুপ্রসিদ্ধ ক্লিয়পেত্‌রা সিজরের সহিত সাক্ষাৎ-কালে যে কৃষ্ণাবরণ নির্ম্মিত গৃহের মধ্যে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, ঐ গৃহের দেয়াল মাণিক্যদ্বারা খচিত ছিল। তন্মধ্যে মরকত ও গোমেদক অধিক ছিল। অপর প্রবাদ আছে উল্লিখিত বরাঙ্গনা আন্তনীর সমক্ষে ১,৫০,০০০ টাকা মূল্যের এক চুনি দ্রব করিয়া তাহা পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বর্ণনা নিতান্ত অমূলক।

মিসরীয় লোকেরা তলমীর রাজ-শাসন-কালে নীলকান্তাদিমণি বাহুল্যরূপে ব্যবহার করিত, তাহা অপ্রামাণ্য বলা যায় না।

নীলকান্তমণি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে নীল- [illegible] ও পদ্মরাগ [illegible] কেবল [illegible] এ [illegible] আছে যে [illegible] থাকে; [illegible] বলিয়া [illegible] করেন যে কোন কোন নীলকান্তমণি [illegible] অপর [illegible] না।

[illegible] মহামান্য [illegible] উৎকৃষ্ট নীল- কান্তমণি [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার [illegible] সুমার [illegible] সুলক্ষণাক্রান্ত মণি আছে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মণির তুল্য কান্তি সম্পন্ন।

প্রকৃত নীলকান্তমণি [illegible] রূপে [illegible] প্রকাশ করে; এবং তাহা [illegible] স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা পদ্মরাগহইতে [illegible] হয়। প্লিনী, এরিষ্টটল, [illegible] প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক প্রকার নীলকান্তমণির [illegible] বর্ণন করেন তাহাহইতে কাঞ্চনের আভা নির্গত হইত। তাহা প্রকৃত নীলকান্ত নহে; [illegible] ভাষায় মণি মধ্যে এক প্রকার [illegible] প্রস্তর আছে, তাহাহইতে ঐ জ্যোতিঃ নির্গত হয়। পদ্মরাগ অপেক্ষা নীলবর্ণ কুরুন্দ স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনদেশে চারি শত ধান্য পরিমিত একখণ্ড নীলকান্তমণি আছে, তাহার মূল্য ৪০,০০০ সহস্র মুদ্রা। কিন্তু ঐ পরিমাণের এক খণ্ড প্রকৃত পদ্মরাগের মূল্য শ্রবণ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বস্তুতঃ উহা নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ হইলে ২০,০০,০০০ টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

মার্কপোলো নামা প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী লিখিয়া- [illegible] যে [illegible] প্রাচীন পা- [illegible] বাবহার করিতেন। [illegible] পারস্য দেশের সুলতা- [illegible] ব্যবহার করিতেন। [illegible] আছে যে পারস্য-রাজাদের [illegible] নীল কুরুন্দের [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ একদা [illegible] একটি পর্ব্বত বিদারণ হইয়াছিল। তাহাতে পর্ব্বতের উপরিস্থিত [illegible] পতিত হয়, তদুপায়ে তত্রত্য [illegible] বহু লাভ করিয়াছিল।

পুষ্পরাজ। পদ্মরাগের তৃতীয় অবান্তর পুষ্পরাজ। [illegible] পূর্ব্বে ঐ মণি অত্যন্ত [illegible] হইত। কিন্তু অধুনা আর তাহার প্রতি [illegible] অনুরাগ নাই। ইহা সর্ব্বত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ইহা সচরাচর নির্দ্দোষ দৃষ্ট হয় না। [illegible] থাকে; কিন্তু উহার স্বাভাবিক বর্ণ পীত ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। [illegible], [illegible], ব্রেজিল প্রভৃতি স্থানে নির্ম্মল পুষ্পরাজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন আলাবাস্কা, সিংহলদ্বীপ, আশিয়া, মাইনর, পিক ইত্যাদি স্থানে উহা যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। এতদ্দেশে পুষ্পরাজ শব্দের অপভ্রংশে "পোকরাজ" শব্দ চলিত হইয়াছে। উহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে তাহার পীত বর্ণ বিগত হইয়া শ্বেত হইয়া হীরকের সদৃশ হয়; এই নিমিত্ত অল্প মূল্য অলঙ্কারে হীরকের পরিবর্ত্তে তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রীকজাতীয়েরা লোহিত-সাগরস্থ টোপাজিয়ন নামক দ্বীপে সর্ব্বদা ঐ মণি প্রাপ্ত হয়। তদ্ধেতু উহা "টোপাজ" নামে ইউরোপে খ্যাত আছে। প্রাচীন মিসরীয় গ্রীক ও অন্যান্য জাতিমধ্যে উহাতে নামাঙ্কিত করিবার পদ্ধতি বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ ছিল। পম্পেয়াই ও অন্যান্য স্থানহইতে অদ্যাপি যে সকল পুরাতন মুদ্রা বা অন্য কোন মণি দৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে রোমীয় ও গ্রীকদিগের স্বজাতীয় চিত্রকীর্ত্তি পরিদৃশ্যমান আছে। এড্রিয়ন্ সম্রাটের একটী নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ছিল, প্লিনী লিখিয়াছেন যে তাহা ইজিপ্ট দেশীয় আলাবাষ্টরের খনিহইতে উদ্ভূত হইয়াছিল।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

স্বার্থসঙ্গুহ। ইহা একটী মাসিক পত্র, এবং রমণীয় উপন্যাস সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব বিজ্ঞান ও নীতি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান এবং শিল্প-শাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য; ফলে রহস্য-সন্দর্ভের যে সঙ্কল্প, ইহারও সেই সঙ্কল্প। পরন্তু পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুমাত্র নাই। বঙ্গদেশের মঙ্গল কামনাই উভয়ের উত্তেজক, এবং যথাসাধ্য তাহার সাধনই উভয়ের সঙ্কল্প, অতএব আমরা নূতন পত্রটিকে সহযোগীস্বরূপে পাঠকদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছি। ইহার যে দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভরসা হয় যে যথার্থ পরিশ্রম করিলে সম্পাদক সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন।

২। উর্ব্বশীনাটক। দ্বিজতনয়াপ্রণীত। এই পুস্তক খানি আদ্যান্ত পাঠ করিয়াছি। কোন বিশেষ উৎকৃষ্টতাবিষয়ে ইহার অভিযোগ নাই; অভিনয়েরও ইহা উপযুক্ত নহে, কারণ গ্রন্থকর্ত্রী নাটকের অভিনয়, বোধ হয়, কদাপি দেখেন নাই, এবং কি প্রণালীতে নাটক রচিত হইলে তাহা রঙ্গস্থলে বিশেষ মনোরঞ্জক হয় তাহা জ্ঞাত নহেন। পরন্তু ইহাতে তাঁহার কোন নিন্দা নাই। বর্ত্তমান কালে

বঙ্গীয় অতি অল্প নাটককর্ত্তা যে বিষয়ে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন) এবং তাঁহারা অতিশয় যত্ন করিয়াও তদ্বিষয়ে অজ্ঞ থাকায় গ্রন্থকর্ত্রীর অভিনয় বিনাদর্শনে তাহার নিয়ম জ্ঞাত না হওয়া কোন মতে দূষ্য বোধ হইবে না। প্রচলিত রীতির নাটকের অনুকরণে বর্ত্তমান পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে এবং তাহাতে নাটকের যে সকল লক্ষণ রক্ষা করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য। পরন্তু ইহার প্রধান প্রশংসার কারণ ইহার প্রণেত্রী। তেঁহ অশিক্ষিতা হিন্দুমহিলা; শাস্ত্রবিষয়ে তাঁহার কোন অধিকার বা জ্ঞান নাই। কোন রূপে বর্ণ পরিচয় হইলে প্রায় নিরবলম্ব স্বচেষ্টাদ্বারা অবকাশমতে ভাষা পুস্তক পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া গ্রন্থ-প্রণয়নে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন, এবং তৎসাহায্যে যে পুস্তক গ্রন্থন করিয়াছেন, ও তাহা যে প্রকার সংলগ্ন ও সদ্ভাবপূর্ণ হইয়াছে তাহা অনেক সুশিক্ষিত পুরুষের রচনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাই তাহার ধন্যবাদের মূলহেতু।) সর্ব্বসাধারণে এই পুস্তক ক্রয় করত দ্বিজতনয়ার উৎসাহের বিহিত পুরস্কার করেন ইহা আমাদিগের অভিধেয়। সম্প্রতিকার প্রকাশিত কএক খানি স্ত্রীরচনার প্রতি সাধারণের সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া ইহা বক্তব্য যে প্রস্তাবিত পুস্তক প্রকৃত দ্বিজতনয়ার রচনা বটে; তদ্বিষয়ে সংস্কৃত কালেজের কএক জন অধ্যাপক সাক্ষ্য দিয়াছেন, অতএব তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।)

(৩। নানকের জীবন চরিত। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকর্ত্তৃক অনুবাদিত। রহস্য-সন্দর্ভ যে সভার অনুজ্ঞায় প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকখানিও সেই সভার আদেশে ও আশ্রয়ে প্রকটিত হইয়াছে, অতএব এ বিষয়ে আমাদের কোন অভিমত প্রকাশ করা অভিধেয় নহে। পরন্তু তাহার বি-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"[illegible] [illegible] করিতেছ কেন?"

(৪। বিবিধ দর্শন কাব্য। [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা এই অভিনব কাব্যখানি প্রাপ্ত হইয়া পরম সমাদরে পাঠ করিয়াছিলাম, এবং অবকাশমতে পাঠকবৃন্দের গোচরার্থে কএকটি স্থা-স্থল সদ্ভাবপূর্ণ পদাবলী উদ্ধৃত করিবার মানসে তাহা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলাম) কিন্তু কোন ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য কবিতাপ্রিয় ব্যক্তি আমাদিগের অজ্ঞাতে কাব্যখানি অপসারণ করায় আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করা অসাধ্য হইয়াছে। এতন্নিমিত্ত আমরা গ্রন্থকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।)

রহস্য-সন্দর্ভ

[illegible]

[illegible] মাসিক পত্র।

[illegible] | [illegible] | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। | [৩২ খণ্ড

প্রথম হেনরী এবং মড্।

এ[illegible] খ্রীষ্টাব্দের শেষে ইংলণ্ড দেশের লোকেরা নরমান্-জাতি-কর্ত্তৃক আধিপত্যাক্রান্ত হইয়া পরাধীনতাশৃঙ্খলায় অভিভূত হইয়াছিল। বিজিত লোকেরা জয়শীল-ব্যক্তিদিগের প্রতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত দ্বেষ ও ঈর্ষ্যা-পরতন্ত্র হওত ক্রমে ক্রমে রাজদ্রোহী হইয়া পরাধীনতাপাশ-হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত নানা যত্ন উপস্থিত করে। নরমান্লোকেরা সাক্সন্দিগকে রাজবিপ্লবে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদিগের রমণীগণের সহিত নরমান্-বংশীয় কুলীনদিগের উদ্বাহ-সম্পাদনের নিয়ম প্রচলিত করিতে সচেষ্টিত হইলেন; ও অল্প দিনের মধ্যে অধিকাংশ কুলীনবর্গ সাক্সন-ললনাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় জাতি মধ্যে ক্রমশঃ সখ্যতা স্থাপিত হওয়াতে যুদ্ধ বিগ্রহের আশঙ্কা দূরীভূত হইল; এবং যুদ্ধ-সময়ে নরমান্দিগের বিজয়ী রাজা উইলিয়ম যে সকল সাক্সন্ রাজকুমার-গণকে কারাবস্থায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন। এই হেতু সাক্সন্-জাতির সহিত নরমান্দিগের সখ্যতা স্থাপনের বিশিষ্ট উপায় হয়।

কিন্তু উইলিয়মের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উইলিয়ম রুফস্ রাজ্যে অধিরূঢ় হইয়া পিতৃ-দৃষ্টান্তের অনুগামী না হইয়া বিজিত বংশের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ভূপাল উইলিয়ম যে সকল সম্পদ্বিশিষ্ট সাক্সন্-বংশীয় লোকদিগকে কারাবিমুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, রুফস্ পুনরায় তাহাদিগকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিলেন। প্রজার অসন্তোষে নৃপবৃন্দের রাজগরিমা কত কাল স্থায়ী হইতে পারে? যে সাক্সন্-বংশের প্রতি আপাততঃ অবমাননা প্রকাশ করত কারাগারে বন্দীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ সাক্সন্-রাজকুমারগণ তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে পূর্ব্বোক্ত বন্দিনৃপতিরাই তাঁহার রাজ্যের স্থায়িত্বের কারণ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত ভূস্বামীগণ রুফস্কে এই বলিয়া তৎকালে সান্ত্বনা করিলেন যে "তোমার পরমাত্মীয় সাক্সন্দিগের প্রতি বিশ্বাস করা কদাচ উচিত হয় নাই। ইংলণ্ডীয় লোকেরাই তোমার সর্ব্ব প্রকারে বিশ্বাসের স্থল, নিশ্চয় জানিবে।" রুফস্ এই উপদেশ আদৌ অগ্রাহ্য করেন, পরন্তু একদা তিনি প্রাচীন প্রণালীতে সৈন্যদিগকে ব্যূহ-রচনা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন ইতিমধ্যে তাঁহার

প্রথম হেনরী এবং মড।

কতিপয় আত্মীয় ব্যক্তি রাজ-বিপ্লব হেতু তদ্বিরুদ্ধে উল্লিখিত সৈন্য-সকলকে আক্রমণ করত তাঁহাকে পরাভূত করিয়া প্রধান নগর ও দুর্গসকল অধিকৃত করে। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকেরা প্রথম উইলিয়মের মহত্ত্বাগুণে এরূপ বশীভূত হইয়াছিল যে তাহারা তৎকালেও রুফসের সকল দোষ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকেই পুনর্ব্বার ইংলণ্ডের রাজা করিল।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল-বিলম্বে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং তৎপরে প্রথম হেনরী ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। ইনি "বোক্লর্ক" নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার আধিপত্য-সময়ে সাক্‌সন্-জাতিকে নিতান্ত অপদস্থ হইতে হয় নাই। তিনি পিতামহের পদ্ধতি অবলম্বনক্রমে সাক্‌সন্-রমণীগণের সহিত স্বজাতির উদ্বাহ বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতেই সাক্‌সন্‌দিগের সহিত নরমান্ বংশের পুনর্ব্বার সৌহার্দ্দ সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বোক্লর্ক

ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জন্মভূমির অভিনব পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন, এবং রাজপরিবারে হইতে এক ইংলণ্ডীয় অঙ্গনার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ রমণী স্কটলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় ম্যাল্কমের দুহিতা। তাঁহার নাম মাটিল্ডা, তাঁহার আর এক নাম মড। তিনি কুমারিকাবস্থায় দুর্বৃত্তদিগের মধ্যে কোন কামিনীর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন; তথায় কিছু দিন থাকিয়া যৌবনরূপ বিদ্যা শিক্ষা করত বয়স্থা হইয়া উঠিলে অনেক নর্ম্মান্-বংশীয় কুলীন তাঁহার পাণিগ্রহণে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মড সে পরিণয়ে অসম্মতা হইয়াছিলেন। যাহা হউক হেনরী বোক্লর্ক তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকে দার-পরিগ্রহ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মাটিল্ডা প্রথমতঃ অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপদেশিকা অঙ্গনারা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, যে নর্ম্মানেরা পূর্ব্বে সাক্‌সন্-কামিনীকুলের পাণিপীড়ন করিয়াছে তখনই ইংলণ্ডীয় রমণীদিগের জাতীয়-গরিমা খর্ব্ব হইয়াছে। সেই হেতু হেনরী রাজকুমারের পাণিগ্রহণে তাঁহার কুলোজ্জ্বলতা ব্যতীত মর্য্যাদা-হানির সম্ভাবনা নাই। পরিশেষে মড বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু নর্ম্মান্-কুলীনগণ ঐ বিবাহে পরাভূত সাক্‌সন্-কুলের বিশেষ প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রাপ্তি হইবে এই আশঙ্কায় এক অনুযোগ উপস্থিত করেন। তদ্বিশেষ এই যে মাটিল্ডা অনূঢ়াবস্থায় বস্ত্রাবরণদ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিতেন। তৎকালে ইংলণ্ডে এই রূপ প্রথা ছিল, যে উদ্বাহ বিমুখী কামিনীরা দেবোদ্দেশে যদি বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে তাহা হইলে তাহাদিগের স্বাধীনত্ব কিছুই থাকিত না; এবং প্রকাশ্য স্থানে এক খণ্ড বস্ত্রদ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখা হইত। সেই হেতু সকলে এই কথা বলিতে লাগিলেন যে মাটিল্ডা তপস্বিনী বা উদাসিনী হইয়াছেন; হেনরী তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলে ন্যায় মত কার্য্য করা হইবে না। এই আপত্তি উপস্থিত হইবাতে মাটিল্ডা ঐ অভিযোগ খণ্ডনার্থ স্বয়ং প্রধান যাজকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে তিনি উদাসিনী নহেন, তাঁহার পরমাত্মীয় পিতৃব্যপত্নী এই জন্য তাঁহার মুখমণ্ডল বস্ত্রাবরণে আবৃত রাখিতেন যে নর্ম্মান্-বংশীয় কুলীনগণ সর্ব্বদা ইংলণ্ডীয় কামিনীগণের পাণি-পীড়নে উদ্যত হইতেন; ঐ রূপ পাণি-পীড়নে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেন; তন্নিমিত্ত তাঁহার বদন আবরণদ্বারা সর্ব্বদা আবৃত করিয়া রাখিতেন। মাটিল্ডার পূর্ব্বোক্ত গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়া প্রধান যাজক আর কোন অভিযোগ শ্রবণ না করিয়া হেনরীকে বিবাহ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; এবং হেনরী অবিলম্বে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

হেনরীর পিতার বর্ত্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রবর্ট পালাষ্টাইনে ধর্ম্ম-যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং তথাহইতে প্রত্যাগমন না করিতেই তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। ঐ অবকাশে বোক্লর্ক জ্যেষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত ভ্রাতার সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটিবায় তাহা নিয়ত গৃহবিবাদে নিবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময়ে সাক্‌সনেরা তাঁহার প্রতি যথোচিত আনুগত্য প্রকাশ করাতে তিনি প্রজাদিগের অনুকূলে অনেক গুলি প্রজারঞ্জক ব্যবস্থাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তাঁহার পৈতৃক কুলের ভূপালগণ তৎকালে ফ্রান্‌স দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন। ষষ্ঠ লুইস

হেনরীর অতুল-প্রভাব-দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার প্রকৃত সদুপায় কিছুই করিতে পারেন নাই; অবশেষে ১১৩৫ খ্রী- [illegible] মুক্তি লাভ করিলেন।

কর্ণাট।

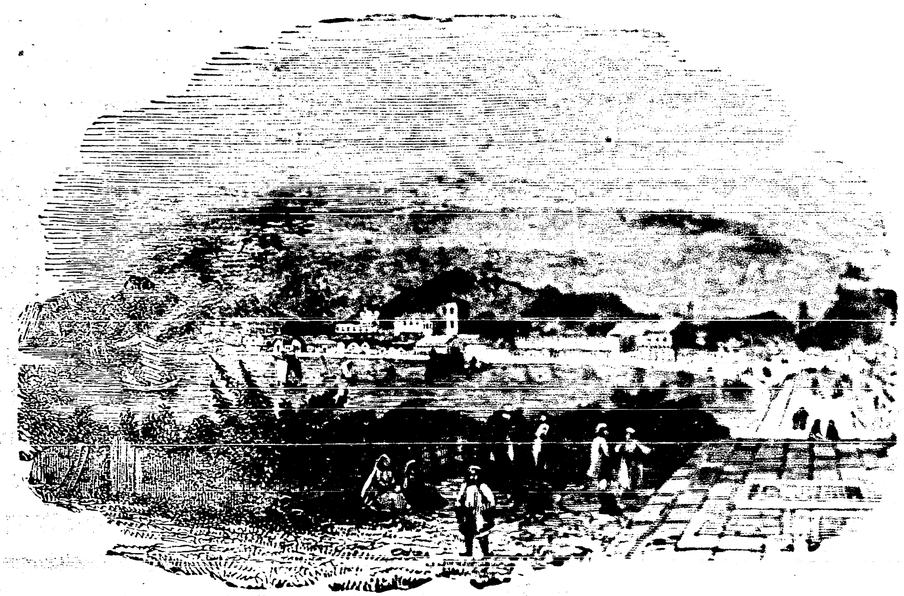

ক র্ণাট দেশ অতি প্রাচীন-কালাবধি দক্ষিণ দেশের এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার আয়তন দক্ষিণ দেশের প্রায় সমস্ত সীমাপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অধুনা উল্লিখিত দেশ এতাদৃশ বিলুপ্তদশাগ্রস্ত হইয়াছে যে উহার পূর্ব্বসীমা কোন ক্রমেই অসন্দিগ্ধরূপে নিরূপিত করা যায় না, যেহেতু তাহার সীমায় অধুনা বহুতর রাজন্যের রাজপাট স্থাপিত হইয়া তত্রত্য স্থানসকল ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধিকার বলিয়া পরিচিত হইতেছে। ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তি জনপদ-সকল কর্ণাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহা প্রাচীন কর্ণাটের কথঞ্চিৎ অংশমাত্র। বর্ত্তমান কর্ণাট রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত, পূর্ব্ব ও পশ্চিম; তন্মধ্যে পূর্ব্ব কর্ণাটের বিষয়ই এস্থলে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইবে। পশ্চিম দেশস্থ কর্ণাট অর্থাৎ তুলব রাজ্য মলবার রাজ্যের অধীন, অতএব তৎপ্রস্তাব মলবারের ইতিহাসেই পরিসমাপ্ত করা হইবেক।

[illegible] পূর্ব্ব [illegible] অধীনে ছিল; এবং তাহা [illegible] কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০ [illegible] ক্রোশ বি- [illegible]।

[illegible] কর্ণাট-রাজ্য অধিকার করিবার পূর্ব্বে উহার [illegible] ভাগ অনেক গুলি পল্লীগার [illegible] অধীনে থাকাতে উক্ত রাজ্য তন্নি- [illegible], [illegible], পল্লিনার, ত্রিচিনপল্লী, [illegible] প্রভৃতি অনেকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অপর মধ্যস্থানে [illegible], পালামকোট্ট, [illegible], [illegible], [illegible], বেলুর, [illegible], চন্দ্রগিরি, [illegible], বেলুর, ও তাহার প্রধান নগর মান্দ্রাজ, পণ্ডিচরী, আরকট, ওয়ালাজাবাদ, বেলুর, [illegible], [illegible], [illegible], পলিকট, চন্দ্রগিরি, এবং মেলুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উত্তর কর্ণাটে বিখ্যাত অন্ধ্ররাজাদিগের সঙ্গম নামক রাজপাট ছিল। এতদ্রাজ্যে কাবেরী, পেন্নার,* [illegible], ও পলার এই চারিটি নদী বিশেষ প্রসিদ্ধ; এবং তাহা ঘাট-পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া নদী ও সাগরে মিলিত হইয়াছে। প্রোক্ত ঘাট পর্ব্বত পূর্ব্ব ও পশ্চিম কর্ণাট-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী থাকাতে ঐ উভয় কর্ণাটের স্বতন্ত্ররূপে ঋতু পরিবর্ত্তিত হয়।

অন্যান্য উষ্ণমণ্ডলস্থ দেশের ন্যায় কর্ণাট রাজ্য অত্যন্ত উষ্ণ স্থান; কিন্তু সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তিতা হেতু শীতল বায়ুদ্বারা তাহার উষ্ণতার উপশম হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে তথায় অনবরত বারিবর্ষণ হয় ঐ সময়ে এতদ্দেশের ন্যায় প্রবল বাত্যা প্রবহণ হইতে থাকে; আর গগনমণ্ডল মেঘমালায় নিবিড়ান্ধকারাবৃত হয়।

কর্ণাটের অধিকাংশ ভূমি বালুকাময়। তৎপ্রযুক্ত সচরাচর তদ্দেশবাসিগণের অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়া থাকে, এবং ক্রমাগত যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ব্যতীত উত্তম ফল ও শস্যের অধিকারী হয় না।

নগরমধ্যে বা গ্রামপ্রান্তে রাজপথের সন্নিহিত 'চৌলত্রী' নামে পান্থশালা সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। পথিক বা যাত্রিদিগের সেবার নিমিত্ত রাজাদিগের নিয়োজিত ব্রাহ্মণেরা সেই স্থানে সর্ব্বক্ষণ শ্রান্ত পথিকগণকে খাদ্য ও পানীয় আহরণ করিয়া রাখিয়া থাকে। মান্দ্রাজের বিংশ বা পঞ্চবিংশ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত উক্তপ্রকার পান্থশালা সকল গ্রাম ও পল্লীতে দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের অপর স্থান অপেক্ষায় কর্ণাট দেশে অতি প্রকাণ্ড ২ বহুল দেবালয় দৃষ্ট হয়; তাহা ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতা বিষয়ে ভারতবর্ষের লোকদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি সপ্রমাণ করিতেছে। ঐ সকল দেবমন্দির এক নিয়মে নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার ভিন্নতা প্রায় দৃষ্ট হয় না। অতি প্রকাণ্ড এক চতুরস্র ভূমির উপর চারি দিক্ উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে মন্দির নির্ম্মিত হয়, এবং ঐ দেবালয় বহির্ভাগস্থ সাধারণের কোন মতে নয়নগোচর হয় না। ঐ প্রাচীরের চারি দিগে এক এক প্রকাণ্ড দ্বার আছে। ঐ সকল দ্বারের উপরে দুর্গের চূড়ার ন্যায় এক এক প্রকাণ্ড গৃহ আছে; তদ্দ্বারা শত্রুদিগের আগমন-পথ অনায়াসেই প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। কর্ণাট দেশে পূর্ব্বে অসঙ্খ্য দুর্গ ছিল। অনেক বৎসর কর্ণাট-রাজ্য-মধ্যে যুদ্ধ বিপ্লব উপস্থিত না থাকা প্রযুক্ত ঐ সকল দুর্গ অযত্নে ক্রমে ভগ্নাবস্থ হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল দুর্গ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত হইবাতে ভগ্নাবস্থাতেও নিরাশঙ্ক, এবং যুদ্ধের অযোগ্য হয় নাই। তথায় অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও হিন্দু লোকের বসতি আছে, অপর জাতীয় লোক অতি অল্প দৃষ্ট হয়। কর্ণাট দেশে উচ্চবংশোদ্ভব মান্যব্যক্তিগণ পঞ্চবন্দম নামক শূদ্রজাতিদ্বারা ক্ষেত্রা-

* ইহার সংস্কৃত নাম উত্তর পিনাকিনী।

দির কার্য্য করাইয়া থাকেন। ঐ কৃষকেরা অসাধারণ পরিশ্রমী এবং ঐ দাসত্বব্যবসায়ই উহাদের অবলম্বনীয়। মহিসূরের পাদশাহ হাইদর আলী কর্ণাটহইতে ঐ সকল লোকদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

কর্ণাট রাজ্যে গর্দ্দভই অতি সাধারণ পশু বলিয়া গণ্য। বঙ্গদেশের গর্দ্দভসদৃশ উহা অতি খর্ব্বাকার হয়, কিন্তু বর্ণে নানা প্রকার বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন জাতীয় গর্দ্দভ সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বা খদির বর্ণ। চেনসুকারী জাতীয় লোকেরা গৃহে গর্দ্দভ প্রতিপালন করে। এতদ্দেশের সদৃশ তাহা ভদ্র গৃহে কদাপি প্রতিপালিত হয় না। ঐ চেনসুকারী জাতি বল্মীক কীট আদি কদর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করে। উহারা কদাপি এক স্থানে দীর্ঘ কাল বাস করে না।

কর্ণাটের দক্ষিণ ভাগে স্মার্ত্তল জাতীয় ব্রাহ্মণগণের অধিক বসতি। উহাঁরা শিবোপাসক, তজ্জন্য শৈবনামে খ্যাত, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। মান্দ্রাজ ব্যতীত কর্ণাট রাজ্যে সমস্ত নগর ও পল্লীমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বসতির নিমিত্ত এক এক স্বতন্ত্র ভাগ নিযুক্ত হয়। ঐ স্থানে শূদ্রেরা কদাপি বাস করিতে পারে না।

হুঁকায় তামাকু সেবন কর্ণাট রাজ্যে অত্যন্ত নিন্দনীয়। পরন্তু নস্যের ব্যবহার বাহুল্যরূপে প্রচলিত আছে। অনেকে হুঁকার বিষয় উত্তমরূপ পরিজ্ঞাতও নহে। নীচশ্রেণীস্থ লোকেরা চুরট সেবন করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে তৎসেবনে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। তদ্ধেতুক মান্য পদবীস্থ শূদ্রেরা ঐ আচারের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী হইয়া থাকেন।

কর্ণাট রাজ্যের স্থানে স্থানে খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান, ইহুদী, প্রভৃতি জাতীয়-মনুষ্যের বসতি আছে। প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের সম্যক্ আদর আছে, এবং তাহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতির সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

এই রূপ [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] [illegible] প্রাচীন [illegible] না থাকাতে [illegible] [illegible] পিত হয়। [illegible] [illegible] সুবিখ্যাত [illegible] আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই [illegible] প্রমারবংশীয় রাজপুত্র এবং [illegible] গোত্রীয় ছিলেন। [illegible] ঘাট-পর্ব্বত পর্য্যন্ত [illegible] বিস্তৃত ছিল। কোন কোন ইউরোপীয় এবং প্রাচীন [illegible] ইতিহাস মধ্যে [illegible] বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সম্যক্ বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহা হউক পরস্পর-গৃহ-বিচ্ছেদ-বশতঃ [illegible] বংশ শেষদশায় একেবারে নিস্তেজ হইবাতে ১১২০ সংবৎসরে সুপ্রসিদ্ধ বল্লালবংশীয় তেজোবন্ত নৃপতিগণের আধিপত্যকালে কর্ণাট-সাম্রাজ্য পুনর্ব্বার মহাপ্রতাপান্বিত হইয়াছিল। মহিশূরে তাঁহাদিগের বেলগাম নামে এক রাজপাট ছিল।

অতঃপর উল্লিখিত বল্লালবংশ লুপ্ত হইলে চোলবংশীয় ভূপালগণের প্রভাব সমস্ত কর্ণাট দেশে বর্ত্তিয়াছিল। তাঞ্জোরহইতে প্রায় বিংশতি জ্যোতিষি ক্রোশ দূরে কুম্ভকোণম্ নামক স্থানে তাঁহাদিগের প্রধান রাজপাট স্থাপিত হয়। তৎকালে কর্ণাটের সীমা পূর্ব্বঘাটহইতে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং সমস্ত পূর্ব্ব চোরমণ্ডল

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] যৎকালে [illegible] রাজত্ব করেন, সেই সময়ে [illegible] পরে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল- [illegible] তাঁহার রাজপাট দ্বারসমুদ্র অধিকার করিয়াছিল। তদবধি যবনদিগের দক্ষিণ দেশে প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু এই যবনাক্রমণ উপস্থিত হইবার পরেই বিখ্যাত শ্রীরঙ্গ-রা- [illegible] বংশের [illegible] পূর্ব্বপুরুষেরা কর্ণাট রাজ্যে প্রতাপান্বিত বিজয়নগরের রাজপাট স্থাপিত করেন, এবং কর্ণাট ও অন্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিপালগণ তাঁহাদের আজ্ঞার বশতাপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বহমণী যবন সাম্রাজ্য বিজয়নগরের হিন্দুসম্রাটগণের পরম প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। আশু তাহা লোপ হইবাতে বিজয়নগরস্থ ভূপালগণ মহা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ভাগ্যে ঐক্য না থাকাতেই একতাবদ্ধ যবন ভূপালগণ তালিকোটা নামক স্থানে হিন্দুদিগকে পরাভূত করিয়া বিজয়নগর ধ্বংস ও শ্রীভ্রষ্ট করে। বিজয়নগরের আধিপত্য লোপ হইবাতেই দক্ষিণ দেশের হিন্দুদিগের প্রভাব কিয়ৎকালের নিমিত্তে একেবারে বিলুপ্ত হয়, এবং যবনেরা তৎকালহইতে কর্ণাটে কিয়ৎকাল স্বাধীনরূপে রাজত্ব করিয়াছিল।

অনন্তর যবনদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবাতে কোন কোন হিন্দুভূপতি স্বাধীনতা উপলব্ধ করত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ইকরিবংশীয় রাজারা প্রধান ছিলেন। বণিক্ ইংরাজেরা আরমেগব নামক স্থানে সর্ব্বাদৌ উপনিবাস স্থাপন করিয়াছিল। তৎপর দমর্লা বেঙ্কটাদ্রি নামক হিন্দুভূপালের আদেশক্রমে কথিত বণিকেরা মান্দ্রাজে গিয়া দুর্গ ও নগর স্থাপন করে। তৎকালে উল্লিখিত নগর চেন্নাপট্টন নামে বিখ্যাত ছিল। তৎপরে ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের দ্বারা তাহা ক্রমে মান্দ্রাজ নামে বিখ্যাত হয়। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ নগর একটী ক্ষুদ্র জনপদের রাজপাটরূপে পরিগণিত হইত, অধুনা ইংরাজদিগের অধীনে ফোর্ট সেণ্টজর্জ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

হাইদরাবাদের নবাবেরা কর্ণাট রাজ্যকে আপন অধিকারের অংশ বলিয়া গণ্য করিতেন। যৎকালে নিজাম্ উল্‌মুল্‌ক দক্ষিণ দেশের সুবেদার হয়েন সেই সময়ে সাদৎ উল্লা কর্ণাটের নবাবের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দোস্ত আলী উক্তপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরই দুহিতাকে নিজামের মন্ত্রি চন্দা সাহেব বিবাহ করেন। ঐ সময়ে ত্রিচিন্নপল্লীর রাজা কর্ণাটের নবাবের অধীন ছিলেন, কিন্তু রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হইবাতে চন্দা সাহেব শ্বশুরের সাহায্যার্থ পূর্ব্বোক্ত হিন্দুভূপালের বিরুদ্ধে সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে হিন্দুবীর্য্য ভারতবর্ষে এতাদৃশ হীনদশাপন্ন হয় নাই যে যবনেরা অনায়াসেই কোন হিন্দু নৃপতিকে রাজ্যচ্যুত করিবেন। দুর্ব্বিজয় মহারাষ্ট্রীয় ভূপালগণের দর্পে তৎকালে যবনেরা সশঙ্কিত হইত। ত্রিচিন্নপল্লীর মহারাজা যবনাক্রমণ-দর্শনে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তন্নিবারণ হেতু আহ্বান করিলেন, এবং তাহাদের বিশালপ্রতাপ মহাসৌর্য্যবান্ হিন্দু নৃপতির শরণাগত হইলেন। তৎপ্রযুক্ত যবন

সুবেদারের মন্ত্রী মহারাষ্ট্রীয় ভূপালের বিরুদ্ধেঅস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধ হয় নাই; প্রত্যুত তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় শাণিত অস্ত্রাঘাতে দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; এবং চন্দা সাহেব বন্দীরূপে শত্রুরদেশে নীত হইয়াছিলেন। হাই-দরাবাদের অধিপতি এই দুর্ব্বিপত্তি উপস্থিত দর্শনে এক জন অমাত্য অনবরুদ্দীনকে কর্ণাটের শূন্য সিংহাসনের শাসনকর্তৃরূপে প্রণোদিত করেন। ইত্যবসরে চন্দা সাহেব কারামুক্ত হইয়া কর্ণাটে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, অনবরুদ্দীন তৎপদ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব নবাবী পদ গ্রহণার্থ চন্দা ফরাসিদিগকে উত্তরসাধক হইবার নিমিত্ত যথোচিত উপাসনা করিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইবাতে অনবরুদ্দীন সপুত্রক সঙ্গ্রামে নিহত হইলেন। কিন্তু তৎসুযোগেও চন্দা সাহেব কর্ণাটের আধিপত্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন না। যেহেতু ফরাসিদিগের রাজ্য-কণ্টক ইংরাজেরা মৃত অনবরুদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্রকে পৈতৃক আসনে অভিষিক্ত করণার্থে বিশেষ আগ্রহী হইয়া সমস্ত প্রতিবন্ধক খণ্ডন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তৎকালে কর্ণাটের রাজপাট আরকট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সুবিশ্রুত ক্লাইব সাহেব ঐ সময়ে আরকট রক্ষার্থ অসাধারণ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। চন্দা সাহেব এজন্য কিছুতেই কর্ণাটের রাজপাট অধিকৃত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে পুনঃপুনঃ সঙ্গ্রামে হতাশ ও পরাভূত হইয়া তিনি তাঞ্জোরের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরন্তু তাঁহার পূর্ব্বের ব্যবহার সকলের অন্তঃকরণে জাজ্বল্যমান ছিল, তৎপ্রযুক্ত তাঞ্জোরের মহীপাল তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিলেন; তাহাতে ফরাসিরা সচকিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এই সন্ধি সমাধা হইলে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ আলী কর্ণাটের নবাব হইলেন।

পরন্তু ফরাসিদিগের ক্রমে ক্রমে [illegible] ভাবে রহিয়াছিল। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা পুনর্বার পূর্ব্বকার উভয় প্রতিযোগীর ন্যায় যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইবাতে ফরাসিরা পূর্ব্ব [illegible] করত অন্তঃকরণে দগ্ধ হইতে লাগিল। দক্ষিণ দেশের সুবেদার ফরাসিদিগকে কতক রাজ্য সরকার প্রদেশ প্রদান করাতে ফরাসিদিগের ভারতবর্ষে বিপুল প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাস্তবিক অতঃপর ইংরাজদিগের [illegible] অধিকার করত মান্দ্রাজের অভিমুখে সৈন্য চালনা করিতে লাগিল। এই অবকাশে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতহইতে এক দল সেনা প্রেরিত হইলে ফরাসীদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পরন্তু ঐ বারের যুদ্ধও পূর্ব্ববৎ ইংরাজদিগের মঙ্গলজনক হইয়া উঠিল। ফরাসীরা উপনিবেশহইতে তাড়িত হইল, এবং ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে রাজ্য প্রত্যর্পণ করত সন্ধির প্রস্তাবনা করিল। পরন্তু পূর্ব্বে যে সকল রাজ্য ইংরাজেরা জয়দ্বারা অধিকৃত করিয়াছিলেন তৎসমুদায় বিলাতের সন্ধিদ্বারা প্রত্যর্পিত হইল; এবং ফরাসীরা প্রোক্ত সন্ধির একাদশ প্রকরণানুসারে মুহম্মদ আলীকে কর্ণাটের নবাব এবং সলাবত জঙ্গকে দক্ষিণ দেশের সুবেদার বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই রূপে কর্ণাটদেশে ফরাসীদিগের প্রভুত্ব নষ্ট হইলে মুহম্মদ আলী তদ্রাজ্যে নিষ্প্রতিযোগীরূপে ঐকাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, পরন্তু তিনি যুদ্ধের ব্যয়সম্বন্ধে ইংরাজদিগের নিকট অনেক টাকা ঋণ লইয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহার দায়ী হইতে হইল। সেই প্রযুক্ত অপর ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজ্যে পুনর্বার স্থাপন করণার্থে যে আনুকূল্য করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যুপকার-প্রাপ্তি বিষয়ে ইংরাজদিগের আর এক দাওয়া হইয়াছিল। এই উভয় বিষয়ে অর্থ প্রদানে অপা-

রগ হইয়া অবশেষে তিনি তাহার এক অধিকারী [illegible] করিলেন। ইংরাজেরা ঐ [illegible] প্রথমে মহারাষ্ট্রের অনু-[illegible] তাহাদের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় ইংরাজেরা তাঞ্জোর রাজার [illegible] পূরণ হইবায় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট [illegible] আবদ্ধ হইলেন; এবং তাহা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত নবাবকে এই বলিয়া অনেক প্রার্থনা জানাইলেন যে "তোমার দেশ-রক্ষার্থ আমাদিগের সৈন্যের যে সকল ব্যয় হইয়াছিল তৎসমুদায় আমাদিগের ঘাড়ে পড়িতেছে। কিন্তু আমরা ঐ অর্থের দায়ী নহি; অতএব এই ঋণ তোমাকেই পরিশোধিত করিতে হইবে।" কর্ণাটের অধীশ্বর এই বিষয় শ্রবণ করত কিছু [illegible] হইয়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সহিত এই অঙ্গীকারে সন্ধি স্থাপিত করেন যে তিনি দেশ-রক্ষার্থ ইংরাজদিগকে দশ পল্টন সৈন্যের ব্যয় রাজকোষহইতে প্রদান করিবেন, এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কর্ণাট রাজ্যের অধিকারী থাকিবেন। পরন্তু ঐ সন্ধি শেষ হইতে না হইতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট পুনশ্চ তাঁহাকে আর এক সন্ধিতে আবদ্ধ করেন, তাহাতে পাঁচ বৎসর কর্ণাট রাজ্য ইংরাজদিগের অধীনে থাকিবেক, এবং ব্যয় নির্বাহার্থ নবাব কিয়ৎ পরিমাণে রাজ্যের আয় প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই নির্দ্ধারিত হয়।

এই সন্ধি সমাধা হইবায় নবাব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অতঃপর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সহিত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ বিরোধ উপস্থিত হইবাতে তৎসুযোগে কর্ণাটের নবাব সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বাধিকার প্রাপ্তি-বিষয়ে এক আবেদন করেন, এবং উল্লিখিত গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিবায় নবাব কর্ণাট রাজ্য আপনার অধীনে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে অনেক বাদানুবাদের পর বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের মেম্বরগণ কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া নবাবের রাজ্য প্রত্যর্পণে সম্মতি প্রদান করিলেন; এবং নবাবের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বার্ষিক বার লক্ষ টাকা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে প্রদান করিবার আদেশ করেন।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে যৎকালে মহিসূরের সহিত ত্রিবঙ্কুরের রাজার যুদ্ধ উপস্থিত হয় ঐ সময়ে কর্ণাটের অধিকার কোন মতে টীপুর হস্তগত না হয় এই অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কিয়দ্দিবসের জন্য তাহার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে টীপুর সহিত ত্রিবঙ্কুরের রাজার যুদ্ধ সমাধা হইলে নবাবের সহিত আর এক সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে ষট্‌ত্রিংশৎ লক্ষ মুদ্রা নবাবের কোষহইতে ইংরাজদিগকে প্রদান করিতে হইল। তৎসঙ্গে নবাবকে আর কয়েকটা কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল; অর্থাৎ সন্ধিপত্রে তিনি এই প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছিলেন যে রাজ্যে কেবল ব্রিটিশসৈন্যসকল রক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিবে; এবং সঙ্গ্রাম উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ-কর্ম্মচারিরাই রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও নির্বাহ করিবেন। অপর ঋণপরিশোধে নবাবের ত্রুটি হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কয়েকটা জনপদ বিনা আপত্তিতে অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন; এবং অতিরিক্ত সৈন্যের আবশ্যক হইলে নবাব অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিবেন। অধিকন্তু অন্য কোন রাজার সহিত তাঁহার বিষয় কার্য্যের কোন সংস্রব থাকিবে না।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ আলী অক্টোবর মাসের ১৫ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে তৎপুত্র উমদৎ উল্ ওমরা তৎপরদিবস পিতার আসন প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতা যে সন্ধি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা এই যুবরাজের পক্ষে

ক্রমশঃ ক্লেশকর ও কঠিনতর হইয়া উঠিল, যে হেতু ইংরাজদিগকে যে বহু অর্থ প্রদান করিতে সন্ধি-পত্রে প্রতিজ্ঞা ছিল, সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন নিমিত্ত প্রতিবর্ষে ঋণের আধিক্য হইতে লাগিল। সুতরাং ঐ কঠিন নিয়ম পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি চেষ্টান্বিত হইলেন। সেই চেষ্টার ফলস্বরূপে আর এক সন্ধিও স্থাপিত হয়; কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। শ্রীরঙ্গপত্তন ধ্বংসীকৃত হইলে যে সন্ধি সমাধা হয় তাহার কিছু দিন পরেই মুহম্মদ আলী বিদ্রোহ-বিষয়ক এক পত্র টীপুকে লেখেন ঐ পত্র হঠাৎ প্রকাশ হয়। ঐ পত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে কোন মতে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের প্রাধান্য না বৃদ্ধি পাইতে পারে। উমদৎ উল্ ওমরা পিতার অবর্ত্তমানে টীপুর সহিত ঐ রূপ পত্রাদি লিখিতেন, কিন্তু বাহ্যে সৌহার্দ্য প্রতিজ্ঞার সকল লক্ষণ রক্ষা করিতেন। অধুনা এই ব্যাপার ইংরাজদিগের গোচর হইবাতে নবাব প্রকৃত দোষী কি না? তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান হইয়া তাঁহার দোষ সপ্রমাণিত হইল। সুতরাং সন্ধিপত্রে কর্ণাট-দেশ-গ্রহণের অগ্রে যে প্রসঙ্গ ছিল, নবাবের দোষ সপ্রমাণিত হইলে ইংরাজেরা তাহার প্রতি নির্ভর করিলেন। কিন্তু ইতি মধ্যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উমদৎ উল্ ওমরার মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র আলিহোসেন রাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিলেন না; এবং ইংরাজেরা তাঁহার পিতার বন্ধুত্ব-বিগর্হিত-কার্য্য হেতু তাঁহাকে কেবল বৃত্তিপ্রদানে সম্মত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলে আলি হোসেন তাহাতে সম্মত হইলেন না। অতঃপর মৃত উম্‌দতের ভ্রাতুষ্পুত্র আজিম উদ্দৌলা বৃত্তিগ্রহণে সম্মত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা উপরোক্ত যবন-রাজকুমার কর্ণাটের নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু কর্ণাট-রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। অপর ঐ সন্ধি-পত্রে তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত পদ প্রদত্ত হইল, এবং ঐ পদ তাঁহার বংশাবলী প্রাপ্ত হইবেন না, ইহা লিখিত হইয়াছিল। যাহা হউক ১৮১৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইবাতে তাঁহার পুত্র আজিম জাঃকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কথা বলিলেন যে, ঐ পদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে এক্ষণে আর কাহার অধিকার নাই, ইংরাজেরা যাঁহাকে মনোনীত করিয়া কর্ণাটের নবাব করিবেন তিনিই উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। ফলে অতঃপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই কর্ণাটের নবাব-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বিশেষ কিছুই সন্ধি স্থাপিত হয় নাই।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আজিম জাঃ পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুত্র মুহম্মদ গোস নবাবী পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অপুত্রক মৃত্যু-মুখে পতিত হন। ঐ সময়ে কর্ণাটের রাজ্যী-প্রাপ্তি-বিষয়ে আজিম জাঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাতে গবর্ণমেণ্ট এই প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে ভূতপূর্ব্ব নবাবেরা সৌহার্দ্য সন্ধি ভঙ্গ করিয়া কর্ণাটের অধিকারহইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এক্ষণে কর্ণাটের নবাবী পদ ব্রিটিশ গর্ণমেণ্ট আর কাহাকেও প্রদান করিতে সম্মত নহেন। ইহাতেই কর্ণাটের স্বাতন্ত্র্য এককালে রহিত হয়।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১ "ভূষণসার ব্যাকরণ। বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত রীতির অনুসারে শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত।" এই পুস্তকের আয়তন কোন মতে বৃহৎ নহে; ইহাতে দ্বাদশপৃষ্ঠা-ভাঁজের ৫৮ পৃষ্ঠা পরিমাণমাত্র পদার্থ আছে, তাহাতে বোধ হয়, এই রহস্যের এক খণ্ডও পূর্ণ হয় না।

পরন্তু উনি প্রত্যেক সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং [illegible]-পত্রের সম্পাদক মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া গণ্য। তাঁহার ব্যবসায়ের অনুরোধে তাঁহাকে সর্ব্বদাই বাঙ্গালা রচনায় সময় ক্ষেপ করিতে হয়, এবং নানা প্রকার বাঙ্গালা পত্রের আলোচনাও করিতে হয়। তিনি যে বাঙ্গালা ভাষার বিহিত মর্ম্মজ্ঞ হইবেন ইহা অবশ্য সম্ভাবনীয়। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশও করিয়াছেন; তথা প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ-সকলের দোষাবলী বিলক্ষণরূপে আলোচনা করিয়া তিনি অল্পমতিদিগের উপকারার্থে প্রস্তাবিত নূতন গ্রন্থের জন্মদানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার কৃমিন্ত-কণ্ডন-সময়েও দুন্দুভি-ধ্বনির কোন মতে ত্রুটি হয় নাই। লিখিত হইয়াছে "গ্রন্থকার-"দিগের অনেকে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি রীতির "অনুসরণ না করিয়া সংস্কৃতের অনুসরণ করি-"য়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের প্রয়াস সম্যক "ফলোপধায়ী হয় নাই। যাঁহাদিগের বাঙ্গলা "রীতির প্রতি সমধিক দৃষ্টি ছিল, তাঁহা-"দিগেরও গ্রন্থে কএকটী মারাত্মক দোষ ঘটিয়া-"ছে। কেহ অনাবশ্যক ও বালকদিগের দুর্ব্বোধ "বিষয়দ্বারা গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন; কাহার বা "রচনা এমনি দুরূহ হইয়াছে যে বালকের দূরে "থাকুক বৃদ্ধেরও দন্তস্ফুট করা ভার। এতদ্ভিন্ন "ব্যাকরণজ্ঞেয় অনেক বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, "আর কতক গুলি বিষয়ের অযথাযথ মীমাংসা করা "হইয়াছে।" অপর গ্রন্থখানি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উৎকৃষ্ট চেষ্টার ফলস্বরূপ, তন্নিবন্ধনই বোধ হয়, ইহার নাম "ভূষণসার" হইয়াছে। এই সকল বিবেচনায় আমরা এই পুস্তকের এক খানি চারি আনা মূল্যে ক্রয় করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের অর্থব্যয় উপকারজনক হইয়াছে ইহা কোন মতে অনুভূত হইতেছে না; প্রত্যুত আমাদিগের প্রবিষ্টতা কমতার অভাব বশতঃই হউক বা পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ণনার দুরূহতা বশতঃই হউক, অনেক বিষয়ে আমাদিগকে ক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছে। প্রথম পংক্তিতে গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য শাস্ত্রের লক্ষণই আমাদিগের পক্ষে "বিসমোল্লায় গলত" বোধ হইতেছে। পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন "যাহার দ্বারা বিশুদ্ধ রীতিক্রমে বাঙ্গলা ভাষার লিখন পঠন জ্ঞান জন্মে; তাহাকে বাঙ্গলা ব্যাকরণ কহে।" কিন্তু বাল্যকালাবধি আমরা জ্ঞাত ছিলাম যে ব্যাকরণ শাস্ত্রে শুদ্ধরূপে লিখিবার ও কহিবার জ্ঞান জন্মে, পঠনের কোন লাভ হয় এমত উপদিষ্ট ছিলাম না। অপর মুগ্ধবোধ সঙ্ক্ষিপ্ত সারাদি ব্যাকরণে পঠনের বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে এমত কিছুই দৃষ্ট হয় না। বৈদিক পণ্ডিতেরা পঠনের নিমিত্ত "প্রাতিশাখ্য" শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা ব্যাকরণহইতে অনেক অংশে পৃথক্। পাণিনিতে স্বরের বিষয়ে কএকটি সূত্র আছে, কিন্তু তাহা যে ব্যাকরণের অঙ্গ তাহা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নাই। মনে করিলাম, হইতে পারে, যে বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণে পঠনের বিশুদ্ধ রীতি লেখার বিশেষ নিয়ম করা হইয়াছে, এবং সেই ভ্রমে গ্রন্থের আদ্যন্ত সকল পাঠ করিলাম, কিন্তু তথাপি সন্দেহ-ভঞ্জন হইল না। ভূষণসারে বর্ণ, শব্দ, সমাস, সন্ধি, ক্রিয়া, ও বাক্যরচনা, এই কএকটী মাত্র প্রকরণ আছে, তাহার কোন প্রকরণে পঠনের বিশুদ্ধ কি অশুদ্ধ কোন রীতিই নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই; অতএব ব্যাকরণের লক্ষণে "পঠন" শব্দ ভ্রম বই আর কিছুই বোধ হয় না।

ব্যাকরণের লক্ষণ নির্দ্দেশের পরেই পণ্ডিত মহাশয় গ্রন্থের বিভাগ-নিরূপণে লিখিয়াছেন "এই ব্যাকরণে (১) বর্ণ, (২) শব্দ, (৩) সমাস, (৪) সন্ধি, (৫) ক্রিয়া ও (৬) বাক্য রচনা এই সাতটী প্রকরণ আছে;" কিন্তু বর্ণাদি প্রকরণের গণনা করিলে

ছয়টীমাত্র প্রকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়. সপ্তমটীর কুত্রাপি নির্দ্দেশ হয় না; অধিকন্তু ঐ সপ্তমটীর অভাব মুদ্রাকরের কি অঙ্গুলি-পঞ্জিকার অপরাধ তাহা নির্দ্দিষ্ট করা দুষ্কর।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যাকরণের প্রকরণ-ভেদে আমাদিগের আর একটী আপত্তি আছে। তিনি যে কারণে সমাসের পর সন্ধি নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা কোন মতে সঙ্গত বোধ হয় না। বালকদিগের পক্ষে সমাস ও সন্ধির মধ্যে কোন্ বিষয়টী অধিক কঠিন তাহা আমরা বিচার করিতে এস্থলে স্পৃহা রাখি না, পরন্তু সন্ধি না শিখাইয়া বালকদিগকে কি প্রকারে কৃষ্ণার্জুন, হরীশান, উপেন্দ্র ইত্যাদি শব্দের সমাস বোঝান যাইতে পারে তাহা আমাদিগের অনুভব হয় না। অধিকন্তু যাহারা বহুব্রীহির ব্যাপার আয়ত্ত করিতে পারে তাহারা যে অকারে অকারে আকার হয়, ইহা দুর্জ্ঞেয় বোধ করিবে, ইহাও অনায়াসে সম্ভাবনীয় নহে। পরন্তু আপনার ছাগ আপন অভিপ্রায়ানুসারে বলিদানে অন্যের নিষেধের অধিকার নাই, এবং আমরা এ বিষয়ে সেই কটাক্ষের অনুসরণ করিলাম।

ব্যাকরণের প্রকরণভেদের অব্যবহিত পরেই বর্ণের নির্ণয় করা হইয়াছে। তত্রাদৌ বর্ণের লক্ষণ। তদ্বিষয়ে লিখিত হইয়াছে যে "মনুষ্যের বাগিন্দ্রিয়দ্বারা যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহার এক একটি অবয়বকে বর্ণ বলা যায়।" এই লক্ষণ পূর্ব্বাচার্য্যদিগের সম্মত নহে, এবং ইহাতে অতিব্যাপ্তি দোষও দৃষ্ট হয়, যেহেতু ধ্বন্যাত্মক শব্দের অবয়বও ইহাতে বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হয়, এবং তাহা স্বীকার করিলে গ্রন্থকারের এক পঞ্চাশৎটী অক্ষরে সকলের আয়ত্ত হইবে না।

অপর ঐ একপঞ্চাশদ্ বর্ণ-বিষয়েও আমাদিগের বিশেষ আপত্তি আছে। ভূমণ্ডলে যে সকল বর্ণমা- [illegible] কি লেখনীতে, কি [illegible] পারিবে না। লিখিত [illegible] শাস্ত্র ও বুদ্ধির বিরুদ্ধ [illegible] বিরুদ্ধ আছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় [illegible] নূতন কল্পিত [illegible] প্রচলিত [illegible] হইয়াছেন। তিনি [illegible] চন্দ্রবিন্দু [illegible] অক্ষর বলিলেন তাহা আমরা কোন মতে অনুভব করিতে পারি না। লিখিত ভাষাতে ঐ সকল গুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে কেবল কোন্ বর্ণ কি প্রকারে উচ্চারিত হইবে তাহার বোধ হয়। প্রাচীন সংস্কৃতে কোন বর্ণ উদাত্ত স্বরে ও কোন বর্ণ বা অনুদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইবে তাহার বিশেষ চিহ্ন ছিল। গ্রীক, লাটিন ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় তদ্রূপ বহুল চিহ্ন আছে, তাহাকে "আকসেন্ট" শব্দে কহে। পারসী ভাষায় সেই রূপ চিহ্নের ব্যবহার প্রচুর দেখা যায়। চন্দ্রবিন্দুও সেই রূপ চিহ্ন, এবং তাহা যে বর্ণের উপর থাকে তাহা নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হইবে এই তাহার অভিপ্রায়; তাহা কদাপি স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, সুতরাং তাহার বর্ণাভিমান কিছুমাত্র নাই। তাহাকে বর্ণ কহিলে উদাত্ত অনুদাত্তের চিহ্নকে বর্ণ না বলা পক্ষপাতিতার কর্ম্ম হয়। ইংরাজীতে কোন বর্ণের লোপ হইলে তাহার স্থানে এই রূপ (') একটী চিহ্ন দেওয়া হয়। বাঙ্গালী ও সংস্কৃতে তদ্রূপ ম এবং ন বর্ণের আংশিক লোপ হইলে তাহার স্থানে একটী অনুস্বার দেওয়া যায়, সুতরাং বাঙ্গালী অনুস্বারটীকে বর্ণ

[illegible]

[illegible] সাহচর্য্যতায় [illegible] উচ্চারণ বৈলক্ষণ্য হয় ইহা সকল [illegible] প্রসিদ্ধ আছে; পণ্ডিত মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে "[illegible]" শব্দে যকারের নীচে বকারের যে উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্য হয় তাহা সংযোগবশতঃ ঘটে। তথাপি যকার পদাদৌ থাকিলে জকারের ন্যায় ও পদমধ্যে থাকিলে ইংরাজী Y অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয় ইহা অনুভব না করিতে পারিয়া "য" ও "য়" দুইটী পৃথক্ বর্ণ স্বীকার করিয়াছেন; ইহাতে বর্ণমালায় অধিকন্তু এক জ শব্দের নিমিত্ত দুইটী বর্ণ স্বীকার করা হইয়াছে। এরূপ কার্য্য যে, ব্যাকরণে অত্যন্ত দূষণীয় তাহা তিনি অজ্ঞাত নহেন। তিনি অবশ্য শ্রুত আছেন যে ব্যাকরণ-গ্রন্থকর্ত্তারা একটি মাত্রার লাঘব করিতে পারিলে পুত্রোৎসবের তুল্য আনন্দজনক ব্যাপার জ্ঞান করেন, (বৈয়াকরণাঃ মাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে।) সেই হেতুই তিনি স্বয়ং অন্তস্থ বকারের উচ্ছেদ করিয়াছেন; তত্রাপি এক জ শব্দের নিমিত্ত তিনি দুইটী বর্ণ কেন কল্পিত করিলেন ইহা আশ্চর্য্য মানিতে হয়। ড এবং ঢ বর্ণ অবস্থা-বিশেষে ড় ও ঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, অতএব তৎসমুদায়কে পৃথগ্ বর্ণ করাও অসঙ্গত বোধ হয়।

অপর বর্গীয় ও অন্তস্থ বকারের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া একটী বর্ণের পরিত্যাগ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। ইংরাজী B এবং V অক্ষরে যে প্রভেদ, উক্ত দুই বর্ণেও তদ্রূপ। শিক্ষকদিগের অপরাধে তাহার অন্যথা ঘটিতেছে; ঐ দোষের নিবারণের নিমিত্ত শিক্ষকদিগের প্রতি তিরস্কার করা কর্ত্তব্য; শিক্ষকের অপরাধে অক্ষরের উচ্ছেদ, বজ্রাঘাতের অপরাধে কুম্ভকারের ফাঁসির তুল্য হয়। ফলে অধুনা ইংরাজী অনেক শব্দ বঙ্গাক্ষরে লিখিতে অন্তস্থ বকারের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়; অতএব ঐ অক্ষরের উচ্ছেদ না করিয়া প্রচলন করাই বিশেষ আবশ্যক। অধুনা ঐ অক্ষরের অভাবে দেশের মহারাণীর নাম বঙ্গাক্ষরে লেখা ভার হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে যাঁহারা V অক্ষরের স্থানে বাঙ্গালী ভ অক্ষর ব্যবহার করেন তাঁহাদের প্রকৃত বর্ণজ্ঞান উপলব্ধ হয় নাই। অপর সামান্য লোকে দুই বকারকে এক রূপে উচ্চারণ করে বলিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটী বকারের উচ্ছেদ করিলে শ ষ স তিনটী, ণ ন দুইটী, ই ঈ দুইটী, উ ঊ দুইটী, ও ঋ ৠ দুইটীর রক্ষা কি প্রকারে করিলেন? সামান্য উচ্চারণে যে তাহাদের কোন ভেদ দেখা যায় না, তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই স্বীকার করিবেন। ফলে যাঁহারা বঙ্গীয় বর্ণমালার এরূপ সংশোধনে চেষ্টা করেন তাঁহারা বঙ্গভাষার কিছু মাত্র উপকার না করিয়া প্রচলিত বর্ণমালায় দোষারোপ করিতেছেন। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে পণ্ডিত মহাশয় ২ পৃষ্ঠায় একটি বকার স্বীকার করিয়া ৩ পৃষ্ঠায় ওষ্ঠ্য ও দন্তোষ্ঠ্য এই দুই অক্ষরের উচ্চারণস্থান নিরূপণ করিয়াছেন। অধিকন্তু ২ পৃষ্ঠায় বর্গীয় বকারেরই দন্তোষ্ঠ্যত্ব-স্বীকারেও অন্যমত নহেন; অথচ এ বিষয়ে মতামত হওয়াই আশ্চর্য্যজনক, যে হেতুক পরীক্ষা করিলে অনায়াসেই ব্যক্ত হয় যে বর্গীয় ব ওষ্ঠাধর সংস্পৃষ্ট করিয়া মুখদ্বার বন্ধ না করিলে উচ্চারিত হয় না, এবং তাহাতে দন্তের

কোন সাহায্য লাগে না; কিন্তু দন্তৌষ্ঠ্য বকারের উচ্চারণে দন্ত ও ওষ্ঠ উভয়ের সাহায্য আবশ্যক হয়, কেবল ওষ্ঠাধরে মুখদ্বার বদ্ধ করিলে তাহা কদাপি উচ্চারিত হয় না। পণ্ডিত মহাশয় বোধ হয় এ বিষয়ের কোন অনুধাবন করেন নাই।

অ আ ই এবং ক খ গ ঘ ঙ বর্ণের উচ্চারণ স্থান বিষয়েও এই রূপ ভ্রম হইয়াছে। পাণিনিতে "ᳵ ক ᳵ প ইতি কপাভ্যাং" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ᳵ ক ᳵ প অক্ষরের জিহ্বা-মূলীয়ত্ব ও উপধ্মানীয়ত্ব স্বীকার করিয়া অ আ হ এবং ক-বর্গীয় বর্ণের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ নির্ণীত করিয়াছেন; অকারণে তদন্যথায় অ আ হ-কে কণ্ঠ্য, ও ক-বর্গকে জিহ্বা-মূলীয় বলা সঙ্গত বোধ হয় না।

পরন্তু এই সকল বিষয়াপেক্ষা কারক-বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয় যে অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের বিবেচনায় কোন মতেই শাস্ত্র ও ন্যায়-সিদ্ধ নহে। তিনি লেখেন "অপাদান-কারক হইতে শব্দদ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে; কিন্তু হইতে প্রভৃতি শব্দকে কখন বিভক্তি বলিয়া গণনা করিতে রুচি হয় না" (১০ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র লেখেন "অনুধাবন করিয়া দেখিলে 'হইতে' ইহাকে বিভক্তি বলিয়া গণনা করিতে রুচি জন্মে না। সম্বন্ধকারক দ্বারা ইহার চরিতার্থতা হইতে পারে" (বিজ্ঞাপন ৵০ পৃষ্ঠা)। যদিচ মনুষ্যমাত্র আপন আপন রুচির পরবশ, এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদ্দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপন গ্রন্থে আপন ইচ্ছানুরূপ রচনা করিতে পারেন, পরন্তু ব্যাকরণ শাস্ত্র কোন এক ব্যক্তির "রুচির" পরবশ নহে, এবং "রুচি" কোন ব্যাকরণ-নিয়মের প্রমাণ হইতে পারে না। বঙ্গভাষায় "হইতে" শব্দ অপাদান বিভক্তির কার্য্য করে কি না, ইহাই প্রমেয়, এবং তাহা প্রমাণ হইলে সহস্র রুচিতেও তাহার অন্যথা করিতে পারিবেক না। এ বিষয়ের নির্দ্ধারণে আছে। "অপাদান" কি তাহাই জিজ্ঞাসা হয় এবং তদুত্তর পাণিনি-মতে অনুসন্ধেয়, যেহেতু অপাদান শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণহইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের শিরোভূষণ পাণিনী যাহা লিখিয়াছেন তাহাই তাহার প্রমাণ। পাণিনি "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্।" ১।৮।২৪। অর্থাৎ "যে স্থানহইতে কোন বস্তু বিশ্লিষ্ট বা নির্গত হয় তাহার নাম অপাদান," এবং ইহার দৃষ্টান্তে লিখিত আছে "গ্রামাৎ আয়াতি;" অর্থাৎ 'গ্রামহইতে আসিতেছে,' "ধাবতোঽশ্বাৎ পততি" অর্থাৎ 'দৌড়স্থ ঘোড়াহইতে পড়িতেছে।' মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস বোপদেবকৃত অপাদান-বিষয়ক সূত্রের অর্থে লিখিয়াছেন "যস্মাৎ বস্তুনো বস্তুন্তরস্য চ চলনং ভবতি তদপাদানমিত্যর্থঃ" অর্থাৎ 'যে বস্তুহইতে অন্য বস্তুর চলন হয় তাহা অপাদান। এই প্রমাণে অপাদান কি ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল। বাঙ্গালাতে ঐ কারক প্রকাশ করিতে হইলে "হইতে" "হতে" বা "থেকে" শব্দের প্রয়োজন হয়, তদ্ভিন্ন ঐ ভাব ব্যক্ত করা যায় না। ঐ শব্দ গুলি স্বয়ং কোন অর্থ পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, অন্য শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার কারকান্তত্ব সিদ্ধ করে, সুতরাং তাহাদিগকে কারক চিহ্ন বই আর কিছুই বলা যায় না, এবং তাহাদিগকে কারক চিহ্ন মানিলে বাঙ্গালীতে অপাদান কারক আছে ইহা সুতরাং মানিতে হয়। ফলে ভাষা মাত্রেই অপাদান আছে, কেবল কোন ভাষায় ঐ অপাদান অব্যয় শব্দের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়, ও কোন ভাষায় বিভক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু আদৌ ঐ বিভক্তি গুলির কোন কোনটী প্রকৃত অব্যয় শব্দ, কোনটী বা সব্যয়-শব্দ বা অসমাপিকা ক্রিয়া ছিল, ব্যবহার-ক্রমে কিঞ্চিৎ খণ্ডিত বা বিকলাঙ্গ হইয়াছে; এই মাত্র প্রভেদ। অনেক ভাষায় দেখা যায় যে কোন কোন সর্ব্বনাম বা অসমাপিকা ক্রিয়া স্বয়ং বা তদ্বারাই কারক চিহ্নের কার্য্য করে, এবং কারক-চিহ্নের ন্যায় প্রাতিপদিকের সহিত মিলিয়া এক শব্দ হয়; সে স্থলে তাহাকে কারক চিহ্ন বই আর কিছুই বলা যায় না। "হতে" "থেকে" "দিয়া" "দ্বারা" প্রভৃতি শব্দ এই রূপ কারক চিহ্ন, এবং তাহারা যে প্রাতিপদিকের সহিত সংযুক্ত হয় তাহা বিশেষং কারকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা অবশ্য মানিতে হইবে; যে কোন ব্যক্তির রুচির ব্যাঘাত হইলে তাহার অন্য গতি নাই। পণ্ডিত মহাশয় লেখেন "বৃক্ষের ফল পড়িতেছে ও বৃক্ষহইতে ফল পড়িতেছে ফলাংশে উভয়ের তুল্যতা দৃষ্ট হইতেছে। বৃক্ষহইতে ফল পড়িতেছে, এস্থলে বৃক্ষে ও ফলে যে সম্বন্ধ আছে হইতে তাহার জ্ঞাপকমাত্র" (বিজ্ঞাপন ৵০ পৃষ্ঠা)। পরন্তু এ কথা কেবল বিতণ্ডামাত্র বোধ হয়; ইহা প্রামাণ্য হইলে "দেবদত্ত অন্ন পাক করিতেছেন" ও "দেবদত্ত-কর্ত্তৃক অন্ন পক্ক হইতেছে" এতদুভয় বাক্যের কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম-বাচ্যের একত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় লেখেন "যাহার দ্বারা কার্য্যসাধন করা যায় তাহাকে করণ কারক কহে;" এবং তাহার উদাহরণে লেখেন "ঘোড়ায় যাইতেছে, ছুরিতে হাত কাটিতেছে, তলবারে মাথা উড়াইয়া দিল" (১১ পৃষ্ঠা)। পরন্তু ইহার পরক্ষণেই কহেন "দ্বারা হইতে প্রভৃতি কয়েক শব্দের যোগেও সম্বন্ধ কারক হয়। লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষহইতে ফল পড়িতেছে।" "দিয়া করিয়া প্রভৃতি শব্দদ্বারাও কোন কোন স্থলে সম্বন্ধ বোধ হয়। হাত দিয়া ভাঙ্গিতেছে, পায় করিয়া টানিতেছে" (১২ পৃ)। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, "ছুরিতে হাত কাটিতেছে" ও "পায় করিয়া টানিতেছে" ইহাতে কর্ত্তন বিষয়ে ছুরির যে করণত্ব দেখা যায় টানন বিষয়ে পদেরও সেই রূপ করণত্ব উপলব্ধি হয়, কোন মতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য হয় না, তবে তাহাদের মধ্যে ভেদ কি? এবং তাহার একটাই বা করণ কারক ও অপরটাই বা সম্বন্ধ কারক কি প্রকারে হয়? আর সংস্কৃত দ্বার-শব্দের তৃতীয়া দ্বারা-শব্দ যদি তাঁহার মতে সম্বন্ধ-কারকের চিহ্ন হইতে পারিল তাহা হইলে অসমাপিকা ক্রিয়া "হইতে" ই বা কেন অপাদান সিদ্ধ করিতে পারে না? পণ্ডিত মহাশয় লেখেন "অগ্নিদ্বারা দগ্ধ এস্থলে দাহ্য দাহক ভাব সম্বন্ধ। ক্ষুরে কাটিতেছে অর্থাৎ ক্ষুরের দ্বারা, এস্থলে ছেদ্য ছেদকভাব সম্বন্ধ।" পরন্তু তাহাই যদ্যপি সত্য হয় তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের "ছুরিতে হাত কাটিতেছে, এস্থলে ছুরিদ্বারা হাত কাটায় ছেদ্য ছেদকতাভাব সম্বন্ধ না হইয়া করণ কারক হয় কেন? ফলে "আশ্রয়াশ্রয়িভাব সম্বন্ধ, ছেদ্য ছেদকতা সম্বন্ধ" ইত্যাদি লক্ষণ সম্বন্ধ-কারকের লক্ষণ হইলে কোন কারকেরই আর প্রয়োজন থাকে না; সকলই সম্বন্ধ; কারক বলিলে হয়। দেবদত্ত ভাত খাইতেছেন, এস্থলে ভাতকে কর্ম্ম কারক না বলিয়া দেবদত্তের সহিত খাদ্য-খাদকতা সম্বন্ধ; করণ কারককে কর্ত্তৃ-করণত্ব সম্বন্ধ, সম্প্রদানকে দাতৃ-গৃহিতৃত্ব সম্বন্ধ ও অধিকরণকে আধার আধেয় ভাব সম্বন্ধ বলিলে বাধা থাকে না; সকলই সম্বন্ধ কারক হইয়া উঠে। ফলতঃ ক্রিয়ার সহিত শব্দের সম্বন্ধের নামই কারক, (ক্রিয়ান্বয়িত্বং কারকত্বং) এবং তাহার ভেদজ্ঞাপনার্থে কারকের কর্ত্তৃ কর্ম্মাদি নাম হইয়াছে; পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায়ে সেই কারক শব্দ ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ শব্দ গ্রহণ করত কর্ত্তা করণাদির পরিবর্ত্তে ছেদ্য-ছেদকতাদি শব্দের ব্যবহার প্রযুক্ত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তেঁহ বিষয়টী সম্যগ্‌রূপে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

ক্রিয়া, কাল প্রভৃতি অন্যান্য প্রকরণেও গ্রন্থকার এই রূপ গোলযোগ অনেক করিয়াছেন, তদ্রূপ অন্য কোন বঙ্গীয় নিকৃষ্ট ব্যাকরণেও দেখা যায় না। স্থানাভাব-প্রযুক্ত আমরা তাহার বিচার এস্থলে করিতে পারিলাম না। ঐ গোলযোগ গুলি বালকের পক্ষে দূরে থাকুক বৃদ্ধের পক্ষেও দুরূহ বোধ হয়। সুতরাং প্রস্তাবিত গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ে প্রচলিত হওয়া কোন মতে উচিত নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তাঁহার নিকটহইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থই প্রার্থনা করা যায়; কিন্তু তিনি সে প্রার্থনা রক্ষা করেন নাই। তিনি যে গ্রন্থখানি সাধারণ-সমীপে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার যশোমণ্ডলের তেজঃ প্রকাশক না হইয়া কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার ভূষণসারের প্রতি আমাদিগের বর্ত্তমান উক্তি আমাদিগেরই মর্ম্ম বেদনাদায়ক হইতেছে; পরন্তু সত্যের অনুরোধে তথা দেশীয় বালকবৃন্দের অমঙ্গল নিবারণার্থে ইহা স্বীকার করিতে হইল।

(২। "হরিবাসর তত্ত্বসার। অর্থাৎ হরিভক্তি-বিলাস-সম্মত সটীক-একাদশী-ব্যবস্থা। শ্রীগোবিন্দ মোহন রায় কর্তৃক বাঙ্গলা সাধুভাষায় প্রণীত। দ্বিতীয় খণ্ড। রঙ্গপুর কাকিনীয় শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।") হরিবাসর একাদশীর ব্রতসম্বন্ধে যে সকল নিয়ম ও কৃত্যাকৃত্য আছে তাহার বিধিগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থকার তাহার চলিত সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে অবশ্য উপকারজনক হইবে।

(৩। "গয়ামাহাত্ম্য।" অর্থাৎ পুরোহিত রাম শ্রীযুক্ত রামগতি চৌধুরী মহাশয়ের প্রার্থনানুসারে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে সংস্কৃত পাঠশালার ব্যাকরণশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বায়ুপুরাণান্তর্গত "গয়ামাহাত্ম্য" বঙ্গানুবাদ সহিত এই পুস্তকে মুদ্রিত করিয়াছেন: এবং উহার পরিশিষ্ট-স্বরূপে পণ্ডিত মহাশয় [illegible] ও "শ্রাদ্ধকল্প" প্রভৃতি কএকটী পদ্ধতিতে ই[illegible] "গয়াশ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি" নামে এক খানি পদ্ধতি-গ্রন্থ সংস্কৃতে প্রস্তুত করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাও পূর্ব্ববৎ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ, অতএব তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। পরন্তু শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র বাবু এ বিষয়ে যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অধুনা সংস্কৃতে যে প্রকার অনাদরতা জন্মিতেছে তাহাতে সমস্ত গ্রন্থের লোপাপত্তি হইবারই সম্ভাবনা; এমত সময়ে যে কেহ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীন গ্রন্থের রক্ষণ করেন তেঁহ দেশের পরমোপকার সিদ্ধ করেন, সন্দেহ নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩৩ খণ্ড

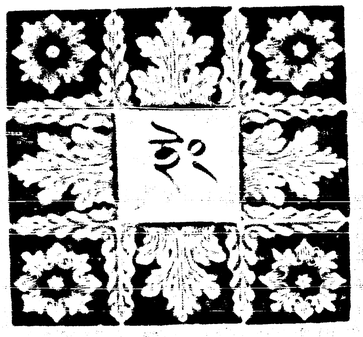

শিঙ্গাপুর।

ইংরাজদিগের এতদ্দেশে অধিকার ও প্রভুত্ব বিস্তার হওয়াতে পূর্ব্বরাজ্যে বাণিজ্যের প্রকৃষ্টরূপ উন্নতি হইতেছে, এবং তদ্ধেতুক পূর্ব্বমহাধনুত সমস্ত জনপদ ও সাম্রাজ্য দিন দিন শশিকলার ন্যায় প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছে; এবং বহুল অরণ্যাবৃত অসভ্য স্থান অধুনা ঋদ্ধিমৎ সুসভ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপসমূহ প্রায় ভদ্রসমাজে পরিজ্ঞাত ছিল না। বাণিজ্য-প্রভাবে ঐ সকল দ্বীপ একণে সভ্য জনপদ হইয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে শিঙ্গাপুর একটী প্রধান দ্বীপ। উক্ত দ্বীপ যাবা, মালাকা, ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যভাগে স্থিত। উহার আয়তন অতি সামান্য, কিন্তু উহা জলপথে চীনদেশে যাইবার পথমধ্যে থাকিবায় বিশেষ সমৃদ্ধি প্রাপ্তহইয়াছে

উল্লিখিত দ্বীপবর্ত্তী লোকেরা পূর্ব্বে ধীবর ও দস্যু-ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কখন২ সমুদ্র-পথে ভ্রমণ করিয়া নাবিকদিগের জাহাজ ও নৌকা আক্রমণ করত তৎসমুদায় লুট করিত। তাহাদিগের বাসস্থানের কোন শৃঙ্খলা ছিল না, অপিচ সামান্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা তন্মধ্যে বাস করিত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা উক্ত দ্বীপ অধিকৃত করত তাহাদিগকে বশীভূত করেন। বিজিত দস্যুগণ ব্রিটিশ-শাসনে বশীভূত হইয়া দস্যুবৃত্তি এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। আদৌ ইংরাজ ব্যতীত আর কোন জাতীয় মনুষ্য তথায় গতায়াত করিত না, এবং উক্ত দ্বীপের আদিম-নিবাসিরা এক শত পঞ্চাশ সংখ্যকমাত্র ছিল, তৎপ্রযুক্ত কিছু কাল তথায় বাণিজ্যের বিশেষ আদর ছিল না। কিন্তু ইংরাজদিগের অধিকারের কিয়ৎকাল পরে ভারত-সমুদ্র-তীরবর্ত্তী তৈলঙ্গ-জাতীয় এবং অন্যান্য বিদেশীয় বণিকেরা শিঙ্গাপুরের উপকূলে জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিত। তদর্থে বণিগ্দিগকে শুল্ক প্রদান করিতে হইত না। অধিকন্তু সর ষ্টামথোর্ড রাফল্স্ সাহেব ঐ সকল বণিক্দিগকে সদ্ভাবদ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত শিঙ্গাপুর দ্বীপ প্রকৃষ্ট বাণিজ্যের স্থল হইয়া উঠি-

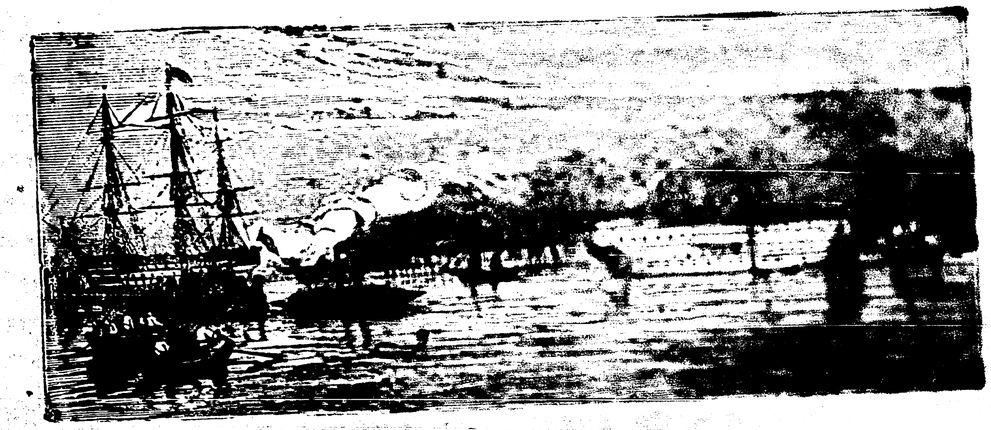

শিঙ্গাপুর।

য়াছে। ইদানীং তথায় সকল দেশীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থে নানাদেশহইতে বিনিময়ের দ্রব্যাদি লইয়া যায় ; এবং পূর্ব্বদেশের নানাবিধ পদার্থ এতদ্দেশে ও অন্যান্য দেশে প্রেরণ করে। তন্নিমিত্ত কোন ব্যক্তি শিঙ্গাপুরকে এতদ্দেশের লণ্ডন নগর বলিয়া উল্লেখ করেন। ইংরাজ, য়িহুদী, চীন, মালাই, মার্কীন, পোর্ত্তুগিস, আরব, দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান, চোলী, তৈলঙ্গী, হিন্দুস্থানী, যাবাদ্বীপবাসী, বাঙ্গালী, কাফরী, ফরাসী, পার্শী এই সকল জাতীয় মনুষ্য শিঙ্গাপুরে বহুতর দৃষ্ট হয়। এক সময়ে এতদ্দেশহইতে যাহারা নির্ব্বাসনের দণ্ডার্হ হইত, তাহারা উক্ত দ্বীপে প্রেরিত হইত। ঐ সকল দণ্ডিত নির্ব্বাসিত লোকের সঙ্খ্যা প্রায় দুই সহস্র ; তাহারা ভিন্ন২ বৃত্ত্যবলম্বনদ্বারা কাল যাপন করিতেছে। তথাকার চীন এবং ইউরোপীয় কর্ম্মচারিবর্গ প্রায় ধনাঢ্য ; এবং তাহাদিগের অধিকাংশই বণিক্। তত্রত্য মালাই ও তৈলঙ্গীয় লোকেরা সমুদ্র-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ; নৌকা ও জাহাজাদি গঠনেও তাহারা কোনমতে অনভিজ্ঞ নহে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্যজাতীয় যে সকল লোক তথায় আছে তাহারা প্রায়ই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। কাফিরী লোকেরা আরব-জাহাজদ্বারা [illegible]-হইতে দূর হইয়া উক্ত দ্বীপে প্রেরিত হইত।

চীন-দেশে দরিদ্র দুঃখী লোকদিগকে পূর্ব্বে অনেক [illegible] সহ্য করিতে হইত। তৎকালে ঐ সকল নিরাশ্রয় লোক চীন-দেশীয় কাপ্তেনের আনুকূল্যে পোতারোহণে শিঙ্গাপুরে আগমন-পূর্ব্বক এক আনুকূল্য-সভাহইতে পাথেয় বাবদ অর্থ ঋণস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া কাপ্তেনকে প্রদান করিত। তৎপরে শ্রমদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধ করিত। উল্লিখিত চীন-লোকদিগের জন্মস্থান মেকেও ও ফোকিন-নগর। ফোকিন ও মেকেও নগরস্থ আকরবিদ্ যাহারা বাণিজ্যার্থে শিঙ্গাপুরে সমাগত হয়, তাহারা ঐ সকল দুঃখী প্রাণিকে নিজ নিজ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগের দুঃখাপনোদন করে। প্রত্যেক চীন শিল্পীদিগের মাসিক বেতন ২০—২৫ টাকা। এই অর্থদ্বারা তাহারা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট যাহা বাঁচাইতে পারে তদ্দ্বারা স্বয়ং আপন আপন ব্যবসায় স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টান্বিত হয় ; এবং ঐ সকল উৎসাহশীল বুদ্ধিজীবী চীনেরা

[illegible] অন্তর্নিবৃত্ত ব্যবধান হইয়া [illegible] [illegible] ; [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] উন্নত বৃদ্ধি হইতে পারে।

শিঙ্গাপুরের পর্য্যবৃত্ত দুই শত [illegible] উচ্চতম [illegible] ; ইহার প্রাকৃতিক আকৃতি উর্ব্বরা ; শিঙ্গাপুর-দ্বীপে বুকিত্তিমা নামক পর্ব্বত আছে ; এবং তাহা নগরের অনতিদূরে স্থিত আছে ; পূর্ব্বে ইহা অরণ্যে পরিবৃত ছিল, কিন্তু আধুনা বহুলোকের [illegible] অধিকাংশ-স্থান [illegible] হইয়া বহুল বাসস্থানের আবাস হইয়াছে।

শিঙ্গাপুরে কএকটী ক্ষুদ্র নদী আছে ; কিন্তু ঐ সকলের জল খাইতে অপকৃষ্ট, বিস্বাদ, এবং দুর্গন্ধপূর্ণ ; কেবল কূপহইতে যে জল উত্তোলিত হয় তাহাই সুমিষ্ট। প্রবীর [illegible] তথায় কিঞ্চিৎ তাপ অনুভূত হয়, এবং অন্তরীক্ষ প্রায় সর্ব্বদা সুনির্ম্মল থাকে। বারিধির জলরাশি বায়ুসহকারে প্রবল তরঙ্গযুক্ত হইয়া কদাপি দ্বীপে উৎপ্লাবিত হয় না। এ স্থানের নিকটবর্ত্তী দ্বীপে ও ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলস্থিত স্থানাদিতে যে এক প্রকার জ্বরের সর্ব্বদা আবির্ভাব হইয়া থাকে, শিঙ্গাপুরে ঐ জ্বর অপরিজ্ঞাত আছে। অপর তথায় কোন পীড়ারও প্রভাব নাই। প্রত্যুত ঐ স্থান স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া গণ্য ; এই হেতু অনেক ইংরাজ পীড়িত ব্যক্তি তথায় রোগোপশমনের নিমিত্ত গিয়া থাকে। কিন্তু লেপ্টনেণ্ট নিউবোল্ট, মালাকা-দ্বীপের জল ও বায়ু তদপেক্ষা মনোহর বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

তত্রত্য নদীসকল অত্যন্ত বেগবতী। এবং বায়ু উষ্ণস্বভাব হইলেও সমুদ্রহইতে শীতলতা ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তথায় প্রাবৃটের কোন নিয়ম নাই ; সকল সময়েই বারিবর্ষণ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে অধিক বৃষ্টি হয়। বারিবর্ষণের এতদ্রূপ সার্ব্বকালিকতা প্রযুক্ত ধরণী শীতল হইবাতে উল্লিখিত দ্বীপ সকল সময়ে নবীন তরু-পল্লবদ্বারা রাজিত হইয়া থাকে।

শিঙ্গাপুর-দ্বীপে বাহুল্যরূপে শস্য উৎপন্ন হয় না, এবং আদৌ তথায় কৃষিদ্বারা কৃষকদিগের বিশেষ লভ্য হইত না। পরন্তু আপাততঃ শ্রমসহিষ্ণু চীনজাতীয় কৃষকদিগের প্রযত্নে নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানাদিতে তণ্ডুল, কাওয়া, ইক্ষু, তুলা, মরিচ, সুপারি প্রভৃতি দ্রব্য উত্তমরূপ জন্মিতেছে, এবং পর্ব্বতশিখরবর্ত্তী স্থান-ব্যতীত অপর সর্ব্বত্র বিবিধ প্রকার ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু সুমাত্রা, মালাকা, ও যাবাদ্বীপহইতে উক্ত দ্বীপে বিবিধ দ্রব্য বণিকেরা আনয়ন করিয়া বিক্রয় করে। তন্নিমিত্ত শিঙ্গাপুরদ্বীপস্থ লোকদিগের কোন বিষয়েরই অপ্রাপ্তি ঘটে না।

ইউরোপহইতে অনেক গো ঐ দ্বীপে নীত হইয়া ছিল। তাহা এতদ্দেশের গো সদৃশ নিতান্ত কৃশকায় ও দুর্ব্বল নহে। পরন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত শিঙ্গাপুরে গবাদির চারণ-স্থান প্রায় দৃষ্ট হয় না। তন্নিমিত্ত তদ্দ্বীপবাসিরা প্রায় পশু প্রতিপালনে অযত্ন প্রকাশ করে। চীন-জাতীয়েরা শূকরাদি পশু গৃহে প্রতিপালন করে। হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র এতৎ স্থানে প্রায় অপরিজ্ঞাত ; কেবল শজারু, বাদুড়, কাঠবিড়াল এবং বিবিধ প্রকার বাঁদরের অভাব নাই। শিঙ্গাপুরদ্বীপে একজাতীয় মৃগ অতি সাধারণ দৃষ্ট হয়। উহা এতাদৃশ খর্ব্বাবয়ব, যে একটী খরগোসের সহিত উহার তুলনা হইতে পারে, এবং উহারা প্রায় অরণ্য মধ্যেই বাস করে। উহার মাংস অনুপাদেয় নহে। ইহার নাম কাঞ্চিল ; তাহার শঠতা-বিষয়ে এতৎ পত্রের প্রথম পর্ব্বে এক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

শিঙ্গাপুর-নগর সমুদ্রের কূল হইতে দূরবর্ত্তী নহে। পূর্ব্বে উহা একটী সামান্য বন্দর মাত্র ছিল। কিন্তু অধুনা বাণিজ্যের বাহুল্যহেতু প্রায় দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিসর প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত স্থানের শাসনকর্ত্তা ইংরাজী গবর্ণরের আবাস একটি পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। উহার পূর্ব্বদিগে মালাই জাতীয় এক সুলতানের আবাস আছে। ঐ সকল প্রধান অট্টালিকাদি এতদ্দেশের সাধারণ অট্টালিকার সদৃশ। পরন্তু প্রায় অপর সকল নিবাস কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। শিঙ্গাপুরদ্বীপে তিনটী বিদ্যালয় আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে ইংরাজি, মালাই ও তামুল ভাষার চর্চ্চা হইয়া থাকে।

ফর্দ্দুসী।

পারশ্য ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্ব প্রাচীন বীররসাশ্রিত কাব্যের নাম "শাহ নামা।" অর্থাৎ রাজাবলী উহা ফর্দ্দুসী নামক সুবিখ্যাত কবিদ্বারা প্রণীত। উহার অলৌকিক-রসমাধুর্য্য-বিষয়ে সর্ উইলিয়ম জোন্স লিখিয়াছেন যে ইলিয়ডের রচনা যাদৃশ সুকোমল ও সুমিষ্ট, ফর্দ্দুসীর কাব্যও কোমলতা ও মাধুর্য্য বিষয়ে তদ্রূপ প্রশংসনীয়। ফর্দ্দুসী হোমরের তুল্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন কি না তদ্বিচার এ স্থানে আন্দোলন করিবার প্রয়োজনাভাব, পরন্তু ইহাকে মনুষ্যের কবিত্ব শক্তির এক শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পারশ্য দেশীয় ভুবনবিখ্যাত সম্রাটদিগের কীর্ত্তিকলাপ-বর্ণনই ঐ গ্রন্থের স্থূল তাৎপর্য্য। ইহার আদি বৃত্তান্ত এই যে খলীফা হরুণ অল্ রশীদের পুত্র সুবিখ্যাত মামুন একদা কতিপয় পণ্ডিতগণের সমক্ষে গুণগ্রাহী নৃপতিদিগের কীর্ত্তিকথা-প্রসঙ্গে শ্রুত হইয়াছিলেন যে [illegible] প্রাচীন [illegible] অধিপতি [illegible] ভারতবর্ষ হইতে বহুকাল [illegible] শের প্রাচীন [illegible] [illegible] ছিলেন। তৎপরে [illegible] ঐ [illegible] হইয়া [illegible] আনয়নপূর্ব্বক [illegible] করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই [illegible] দৃষ্টান্ত অনুসারক্রমে [illegible] আমির [illegible] কিয়ৎকাল পরে [illegible] অনুবাদ আদর্শ করিয়া [illegible] তাহার অনুবাদ করান। [illegible] বারংবার অনুবাদ কালে ভারতবর্ষের [illegible] দেশস্থ যবনগণ [illegible] হইয়াছিল। ঐ সময়ে [illegible] রশ্য দেশের পুরাবৃত্ত-সঙ্কলনে [illegible] কোন কোন রাজ্যের ইতিহাস [illegible] করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ না হইবাতে, গজনেনের অধিপতি সুলতান মহমূদ তৎপূরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সুলতান মহমূদ তৎকালে ভারতবর্ষের অতুল সম্পদ গজনেনে লইয়া গিয়া ঐ রাজপাট শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন; এবং অনেক বিদেশীয় পণ্ডিতগণদ্বারা তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল হইয়াছিল। মহমূদ ঐ সমস্ত পণ্ডিতগণ সমক্ষে এক দিবস আক্ষেপ প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিলেন যে পারশ্য-জাতীয়েরা কবিতায় অতিশয় দক্ষ। কিন্তু "সয়র-উলমুলুক" ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত পদ্যে প্রচারিত হয় নাই। অতএব তাহা পদ্যে প্রচার করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। তৎকালে প্রসিদ্ধ অনসরী কবি তাঁহার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদ্বারা অবগত হইলেন যে এক বার ঐ

[illegible] হইতে পারিবেন [illegible] হইলেন; [illegible] করিলেন। কিন্তু [illegible] উপলব্ধ করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে [illegible] নামা এক [illegible] রাজবংশীয়-পুত্র-বিবাদ-সূত্রে [illegible] করিয়া গজনবে উপস্থিত হইল। কিন্তু সুলতানকে নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করা দূরে থাকুক তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক এক দিন তাহাকে অত্যন্ত বিষণ্ণবদন এবং [illegible] দেখিয়া এক ইমাম (পুরোহিত) অত্যন্ত করুণার্দ্র হইয়া তাহাকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন। ঐ ব্যক্তি স্বদেশের একখান প্রাচীন ইতিহাস যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল। মহমূদের তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবাতে এ গ্রন্থ সে আনয়ন করিয়া দেয়, এবং তাহাই শাহনামার আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। সুলতান তাহাহইতে সাতটী কাব্য ৭ জন কবিকে লিখিতে দেন; তন্মধ্যে অনসরীর কবিতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থপ্রণয়নের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়। কিন্তু দৈববশতঃ আর এক পরীক্ষার্থী তৎকালে গজনেনে উপস্থিত হন। ইহাঁরই নাম আবুল কাশিম মনসূর ফর্দ্দুসী। তাঁহার পিতার নাম ইশাক ইব্নশাহ অথবা ফকিরুদ্দীন মহমূদ। তিনি তূস-নগরীয় এক ধনাঢ্যের উদ্যান-পাল ছিলেন।

হিজরী ৩২৮=ইংরাজী ৯৩৭ অব্দে ফর্দ্দুসীর জন্মগ্রহণ-সময়ে তাঁহার পিতা নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন যে তাঁহার সুকুমার তনয় কোন অট্টালিকার ছাদে আরোহণপূর্ব্বক মক্কার অভিমুখে উচ্চস্বরে কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিলে চতুর্দ্দিগবর্ত্তি জনপদ তাহার উত্তর প্রদান করিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার বিলোকনে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে কোন স্বপ্নবেত্তাকে তদর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে ঐ স্বপ্ন শুভব্যঞ্জক। তাঁহার পুত্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন এবং তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিগে ব্যাপ্ত হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাক্যে ইশাক অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া পুত্রকে যত্নে শিক্ষা প্রদান ও লালন পালন করিয়াছিলেন। "মজালিস্ উল মোমনীন্" নামক গ্রন্থের কর্ত্তা লিখিয়াছেন যে ফর্দ্দুসী যৎকালে তূস-নগরে স্বীয় ভবনে অবস্থিতি করিতেন, তখন তিনি উদ্যানপ্রান্তবর্ত্তী একটী নদীর কূলে উপবেশন করত কাব্যরচনা করিতেন; কিন্তু ঐ সময়ে মধ্যে মধ্যে স্রোতঃ আগমনপূর্ব্বক নদীতট উৎপ্লাবিত করাতে তিনি হতোদ্যম হইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইতেন। তন্নিমিত্ত মনোমধ্যে এই রূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে "যদি কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি তবে এই নদীতটে পাড় বান্ধাইয়া নদীর স্রোতঃ বদ্ধ করিয়া দিব।" সে প্রতিজ্ঞা তিনি কদাপি বিস্মৃত হন নাই।

ফর্দ্দুসী মহমূদের নিকটহইতে এক পত্র প্রাপ্ত হন; তাহাতে তাঁহাকে গজনেনে যাইবার অনুরোধ ছিল। ফর্দ্দুসী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলেও পূর্ব্বকথিত নদী বাঁধা অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে বিদেশে যাত্রা করিলেন।

ইতি পূর্ব্বে অনসরী মহমূদের সভামধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ফর্দ্দুসীর আহ্বান সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া চাতুরী

করিয়া এক দূতকে তূস-নগরে প্রেরণ করেন। প্রতারক দূত নানা কারণ দর্শাইয়া ফর্দ্দুসীকে গজনন-নগরে যাইতে নিরত করত গৃহে প্রত্যাগমন করিলে অনসরী মহোল্লাসে দুই জন প্রিয়মিত্রগণের সহিত এক উদ্যান-মধ্যে ঐ রাত্রিতে এক ভোজের আয়োজন করেন। ফর্দ্দুসী সেই রাত্রিতে গজননে উপনীত হন, ও উদ্যান-মধ্যে তিন জন ভদ্রলোককে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, উহারা শুলতানের আত্মীয় অথবা প্রধান পারিষদ হইবে; ইহা ভাবিয়া তাহাদের নিকট আগমন করিলেন। অনসরী তাঁহাকে সামান্য লোক বিবেচনা করিয়া দূরীকরণাভিলাষে কহিলেন "ভ্রাতঃ, আমরা তিন জনেই সুকবি। বহুজনতাপূর্ণ নগরে অতিশয় বিরক্তি জন্মে এতৎ কারণে এই নির্জ্জন উদ্যানে রজনী-সম্ভোগার্থ আগমন করিয়াছি। আমাদের পণ যে কবি ভিন্ন এস্থানে কাহাকেও আসিতে দিব না।" ফর্দ্দুসী কহিলেন "দাসও আপনাদিগের চরণ-প্রসাদাৎ এক জন কবি বটে।" অনসরী তাঁহার এই বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ কুপিত হইয়া কহিলেন, "ভাল, আমরা তিন জনে যে শ্লোকের তিন পাদ রচনা করিব তুমি তাহার চতুর্থ পাদ পূরণ করিতে পার তবে আমাদিগের সহিত আহার আমোদ করিতে পাইবে, নচেৎ স্থানান্তরে যাইতে হইবে।" ফর্দ্দুসী ঐ পণে স্বীকৃত হইলে কবিত্রয় এমত মিত্রাক্ষরে তিন চরণ কবিতা রচনা করিলেন, যাহার অনুপ্রাস পারশ্য ভাষায় তিনটি মাত্র ছিল। ইহাতে তাঁহাদের বোধ ছিল যে ফর্দ্দুসী অনুপ্রাসাভাবে চতুর্থ পদ রচনা করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রাচীন পারশ্য এক যোদ্ধার নামে ঐ অনুপ্রাস সিদ্ধ হইতে পারে, ফর্দ্দুসী তাহা স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সিদ্ধকাম হইলেন। পরে দীর্ঘকাল শাস্ত্রালাপ করিয়া অনসরী দেখিলেন যে ফর্দ্দুসী এক প্রধান কবি, অতএব [illegible] হইয়া [illegible] নিযুক্ত করিয়া [illegible] কিন্তু ফর্দ্দুসী দুই চারি দিবস [illegible] যে বিবিধ প্রকার [illegible] এক দিবস [illegible] শুলতানকে [illegible] হইয়া [illegible] করিতে লাগিলেন। "এই ব্যক্তি কে? কোথাহইতে আসিল?" এই প্রশ্ন সকলের [illegible] হইল। অবশেষে শুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সমস্ত কবিতা কাহার রচিত?" তাহাতে সচিব উত্তর করিলেন, "আপনার এক জন দরিদ্র প্রজা, তুসের [illegible] অন্যায়-পূর্ব্বক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া বিচার-প্রার্থনায় এস্থানে আসিয়াছেন; এই সকল কবিতা তাঁহাদ্বারা রচিত।" শুলতান তৎক্ষণেই তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়নের আদেশ করিলেন। ফর্দ্দুসী সভায় প্রবেশ করত অপর কয়েকটী কবিতা পাঠ করেন। তাহাতে মহম্মদ পরম পরিতুষ্ট হইয়া সমাদরে তাঁহার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

অনসরী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি প্রতিযোগীর কবিতাপাঠ শ্রবণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সহসা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন "ফর্দ্দুসী দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন! ইনি কবিবৃন্দের চূড়ামণি; আমরা ইহাঁর শিষ্য।" অনসরীর কথাবসানে শুলতান তাঁহাকে প্রস্তাবিত গ্রন্থ-প্রণয়নে নিয়োগ করিলেন, ও প্রতিপদে এক এক স্বর্ণ মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

[illegible] অনেক [illegible] ফর্দ্দুসী [illegible] সমাপ্ত হইলে [illegible] স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিতে [illegible] আদেশ করিলেন; কিন্তু [illegible] রজত-মুদ্রা [illegible] ফর্দ্দুসী কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত অর্থ ঐ অর্থ-বাহক ও অপর দুই ব্যক্তিকে দান করিলেন। অমাত্য কুপিত হইয়া এই কথা শুলতানের সমক্ষে প্রকাশ করত তাঁহার নামে [illegible] করাতে শুলতান তাঁহাকে সংহার করিতে আদেশ করেন। পরিশেষে তিনি শুলতানের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে গজননহইতে প্রস্থান করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন।

দুঃখিত ও শোকাকুল হৃদয়ে অশ্রুপাত করিতে করিতে ফর্দ্দুসী শুলতানের সভাহইতে পলায়নপর হইয়া এক প্রিয় রাজ-ভৃত্যের আলয়ে গমন করিলেন। ঐ ভৃত্য ফর্দ্দুসীর অত্যন্ত বশতাপন্ন ছিল। তজ্জন্য তাহার নিকট তিনি আত্ম-বেদনাসকল বিদিত করিলেন। অতঃপর কতকগুলি ধিক্কারপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া এই বলিয়া ঐ ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন যে "আমি নগরহইতে প্রস্থান করিলে এই লেখাগুলি শুলতানের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিবে যে হতভাগ্য ফর্দ্দুসী গমন-কালীন এই নীতিপ্রদর্শক কবিতা-হার আপনাকে উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন; এবং বলিয়া গিয়াছেন, যখন রাজানুগ্রহগর্ব্বিত লঘুপ্রকৃতি লোকেরা আপনাদিগের মত আপনাকে ক্ষুদ্রাশয় করিতে সচেষ্টাপন্ন হইবে ঐ কবিতাগুলি তৎকালে পাঠ করিলে আর সেই রূপ হইবে না।" ফর্দ্দুসী গজননহইতে পলায়ন করিলে আপামর সাধারণ সকলেই দুঃখিত হইলেন, এবং বিদ্বেষক লোকেরা শুলতানকে অহঙ্কারী, গর্ব্বিত, মাৎসর্য্যশালী বলিয়া অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক ফর্দ্দুসী গজনন পরিত্যাগ করিয়া কোহিস্থানে গমন করেন, এবং তত্রস্থ নৃপতির আনুকূল্যে কিয়দ্দিবস শ্রান্তি দূর করত মাজন্দরাণ নগরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মহম্মদের প্রতাপে চতুর্দ্দিগবর্ত্তী-জন-পদস্থ রাজা-সকল এতাদৃশ সশঙ্কিত ছিলেন যে কেহই তাঁহাকে স্পষ্টরূপে সমাদর করিতে পারিলেন না। সুতরাং তৎপরে তথাহইতে বোগদাদনগরে তিনি যাত্রা করেন। প্রথমতঃ ফর্দ্দুসী উক্ত নগরে প্রচ্ছন্ন-বেশে অবস্থিতি করেন; পরে কোন বণিকের সহিত তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়: পূর্ব্বে ফর্দ্দুসীর সহিত তাহার অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। সে বুগদাদে উপস্থিত হইয়া অভেদ্যহৃদয় মৈত্রের তাবৎ পরিতাপের বিষয় অবগত হইয়া অপরিসীম দুঃখিত হইল। পরে তাহার সহিত বোগদাদের অমাত্যের সদ্ভাব থাকাতে তাহার সহিত ফর্দ্দুসীর সাক্ষাৎ করিয়া দিবার নিমিত্ত এক দিবস উভয়কেই স্বালয়ে নিমন্ত্রণ করিল। তাঁহারা বণিকের ভবনে উপস্থিত হইলে বণিক্ অমাত্যকে নির্জ্জনে ডাকিয়া শুলতানের অসৎ কীর্ত্তির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। অমাত্য ঐ সময়ে এক বার ফর্দ্দুসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষদ্ হাস্যে কহিলেন, "শুলতান লোষ্ট্রাঘাতে এই মহা-কীর্ত্তিপর্ব্বতের চূড়া অবনত করিবেন, মানস করিয়াছেন? সূক্ষ্মদৃষ্টি সৌর্য্যশালি রাজাদিগের ইহাভিন্ন পৌরুষ ও বীরত্ব কিসে প্রকাশিত হইবে!" বণিক্ তাঁহার এই পরিহাসে পরম হর্ষিত হইয়া কবিকেশরী ফর্দ্দুসীকে খলীফার সভায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন। সচিব তাহাতে স্বীকৃত হইয়া আশু তাঁ-

হাকে খলীফার সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। খলীফা ফর্দ্দুসীকে মহাযত্নে ভবনে রাখিয়া নিত্য তাঁহার কবিতা-কুসুমের মধুর পীযূষপানে পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। লোক-পরম্পরায় এই ব্যাপার মহমূদের গোচর হইবা-মাত্র তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইলেন, এবং খলীফাকে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে "তুমি অবিলম্বেই ফর্দ্দুসীকে আমার সমীপে প্রেরণ করিবে। আর যদি আমার আদেশের অন্যথা-চরণ কর তাহা হইলে সহস্র সহস্র হস্তী সমবেত হইয়া তোমার রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বুগদাদ নগর অধোশায়ী করিব।" বিচক্ষণ খলীফা এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না। তিনি পত্রের সম্যক্ প্রকারে প্রত্যু-ত্তর না লিখিয়া তাহার এক পার্শ্বে এ, ল, ম, এই তিনটী বর্ণ লিখিয়া পত্রখানি দূতদ্বারা গজ-নেন ফিরিয়া দিলেন।

দূত গজনেন প্রত্যাগমন করিলে মহমূদ তৎ-সমভিব্যাহারে ফর্দ্দুসীকে আসিতে না দেখিয়া কোপে কম্পিত-কলেবর হইয়া পত্রে খলিফের কোন ক্ষমা প্রার্থনা আছে কি না জানিবার জন্য সসব্যস্তে পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে তাহার পার্শ্ব-দেশে তিনটী মাত্র বর্ণ লিখিত আছে। এতদ্দেশীয় রাজপ্রথায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই নিকৃষ্ট লোকদিগকে প্রত্যুত্তর পত্রের পার্শ্বে লিখিয়া থাকেন। তদব-লোকনেই মহমূদের প্রজ্বলিত কোপানল চতুর্গুণ প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু পত্রের ভাবার্থ অব-ধারণে সভাস্থ সকলেই অসমর্থ হইলেন। চাটু-কার অনেকে ব্যঙ্গচ্ছলে অনেক কথা বলিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না; অব-শেষে এক জন সুচতুর যুবা বিশেষ-বিভা-বনা-করণান্তর কহিলেন, যে কোরাণের এক অধ্যায়ের শিরোভাগে ঐ অক্ষর গুলিদ্বারা মুহম্মদ নাতি [illegible] একটী [illegible] বলিলেন এই যে [illegible] অবিলম্বে [illegible] দ্বারা মক্কার [illegible] কর্ত্তা-উচ্ছেদ-করণোদ্দেশে [illegible] এক মিজা স্থাপন করেন। [illegible] এক তুপার ঐ মন্দির বিনষ্ট করণার্থে মহম-[illegible] সৈন্য মক্কায় প্রেরণ করেন। তাহার সহিত বহুশত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর ঐ সকল সৈন্য বিনষ্ট করিবার নি-মিত্ত শত শত আবাবিল পক্ষির দল প্রেরণ করেন ঐ ক্ষুদ্র বিহঙ্গদলের চঞ্চুতে ক্ষুদ্রাকার লোষ্ট্র ছিল, সেই লোষ্ট্রসকল পক্ষিরা সৈন্যগণে নিক্ষেপ করিবা মাত্র [illegible] অবিলম্বে [illegible] নিহত হইল। খলীফা ঐ এরাকা তুপারের [illegible] পরিচয় প্রদানার্থে আপনাকে এ, ল, ম, চিহ্ন-দ্বারা সাবধান হইবার সঙ্কেত করিয়াছেন। মহ-মূদ ইহাতে ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, ও যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন।

ফর্দ্দুসী গজনেনহইতে প্রস্থান করিলে বিশ্বাসী ভৃত্য ফর্দ্দুসী-প্রদত্ত শ্লেষময় কবিতাগুলি মহ-মূদকে প্রদান করিলেন। কিন্তু সুলতান তদ্বিষয়ে আর কোন আন্দোলন না করিয়া নিরস্ত হইলেন। কিয়ৎ কাল পরে এক দিন উপাসনাহেতু মসজিদে গমন করিয়া তেঁহ দেখিলেন মন্দিরের প্রাচীরে এই কয়েকটী কথা লিখিত রহিয়াছে, "সুল-তান মহমূদ, জবুলিস্তানের রাজার যে বিস্তীর্ণ রাজ্য জয় করিয়াছেন তাহা সমুদ্রতুল্য দু-স্তর, কোন ক্রমেই তাহার দিক্ নিরূপণ হয় না। আমি ঐ অগাধ সাগরের মধ্যে মগ্ন হইয়া কিছুই মণি আহরণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং সমুদ্রের দোষ কি দিব! আমার কপালেরই দোষ।"

[illegible] মহমূদ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন, এমত সময়ে তাঁহার এক বন্ধু বুগদাদহইতে পত্র লেখেন যে "[illegible] ফর্দ্দুসীকে বুগদাদে সা-ক্ষাৎ করিয়া অপরিসীম [illegible] হইয়া আপ-নাকে জানাইতেছি যে ঐ বৃদ্ধ অদ্ভুত কবিকুল-চূড়ামণি এক্ষণে অতিদুরবস্থাপন্ন হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, ও আপনার অন্যা-য়াচরণ দ্বারা অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়া কবি-তাদ্বারা অনেক শ্লেষোক্তি করিয়াছেন। মহাশয়, ঐ অত্যদ্ভুত কবিত্বশক্তির গুণ যুগান্তরে বিস্মৃত হইবার নহে। আপনি অল্পকাল মধ্যে তাহা বি-স্মৃত হইয়া তাঁহার প্রাণ-সংহারের আদেশ করি-য়াছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।" ঐ পত্র-পাঠে মহমূদ অত্যন্ত পরিতাপিত ও কুপিত হইয়া মন্ত্রিকে এরূপ অর্থদণ্ড করিলেন যে তা-হাতে তিনি নিঃস্ব হইলেন; এবং ফর্দ্দুসীকে পুনঃ গজনেনে আনয়ন-প্রত্যাশায় ষষ্টি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও প্রচুর অন্যান্য উপহারের সহিত লোক পাঠাই-লেন। এদিকে বৃদ্ধ কবি বুগদাদহইতে প্রত্যাগমন করত আপন জন্ম-নগর তূসে আসিয়া জীবনের শেষ কাল তথায় যাপন করিবেন এই মানসে তথায় অবস্থান করেন। পরে এক দিন প্রাতঃসমী-রণ-সেবনানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমত সময়ে এক জন পথিক তাঁহার শাহনামার এক কবিতা গান করিয়া কহিল—

"রাজা যদি হইতেন রাজার কুমার,
মণিময় তাজ শিরে দিতেন আমার।" *

এই বাক্যে তাঁহার পূর্ব্ব কথাসকল স্মরণ হইয়া তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পতিত হইলেন, এবং সেই অবস্থায় তাঁহার আত্মা দিব্য লোকে গমন করিল।

ইহারই এক দিবস পরে মহমূদের দূত উপহার লইয়া তূসে উপস্থিত হইয়া দেখিল তাহার উপহার লইবার পাত্র লোকান্তরে বিগত হইয়াছে। অত-এব মহমূদ ফর্দ্দুসীকে যে সমস্ত বিভব পুরস্কার প্রদানার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাহকেরা তাহা তাঁহার দুহিতার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ঐ রমণী পিতার ন্যায় তেজঃশালিনী ও অত্যন্ত সা-হসিকা ছিলেন। তিনি যে পুরস্কারের অর্থ নিমিত্ত তাঁহার পিতার কাল হয় তাহা গ্রহণে কোন মতেই সম্মতা হইলেন না। অতি ঘৃণাপূর্ব্বক তৎসমস্ত স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পরন্তু মহমূদ ঐ অর্থ পুনর্গ্রহণ করিতে না পারায় তদ্দ্বারা ফর্দ্দুসীর চিরঅভিপ্রেত তূস নগরের পুরোবর্ত্তী নদীর উপর সেতু ও বাঁধ বানাইয়াছিলেন।

এই কবিকুল চূড়ামণি ৪১১ হিজরীতে অর্থাৎ ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে তূস নগরে পরলোক গত হন। তাঁহার ফর্দ্দুসী উপাধি বিষয়ে অনেক প্রকার প্রবাদ আছে। প্রসিদ্ধ আছে যে তূস নগরের শাসনকর্ত্তার "ফর্দ্দস" (স্বর্গ) নামে এক উ-দ্যান ছিল, ফর্দ্দুসী তন্মধ্যে কাব্য রচনা করি-তেন এই হেতু তিনি ফর্দ্দসী নামে বিখ্যাত হন। অন্যে অনুমান করেন যে সুলতান মহ-মূদ তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিয়াছি-লেন যে "তুমি আমার সভায় অবস্থিতি করিয়া উহাকে ফর্দ্দুসী (স্বর্গ) তুল্য গরিষ্ঠ করিয়াছ, তাহাতেই তাঁহার নাম ফর্দ্দুসী হয়। ফলতঃ ফর্দ্দুসীর নামের বিষয়ে এই রূপ বহু বিবাদ নানা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বহারিস্তান নামক গ্রন্থকর্ত্তা মহ-মূদের কীর্ত্তি বিষয়ে লিখিয়াছেন যে "তাঁহার অ-তুল বিভবশালি রাজপাট অধঃশায়ী হইয়াছে। তাঁহার যশঃ খ্যাতি সকলই নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তিনি ফর্দ্দুসীর প্রতি যে অন্যায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই চিরজীবিত রহিয়াছে।"

* মহমূদের পিতা রাজা ছিলেন না, তাহাতেই এই তিরস্কার তাঁহার প্রতি বিশেষ উপযুক্ত হইয়াছিল।

কলিকাতার জনসংখ্যা।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা অতি যৎ সামান্য স্থান ছিল; এবং ইহার সন্নিকটবর্ত্তি স্থানসকল ভয়ঙ্কর অরণ্যময় ছিল। তৎপ্রযুক্ত যৎকালে জব চার্ণক সাহেব এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন তৎ সময়ে এই কলিকাতা মধ্যে অরণ্য তরুতে গাত্র আলম্বন করত বিশ্রাম-সুখানুভোগে প্রমোদিত হইয়া ছিলেন। সেই অরণ্য প্রদেশ এই ক্ষণে অমরাবতীতুল্য মনোহর রম্য নিকেতন হইয়াছে।

পূর্ব্বে চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণাংশে একটী অরণ্য ছিল। তন্মধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকল বাস করিত, এবং দস্যুরা ঐ অরণ্যস্থানে সতত পান্থগণের সর্ব্বস্বাপহরণ করত তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিত। ঐ অরণ্য এবং খিদিরপুরের ক্রোড় পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে দুইটী সামান্য গ্রাম ছিল, তন্মধ্যে যে স্থানে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছে সেই স্থানে গোবিন্দপুর নামে একটী গ্রাম খ্যাত ছিল।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দেও কলিকাতা প্রকৃত বন্যস্থান ছিল। তৎকালে পথিকেরা দিবসেও চৌরঙ্গীর নিকট দিয়া গমন করিতে শঙ্কিত হইত। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা এদেশে আসিয়া মহা উৎপাত করিত, তন্নিমিত্ত ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে একটী পরিখা কাটা হয়। ঐ পরিখা টালীর নালার নিকটে আরব্ধ হইয়া কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ ব্যাপন করিয়া বাগবাজারের নিকট গিয়া গঙ্গায় সম্মিলিত হয়। উহার ধ্বংসাবশেষ বাহিররাস্তার নিকট অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। প্রাচীনেরা বলেন যে ঐ পরিখা ভিন্ন কলিকাতার রক্ষার নিমিত্ত অপর এক উপায় ছিল; তাহা একটী দেবখাত। তাহা চাঁদ পালের ঘাট অবধি [illegible] পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্লী কর্তৃক "গবর্ণমেণ্ট হাউস" নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ঐ পরিখা বোজান হয়। উহার অবশিষ্ট কিয়দংশ অদ্যাপি হাড়িকাটার নিকট [illegible] থাকে।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে ইংরাজেরা কলিকাতা অধিকৃত করিয়া ছিলেন, তৎকালে চৌরঙ্গীর চতুষ্পার্শ্বে অনুপ ভূমি ও ধান্য ক্ষেত্র [illegible] ছিল। কেবল ১০ টী মাত্র ইংরাজদিগের আবাস বাটী ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর [illegible] ফোর্ট উলিয়ম দুর্গ-নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, তৎকালে উহা নগর হইতে এক পাদ ক্রোশ দূরে স্থিত ছিল, এবং তাহা সমুদ্র হইতে [illegible] ক্রোশ দূরবর্ত্তী উল্লিখিত আছে। নূতন চীনাবাজারের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে পুরাতন দুর্গ স্থিত ছিল।

ইংরাজদিগের বাণিজ্য ও ব্যবসায়দ্বারা কলিকাতা ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালিনী নগরী হইয়া উঠিলে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পুলিসের মাজিষ্ট্রেট কলিকাতার জন-সঙ্খ্যা-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদ্গণনায় ৬ লক্ষ লোকের সমষ্টি হইয়া ছিল; কিন্তু সে সমষ্টি-করণ-কার্য্য সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাসযোগ্য হইবাতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মান্যবর হেন্‌রী রসল সাহেব পুনর্ব্বার কলিকাতার লোকনিরূপণার্থে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। ফলতঃ তিনিও এতদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎপর ১৮৪২ অব্দে পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ষ্টীল সাহেব এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তেঁহ তিন লক্ষ লোকের সঙ্খ্যা করেন; কিন্তু তাঁহার কার্য্যও নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয় নাই। তৎপরে এই মহানগরী-মধ্যে যে সকল লোকের বসতি আছে তাহার সঙ্খ্যা নিরূপণের নিমিত্ত এই বৎসরের প্রথমে এক আয়োজন

করা হইয়াছিল, এবং যত জানুয়ারী মাসের অষ্টম দিবসের রাত্রিকালে কোন্ বাটীতে কত ব্যক্তি বাস করিতেছিল তাহার গণনা করা হয়; ঐ গণনার স্থূল বিবরণ তালিকা পাঠকগণের গোচরার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

কলিকাতা নগরের আয়তন ১৪,১১৫ বিঘা, ৮ কাঠা, ১০ ছটাক, ১৮ হস্ত ভূমি। তাহা যোজিলে ক্রোশ-পরিমাণে সপ্ত চতুরস্র ক্রোশ তিন পাদ হইবেক। ঐ ১৪,১১৫ বিঘা ভূমির মধ্যে ১৮৯ বিঘা, ১০ কাঠা, ১২ ছটাক, ২২ হস্ত ভূমি পুষ্করিণী ও সাধারণের উদ্যানের নিমিত্ত নিয়োজিত আছে। এতদ্ভিন্ন কেল্লা, গড়ের মাঠ, কলিকাতার এবং টালীর খালের পূর্ব্ব স্থিত যে ভূমি আছে পূর্ব্বের সমষ্টির সহিত তাহার ব্যবকলন করিলে ৪১৩২ বিঘা ভূমি হইবেক। এতদবশিষ্ট কলিকাতার স্থূল পরিসর; তাহা ১০২১৩ বিঘা, ৯ কাঠা, ৮ ছটাক, ২৮ হস্ত নিরূপিত হয়। তন্মধ্যে ১৬৩১ বিঘা রাজপথ ও ক্ষুদ্র বর্ত্মের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে।

ঐ ভূমির মধ্যে যাহা আবাস-যোগ্য নহে তাহার স্থূল বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় স্বতন্ত্ররূপে লিখিত হইল।

	বিঘা	কাঠা	ছটাক	হস্ত
পুষ্করিণী	৫৪৯	১	৮	২০
বর্ত্ম	১৪০৩	১৩	৮	২৩
উপাসনাস্থান ..	৯৩	৫	১	১০
সমাধিভূমি	৩২	১২	৫	১৩
সমষ্টি	২১৩৮	১২	৫	১৯

এই ২১৩৮ বিঘা ভূমি ব্যতীত অবশিষ্ট ৮৮১৪ বিঘা, ১৭ কাঠা, ৩ ছটাক ১৩ হস্ত ভূমি গৃহাদিদ্বারা ব্যাপ্ত আছে। ঐ সকল গৃহের সঙ্খ্যা ৫৮,৯২০; তদ্বিশেষ যথা—

১ টী বাটি	....	৫	তলা।
২৩	ঐ	৪	ঐ
২৯৯	ঐ	৩	ঐ
৭৩৭৭	ঐ	২	ঐ
৭২৭২	ঐ	১	ঐ
৪২,৯১৭	ঐ		খোলার ঘর।।
৫৮৮৯২			

উক্ত গৃহসকলের মধ্যে ১৬,০৬৪ গৃহ কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগে ও অবশিষ্টগুলী উত্তর বিভাগে স্থিত; তদ্বিশেষ যথা—

৫ তলা	দক্ষিণ বিভাগে	০	উত্তর বিভাগে	১
৪ ঐ	ঐ	৪	ঐ	২২
৩ ঐ	ঐ	২৩৫	ঐ	৭৬৪
২ ঐ	ঐ	১৯০০	ঐ	৫৭৭৭
১ ঐ	ঐ	২১২৮	ঐ	৫১৪৪
খোলার	ঐ	১১৭৯৭	ঐ	৩১১২
		১৬০৬৪		৪২৮২৮

লোকের সঙ্খ্যা নিরূপণ জন্য কলিকাতাবাসিগণকে যে রাত্রিতে জনসঙ্খ্যা নির্দ্দেশ করণার্থ বিজ্ঞাপিত করা হইয়া ছিল উক্ত রাত্রিতে কলিকাতায় ৩,৫৪,৮৭৪ লোক ছিল। তদ্বিশেষ যথা—

২,৩১,২০৩	হিন্দু।
১০২৮৪৪	মুসলমান।
৬,৬৯০	ইউরোপীয়।
১০,৮৫৫	শঙ্কর খ্রীষ্টিয়ান।
৩০	গ্রীক।
৭০৩	আর্ম্মাণী।
১৩৬০	আসিয়া খণ্ডের অপর নানা বর্ণ।
৬৮১	ইহুদী।
৯৮	পার্শী।

৬	কাফ্রী।
৩৩৭	চীন।
৩,৫৪,৮৭৪	

এই জনসংখ্যার মধ্যে কত ব্যক্তি পুরুষ কত ব্যক্তি স্ত্রী কত জন বালক ও কত জনই বা বালিকা তাহার অনুসন্ধানে নিম্ন লিখিত তালিকা নির্দ্দিষ্ট হয়। উক্ত তালিকা যথা,—

	পুরুষ	স্ত্রী	বালক	বালিকা
হিন্দু ..	১১২৫৩০	৭৮৩০৫	২০৭৩০	১৫২৭৮
মুসলমান,	৫৩৪৯৯,	২৮১৫৩	৯৫৭৮,	৮৭১১
ইউরোপীয় ..	২৯০০	২২৪৮	৭০০	৮১২
শঙ্করখ্রীষ্টিয়ান	৩৯১৫	৪১৭৫	১৩১১	১৫২৩
গ্রীক	১৭	৭	২	৪
আর্ম্মাণী ..	২৯১	২৩৮	৮৮	৮৩
আসিয়া খণ্ডের অপর বিবিধবর্ণ	৭১২	৪০৫	১২০	১২৩
ইহুদী	২৪০	২২৮	১১১	১০২
পার্শী	৭৩	১৫	৯	৪
কাফ্রী	২৪	৯	২	৩
চীন	৩৩৮	০	৩১	০
	১৭৭,৩২৯	১১,৩৭৮৩,	৩২,৩৪২,	৩০,৮১৭

উক্ত প্রজা মণ্ডলী মধ্যে কোন্ জাতীয় মধ্যে কীদৃশ বৃদ্ধ দৃষ্ট হইয়াছিল তদ্বিবরণ যথা—

সর্ব্বাপেক্ষা ইউরোপীয় বৃদ্ধ ..	৮৭ বৎসর বয়ঃক্রম
ঐ শঙ্করইউরোপীয়	১০৪ ঐ
ঐ আর্ম্মাণী	৮৪ ঐ
ঐ ইহুদী	৮৮ ঐ
ঐ মুসলমান	১০৮ ঐ
ঐ হিন্দু	১১৩ ঐ

প্রাগুক্ত প্রজাভিন্ন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রজা আছে। উক্ত দুর্গের পরিধি ৫২১ বিঘা, ৭ কাঠা, ৩ ছটাক, ২০ হাত। প্রজা—সঙ্কলন করণের [illegible] পূর্ব্বক [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] দিল।

	পুরুষ	স্ত্রী	বালক	বালিকা
ইংরেজীয়	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
শঙ্করইংরেজীয়	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মুসলমান ..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
হিন্দু ..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আসিয়ার অপর		[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ জাতি				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

পূর্ব্বোক্ত জনসমূহের মধ্যে পুরুষ অধিক ও স্ত্রী অল্প প্রকাশ হইতেছে; পরন্তু স্ত্রী পুরুষের কি পরিমাণে অল্প কি অধিক তাহার নির্ণয় এক স্বতন্ত্র তালিকা হয়, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে কলিকাতায় ইউরোপীয় প্রতি ১০০ স্ত্রীতে [illegible] পুরুষ আছে

শঙ্কর খ্রীষ্টিয়ান ..	ঐ	[illegible]	ঐ
গ্রীক	ঐ	[illegible]	ঐ
আর্ম্মাণী	ঐ	[illegible]	ঐ
আশিয়া খণ্ডের অপর বিবিধ বর্ণের	ঐ	[illegible]	ঐ
ইহুদী, ...	ঐ	[illegible]	ঐ
মুসলমান, ...	ঐ	১৭৮	ঐ
পার্শী	ঐ	[illegible]	ঐ
হিন্দু	ঐ	১৩৯	ঐ
কাফ্রী	ঐ	২১৬	ঐ

অপর, সমস্ত প্রজামধ্যে দশ বর্ষের অনধিক বালক বালিকা কত তাহার অনুসন্ধানে দৃষ্ট হয় যে ইউরোপীয়, ১০০ ব্যক্তির মধ্যে ২১ জন বালক বালিকা।

শঙ্কর খ্রীষ্টিয়ান, ...	৩৩,	ঐ
গ্রীক, ...	২৫	ঐ
আর্ম্মাণী, ...	৩২	ঐ
আশিয়ার অপর বর্ণ	২১	ঐ

ইহুদী, ...	[illegible]	ঐ
মুসলমান, ...	[illegible]	ঐ
পার্শী, ...	১১	ঐ
হিন্দু, ...	১১	ঐ
কাফ্রী, ...	[illegible]	ঐ

[illegible] সমস্ত [illegible] উক্ত তালিকা মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে। [illegible] অনুসারে ভিন্ন [illegible] নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। যথা—

[illegible] ১০ বৎসর পর্য্যন্ত	.. ..		৩২৩৭২
[illegible] ১০ অবধি ১৫ পর্য্যন্ত	.. ..		১০৭৪৯
ঐ [illegible] ,, [illegible] ,,	.. ..		২০৯৩৪
ঐ [illegible] ,, [illegible] ,,	.. ..		২৯৩৭২
ঐ [illegible] ,, [illegible] ,,	.. ..		৩২৩৭৬
ঐ [illegible] ,, [illegible] ,,	.. ..		২১৩১০
ঐ [illegible] ,, [illegible] ,,	.. ..		২৭৭১৭
ঐ [illegible] ,, [illegible] ,,	.. ..		১১৭৩১
ঐ [illegible] ,, [illegible] ,,	.. ..		১১১৯১
ঐ [illegible] ,, [illegible] ,,	.. ..		৪৩৫২
ঐ [illegible] ,, [illegible] ,,	.. ..		৪৯৩৮
ঐ [illegible] ,, [illegible] ,,	.. ..		১৭০৫
ঐ [illegible] ,, ৭০ ,,	.. ..		২৫৮৪

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে নগরের মধ্যে ৪৩৮ টী পথ আছে। তন্মধ্যে ১৮৫ টী দক্ষিণ বিভাগের অন্তর্গত; এবং ২৫৩ টী উত্তর বিভাগের অন্তর্গত। পূর্ব্বোক্ত পথের সাকল্যে দীর্ঘতা, ২২৮,৩৯৫ ফুট, এবং শেষোক্ত বর্ত্মের দীর্ঘতার সমষ্টি ৩,৫০০,৮৩ ফিট নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চাশ ক্রোশ দীর্ঘ পথ হইতে পারে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

“বিয়েপাগলা বুড়ো। প্রহসন। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।” এই পুস্তক খানির নিমিত্ত আমরা মিত্র বাবুর নিকট দুই প্রকারে অপরাধী হইয়াছি। কএক মাস হইল তিনি আমাদিগকে ইহার একখানি উপহার স্বরূপে প্রেরণ করেন, এতাবৎ কাল তাহার সমালোচন না করা ঐ অপরাধের এক মুখ্য কারণ; দ্বিতীয়, আত্মীয়মণ্ডলীর অনেককেই ইহা পাঠার্থে ঋণ দিয়াছি, তাহাতে ঐ পুস্তকের কিয়দংশ বিক্রয়ের ব্যাঘাত হইয়াছে। পরন্তু ভরসা করি মিত্র বাবু তাঁহার মিত্রতাগুণে ঐ উভয় অপরাধেরই ক্ষমা করিবেন। বিশেষতঃ তাঁহার উপাদেয় প্রহসন খানি আমাদিগের সমালোচনরূপ দ্যোতকতার অপেক্ষা রাখে না, যেহেতু তাহা নিজ গুণেই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে; অতএব আমাদিগের ত্রুটি অনায়াসেই অপনীত হইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে মিত্র বাবু “নবীনতপস্বিনী” ও অপর এক খানি নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গালী পাঠক মণ্ডলীর নিকট বিশিষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন; অধুনা এই নূতন প্রহসনে সে সমাদরের সম্যক্ উন্নতি হইবারই সোপান হইয়াছে।

আশু মনে হইতে পারে যে কেবল রহস্য-ব্যঞ্জক রচনা তাদৃশ উৎকট আয়াসের সাপেক্ষ নহে, কএকটা হাস্যজনক কথা একত্র করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ সে জ্ঞান প্রকৃত সিদ্ধ নহে। ঐশী শক্তি না থাকিলে যে প্রকার প্রকৃত কবি হওয়া অসাধ্য, বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনা শক্তি, ও রসবোধ, ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা না থাকিলে সেই রূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করাও দুষ্কর। ফলে যে প্রকারে দেবদূত চিত্র করিতে যে ক্ষমতার

আবশ্যক, গর্দ্দভ চিত্র করিতেও সেই ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, গর্দ্দভ সামান্য বস্তু বলিয়া চিত্রকরের ক্ষমতার স্বল্পতায় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ যে ক্ষমতায় উৎকৃষ্ট মহাকাব্য প্রস্তুত হয় তাহাই খণ্ডকাব্যে প্রয়োজনীয় হয়। মহাকাব্যকার কালীদাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য "মেঘদূত" প্রস্তুত করেন; অন্যে কেহই তাহার তুল্য খণ্ডকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই; ও খণ্ডকাব্য লঘু বলিয়া অল্প ক্ষমতায় কাহার অভিপ্রেত সিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু মনুষ্যেন্দ্রিয়ে এক বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তদনুরোধে সামান্য বস্তুতে বৃহৎ দোষাপেক্ষা মহদ্ বস্তুতে কিঞ্চিৎ দোষই গুরু বোধ হয়। পূর্ণিমার শশীতে কলঙ্ক যে প্রকার অপ্রীতিকর হয়, অমাবস্যায় বা দীপালোকে ভাজনা খোলার অধোদেশও তাদৃশ মনোবেদনাদায়ক বোধ হয় না; এবং সেই হেতুকই ঈষৎ আঁকা পায়স অপেক্ষা হাকুচ নিমঝোল অনায়াসে ভক্ষণ করা যায়। সঙ্গীত বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ সামান্য ব্যক্তির মুখে মালিনীর গীত, মধ্যম গুণসম্পন্ন কালোয়াতের ধ্রুপদ অপেক্ষা, সেই ধর্ম্মহেতুকই অনেকের মনঃপ্রীতিকর হয়। কেহ কেহ কহিতে পারেন যে ধ্রুপদ বোধ না থাকাতেই ঐ ঘটনা ঘটে; পরন্তু তাহা প্রকৃত কারণ নহে; যে হেতু তাহা হইলে যাঁহার টপ্পায় কিছুমাত্র বোধ নাই তাহার মন টপ্পায় আকৃষ্ট হইবার উপায় থাকিত না। প্রস্তাবিত ধর্ম্ম অপরাপর ইন্দ্রিয়ে যে প্রকার প্রবল, মনেও সেইরূপ বলবান, এবং তাহারই অনুরোধে অনেক সামান্য পদার্থ প্রচলিত হইয়া থাকে। প্রহসন পক্ষে মনের এই ধর্ম্মটী স্পষ্ট প্রতীত হয়। যাঁহারা মধ্যম মহাকাব্য এক বার মাত্র স্পর্শ করিতে সম্মত নহেন, তাঁহারা অতিযৎসামান্য প্রহসনও অনায়াসে পাঠ করেন। পরন্তু প্রহসনের প্রচলন হইবার এই রূপ সুবীথি থাকিলেও বঙ্গভাষায় অতি অল্প প্র- [illegible] মহাকাব্য [illegible] হইয়াছে, তথাপিও [illegible] বিশিষ্ট [illegible] প্রায় [illegible] হয় না। [illegible] ও [illegible] করি [illegible] না। বিশেষতঃ [illegible] একটী [illegible] আছে যে [illegible] প্রয়োজন, [illegible] প্রচুর রূপে [illegible] করেন। [illegible] নাম [illegible] বিরক্ত হইয়া থাকেন। ইহা পরম [illegible] বিষয় যে [illegible] এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ। [illegible] চেষ্টা এক বার [illegible] করেন নাই; অথচ তাঁহার রচনা বিশিষ্ট [illegible] হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রস্তাবিত প্রহসনের স্থূল মর্ম এই:—রাজীব মুখোপাধ্যায় নামা এক জন ব্রাহ্মণ [illegible] ব্যাপারে, তথা পরনিন্দা পরগ্লানিতে সর্বদা রত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৃদ্ধ একটি নূতন বিবাহ করিতে বিশেষ অনুরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, এই প্রযুক্ত লোকে তাহাকে সর্বদা বিরক্ত করিত, ও পাড়ার বালকেরা "বিয়েপাগলা বোকা বর, পেঁচোর মাকে বিয়ে কর" ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে খেপাইতেও ত্রুটি করিত না। এই ব্যাপারে রতা নামে এক নাপিতপুত্র প্রধান ছিল; সে জাতীয় চতুরতার সহিত সর্বদা নানা অনিষ্ট কল্পনায় নিযুক্ত থাকিত, এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে তন্নিমিত্ত বিষনয়নে দৃষ্টি করিত। একদা ঐ ধূর্ত্ত বালক নসীরাম ভুবনমোহন প্রভৃতি সহচর সমভিব্যাহারে দুষ্ট কল্পনায় প্রণোদিত হইয়া অপরাহ্নে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপন গৃহে বৈকালিক নিদ্রায় ঈষৎ সুপ্ত আছে এমত সময়ে জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার পায়ে একটা কাঁটা ফুটাইয়া দেয়, এবং ব্রাহ্মণ যেই চীৎকার করিয়া

[illegible] একটা তোমার সর্প [illegible] বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বোধ করিলেন যে সে [illegible] হইয়াছে, এবং তৎপ্রযুক্ত [illegible] রোদন করিতে লাগিল। প্রতিবাসিরা এই [illegible] আসিয়া [illegible] তাদের [illegible] একটা [illegible] পরামর্শ দিলেন যে রতা নাপিতের পিতা সর্পমন্ত্র জানিত; [illegible] যে তাহার একমাত্র পুত্র রতাকে সেই মন্ত্র শিখাইয়াছিল, অতএব তাহাকে ডাকান [illegible]। রতা এ বিষয়ে অগ্রেই প্রস্তুত ছিল; [illegible] আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাজীব মৃত দেহে জীবন প্রাপ্তির ন্যায় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন—

"বাবা রতন, তুমি শাপভ্রষ্টে নাপিতের ঘরে জন্ম লয়েচ, তোমার গুণ শুনে সকলেই সুখ্যাতি করে, তোমার কল্যাণে আমার বৃদ্ধ শরীর অপমৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

রতা। (দংশন অবলোকন করিয়া) জাত সাপের দাঁত—

রেতে কাটে জাত সাপ
রাখতে নারে গুরুর বাপ।

তবে বুড়নটা সময় মত হয়েচে ইতে কিছু ভরসা হচ্চে—এক গাছ মুড়ো খ্যাঙরা আনুন।

রামমণীর প্রস্থান।

আপনার গা কি ঝিম ঝিম করে আসচে?

রাজী। খুব ঝিম্ ঝিম্ কচ্চে, আমি যেন মদ খেইচি।

রতা। যম বুঝি ছাড়েন না।

মুড়ো ঝাঁটা হস্তে রামমণীর পুনঃ প্রবেশ।

ও এখন রাখ, দেখি চপেটাঘাতে কি কত্তে পারি। (আপনার হস্তে ফুঁ দিয়া রাজীবের পৃষ্ঠে তিন চপেটাঘাত) কেমন মহাশয় লাগে?

রাজী। রতন লাগে বুঝি—বড় লাগে না।

রতা। তবে সংখ্যা বৃদ্ধি কত্তে হলো (সাত চপেটাঘাত)।

রাজী। লাগে যেন।

রতা। ঠিক্ করে বলো—যেন বিষ থাক্‌তে লাগে বলে সর্ব্বনাশ কর না।

রাজী। আমার ঠিক মনে হয় না, আবার মারো।

রতা। আমার হাত যে জ্বলে গেল—(প্রতিবাসীর প্রতি) মহাশয় মাত্তে পারেন? আমি আপনার হস্ত মন্ত্রপূত করে দিচ্চি।

প্রথম। না বাপু আমি পারবো না—এই ভুবনকে বলো।

রতা। ভুবন, তোমার হাত দাও তো। (ভুবনের হস্তে ফুঁ দেওন) মার।

ভুবন। (স্বগত) আমাদের ভাত পচিয়েচ, আমাদের এক ঘরে করেচ—(প্রকাশে) ক চড় মাত্তে হবে?

রতা। তিন চড়।

ভুবন। (গণনা করে চপেটাঘাত) এক—দুই—তিন—চার—পাঁ—

প্রথম। আর কেন।

রতা। হোক্, তবে সাত হোক্।

ভুবন। এই পাঁচ—এই ছয়—এই সাত।

রতা। কেমন মহাশয় লাগ্‌চে?

রাজী। চপেটাঘাতে পিট ফুলে উঠেচে ও তার উপরে মাচ্চে, আমি কিছুই বোধ কত্তে পাচ্চিনে।

রতা। মূল মন্ত্র ভিন্ন বিষ যায় না—(পেঁচোর মার নামের মন্ত্র পাঠ)

(তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার) গা কি ঢুলুচে?

রাজী। বাবা রতন, তুমি ও বেটির নামটা বল না।

রাম। মন্ত্রে আছে তা কি করবে—তুমি আবার মন্ত্র পড়ো।

রাজী। এবার ও নামটা মনে মনে বলো।

রাম। রোগিতে মন্ত্র না শুন্‌লে কি মন্ত্র ফলে?

রতা। চুপ কর গো—(রাজীবের মুখের কাছে

ঝাঁটা নাড়িয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র পাঠানন্তর [illegible] ঝাঁটা প্রহার করিয়া) কি রূপ বোধ হয়?

রাজী। আমার বাপু পা ঘুরছে, কি কীটায় ঘুরচে তা আমি বলতে পারিনে—মেয়েদের ঝাঁটা গুনো বড় লেগেচে।

রতা। আর ভয় নাই।—(একটি ঝাঁটার কাটি ভাঙ্গিয়া আঙ্গুলের ঘা মুখে কুটাইয়া দেওন)

রাজী। বাবারে মরিচি, জ্বালাটা একটু থেমেছিল, আবার জ্বালিয়ে দিলে, বড় জ্বালা কচ্চে, মলেম!

রতা। "বাচলেম—এখন দশ কলসী কূয়ার জল দিয়ে নাইয়ে আন।"

এই রূপে অপর এক দিবস প্রতিবাসী [illegible] বাবু এক জন অন্য গ্রামস্থ ব্যক্তির সাহায্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া এক রাত্রিতে রতাকে কন্যার বেশে তাহার সহিত বিবাহ দেন, কিন্তু পর দিন স্বামীগৃহে কন্যাকে পাঠাইবার সময় পালকিতে পেঁচোর মা নাম্নী এক বৃদ্ধ ডুমনীকে পাঠাইয়া দেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে লইয়া গৃহে আগমন করত আপন বিধবা কন্যাদ্বয়কে কন্যা গৃহে লইতে কহিতেছে, এমত সময়ে পাড়ার বালকেরা "বুড়ো বামনা বোকা বর পেচোর মাকে বিয়ে কর" ইত্যাদি বাক্য কহিতে২ আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ তাহাদের বাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন —

"দূর ব্যাটারা পাপিষ্ঠ, গর্ব্ভস্রাব, কেমন পেঁচোর মা এই দ্যাখ্" (কনের অবগুণ্ঠন মোচন।)

গৌর। ও মা এ যে সত্যি সত্যি পেঁচোর মা, ও মা কি ঘৃণা, কোথায় যাব—মাগির গায় গহনা দেখ, সোণার বেনেদের বউ—

রাজী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ, আমার স্বর্ণলতা বাড়ী এসে পেঁচোর মা হলো—আমি স্বপন দেখলেম, আমারে ছলনা কল্যে—আহা! আহা! কেন এমন স্বপ্ন মিথ্যা হলো—ও লক্ষ্মীছাড়া বিটি পেঁ-[illegible]

[illegible]

পেঁচোর মা। [illegible]

[illegible]

রাজী। [illegible]

[illegible]

[illegible]

রাজ। কি [illegible] বলতে, কি ঘৃণা, [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] বলি, [illegible] বাবু [illegible], তিনি কি বুড়ো [illegible] বিয়ে দেন।

পেঁচোর মা। [illegible] "বাবার কোলে [illegible], [illegible] কোলে [illegible]—কোলে [illegible] মা, [illegible] বরে [illegible] দিয়েছে, [illegible]।"

(এতদ্দৃষ্টান্তে পাঠকগণের অবশ্যই প্রতীত হইবে যে মিত্র বাবু প্রহসন রচনে সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি যে উহা যে রূপ পাঠকদিগের হাস্যকর হইয়াছে? সেই রূপ রঙ্গস্থলে অভিনীত হইয়া দর্শক মণ্ডলীর সেই রূপ প্রীতিজনক হউক। উহা যে রঙ্গস্থলের সম্যক্ উপযুক্ত তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কেবল বাসরগৃহের ব্যাপার টা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করা আমাদিগের অভিমত।)

রহস্য-সন্দর্ভ

[illegible]

পুরাবৃত্ত-সমালোচক মাসিক পত্র।

[illegible] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩৪ খণ্ড

কানারা।

কানারা শব্দ সংস্কৃত কর্ণাট শব্দের অপভ্রংশ। ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-দেশস্থ অতুল পরাক্রান্ত একতাবদ্ধ যবন নৃপতিরা সুবিখ্যাত শ্রীরঙ্গরাইল সম্রাট্‌গণের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে মহারাজাধিরাজ রামরাজা তেল্লিকোট্টা নামক স্থানে অতুল সাহসের সহিত তাহাদিগকে প্রতিরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে দক্ষিণ দেশের চারিটী প্রধান ভূপাল ঐক্য হইয়া তাঁহার বিপক্ষে অবিশ্রান্ত অস্ত্র বর্ষণ করাতে ক্ষত্রিয়কুল-তিলক রামরাজা সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি কর্ণাটের বিশাল সাম্রাজ্য যুদ্ধ-বিজয়ী যবন-ভূপালগণের মধ্যে অংশীকৃত হইয়া চারিটী যবন রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। তৎপরে যখন মোগলেরা দক্ষিণদেশ আক্রমণ করে তখন তাহার অবশিষ্ট সকল শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর ইকরীবংশীয় হিন্দু-নৃপতিবৃন্দ মোগলদিগের আধিপত্য লোপ করত কর্ণাট রাজ্যে কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন। ক্রমে ক্রমে ইকরীবংশের রাজারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে মহারাষ্ট্রীয়েরা কর্ণাটের কিয়দংশে আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। অনন্তর গতশতাব্দীর মধ্যসময়ে হৈদর আলী ও টীপু সুল্‌তান কর্ণাটের বিখ্যাত রাজ্য ও নগর সকল পুনঃ পুনঃ ধ্বংস ও লুট করত উহা শ্রীভ্রষ্ট ও হতৈশ্বর্য্য করেন। বারংবার এবম্প্রকার যুদ্ধ-বিপ্লবে ঐ বিশাল সাম্রাজ্য বিলুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কেবল পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র কূলবর্ত্তি প্রদেশ-সকল কর্ণাট নামে প্রসিদ্ধ থাকে। সর্ব্বাদৌ পাশ্চাত্য যবনবণিগ্‌গণ আরবদেশহইতে এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থে মলবর ও কঙ্কান প্রদেশের উপকূলে আগমন করিত। কিন্তু পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা উল্লিখিত বণিগ্‌দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে উহারা পশ্চিম কর্ণাটের উপকূলে যাইয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে; এবং কর্ণাটের অপভ্রংশে কানারা শব্দ ব্যবহৃত করাতে তদবধি উক্ত স্থান কানারা নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা ঐ উপকূলের প্রায় অধিকাংশকে তুলুব রাজ্য বলিতেন। উহা কঙ্কান-

জনপদ অবধি মলবার-প্রদেশ-পর্য্যন্ত দুই শত জ্যোতিষি ক্রোশ দীর্ঘ ; এবং প্রস্থে মহিসূর-রাজ্যহইতে পশ্চিম-সমুদ্রকূল-পর্য্যন্ত ১৭ ক্রোশমাত্র তাহার পরিসর। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা এতদ্দেশ অধিকৃত করেন। তদবধি তাহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত হইয়াছে।

যৎকালে হৈদর আলী উক্ত দেশ অধিকৃত করেন, তৎকালে কানারা রাজ্য এক হিন্দু ভূপালের অধীনে ছিল। উক্ত ভূপাল তদ্দেশের পুনশ্চ বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদর্থে কানারা রাজ্যের পূর্ব্বসম্পদের পুনর্ম্মুখাবলোকনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হৈদর আলী তাহা অধিকৃত করত তাহার প্রোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রদীপ একেবারেই নির্ব্বিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত কানারা রাজ্যের অনেক গুলি জনপদ অরণ্যাবৃত হইয়াছে।

কানারা রাজ্য অধিকাংশ পর্ব্বতময়। তন্নিমিত্ত তথায় গো মহিষাদি পশু অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। চাসের নিমিত্ত কৃষকগণকে বাহু ও শারীরিক শ্রমের প্রতিই অধিকাংশ নির্ভর করিতে হয়। অপর তথায় বিশিষ্টরূপ তূলার চাস হয় না ; এবং সংবৎসরের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদা বারিবর্ষণ হওয়াতে [illegible] বস্ত্র-বপন পক্ষে যদিও কোন মতে [illegible] কাম হইতে পারে নাই ; তথাপি [illegible] প্রচুরশস্যশালিনী হয়। উক্ত রাজ্যে মঙ্গলুর, অঙ্কলা, অনর, কুণ্ডপুর, বারকুর এবং [illegible] এই কয়েকটী প্রধান বাণিজ্যস্থান আছে। তন্মধ্যে মঙ্গলুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তথাহইতে এলাচ, মরিচ, তণ্ডুল, অগুরু, তৈল, সুপারি, ঘৃত, লোহ, এবং অন্যান্য বিবিধ বাণিজ্যের দ্রব্য আরব দেশে প্রেরিত হয়।

কানারা রাজ্য "উত্তর" ও "দক্ষিণ" এই দুই প্রধান অংশে বিভক্ত। উত্তর কানারা রাজ্যে তিনটী ক্ষুদ্র নগর আছে ; কুণ্ডপুর, অনর, এবং অঙ্কলা। উহা কঙ্কানের উপবর্ত্তি দেবকর নামক জনপদহইতে ঘাট-পর্ব্বতপর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার কিয়দংশ পূর্ব্বে কঙ্কান রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, এবং তাহা গোকর্ণহইতে অনর জনপদপর্য্যন্ত হেগা রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জনশ্রুতি আছে যে হেগা রাজ্যে লঙ্কার অধিপতি প্রতাপশালী দশাননের আধিপত্য ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কানারায় ৫,২০,০০০ মুদ্রা

[illegible] রাজ্যের [illegible] তথায় [illegible] [illegible] ; এবং [illegible] অধুনা পুন্নো-[illegible] এবং [illegible] আবিষ্কৃত হয়। ঐ সমস্ত উদ্যান ও অট্টালিকা কর্ণাটের [illegible] [illegible] চিহ্ন থাকাতে সন্দেহ মাত্র নাই। উত্তর [illegible] রাজ্যে [illegible] [illegible] হয় না।

[illegible] ব্রাহ্মণেরা বাস করেন। তাঁহাদিগের আচারপদ্ধতি অতিশয় পরিষ্কার এবং শুদ্ধ। অধিকন্তু ব্রাহ্মণেরা নিয়ত সংস্কৃতের আলোচনা ও বেদাধ্যয়নে তৎপর থাকাতে তাহা আরও রমণীয় বোধ হয়। অপর ঐ সমস্ত সুন্দর পল্লীর মধ্যে ইতস্ততঃ মনোহর দেবালয় ও রমণীয় উপবন সন্নিবেশিত থাকাতে গ্রামভূমির চমৎকার শোভা প্রতীয়মান হয়। ভিন্ন দেশস্থ পর্ব্বত-সাধারণ জনপদবর্ত্তি লোকেরা স্বদেশীয় শৈলমালার অলঙ্কারদ্বারা বাহুল্যরূপে মাতৃভূমি বর্ণন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী ও অপর কএক জাতি গিরি-শিখর-সম্ভোগে বঞ্চিত। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে কত অপূর্ব্ব ভূধরশিখর, লতাপুষ্প-বিরাজিত বিচিত্রিত গিরিতট, নির্জ্জন কন্দর, এবং মনোহর শৈলাটবী আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রস্তাবিত কানারা রাজ্য কথিত রমণীয় প্রদেশের উপমাস্থান।

কানারা রাজ্যের মধ্যস্থলে বন্তর-জাতীয় মনুষ্যেরা বাস করে। অঙ্কলা নামক জনপদ মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারা প্রকৃত কর্ণাটী। তাহারা পল্লীগ্রাম ব্যতীত নগরের মধ্যে কদাপি বাস করে না, এবং ঐ রীতির কোন কালেই তাহারা অন্যথা আচরণ করে না। হেগা নামক স্থানে এক-জাতীয় ব্রাহ্মণেরা বাস করেন, তাঁহারা "পাচগণ্ডা" নামে বিখ্যাত। ইঁহারা মৎস্যাশী ; তন্নিমিত্ত দ্রাবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণেরা ইহাঁদিগকে অতিশয় ঘৃণিত বিবেচনা করিয়া থাকেন। হেগা-জনপদের অন্তর্গত বাটীকলা নামে একটী ক্ষুদ্র জনপদ আছে, তত্রত্য ব্রাহ্মণেরাও হেগা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা ভূমি-কর্ষণদ্বারা উপজীবিকা উপার্জ্জন করেন। তথায় হালিপিকা নামে এক অপকৃষ্ট জাতি আছে। তাহারা কৃষিকার্য্যে বিলক্ষণ সুনিপুণ।

উক্ত-জনপদ-মধ্যে কুমারপেক নামে এক জাতীয় সৎশূদ্র আছে, তাহারা এতদ্দেশীয় কুলীন কায়স্থদিগের ন্যায় মান্য। পরন্তু এতদ্দেশীয় কুলীন কায়স্থদিগের লেখনীভিন্ন অন্য উপজীবিকা নাই। তথাকার ঐ কায়স্থেরা বিদ্যা চর্চ্চা করে, অথচ কখন২ তরবারি ধারণ পূর্ব্বক সৈনিককর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কখন বা হলের মূলাগ্রে মুষ্টি বিন্যাসপূর্ব্বক ভূমিকর্ষণে নিযুক্ত হইয়া থাকে ; তাহাতে অগমতা কিংবা মানের লাঘবতা বোধ করে না।

উত্তর কানারার মধ্যে পাঁচটী প্রধান নগর আছে ; যথা—বাটীকলা, অঙ্কলা, কারবার, মজো, এবং অনর। বাটীকলা অতি বৃহৎ নগর। উহা শঙ্খদহলে নাম নদের উপকূলবর্ত্তি এক রম্য উপত্যকার উপর চতুর্দ্দিকে শৈলদ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। ঐ নগর-মধ্যে উত্তম সরোবর বা অন্য কোন জলাশয় সুদুর্লভ হইলেও তথাকার লোকদিগের পানীয় শীতল বারি পর্ব্বতের গাত্র দিয়া চারি দিগে নির্ঝরহইতে নিঃসৃত হয় ; ঐ উপাদেয় বারি পান করাতে তত্রত্য লোকেরা প্রায় অরোগী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে ৩৮ টা জৈন দেবালয় ছিল, তাহার মধ্যে এক্ষণে দুইটী বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্ট দেবালয়গুলি কোন ইকরীবংশীয় হিন্দু রাজা উৎপাটিত করত অর্হৎ লোকদিগকে তথাহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বুকনান্ সাহেব লিখিয়াছেন যে অর্হতেরা হিন্দুদিগের নিকট অবমানিত হইয়া যুদ্ধার্থে সমুদ্যত হইলে

ইকরীবংশীয় মহীপালগণ তাহাদিগকে এক কালে স্বদেশহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বিজয়পুরের আদিল শাহী রাজত্ব লোপ হইলে উত্তর কানারা সুন্দার (শুদ্ধা) রাজাদিগের অধিকার গত হইয়াছিল। উক্ত রাজবংশে সুবিখ্যাত সদাশিব রাওয়ের জন্ম হয়। তিনি স্বনামে এক অভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করত আদেশ করিয়াছিলেন আপৎকালে ঐ দুর্গের দ্বার মুক্ত থাকিবে। রাজা সদাশিব প্রায় তথায় বাস করিতেন। তথায় কঙ্কানের ভাষা ও বর্ণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঐ প্রদেশ দীর্ঘকাল বিজয়পুরের অধীনে থাকা প্রযুক্ত ঐ ভাষার সহিত মহারাষ্ট্রীয় ভাষা বিমিশ্রিত হইয়াছে।

অনর পূর্ব্বে বাণিজ্যের অতিপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল। তথায় হৈদর আলী-কর্ত্তৃক এক পোতনির্ম্মাণ-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। টীপু শুলতান অনর আক্রমণকালে ঐ বাণিজ্যস্থান বিনষ্ট করেন। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টুগিস লোকেরা সর্ব্বাদৌ ঐ স্থানে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মিত করে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টীপুর সহিত ইংরাজদিগের শেষ যুদ্ধ হয়, এবং তিনি ঐ যুদ্ধেই রণশয্যায় দেহ পাত করিয়াছিলেন। যে দিবস ইংরাজেরা টীপুর রাজপাট শ্রীরঙ্গপট্টন অধিকৃত করেন, সে দিন শনিবার। উত্তর কানারার কোন ব্রাহ্মণ ঐ ঘটনা বর্ণনকালে শনিবাসর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সোমবাসরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্ধেতুক বুকানান্ সাহেব অনুমান করেন, যে হিন্দু ইতিহাসবেত্তাগণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার দিনের বিপর্য্যয় করিতেন না। পরন্তু অশুভ দিবসে তাঁহারা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা লিখিতেন না। শনিবাসরে ইংরাজেরা শ্রীরঙ্গপট্টন জয় করেন, কিন্তু উহা অশুভ দিন বলিয়া পূর্ব্ব কথিত ব্রাহ্মণদিগের ইতিহাসমধ্যে সোমবাসরের উল্লেখ হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে জেনরল হারিস ইংরাজ পক্ষের সেনাপতি ছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ কানারার জনসংখ্যা ২,০৮,১৬৩ পুরুষ, এবং ১,৯০,০০০ স্ত্রী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কানারা, বড়হল ও বলারা প্রভৃতি প্রদেশে পুরুষেরই সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়; এবং প্রদেশে প্রায় এক লক্ষ গৃহ আছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণদিগেরই আলয় অধিক। বন্য বরাহের মাংস তদ্দেশে ইতর শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে বিশেষ নিষিদ্ধ নহে। পরন্তু গৃহপালিত শূকর হিন্দুমাত্রেই অত্যন্ত ঘৃণিত বোধ করিয়া থাকেন। ছাগ, মেষ, মহিষ, রাসভ প্রভৃতি নানাবিধ পশু তুলুব রাজ্যে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। যদ্ধেতুক উত্তর-কানারা-রাজ্য-স্থিত হেগা জনপদের ন্যায় দক্ষিণ তুলুব দেশে শকট ব্যবহৃত হয় না।

ঐশ্বর্য্য-বিষয়ে মলবার দেশস্থ লোকেরা তুলুব জনপদবর্ত্তি লোকদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। কিন্তু উল্লিখিত মলবার প্রদেশস্থ লোকের সহিত তুলুব রাজ্যের লোকদিগের বহু ভিন্নতা নাই। ঐ উভয় দেশীয় লোকদিগের মধ্যে কন্যার অপত্যেই ধনাধিকারী হইয়া থাকে, পুত্রের পুত্র প্রাপ্ত হয় না।

জনশ্রুতি আছে যে পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগের চিরাধিপত্য হেতু ঐ দেশ সমর্পিত করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ তদ্দেশের অধীশ্বর বলিয়া গরিমা করিয়া থাকেন। তুলুব ও মলবার রাজ্যে পিতৃকুল অপেক্ষা মাতৃকুলেরই বিশেষ গৌরব হয়; এবং সন্তান সন্ততির প্রতি পুরুষদিগের কোন প্রভুত্ব থাকে না। তথায় "বকদারু" ও "বটদারু" নামে দুইটী নীচ জাতি আছে, ইহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি পদ্ধতি একই প্রকার। ব্যবসায়ও একপ্রকার অসদৃশ নহে; কিন্তু তথাপি তাহারা পরস্পর মর্য্যাদার এরূপ অভিমান করে যে তন্মুখবহে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না।

দক্ষিণ কানারায় মোপ্লা নামে একজাতীয় মনুষ্য সমুদ্রের উপকূলে বাস করে। তাহারা মুসলমানের মতাবলম্বী। মলবার প্রদেশেই ঐ জাতির অধিক বসতি। উহাদের প্রস্তাব মলবারের বিবরণ মধ্যে প্রকাশিত হইবে। তুলুব রাজ্যে কাবেরীহইতে চন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত মাপ্লা জাতীয় মনুষ্য অধিক দৃষ্ট হয়। তুলুব রাজ্যের শুদ্ধ শূদ্রগণ "নায়ের" নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা সমুদ্রের কূলে বাস করে। তুলুব রাজ্যে ব্রাহ্মণ ও মারেরদিগেরই অধিক বসতি আছে। তথাপি প্রসিদ্ধ আছে যে টিপুসুলতান তুলুব রাজ্য আক্রমণকালে শত সহস্র হতভাগ্য হিন্দুদিগকে বলদ্বারা যবনমতে মুসলমান করত ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন।

তুলুব রাজ্যে এই কয়েকটি প্রধান নগর আছে; যথা, বার্সিলোর, মাঙ্গালোর, এবং কল্যাণপুর। এস্থানে বৃহৎ নদী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পর্ব্বতহইতে অনেক গুলি ক্ষুদ্র উৎস নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে। দক্ষিণ কানারা অথবা তুলুব রাজ্যের বর্ণ ও ভাষা স্বতন্ত্র, তাহার নাম কানারী। উহার সহিত তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্রীয়, কর্ণাটক, এবং দ্রাবিড়ী ভাষার শব্দ মিশ্রিত আছে। তুলুব রাজ্যে শালিবাহন রাজার শক প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। এতদ্দেশে অদ্যাপি যবন "সন" বৈষয়িক লোকেরা বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত করিয়া থাকে। পরন্তু ঐ অব্দ ভারতবর্ষীয় কোন হিন্দু ভূপালদ্বারা প্রচলিত হয় নাই। তাহা দিল্লীর সম্রাটেরাই বলপূর্ব্বক এতদ্দেশে প্রচালন করিয়াছিলেন। সেই হেতু ভারতবর্ষীয় সংবৎ বা শকাব্দা ভারতবর্ষে সমস্তাৎ প্রচলিত করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ণাট রাজ্যের কোন২ জনপদমধ্যে চান্দ্রমান অনুসারে সম্বৎসর নির্ণীত হয়; কিন্তু তুলুব রাজ্যে সৌরমান গণনাই প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্য মধ্যে যবন সম্রাটগণের প্রভুত্ব সম্যক্ প্রকারে বর্ত্তিয়াছিল। কেবল তুলুব রাজ্যে কোন যবন ভূপতি আধিপত্য বিস্তৃত করণে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; যেহেতু তথাকার নৃপতিগণ বারংবার শত্রুদ্বারা পরাভূত হইলেও পরাধীনতাপাশ দূরে নিক্ষেপ করত পুনশ্চ স্বাধীন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশে ইকরীবংশীয় রাজাদিগেরই আধিপত্য ছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে শ্রীরূপনায়ক এতদ্বংশের আদি ভূপাল ছিলেন। চন্দ্রগিরি নদের নিকট সর্ব্বাদৌ তেঁহ রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কর্ণাটের জনপদ মধ্যে উক্ত ইকরীবংশীয় নৃপতিবৃন্দের কীর্ত্তিকলাপের কোন কোন চিহ্ন দেদীপ্যমান আছে।

ইদানীং ভারতবর্ষের মধ্যে তুলুব প্রদেশে জৈনসম্প্রদায়স্থ লোকদিগের সঙ্খ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। ভূতপূর্ব্ব জৈন ভূপালদিগের দেবালয় তথায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ আছে, মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য বহুতর জৈন দেবালয় বিনষ্ট করত তন্মতাবলম্বী লোকসকলকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সকল জৈনেরা তৎকালে সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপে প্রস্থান করিয়াছিল। পরন্তু প্রসিদ্ধ আছে যে বিক্রমাদিত্য কোন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষী ছিলেন না। যাহা হউক তুলুব রাজ্যে দীর্ঘ কালহইতে ঐ মত ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে সংশয় নাই; কেননা অষ্ট শত খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বল্লালবংশীয় রাজারা যৎকালে কর্ণাট দেশে আধিপত্য করিতেন, তৎকালে ঐ মতই তদ্দেশে বিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; এবং অত্যন্ত প্রাচীন

কালের লিখিত [illegible] মা[illegible]ণিত হইয়াছে যে [illegible] রাজ্যের অধিপতিগণ জৈন মতাবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ জৈনদিগের শেষ রাজা [illegible]তীয় ছিলেন। তুলুব রাজ্যে [illegible] উত্তর ভাগে তাঁহার রাজপাট ছিল। [illegible]তান উল্লিখিত জৈনমতাবলম্বী রাজাকে পরাভূত করিয়া ফাঁসীদ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। জৈনদিগের মতে পার্শ্বনাথ [illegible] শতিতম সিদ্ধ বা অবতার ছিলেন। [illegible] নিকটবর্ত্তি একটী ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, এবং বঙ্গদেশ ও বেহারের মধ্যস্থিত সমথ নামক পর্ব্বতোপরি কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদ্বারাই জৈনমত স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজগৃহ, চম্পাপুরী, চন্দ্রাবতী, হস্তিনাপুর, শত্রুঞ্জয় এবং কর্ণাট রাজ্যের কয়েকটী স্থান জৈনোপাসকদিগের প্রধান বাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত।

কেহ কেহ বলেন বুদ্ধোপাসকেরা জৈন বলিয়া সঙ্গত নামে খ্যাত। ঐ সঙ্গতগণের সহিত জৈনদিগের মতের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। জৈনদিগের প্রকৃত নাম অর্হৎ। তাহারা স্বীকার করে, শঙ্করাচার্য্য যে একবিংশতি জাতিকে ধর্ম্মহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা তদন্তর্ভূত। তাহারা বেদপুরাণাদি কিছুই মান্য করে না। তাহাদিগের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক যোগ নামক গ্রন্থ। উহা কর্ণাটক অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। চতুর্ব্বিংশতি পুরাণে তাহা ব্যাখ্যা কৃত হইয়াছে। বৃষলশয়ন নামা কোন সিদ্ধ ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহারা মনুষ্যের অবিনশ্বর আত্মাকেই দেবতা বলিয়া মান্য করে। স্বর্গে তাহাদিগের মাহেশ নামে এক পবিত্র পুর আছে, দেহান্তে সেই অপূর্ব্ব পুরীতে তাহারা প্রয়াণ করে। তাহাদিগের প্রধান দেবতার নাম গোমুত রায়। [illegible]

[illegible] কন্যাকুমারী [illegible] পাদুকাতের নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

সাদী।

পারস্য ভাষায় সন্তাবসম্পূর্ণ অনেকগুলি নীতিগর্ভ গ্রন্থ আছে। ঐ সকলের মধ্যে "গোলেস্তাঁ" নামক গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উহা সুবিখ্যাত সাদী নামক পণ্ডিতকর্ত্তৃক বিরচিত। ঐ মহাত্মার চমৎ-

[illegible] সাদী [illegible] ১১৭৫ [illegible] শেখ [illegible] মেধাবী ছিলেন। [illegible] পাঠের প্রতি [illegible]

সাদী [illegible] এক সামান্য [illegible] প্রবৃত্ত হন। শেখ আ[illegible] নামা কোন অধ্যাপক ঐ [illegible] অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সাদীর [illegible] ও বুদ্ধিবৈদগ্ধ্যের যথোচিত প্রশংসা করিতেন। পরে সাদী অল্পদিন পরেই উল্লিখিত অধ্যাপকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আবুল কাদের গীলানী নামা এক পরম প্রাজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতের সন্নিধানে পাঠ স্বীকার করেন। ঐ অধ্যাপক নির্ম্মলবুদ্ধি নিরহঙ্কৃত ও অত্যন্ত সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি সাদীর প্রগাঢ় ও আন্তরিক শ্রদ্ধা বিলোকনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব ও শুফী নামক ভক্তিমার্গের ধর্ম্মোপদেশ-প্রদানদ্বারা তাঁহার চিত্তকুমুদ বিকসিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে সাদী অধ্যাপকের নিকট পাঠ সমাপন করত-ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎকাল আত্মীয়-বর্গের মধ্যে পরমসুখে কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন, ও পরে চতুর্দ্দশ বার বিভিন্ন দেশভ্রমণে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, ও আরব, তুরুষ্ক, কাবুল, তাতার, মিসর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দূরস্থ জনপদে গিয়া তত্রত্য আচার ব্যবহার ও অবস্থা দর্শনে আপন মনকে সম্যগ্রূপে পরিমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার সকল ভ্রমণ তুল্য উপকার-জনক হয় নাই। একদা তেঁহ যিরুশালম নগরে উপস্থিত ছিলেন, এমত সময়ে ফরাসী জাতীয়েরা ক্রুশ উদ্ধার বিষয়ক বিখ্যাত ধর্ম্ম যুদ্ধে এক বার জয়ী হইয়া সবলে শিবির আক্রমণ করিলেক। ও একদা অকস্মাৎ বূ্যহমধ্যে আসিয়া অতিভয়ঙ্কররূপে সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিল, এবং কে কোথায় পলায়ন করিল, কিছুই নিশ্চয় হইল না। সাদী তন্মধ্যে ছিলেন, ও পলাইতে না পারিয়া অবশেষে উহাদিগদ্বারা ধৃত হইলেন। উহারা তাঁহাকে বন্দীভূত করিয়া ত্রিপোলী নগরে প্রেরণ করিল, এবং ঐ স্থানে যিহূদীয় লোকদিগের সহিত তাঁহাকে মাটী কাটিতে নিযুক্ত করিল। তিনি লেখেন "সেই নির্ব্বন্ধে বন্দিগণের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ ও যন্ত্রণায় অবস্থান করিয়া অশ্রুপাতপূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন করুণা প্রার্থনা করিতাম। অনুকূলভাগ্যবশতঃই হইবে, কিংবা ঈশ্বরপ্রসাদাৎ বলিতে হইবে, আমার যন্ত্রণাপনোদনার্থে এক সদুপায় উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে অলিপো নগরস্থ কোন ভদ্র লোকের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। বহু দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইবাতে আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিতে পারিতাম না। পরন্তু তিনি এক দিবস আমাকে নিগড়শৃঙ্খলবদ্ধ ও অতিবিমর্ষ দেখিয়া আমার সন্নিকটে আগমনপূর্ব্বক কারাবাসের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে

বিজ্ঞপ্ত করিলাম। তাহাতে তিনি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার উদ্ধারের কোন সদুপায় হইয়াছে কি না?" আমি কহিলাম "ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত আমি আর কোন উপায় দেখি না।" অনন্তর তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দশ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান-পূর্ব্বক ফ্রাঙ্ক জাতীয়দিগের নিকটহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন, এবং সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন। তাঁহার এক কন্যা ছিল। তিনি পুনঃপুনঃ আমাকে ঐ রমণীর পাণিগ্রহণার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপকার পাশে বদ্ধ ছিলাম, তৎপ্রযুক্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া উহার পাণিগ্রহণ করিলাম, ও তাহার সহিত যৌতুক স্বরূপে এক শত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইলাম। কিঞ্চিৎকাল পরে আমার স্ত্রী তাঁহার চরিত্রের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিলেন, তাহাতে ব্যক্ত হইল যে তেঁহ কর্কশা, কলহপ্রিয়া, কটুভাষিণী, নিষ্ঠুরা, ভামিনী ছিলেন। তাঁহার সহবাসে আমার জীবনের সমস্ত সুখ একেবারে বিলুপ্ত হইল। ফলে কথিত আছে—

ধার্ম্মিকের ঘটে যদি কর্কশা রমণী।
রৌরব যাতনা তার দিবস রজনী॥
সাবধানে ত্যজ সেই অনল প্রখর।
তাহার দাহনহতে প্রভু রক্ষা কর॥

এক দিবস সে আমাকে তিরস্কার করিয়া কহিল "তুই না সেই অভাগা যাহাকে আমার পিতা দশ মুদ্রা দিয়া ফরাসীদিগের বন্ধনহইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন?" আমি কহিলাম "হাঁ, তেঁহ দশ মুদ্রায় ফরাসীদিগের হাতহইতে উদ্ধার করিয়া এক শত মুদ্রায় তোমার কাছে বান্ধিয়া দিয়াছেন।"

সাদীর কবিতা শক্তি ও ধার্ম্মিকতা অতি অল্পকালেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ও তদর্থ তেঁহ দেশ বিদেশীয় বহুল ভূপতিদ্বারা রাজসভায় আহূত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভজনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। মুলতানের অধিপতি সুলতান মুহম্মদ [illegible] তাঁহাকে এই প্রকারে তিন চারি বার আহ্বান করেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যের অনুরোধে তিনি তাহা অস্বীকার করেন, ও স্বহস্তে লিখিত এক খানি নিজ কৃত [illegible] পুস্তক প্রেরণ করত তাঁহার উপকারের প্রতিদান করেন। পরন্তু তৎপরে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তিনি সুলতান [illegible] সভায় আসিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে পাঠান সুলতান [illegible] নিকটও আগমন করেন; ফলে তিনি ভারতবর্ষে চারি বার আসিয়াছিলেন; এবং এতদ্দেশীয় হিন্দী ভাষা শিখিয়া তাহাতে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

একমাত্র ঈশ্বরনিষ্ঠ কবির জীবনচরিত্রে নানাবিধ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। সাদী ত্রিংশৎ বৎসর যাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করেন। তৎপর ত্রিংশৎ বৎসর দেশভ্রমণে অতিবাহিত করেন, ও তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট বৎসর একান্তে এক পর্ব্বত-গুহায় বাস করিয়া ঈশ্বরারাধনায় বিনিযুক্ত করেন, অতএব তন্মধ্যে আশ্চর্য্য ঘটনার কোন সম্ভাবনা হয় নাই।

কিংবদন্তী আছে যে শিরাজের কোন পুণ্যবান্ লোক অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া সাদীকে ভাক্ত বলিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়াছিলেন। শিরাজ নগরস্থ কোন কোন ধীসম্পন্ন ব্যক্তি ঐ নিন্দাবাদে বিশ্বাস করিতে অসম্মত ছিলেন না। যাহা হউক, বক্তব্য এই যে পূর্ব্ব কথিত ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাত্রিযোগে একদা স্বপ্নাবেশে দর্শন করিলেন যে তিনি অকস্মাৎ দিব্যলোকে নীত হইয়া এক অপূর্ব্ব মনোহর পুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ স্থানে পবিত্র লোকেরা দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের স্তুতিবাদ এবং তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন; চতুষ্পার্শ্বে অপ্সরঃকন্যাগণ তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন। তথায় অনুসন্ধান করত জানিতে পারিলেন, যে যে সঙ্গীত তাহারা গান করিতেছিল তাহা সাদীকৃত [illegible]। অপর ঐ পুণ্যবানেরা কহিল যে ঈশ্বরসন্নিধানে স্বর্গোকে দেবগণ [illegible] মহিমা বর্ণনে যে স্তব পাঠ করেন সাদীর স্তোত্র অপেক্ষা প্রীতিসাধক। [illegible] তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অনন্তর ঐ পুণ্যবান্ ব্যক্তি সাদীর ভবনদ্বারে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে দিব্যলোকে তিনি যে স্তব শ্রুত হইয়াছিলেন, সাদী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া অবিকল ঐ স্তব পাঠ করিতেছেন; অর্থাৎ, "এই কাননবর্ত্তি নবীন-পল্লব-বিশিষ্ট সকল তরু শাখার যে সমস্ত প্রসূনরাজি বিকশিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রোজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে, তদ্দর্শনে হে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতে! কোন্ স্বভাবজ্ঞ লোকের অন্তঃকরণে ত্বদীয় মনোজ্ঞ জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত না হয়! প্রতি-পল্লবের প্রতি পুষ্পে ত্বদীয় মহিমারাশি ব্যক্ত হইতেছে।"

সাদীর সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন আর কতিপয় অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত আছে। পরন্তু তত্তাবৎ পাঠে পাঠকবর্গের উপকারের সম্ভাবনা নাই, তন্নিমিত্ত উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে সাদী আশিয়া মাইনর, বারবেরী, আবেসিনিয়া, মিসর, সিরীয়া, পালেষ্টাইন, আরমিণিয়া, আবেসিনিয়া, ইরাণ, তুরাণ, বসোরা, বুগদাদ, কাশগর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করত বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি বহু ভাষাভিজ্ঞ শাব্দিক নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রচিত একটী পদ্যাবলী অষ্টাদশ ভাষায় মিশ্রিত; বিবিধ ভাষায় গাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে সে রূপ রচনা করা সকলের পক্ষে দুসাধ্য হইয়া উঠে। যাহা হউক তিনি লিখিয়াছেন যে "আমি যে যে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সকল দেশের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ কণ্ঠস্থ বা স্মৃতিগত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম না।" প্রাচীন কবিবৃন্দের ন্যায় সাদী প্রথমাবস্থায় বিখ্যাত ছিলেন না, কিন্তু তিনি শৈশবাবস্থা অবধি পদ্যাবলী রচনা করিতেন। আতাবেগ নামা কোন কাব্যামোদী ভূপতি তাঁহার কবিতা-কুসুমের মনোহর আঘ্রাণ প্রাপ্ত্যনন্তর প্রহর্ষিতচিত্তে তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করেন, এবং কএকটী প্রবন্ধ লিখিতে দেন। সাদী তত্তাবৎ অতি চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় পদ্য প্রবন্ধে বিন্যস্ত করিয়া সভাসদ্বর্গকে বিমোহিত করেন। তদবধি তাঁহার প্রশংসা ও খ্যাতি চারি দিগে বিস্তারিত হইয়াছিল।

পরন্তু সাদী অনন্য ধার্ম্মিকতা, ঐহিক সুখে ঔদাস্য, ও প্রগাঢ় ভক্তির নিমিত্ত যাদৃশ বরণীয় ও মান্য হইয়াছিলেন, কবিতাজন্য তিনি তাদৃশ সমাদৃত হয়েন নাই। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে তেঁহ জীবনের শেষ চত্বারিংশ বৎসর ঈশ্বরারাধনায় এক পর্ব্বত-গুহায় যাপন করেন। ঐ কাল সমস্ত তেঁহ আহার সমাহরণেরও চেষ্টা করিতেন না; প্রত্যুত তাঁহার ভক্তেরা যে খাদ্য তাঁহাকে আনিয়া দিত তাহার কিঞ্চিৎ আপনি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট এক গবাক্ষদ্বারহইতে রাজপথের উপর এই অভিপ্রায়ে ঝুলাইয়া রাখিতেন যে ভিক্ষার্থীরা তাহা ভক্ষণ করিবে। এই প্রকার বৈরাগ্য সত্ত্বেও তাঁহার এক ঐহিক বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ছিল; তিনি সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, যে কোন পদার্থে সৌন্দর্য্য আছে তদ্দর্শনে আগ্রহী হইতেন, বিশেষতঃ রূপ যৌবনসম্পন্ন কুমারদিগের সৌন্দর্য্য-দর্শনার্থে নিতান্ত লোলুপ হইতেন। কথিত আছে যে তিনি বৃদ্ধ বয়সে পর্ব্বতগুহা ত্যাগ করত এক রাজকুমারের সৌন্দর্য্য সম্ভোগার্থে মাজেন্দ্রান প্রদেশে গমন

করিয়াছিলেন। তিনি কহিতেন যে বিশ্বপাতার অনুকম্পা তাঁহার সৃষ্ট সুন্দর পদার্থে বিশেষ প্রতিবিম্বিত হয়; অতএব সৌন্দর্য্যের দর্শনে ঈশ্বরের অনুকম্পার সন্দর্শন হয়।

কথিত আছে যে ৬৯১ আরবীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ ১২৯১ খ্রীষ্টীয় অব্দে শিরাজ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শব নগরপ্রান্তে এক অতিরম্য পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রোথিত করা হইয়াছিল। ঐ স্থানে মৃত কবির স্মরণার্থ এক বিচিত্র শবমন্দির বা প্রেতস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়। ঐ মন্দিরের গাত্রে সাদী-প্রণীত কতিপয় পদ্যাবলী খোদিত হইয়াছিল। উল্লিখিত স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য কতিপয় পণ্ডিতগণের কবর দৃষ্ট হয়। দীর্ঘকাল অসংস্কার হেতু তৎসমুদায় ক্রমশঃ ভগ্নদশাপন্ন হইয়া যাইতেছে।

ইংলণ্ডের ভূপাল তৃতীয় জর্জ্জের আধিপত্যসময়ে এক রাজদূত পারশ্যদেশে সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে ঐ সময়ে ফতেঃ আলী শাহ নামা কোন পণ্ডিতানুরাগী পারশ্যের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজসভা পণ্ডিতমণ্ডলীদ্বারা সর্ব্বক্ষণ উজ্জ্বল থাকিত। কিন্তু তিনিও সাদীর ভগ্ন কবরেরএক খণ্ড প্রস্তর যোজনাদ্বারা সংস্কারসাধন করেন নাই। তাঁহার পুত্র ঐ মন্দির সংস্কার করণে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুরাগ অভাবে তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই।

প্রায়ঃ ছয় শত বৎসর অতীত হইল, সাদী পরলোক গত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি কুসুমাবলী উৎফুল্ল পদ্মের ন্যায় অদ্যাপি গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়া আছে। সদ্বক্তৃতায় তিনি কি আপামর সাধারণ কি পণ্ডিত সকলকে মোহিত করিতে পারিতেন, এবং রম্য উপন্যাস-কথনে তাঁহার সদৃশ পণ্ডিত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। উপস্থিত-বক্তৃতায়ও তিনি বিশেষ পারগ ছিলেন, এবং তাঁহার উদ্ভট [illegible] বিশেষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] কেপ-বাক্যে অনেক [illegible] কথা থাকিত; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁহার রচনা মধ্যে ১১ খানি গ্রন্থ [illegible] [illegible] নাম আছে তন্মধ্যে "গুলেস্তাঁ" নামক [illegible] [illegible] বিচক্ষণতার [illegible] "[illegible]" [illegible] গদ্যপদ্যে মিশ্রিত, এবং বিবিধ নীতিগর্ভ উপকথায় পরিপূর্ণ। তাহার আদ্যোপান্ত [illegible] কোমল ভাষায় রচিত; তাহাতে প্রায় একটি উৎকট কথার প্রয়োগ নাই, তথাপি তাহার মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণের অদ্যাপি প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হয় নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঐ অপূর্ব্ব উপন্যাসের অদ্যাপি কোন বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকটিত দেখা যায় না। তাঁহার রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম "বোস্তান্" অর্থাৎ সৌরভোদ্যান। তাহার সমস্তই পদ্যে রচিত এবং নীতি শিক্ষায় বিন্যস্ত; কিন্তু তাহাতে কোন উপন্যাস নাই। তাঁহার অপরাপর গ্রন্থের বিবরণ এ স্থলে বিন্যস্ত করা অনাবশ্যক, যেহেতু পারসী ভাষায় সমালোচনা না থাকিলে তাহার প্রকৃত রসগ্রহ হইতে পারে না।

টুনটুনি পক্ষীর সভা।

তির্য্যক্ সভা।

নিম্নস্থ গল্পের সারাংশ সকলই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ঘটনা। লণ্ডন-নগরীয় কোন বিখ্যাত পত্রে ইহা প্রকটিত হয়। পদ্যানুরোধে পক্ষীগণের উক্তি প্রভৃতি কল্পনা করিয়া ইহাতে গ্রথিত করা গেল।

কিবা কলরব, দেখ পাখী সব,
বসিয়াছে দলে দলে।
মাঝে টুনটুনি, যার দুঃখ শুনি,
কত কথা সবে বলে।।

টুন্টুনি গৃহিনী, গৃহশ্রীরূপিণী,
প্রিয় ধন তার ছিল।
নৃশংস বিড়াল, ঘটালো জঞ্জাল,
সেই ধনে হরে নিল॥
টুন্টুনি আঁধার, দেখয়ে সংসার,
ভাবয়ে আকুল মনে।
"কেমনে এখন, জুড়াব জীবন,
বাঁচাব শাবকগণে॥"
বিহগ সবাই, জ্ঞাতি বন্ধু ভাই,
ব্যথিত তাহার তরে।
বিটপ উপর, সাক্ষী দিনকর,
অপরূপ সভা করে॥
কিবা গণ্ডগোল, সবে বলে বোল,
অদ্ভুত সভার গতি।
কাহার কথায়, কেবা দেয় সায়,
কেবা হয় সভাপতি॥
হেন মনে লয়, আগে পাখীচয়,
ধরিয়া পঞ্চম তানে।
সামর্ষতা ভরে, বচন নিকরে,
বিড়ালের প্রাণে হানে॥
অবশেষে কয়, "প্রবলের জয়,
রীতি এই চরাচরে।
মারিলে প্রবল, দুর্ব্বল কেবল,
মনেতে গুমরে মরে॥
কাতরিয়া ডাকে, বিশ্ব-বিধাতাকে,
যেই তার অশ্রু মুচে।
যে করে ইঙ্গিত, অমনি চকিত,
প্রবলের দর্প ঘুচে॥
টুনটুনি ভায়া, মিছে আর মায়া,
করো না তাহার তরে।
বর নব প্রিয়া, তুষিবেক হিয়া,
পরিণীয়ে আন ঘরে॥
বসাবে যেজন, শত [illegible],
[illegible] বৃক্ষ হবে।
সেই রূপ তব, ভবে অদ্ভুত,
অতীব সুখদ হবে॥
[illegible] হবে, [illegible] যতনে,
করিবে রাজ্যের মত।
মম উপদেশ, দূরে যাবে ক্লেশ,
যাতনা সহিবে কত॥"
একেক কহিল, সকলে চাহিল,
টুন্টুনি মুখের পানে।
সুখ-আশা-তরী, যাহে আছে ধরি,
বিবাহের অনুষ্ঠানে॥
"সবার যে মত, তাহাতে অমত,
কেমনে করিতে পারি।"
যেমন বলিল, সমাজ ভাঙ্গিল,
কোলাহল দিকে চারি॥
বর নিজে যায়, ঘটক বা ধায়,
আগে আগে কেবা জানে।
ভ্রমি স্থান নানা, স্ত্রী এক নবীনা,
দেখিলেক কোন খানে॥
পুংদ্বিজ দায়, জানাইল তায়,
ঘরণী বরিল তারে।
লয়ে তার মন, টুন্টুনি তখন,
ধন্য মানে আপনারে॥
দেখ অতঃপর, দৃশ্য মনোহর,
টুন্টুনি গেহিনী ধীরা।
যত্নে প্রাণপণে, পালে ছানাগণে,
না গণে অন্যের তারা॥
বিমাতা যতনে, দ্বিজশিশুগণে,
না ভাবে জননী হারা।
টুন্টুনি বজায়, হয় পুনরায়,
হলো কথা চমৎকারা॥

[illegible] [illegible], অরূপ প্রকাশ,
[illegible] পঞ্চম স্বরে।
[illegible] [illegible], ভবে প্রত্যাশিত,
[illegible] [illegible] [illegible]॥

তাৎপর্য্য।

তোমারে যাচক, বন পাখী সব,
অপরূপ কি দেখালে।
তার এক ধারে, মহিমা তাঁহার,
অজ্ঞাতের যে শেখালে॥
ভিন্ন ভিন্ন ঘরে, তারা পরস্পরে,
ভাবয়ে অদ্ভুত ভাব।
সান্ত্বনা প্রবোধ, সুখ দুঃখ ক্রোধ,
ভাল বাসা পরকাশ॥
মোহন কাকলী, যারে তুমি বলি,
শুন তাহা প্রাণ ভরে।
তাহার ভিতর, কার্য্য বহুতর,
বিধাতা গোপনে করে॥
কে তাঁর কৌশল, অপার মঙ্গল,
গণনা করিতে পারে।
যা দেন জানিতে, কৃতজ্ঞতা চিত্তে,
ধরি হৃদি ধ্যান তাঁরে॥

বিদ্যুৎ।

আমরা কএক মাস হইল কোন পূজ্য আত্মীয়ের নিকটহইতে কএকটি বিদ্যুদ্বিষয়ক প্রশ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু নানাবিধ অকাট্য ব্যাঘাতে যথাকালে তাহার প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হই নাই। তন্নিমিত্ত অত্যন্ত অপরাধী আছি। অধুনা প্রত্যুত্তর সহ ঐ প্রশ্নগুলি এতৎপত্রে প্রকটিত করা গেল। বোধ হয় তৎপাঠে অনেকের উপকার হইতে পারিবে।

১ প্রশ্ন। বিদ্যুৎ কোন্ পদার্থজাত?

উত্তর। অগ্নি বা আলোকের ন্যায় বিদ্যুৎ এক স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। তাপ যে প্রকার ভূমণ্ডলের সকল পদার্থে বর্ত্তমান আছে, বিদ্যুৎও সেই রূপ সৃষ্টির সকল পদার্থে বর্ত্তমান আছে। বোধ হয় ইহ সংসারে এমত কোন পদার্থ নাই যাহাতে বিদ্যুৎ বর্ত্তমান নাই।

২ প্র। কি কারণে তাহার উৎপত্তি হয়?

উ। তাপ যে প্রকার পদার্থের পরমাণুতে অন্তর্হিত থাকে বিদ্যুৎও সেই প্রকার পদার্থ মাত্রের পরমাণুতে অন্তর্হিত বা অপ্রকট থাকে। তথা যে প্রকারে পদার্থ ঘৃষ্ট বা আহত হইলে তাপ নিঃসৃত হয়, সেই প্রকারে পদার্থ ঘৃষ্ট বা আহত বা উৎতপ্ত বা অন্য কোন কারণে অবস্থান্তরিত হইলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। পরন্তু কতক গুলি পদার্থ আছে যাহা বিদ্যুতের পরিচালক, অর্থাৎ বিদ্যুৎ তাহার কোন অংশ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপন করে; অপর কতকগুলি পদার্থ অপরিচালক, অর্থাৎ বিদ্যুৎ তাহার উপর দিয়া চলিতে পারে না। ধাতুমাত্র, জল, সিক্ত উদ্ভিদ্ বস্তু প্রভৃতি দ্রব্যসকল পরিচালক, ও রেশম, কেশ, লোম, কাচ, লাক্ষা, রবর, শুষ্ক বায়ু প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। কোন দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিদ্যুৎ অন্তর্হিত অবস্থা ত্যাগ করিয়া পুষ্ট বা ব্যক্ত হয় তাহা নিকটে পরিচালক পদার্থ পাইলে অমনি চলিয়া যায়, প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু নিকটে পরিচালক পদার্থ না থাকিলে যে দ্রব্যে উৎপন্ন হয় তাহাতেই থাকে। পরন্তু এক বস্তুতে ঐ প্রকার পুষ্ট বিদ্যুৎ ও নিকটস্থ অন্য এক বস্তুতে অন্তর্হিতাবস্থ অপ্রকট বিদ্যুৎ

থাকিলে উভয় পদার্থের বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ও পদার্থ নিকটস্থ হইলে পুষ্ট বিদ্যুৎ আপন পদার্থহইতে নির্গত হইয়া আলোকরূপে অপ্রকট-বিদ্যুৎ-বিশিষ্ট পদার্থে পতিত হয়। বিদ্যুতের এক পদার্থহইতে অন্য পদার্থে গমন-সময়ে আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং মেঘপিণ্ডের পরস্পর ঘর্ষণে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহার এক মেঘপিণ্ডহইতে অন্য মেঘপিণ্ডে গমন-সময়ে যে আলোক হয় তাহাকেই লোকে বিদ্যুৎ কহে। ঐ বিদ্যুতের অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে একটি নাম "তাড়িত," এবং তাহার প্রকট বা অপ্রকট অবস্থাভেদে পদার্থবিদ্যায় তাহাকে "পুষ্ট তাড়িত" ও "ক্ষীণ তাড়িত" নামে বর্ণন করে।

৩ প্র। সর্ব্বদেশেই বিদ্যুতের তুল্য প্রভাবের কারণ কি?

উ। বিদ্যুৎ বা তাড়িত জগতের সর্ব্বপদার্থে আছে, সুতরাং উহার সর্ব্বত্র প্রভাব দেখা যায়। পরন্তু ঝড় বৃষ্টির সময় উহার প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্র তুল্য হয় না। উষ্ণদেশে উহার যে প্রকার প্রভাব শীত-প্রধান-দেশে উহার তাদৃশ বৃদ্ধি দেখা যায় না। পরন্তু তথায় বিদ্যুৎ অল্প আছে এমত নহে; তথায়ও তুল্য আছে, কেবল বিবিধ নৈসর্গিক কারণে তাহা বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হয়। লাপলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে এক প্রকার জ্যোতিঃ নভোমণ্ডলে ব্যক্ত হয়, তাহা প্রকৃত বিদ্যুৎ, কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল না হইয়া স্থিরসৌদামিনীবৎ আকাশের কিয়দ্দেশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। বিলাতে ইহাকে "অরোরা বোরিএলিস্" কহে; আমরা তাহার নাম "স্থিরসৌদামিনী" রাখিলাম।

৪ প্র। বৃষ্টির প্রাক্ সময়েই তাহার প্রভাব কেন?

উ। বিদ্যুৎ মেঘে অন্তর্হিত থাকায় বারিবিন্দু সকল মেঘরূপে থাকে। মেঘপিণ্ডসকলের পরস্পর ঘর্ষণ ও আকর্ষণে ঐ তাড়িত পুষ্ট হইয়া নির্গত হইলে বারিবিন্দু আর মেঘরূপে থাকিতে পারে না, সুতরাং বৃষ্টিরূপে নিপতিত হয়। অতএব বিদ্যুৎ নিকটবর্ত্তী বৃষ্টির এক প্রকার কারণ। পরন্তু সকল সময়ে ঐ নিয়মে প্রকাশ হয় না, যেহেতু মেঘপিণ্ডের নিকট শুষ্ক বায়ু থাকিলে বিদ্যুৎ আলোকরূপে নির্গত হয়; কিন্তু সিক্ত বায়ু থাকিলে গোপনে পরিচালিত হয়, প্রকাশ হয় না। এই বিষয়ের অন্যান্য অনেক কারণ আছে; এ স্থলে তাহার বর্ণন করিলে এ গ্রন্থ সুবোধ্য হইবে না বলিয়া তাহা লেখা গেল না।

৫ প্র। বজ্রধ্বনির শব্দের কারণ কি?

উ। বিদ্যুৎ স্রোতোরূপে এক পদার্থহইতে অন্য পদার্থে গমন-সময়ে তাহার বেগ প্রযুক্ত তথা বায়ুর প্রতি তাহার আঘাতে শব্দ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাই তাহার কারণ।

৬ ও ৭ প্র। বজ্র কি স্বতন্ত্র পদার্থ? ও বজ্র পতনের নৈসর্গিক নিয়ম কি?

উ। বজ্র বিদ্যুৎহইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পূর্ব্বোত্তরে যে শব্দের কথা লেখা হইল, তাহাই বজ্র। কেবল এক মেঘহইতে অন্য মেঘে বিদ্যুৎ না গিয়া মেঘহইতে ভূমিতে আক্রমণ করিলে লোকে সেই বিদ্যুতের পতন ও তচ্ছব্দকে "বজ্র" কহে। নিকটস্থ সকল মেঘপিণ্ডে তুল্য পরিমাণে পুষ্ট তাড়িত থাকিলে তাহা পৃথিবীর ক্ষীণ তাড়িতে আকৃষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়; বজ্রাঘাতের এই এক মাত্র কারণ, তাহার সহিত লৌহ-ফলকাদির পতন বিষয়ক যে গল্প আছে, তৎসমুদায়ই অলীক ইহা বলা বাহুল্য।

৮ প্র। তাহার কোন্ স্থানেই অধিক পাত হয় এবং তাহারই বা কারণ কি?

উ। পূর্ব্বে যে সকল উত্তর দেওয়া হইয়াছে

[illegible] অদ্ভুত হইবে যে যে পদার্থ পুষ্ট বিদ্যুদ্বিশিষ্ট মেঘের নিকটে থাকে তাহাতে অধিক বজ্র পতন হইবার সম্ভাবনা। অতএব তাহাই ঘটে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদার্থেই অধিক বজ্র পড়ে। এই প্রযুক্ত তাল, নারিকেলাদি বৃক্ষে যত বিদ্যুৎ পড়ে তত আর কোন পদার্থে পড়ে না। এক তালা গৃহ অপেক্ষা দুই তালা গৃহে অধিক বজ্র পড়ে, এবং দুই তালা অপেক্ষা তিন তালায় অধিক। অপর অপরিচালক পদার্থাপেক্ষা পরিচালক পদার্থে তাড়িতের আকর্ষণ অধিক সুতরাং ইষ্টক গৃহাপেক্ষা লৌহাদি গৃহে অধিক বজ্র পড়িবার সম্ভাবনা।

৯ প্র। গৃহাদিতে বজ্র না পড়ে ইহার কোন প্রক্রিয়া আছে কি না? এবং সেই প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক কি নিয়ম করিয়া রাখিতে হয়? আর লোকের বাজবন্ধ দেওয়ার যে প্রথা আছে তাহা সফল বটে কি না? যদি বটে তবে তাহা গৃহের কোন্ স্থানে কি নিয়মে দেওয়া উচিত? এবং সেই লৌহশলাকা কোন্ জাতীয় লৌহে কি পরিমাণে নির্ম্মিত হওয়া বৈধ?

উ। বজ্রভয়-নিবারণের নিমিত্ত বাজবন্ধ লৌহশলাকাই প্রশস্ত, এবং তাহা সম্যক্ সফল, যেহেতুক লৌহ পরিচালক, তাহার সূক্ষ্মাগ্রে মেঘস্থ পুষ্ট তাড়িত গোপনে ভূমিতে লইয়া যায়, বজ্রধ্বনি কি বাটীর কোন অনিষ্ট করে না। কথিত শলাকা যে কোন ধাতুর হইলে হয়, তথাপি তাম্র সর্ব্বপ্রশস্ত। পরন্তু লৌহ কঠিন ও অল্পমূল্য বলিয়া তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লৌহ যে কোন জাতীয় হইলে হয়, তাহাতে কোন ইতর বিশেষ নাই, এবং তাহার স্থূল সূক্ষ্মতায়ও কোন ইষ্টাপত্তি নাই। পরন্তু সূক্ষ্ম শলাকা বায়ুবেগে ও অন্যান্য কারণে অনায়াসে ভগ্ন ও বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব কিঞ্চিৎ স্থূল শলাকা দেওয়াই কর্ত্তব্য। এক বুকল স্থূল শলাকা গত ১৮৬৪ অব্দের আশ্বিনের ঝড়ে অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, অতএব ১।।০ বুকল স্থূল লৌহশলাকা দেওয়া বিহিত বোধ হয়। তাহা বাটীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে সংলগ্ন করা এবং ঐ উচ্চস্থানহইতে অভাবতঃ ৫ হাত উচ্চ করা কর্ত্তব্য। লৌহ-শলাকার যে অগ্র আকাশদেশে থাকিবেক তাহা সূক্ষ্ম করা বিধেয়; তাহা স্থূল গোলাকার হইলে বজ্রাঘাতের আপৎ অধিক ঘটিবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ শলাকার অগ্র ত্রিশূলী করিয়া দেন, কেহ বা ততোধিক চারি পাঁচ কিংবা ছয় সূক্ষ্ম অগ্র করিয়া দেন, তাহাতে উপকার আছে। ঐ শলাকার যে প্রান্ত ভূমিতে প্রোথিত হইবে তাহা সূক্ষ্ম করিবার প্রয়োজন নাই, পরন্তু তাহা ভূমির দুই হস্ত নিম্ন অবধি পোতা কর্ত্তব্য। অপর ঐ শলাকা বাটীর প্রাচীরহইতে অন্তরে রাখা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে তাহা প্রাচীর সর্ব্বত্র স্পর্শ করিয়া থাকে এমত করা কর্ত্তব্য, ও মধ্যে মধ্যে লৌহ বন্ধনদ্বারা তাহা প্রাচীরে আবদ্ধ করা উচিত। কলিকাতায় প্রায় কাষ্ঠ দণ্ডদ্বারা বাজবন্ধ আবদ্ধ করা হয়; ও তাহা প্রাচীরহইতে অন্তরে রাখা হয়; কিন্তু তাহা আমাদিগের বিবেচনায় অবৈধ ও অনিষ্টজনক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে লৌহশলাকা বাটীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে সংলগ্ন করা বিহিত; পরন্তু বাটী অত্যন্ত বৃহৎ হইলে এক পার্শ্বে একটী বাজবন্ধে তাহার সম্যক্ রক্ষা হয় না; তদবস্থায় দুই তিন বা ততোধিক শলাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। বাটী অতি নিম্ন ও সন্নিকটে উচ্চ বৃক্ষাদি থাকিলে বাজবন্ধ দিবার প্রয়োজন থাকে না। পরন্তু বাস-গৃহের অত্যন্ত সন্নিকটে উচ্চ বৃক্ষ প্রশস্ত নহে; কারণ সিক্ত বৃক্ষাপেক্ষা তৈজস পাত্র উত্তম পরিচালক, তন্নিমিত্তে বজ্র বৃক্ষে পড়িয়া বৃক্ষ-

হইতে গৃহমধ্যে পুষ্টরূপে আসিতে পারে, তা-হাতে গৃহস্থের প্রাণ হানির সম্ভাবনা।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।" যে সকল ব্যক্তি "ওলো লো মালিনীর" কণুকু শব্দ-ঝঙ্কারে মুগ্ধ হন ও অনুপ্রাসই কবিতার সার বলিয়া কৃতনিশ্চয় আছেন তাঁহাদের নিকট এই নূতন গ্রন্থ খানি বোধ হয় সমাদৃত হইবে না। পরন্তু যাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ, অলৌকিক কল্পনা শক্তি, চমৎকার বর্ণনা, প্রাঞ্জল রচনা ও প্রকৃষ্ট ওজোগুণ বিশিষ্ট বাক্যে মনের আনন্দ সাধন করিতে পারেন, যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে কবিতার মূলই সদ্ভাব, এবং তদভাবে সহস্র অনুপ্রাসও চিত্তের প্রকৃত অনুমোদন করিতে পারে না, যাঁহারা রচনার অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়া জানেন, তাহাই প্রধান পদার্থ মনে করেন না, তাঁহাদিগের নিকট দত্তজার এই নূতন গ্রন্থ অবশ্যই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে। এই গ্রন্থরূপ উপহার প্রাপ্তিতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, যেহেতু ইহার দৃষ্টে আমাদিগের এই হৃদয়ঙ্গম হইল যে নব্য যুবকগণ অনেকেই ইংরাজির নবানুরাগে মত্ত হইয়া বাঙ্গালার অবহেলা করিলেও আমাদিগের প্রকৃত সদ্বিদ্বানেরা মাতৃভাষার কদাপি অবহেলা করিবেন না, এবং তাঁহাদের প্রযত্নে তাহা চিরকাল সালঙ্কৃতা ও সমাদৃতা থাকিবেক। শ্রীযুক্ত দত্তজ ইউরোপীয় নানা ভাষায় প্রবীণ। ইংরাজী লাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় তেঁহ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্ভিন্ন ফরাসী ইতালীয় ও জর্ম্মণ ভাষা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ। তেঁহ দেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া তাহার বিসর্জনপূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় [illegible] তথাপি বাঙ্গালী কবিতা রচনে তাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা তাদৃশ আর কাহার দৃষ্ট হয় নাই; এ ঘটনা প্রকৃত আবির্ভৌবিক শক্তি না থাকিলে কদাপি সম্ভবে না। ফলে অধুনা বাঙ্গালী কবির মধ্যে দত্তজ সর্ব্বোচ্চ এ কথা বলিলে, বোধ হয়, কেহই আমাদের প্রতিবাদী হইবেন না। যাঁহারা দত্তজার মেঘনাথ বধ, তিলোত্তমাসম্ভব, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন ও তদ্গ্রন্থের রসানুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক রাখে না অন্যের নিমিত্ত আমরা প্রস্তাবিত কবিতাবলির উল্লেখ করিলাম তৎ পাঠে অনেকে আমাদিগের সহিত এক মত হইবেন সন্দেহ নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

[illegible]

[illegible]-সমালোচক মাসিক পত্র।

[illegible] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩৫ খণ্ড

ফ্রোয়াসার্ট।

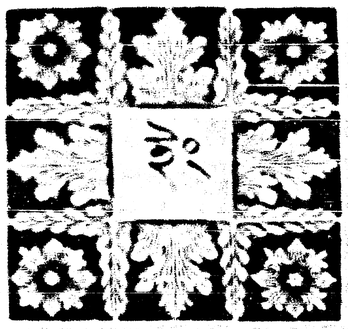

ইংরাজী চতুর্দ্দশ শতাব্দে দীর্ঘকাল-স্থায়ি অজ্ঞানান্ধকারে বিলোপ হইয়া ইউরোপ খণ্ডে সভ্যতা এবং শিল্প-বিদ্যার পুনরুন্নতির প্রথম সূত্রপাত হয়। এ সময়ে নাবিকদিগের কম্পাস যন্ত্রের সৃষ্টি হয়; এবং নূতন পৃথিবীমণ্ডল ঘোরতর অন্ধকার হইতে আবিষ্কৃত হইবার সূচনা হয়। তদ্ভিন্ন দান্তে, চসর, ফ্রোয়াসার্ট, পেট্রার্ক, বোকাশিও, গাওয়ার, ও ফ্রান্স দেশের ভূপাল পঞ্চম চার্লস্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত মনুজবৃন্দ উক্ত সময়ে জন্ম গ্রহণ করত কীর্ত্তিকুসুমে ধরণীকে অলঙ্কৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা রমণীয় কাব্যোদ্যানে অপূর্ব্ব তরুসকল রোপণপূর্ব্বক নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, কেহ বা ঐতিহাসিক-আখ্যান-অবলম্বন-ক্রমে চতুর্দ্দশ শতাব্দের লৌকিক আচার-চরিত্র পুস্তকমধ্যে অবিকল নিবদ্ধ করিয়া অতুল্য যশোলাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জীন্ ফ্রোয়াসার্ট নামক সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উপাখ্যান রচকের জীবনবৃত্তান্ত পাঠকবর্গের গোচরার্থ এস্থলে প্রকটিত হইল।

১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স-দেশের বালেন্সিএঁ নামক নগরে ফ্রোয়াসার্টের জন্ম হয়। তাঁহার জনক চিত্রব্যবসায়ী ছিলেন। কথিত আছে যে ফ্রোয়াসার্ট তরুণ অবস্থায় কখন কখন পিতার কার্য্যালয়ে গমনপূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রতিকৃতি বিলোকনে ও তাঁহাদিগের কীর্ত্তিপ্রসঙ্গ শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইতেন। কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে ঐ সমস্ত কীর্ত্তিমন্ত লোকদিগের কীর্ত্তিকলাপের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে তাঁহার অনুরাগ জন্মে।

তিনি লিখিয়াছেন, যে "দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নাট্য এবং সঙ্গীত দর্শন ও শ্রবণে আমার অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; সেই হেতু প্রায় সর্ব্বদা রঙ্গস্থলে অভিনয় দর্শন করিয়া আমি তথাকার লোকদিগের আচার-চরিত্রের এক প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম; পরন্তু অতিশয় পানাসক্ত ও উত্তম পরিচ্ছদপ্রিয় ছিলাম।

ফ্রোয়াসার্ট।

সুখেরও সম্পূর্ণ অভিলাস ছিল, এই নিমিত্ত উত্তম সৌগন্ধিক দ্রব্য সেবনে ও পরিষ্কৃত শয্যায় শয়নে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলাম। গৃহের মধ্যে সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা প্রায় প্রজ্জ্বলিত থাকিত।” এই সকল অভ্যাস উদগ্রমতি শ্রমশীল তাদৃশ তরুণবয়স্ক যুবাদিগের উন্নতির বিশেষ প্রতিবন্ধক হইলেও ফ্রোয়াসার্ট পরিশ্রমে বিমুখ ছিলেন না; এবং অতিশয় ইন্দ্রিয়-সুখচর্চ্চায় তাঁহার চিত্তের মালিন্য কদাপি সঙ্ঘটিত হয় নাই।

প্রসিদ্ধ আছে, যে ফ্রোয়াসার্ট বিংশতি-বৎসর-বয়ঃক্রমকালে সর্ব্বাদৌ সর রবর্ট নামুর নামা কোন উচ্চপদস্থ লোকের আদেশক্রমে কয়েক খান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; পরন্তু কিছুকাল বিলম্বে দৈব বিড়ম্বনাহেতু স্বদেশ পরিত্যাগে প্রণোদিত

ইট্‌লি, জর্মনী, ফ্রান্স, ফ্লাণ্ডর্স, ও সমস্ত ইংলণ্ড রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। স্বদেশ পরিত্যাগের মুখ্য কারণ এই যে, কোন রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণার্থে তিনি অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। ঐ রমণী কোন ধনাঢ্য লোকের দুহিতা ছিলেন; ফ্রোয়াসার্ট স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার তাদৃশ বিষয়-সম্পত্তি অধিক ছিল না বলিয়া পূর্ব্বকথিত কামিনী তাঁহার প্রতি পরিণয়ে অসম্মত হইয়া অন্যের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্রোয়াসার্ট এই ঘটনায় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ইংলণ্ডে প্রয়াণ করেন। ঐ স্থানে সুবিখ্যাত ভূপাল তৃতীয় এডবার্ডের পত্নী মহারাজ্ঞী ফিলিপার অনুগ্রহ ও প্রসন্নতা লাভ করত তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। উক্ত রাজমহিষী অতিশয় গুণবতী ও বিদ্যাবতী ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্ন ও উৎসাহে অক্সফোর্ড নামক স্থানের সুপ্রসিদ্ধ “কুইন্স-কালেজ” নাম পাঠশালা সংস্থাপিত হয়। ফ্রোয়াসার্ট যাবৎ তাঁহার রাজধানী মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাবৎ নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করত রাজমহিষীর চিত্ত রঞ্জন করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত উক্ত নৃপপত্নী তাঁহার ইউরোপভ্রমণকালে সমস্ত ব্যয়ের সাহায্য করেন। ফলতঃ ফ্রোয়াসার্ট কেবল উক্ত রাজমহিষীর বদান্যতা ও বিদ্যানুরাগিতা গুণে প্রণোদিত হইয়া উৎকৃষ্ট শ্রমের ফলস্বরূপ কতক গুলি উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করত অতুল্য যশোরাশির আস্পদ হইয়াছিলেন।

মহারাজ্ঞী ফিলিপার রাজসদন পরিত্যাগ করিবার পর ফ্রোয়াসার্ট স্কটলণ্ডে গমন করত কিয়ৎকাল সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন, এবং তথায় ধনি ও পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হইয়া তৃতীয় এডবার্ডের পুত্র এডবার্ড যাঁহার উপাধি “কৃষ্ণ রাজকুমার” ছিল তাঁহার সহিত স্পেন রাজ্যে যাত্রা করেন। ঐ অবকাশে তিনি আর কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তথাহইতে বাটীতে প্রত্যাগমনের পর কিছু কাল বিলম্বে তিনি মিলান নগরে গমনোপলক্ষে পুনর্ব্বার নানা রাজধানী ও জনপদ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্ঞী ফিলিপার মৃত্যুশোক অতিশয় দুঃসহ হইয়াছিল। ঐ রাজ্ঞীর পরলোক প্রাপ্তির পর ফ্রোয়াসার্ট শোকসূচক এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে হৃদয়স্থ আক্ষেপপ্রকাশক ভাবসকল চমৎকাররূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তদনন্তর ফ্রোয়াসার্ট ফ্রান্সদেশে গমন করেন। ঐ স্থানে কিয়ৎ দিবস অবস্থিতি করিবার পর ব্রাবাং প্রদেশের ডিউক উপাধি বিশিষ্ট অধিপতির প্রধান কর্ম্মচারির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ ডিউকের উপদেশে তিনি আর এক খানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও অতি সুললিত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উল্লিখিত ডিউকের পরলোক প্রাপ্তি হইলে গয় নামা অপর এক মান্য ব্যক্তি তাঁহার সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন।

ফ্রোয়াসার্টের মৃত্যুকাল বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পরন্তু ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে তাঁহাকর্ত্তৃক রচিত কোন ইতিহাস সন্দর্শন না হইবাতে অনেকে অনুমান করেন যে দ্বিতীয় রিচার্ডের মৃত্যুকালের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফ্রোয়াসার্ট জীবনের সর্ব্বসময়েই উৎকৃষ্টপদস্থ ভদ্র সমাজে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেন; প্রায় সকল প্রকাশ্য ঘটনাস্থলে গমন করিতেন, সুতরাং তাঁহার সমকালের সকল বিষয় তাঁহার পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তিনি ঐ সকল বিষয়ের যাথার্থ্য ও সারাংশ সঙ্গ্রহণেও বিশেষ পারগ ছিলেন, ইহাতে তেঁহ ইতিহাস-পুস্তক-প্রণয়নের বিশিষ্ট উপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষবার ইংলণ্ডহইতে প্রত্যা-

গমনের পর তিনি তাঁহার প্রধান ইতিহাসগ্রন্থ সমাপন করেন। তাহা বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হাফেজ।

রহস্য-সন্দর্ভের পূর্ব দুই খণ্ডে পারশ্য দেশীয় অদ্বিতীয় কবি-দ্বয় ফর্দুসী ও সাদীর জীবন-চরিত বর্ণিত হইয়াছে; এবং খণ্ডে তত্রত্য অপর এক কবির বিবরণ লিখিত হইল। ভূমণ্ডলে কালিদাস প্রভৃতি যে সকল বাগ্দেবীর বরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ পদবীতে গণ্য, অতএব বিদেশীয় হইলেও তাঁহাদের জীবনচরিত সুধীমণ্ডলে অবশ্য আদরণীয় হইবে। প্রস্তাবিত কবির নাম শমসুদ্দীন মুহম্মদ। কবিত্ব উপাধিতে তিনি 'হাফেজ' বলিয়া বিখ্যাত, এবং তদীয় সমকালে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎসময়ে মোজাফর রাজকুল ফার্সপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। বাল্যকালহইতে হাফেজ অধ্যয়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তৎকালে কাব্যরচনা-বিষয়েও তিনি তাচ্ছীল্য করিতেন না। অপর সেই সময়ে যে সকল কাব্য প্রণয়ন করেন তাহাতে রস ও মাধুর্য্যের কোন মতে অভাব ছিল না। তাঁহার রচনা অতি সুন্দর, কোমল, ও শব্দালঙ্কারে এবং গাম্ভীর্য্যরসে শোভিত। পরন্তু তৎসমুদয় তাঁহার সামান্য গুণ বলিতে হইবে; ইহা ব্যতীত তাঁহার আর এক মহৎ ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি অনায়াসে অতি সুললিত শব্দসকল এমৎ চমৎকার রূপে প্রয়োগ করিতেন যাহা অন্য কোন কবির লেখনীহইতে সহজে নিসৃত হইত না।

হাফেজ [illegible] ও [illegible] [illegible] ছিলেন; [illegible] [illegible] দুর্ভাগ্য [illegible] [illegible] ছিলেন [illegible] [illegible] অনুপায় ছিল না। [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] ছিলেন না; কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধুগণের নিকট পত্র লিখিয়াছেন।

[illegible] [illegible] হাফেজকে বহু [illegible] [illegible] আপনার রাজধানী [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিলেন; কিন্তু [illegible] হইয়াছে হাফেজ [illegible] [illegible] ও পণ্ডিত সমাজেই [illegible] [illegible] ছিলেন; সেই [illegible] [illegible] হাফেজের তাঁহার পক্ষে নিতান্ত [illegible] ও বিরক্তিজনক ছিল, অতএব তিনি [illegible] [illegible] হইয়া উক্ত [illegible] [illegible] থাকার জন্য তাঁহার [illegible] অতি সুন্দর কতক গুলি পদ্যাবলী তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মুহম্মদ কাশিম ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে দক্ষিণ দেশের বিখ্যাত বহমণী রাজত্বের সংস্থাপক আলাউদ্দীন্ হোসেন্ শাহের উত্তরাধিকারী সুবিখ্যাত সুলতান মহম্মদ বহুগুণালঙ্কৃত ও অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার সভায় পারশ্য, চীন, তাতার, তুরুষ্ক দেশস্থ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ অর্থ লোভে সমাগত হইতেন। হাফেজের যশোলেশ শ্রবণাবধি তেঁহ তাঁহাকে ভারতবর্ষে আনিবার নিমিত্ত

[illegible] [illegible] [illegible]; কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হাফেজ [illegible] [illegible] [illegible]; ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হাফেজ [illegible] পরিত্যাগপূর্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করেন।

[illegible] [illegible] হাফেজ [illegible] অতিক্রম করিয়া [illegible] [illegible] লাহোরের নিকট উপস্থিত হন, ঐ সময়ে [illegible] [illegible] এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ ভদ্র ব্যক্তি স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে দস্যুদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার প্রাণ মাত্র বিয়োগ হয় নাই; দস্যুরা তাঁহার সঙ্গে যে কিছু অর্থ-সম্পত্তি ছিল, তৎসমুদায় অপহরণপূর্বক তাঁহাকে অতিশয় দুঃখের অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। দয়ার্দ্রচিত্তে প্রণোদিত হইয়া হাফেজের সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল, তৎ তাবৎ ঐ বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে প্রদানপূর্বক তিনি স্বয়ং সেই দুর্বিপাকের ভাগী হইলেন, এবং তৎপর পথি মধ্যে কোন পরিচিত বণিকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক ভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। পরে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগমনের উদ্যোগ করেন; কিন্তু পোতারোহণের পরক্ষণেই এক ঝটিকায় পোত কম্পিত হওয়াতে তিনি পোতহইতে পলায়ন করিয়া বিদেশ-গমন-সঙ্কল্প একেবারে পরিত্যাগ করেন। পরন্তু ঐ সময়ে হাফেজ বহমণী সম্রাটের অমাত্যকে কবিতা-প্রবন্ধে এক পত্র লেখন; তৎপদ্যাবলীর কিয়দংশের আভাস যথা—

"আদৌ মুক্তালোভে তোয়ধি অতিতুচ্ছজ্ঞান হইয়াছিল; কিন্তু আমার কি ভ্রান্তি! ইহার একটি তরঙ্গের বাতাস শত শত কাঞ্চনেও মোচন করিতে পারে না।"

হাফেজ স্বভাবতঃ এই রূপ ভীত ও নম্রশীল ও ধৈর্য্যশালী হইলেও তাঁহার সাহসিকতা ও উপস্থিত-বক্তৃতা তথা শ্লেষ-পূর্ণ-বচন ব্যবহারের ক্ষমতা কোন মতে খর্ব ছিল না। তিনি একদা এক সঙ্গীতে লিখিয়াছিলেন,—

> "যদি সে কঠিনপ্রাণা শিরাজী যুবতী।
> আমার মানস হস্তে করে শুভাগতি॥
> যে আছে কপোলে তার তিল তারি লাগি।
> দিতে পারি সমরকন্দ বোখারা তিয়াগি।"

অতুল খ্যাতিবিশিষ্ট দুর্দান্ত তৈমুরলঙ্গ পারশ্য-দেশ জয় করিয়া হাফেজকে রাজসভায় আনয়নের আদেশ করেন। দূতেরা অবিলম্বে তাঁহাকে সভামধ্যে উপস্থিত করিলে তৈমুর তাঁহার পূর্বোক্ত গীতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "আমি সমস্ত ভূমণ্ডল রুধিরে প্লাবিত করিয়া শত শত সাম্রাজ্য জয় ও বিনষ্ট করণানন্তর সমরকন্দ এবং বুখারা রাজধানীকে শ্রীসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছি; আর তুমি একটা স্ত্রীর আঁচিলের জন্য ঐ সমস্ত সমরকন্দ ও বোখারা নগর বিতরণ কর?" হাফেজ অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত চিত্তে অবিলম্বে তৎপ্রত্যুত্তরে কহিলেন "রাজন্, ঐ রূপ দাতব্যেই আমি বর্ত্তমান দৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছি।" ইহা শ্রবণে তৈমুর ঈষদ্ হাস্য করিয়া হাফেজকে তাঁহার পরিতোষের চিহ্নস্বরূপ উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন।

হাফেজ, সেখ আবু ইশাক্ নামা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতেন। ঐ ব্যক্তি মুহম্মদ মুজফ্ফর নামা কোন ভূপালকর্তৃক নিহত হন। উক্ত নৃশংস নৃপতির পুত্র শাহ সুজা কাব্যরচনায় সুনিপুণ ছিলেন। কিন্তু হাফেজ

তাঁহার পিতৃ-বৈরির যশঃকীর্ত্তন করিতেন বলিয়া শাহসুজা হাফেজের পরম বিদ্বেষী ছিলেন। একদা ঐ রাজকুমার হাফেজের সাক্ষাতে তদীয় কাব্যের বহু নিন্দা করাতে হাফেজ হাস্য করিয়া কহিলেন "হাঁ, আমার কবিতা যৎ সামান্য বটে, এবং সামান্য বলিয়াই তাহা দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আপনার কাব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তজ্জন্যই তাহা সিরাজ নগরের বহির্ভূত হয় না।" এইরূপ শ্লেষে শাহসুজার রোষানল অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, পরন্তু সাক্ষাতে কোন কথা না বলিয়া তৎকালে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। কিয়দ্দিবসান্তে হাফেজের কবিতায় কয়েকটী নাস্তিকতা দোষ ধৃত করিয়া তাঁহাকে এরূপ বিপাকে নিক্ষিপ্ত করিবার অসদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যে তাহাতেই মহাত্মা হাফেজের জীবন-বিনিপাতেরই সম্ভাবনা হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহার কোন সহৃদয় বান্ধব ঐ ব্যাপার পূর্ব্বক্ষণে তাঁহাকে বিদিত করিবায় তিনি ভাবি দুর্বিপাকের খণ্ডনার্থ বিহিত উপায় অবলম্বনের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যৌবনকালে হাফেজ মদ্য ও ললনায় অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, ইহার প্রমাণ অনেক আছে; এবং তাঁহার পদ্যাবলী আদ্যন্ত সর্ব্বত্রই মদ্য ও ললনার প্রশংসায় পরিপূর্ণ; পরন্তু তাঁহার সপক্ষেরা কহেন যে তিনি সুফীমতাবলম্বী ছিলেন, এবং সেই মতের নিয়মানুসারে "মদ্য" শব্দে "ভক্তি" ও "ললনা" শব্দে "ঈশ্বর" অর্থ করিলে তাঁহার সমস্ত কবিতা ভক্তিমার্গের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া উপলব্ধ হয়।

শেখ এবং সুফী মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ মানবরন্দের জীবন বৃত্তান্ত লেখক জামী নামা এক বিখ্যাত কবি তাঁহার "সদ্ভাব-সৌরভ" নামক কাব্য-গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে হাফেজ সুফীদিগের অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন [illegible] বিদ্রূপ ও [illegible]; [illegible] কবিতা [illegible] রাজ কাজী [illegible] "[illegible]" [illegible] গ্রন্থে লিপিবদ্ধ [illegible] যে [illegible] প্রতি নাবাবের [illegible] বিশ্বাস ছিল, যে [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] আছে যে [illegible] [illegible] [illegible] জের [illegible] দ্বারা করেন, ঐ [illegible] [illegible] কে [illegible] তাঁহাকে অনুরোধ করেন, এবং খোরাসান [illegible] তাঁহাকে বঙ্গদেশে [illegible] নিমিত্ত [illegible] আহ্বান করেন। এই উভয় অনুরোধে কোন্ দেশে যাত্রা গ্রাহ্য করিবেন ইহা স্থির করিতে অক্ষম হইয়া নাদির হাফেজের গ্রন্থ খুলিয়া দুই চরণ শ্লোক পাঠ করেন। ঐ শ্লোকের অর্থ এই "যে সুরমার সঙ্গীতদ্বারা তুমি ইরাক ও পারস্য দেশ পরাভূত করিয়াছ। এক্ষণে আসিয়া বোখারা এবং তব্রীজ পরাজয় কর।"

এতৎপাঠে নাদিরশাহ তুর্ক লোকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করত পূর্ব্বকথিত রাজ্যহইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করেন। এই প্রবাদে নির্ভর করিয়া মুসলমানেরা অদ্যাপি কৃত্যাকৃত্য নিরূপণের নিমিত্ত হাফেজের পদ্যাবলী খুলিয়া যে পদ্য প্রথম দৃষ্ট হয় তাহার অর্থানুসার আচরণ করে।

হাফেজের কবিত্ব শক্তির প্রাপ্তি-বিষয়ে এক অলৌকিক আখ্যান আছে। কথিত আছে যে সিরাজ নগরে "পীরসব্জ" নামে কোন স্থানের এইরূপ খ্যাতি ছিল যে ঐ স্থানে জিতনিদ্র যুবারা চত্বারিংশৎ নিশা অবাধে জাগৃত থাকিলে সুললিত কাব্যরচনে অনায়াসেই সিদ্ধকাম হইতে পারে। হাফেজ ঐ প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া ঊনচত্বারিংশৎ

[illegible] ঐ [illegible] রাত্রি জাগরণ করেন; ও [illegible] [illegible] তাঁহার প্রণয়িনী শাখে [illegible] [illegible] নবযুবতি পথ দিয়া গমন করিলেন। কিন্তু সে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না। চত্বারিংশৎ দিনের প্রাতঃকালে ঐ [illegible] [illegible] তাঁহাকে বাটীমধ্যে প্রবেশের [illegible] করিল। হাফেজ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় ঐ বিলাসিনী [illegible] [illegible] তাঁহাকে সমাদর করিতে স্বীকৃত হইল, এবং সে বিলাসের আনন্দ সুখে তাঁহাকে রাখিতে আগ্রহিনী হইল; কিন্তু হাফেজ এতাদৃশ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে প্রস্থানুষ্ঠান ভঙ্গ করা অনুচিত বিবেচনে সে দিবস তাহার বাটী না থাকিয়া তৎক্ষণাৎ তন্মুখে প্রস্থান করিলেন, এবং যথাকালে পীরসব্জ স্থানে জাগরণে কালযাপন করিলেন। প্রবাদ আছে যে চত্বারিংশৎ-রাত্রি-প্রভাতে হরিদ্বস্ত্র ধারী এক জন অলৌকিক বৃদ্ধ তাঁহার নিকট আসিয়া একপাত্র অমৃত পান করাইল, তাহাতেই তিনি কবিত্ব সম্পন্ন হন।

হাফেজ এক পতিপ্রাণা সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমণী অত্যন্ত সুশীলা এবং শান্তিশয় প্রশংসিত ছিলেন। হাফেজের জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তদীয়-মৃত্যু-শোকে হাফেজ স্বীয় গ্রন্থে শোকসূচক কতিপয় পদ্যাবলী লিখিয়াছেন।

হাফেজের গ্রন্থে মদ্য ও ললনার প্রশংসা বিস্তার থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শত্রুরা তিনি মোসলমান ছিলেন না বলিয়া তাঁহার যথাশাস্ত্র সমাধি দিতে নিষেধ করে; তাহাতে তাঁহার বন্ধুরা এই কহেন যে হাফেজের পুস্তক খুলিয়া এক জন অল্পবয়স্ক বালকের যে পদ্যে প্রথম দৃষ্টি পড়িবে তাহাতে নাস্তিকতা থাকিলে তাঁহারা শাস্ত্রমত সমাধির অনুরোধ করিবেন না। পরে ঐরূপ করা হইলে একটি পদ্য ব্যক্ত হইল, তাহাতে লিখিত ছিল যে "হে ভ্রাতঃ, হাফেজের শবনিকটে আসিতে ভীত হইও না, যেহেতু যদিও সে পাপপঙ্কে নিমগ্ন আছে, তথাপি সে ঈশ্বর সন্নিধানে গমন করিবে।" এই বাক্যে তাঁহার আস্তিকতা সিদ্ধ হয়, ও সমাধি প্রাপ্তির বাধা বিনষ্ট হয়।

হাফেজের মৃত্যু-বিষয়ে দৌলত শাহ লিখিয়াছেন যে ৭৯৩ হিজরী শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। অন্য স্থলে ৭৯১ যবন শক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মুহম্মদ গোলান্দাম নামা তাঁহার কোন সুহৃদ্ ৭৯২ হিজরীর অব্দই ঐ ঘটনার কাল উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অপর কতিপয় গ্রন্থকার আরও অনৈক্য সময়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক হাফেজের কবর স্থিত প্রস্তর ফলকে ৭৯১ অব্দই লিখিত আছে। তাহাতে ইংরাজী ১৩৮৮ অব্দ নির্দ্ধারিত হয়।

হাফেজের মৃত্যুর পর সুলতান আবুল কাশিম বাবর দিগ্বিজয়ার্থ সিরাজ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার প্রধান অমাত্য হাফেজের কীর্ত্তিস্তম্ভ অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; এবং তৎপর অবধি ভূপাল ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের প্রযত্নে সময়ে সময়ে উল্লিখিত মন্দির সংস্কৃত হইয়া থাকে। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জের দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পারশ্য দেশে সমাগত হন। তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে উহা তৎকালেও অতি সুন্দর অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল। ঐ মন্দির সিরাজ-নগর-প্রান্তবর্ত্তি এক মনোরম্য উদ্যানমধ্যে স্থাপিত আছে।

বুঁদেলখণ্ড।

বিন্ধ্যাচলের মধ্যস্থলে কেন* নামে এক বৃহৎনদী আছে। ঐ কেন ও বেতরা নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশ বুঁদেলখণ্ড নামে বিখ্যাত; এবং তাহা প্রয়াগ প্রদেশের অন্তর্গত।

উল্লিখিত জনপদ অতিশয় উচ্চ ও পর্ব্বতাকীর্ণ। তৎপ্রযুক্ত তত্রত্য ভূমি সম্যক্ শস্যোৎপাদিকা নহে। কিন্তু ভূধরচূড়াবর্ত্তি স্থানসকল সর্ব্ব ঋতুতেই মনোহর ও সুন্দর বৃক্ষলতাদ্বারা পরিবৃত থাকে। অজয়গড়ের অভিমুখে সমস্ত ঘাট পর্ব্বত অতিশয় ভৃগু, তজ্জন্য তত্রত্য এক একটী পর্ব্বত অভেদ্য-দুর্গ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহার প্রাকৃতিক সৌষ্টব নিবিড় অরণ্য। মুতা নদী ব্যতীত বেগবতী এবং তরঙ্গযুক্তা নদী ইহার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অত্যন্ত পুরাকালিক সুপ্রসিদ্ধ "পান্না" নামক হীরকের খনি এতৎ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। আকবরের সময়ে উক্ত খনির বার্ষিক উৎপত্তি অষ্ট লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু অধুনা তথায় অধিক হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পান্নার প্রকৃত নাম পূর্ণা। ইহা ঘাট পর্ব্বতের উপবর্ত্তী, এবং কলঞ্জরহইতে দশ ক্রোশ দূরে স্থিত। গ্রীকদেশীয় টলমী নামক গ্রন্থকার পূর্ণার অপভ্রংশে "পান্নাসা" শব্দউল্লেখ করিয়াছেন। বুঁদেলখণ্ডের প্রধান নগর দুতপুর, তেয়ারী, অজয়গড়, জয়িতপুর, কলঞ্জর, ঝান্সী, দূলতিন, এবং বিজৌর। তিন শত বৎসর পূর্ব্বেই ইহার রাজস্ব এক কোটি টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল; এক কলঞ্জর ব্যতীত [illegible] ছিল। [illegible] হয়। [illegible] ছিল। [illegible] প্রকাশ [illegible]।

পুরাবৃত্ত [illegible] কনৌজ, [illegible] প্রভৃতি [illegible] আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। [illegible] "কচ্ছপ" নামে বিখ্যাত, এবং উহার অপভ্রংশে "কছবহ" শব্দের প্রচার হয়। ঐ কছবহ বংশের একটী শাখার নাম বুঁদেলা। [illegible]বংশের আদিপুরুষ [illegible]। উক্তরাজ নিজের পূর্ব্বপুরুষেরা [illegible] নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মহারাজা [illegible] সিংহ দুই দারপরিগ্রহ করেন; এবং কনিষ্ঠা মহিষীর একমাত্র পুত্রকে সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক তিনি পরলোকগত হন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর পূর্ব্বোক্ত তরুণ ভূপাল বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত কথিত রাজ্যসম্বন্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সৌভাগ্য ভ্রাতৃপক্ষেই অনুকূল হইল। তিনি পরাভূত হইলেন। অনন্তর প্রাচীন হিন্দুভূপালগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া বিন্ধ্যাচলের এক অরণ্যমধ্যে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তদনন্তর পুনর্ব্বার রাজ্যাসক্ত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট এক রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার ঔরসে বীরসিংহের জন্ম হয়। এই বীরসিংহ ভূপালের বংশ বিন্দুওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ ছিল; সেই বিন্দুওয়ালা ভূপালদিগের আখ্যানহইতেই ঐ দেশ বুঁদেলখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়; এবং

* মেজর রেনেল অনুমান করেন যে এই নদীকেই আর্য্য বংশীয়েরা কৈলাস বলিতেন এবং প্লীনি তাহার অপভ্রংশে কেন শব্দ ব্যবহৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সংস্কৃত নাম কণা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

উক্ত [illegible] "[illegible]" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু [illegible] ছিল না; সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের অধিকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] হইত; [illegible] ঐ দেশের [illegible] রাজাদিগের [illegible] করিতে হইলে লিপি- [illegible]; এই হেতু কোন কোন সময়ের [illegible] প্রকারে বর্ণন করা হইল না। কেবল যে যে সময়ে সমস্ত বুঁদেলখণ্ড প্রদেশমধ্যে যে রাজাদিগের বিশেষ আধিপত্য হইয়াছিল তাহারই স্থূল বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

[illegible] জলালুদ্দীন মুহম্মদ আকবরের আধিপত্যকালে এক [illegible] কলঞ্জরের [illegible] সহিত অহমদাবাদ [illegible] নামে স্বতন্ত্র উপপ্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব প্রচার হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে চম্পৎ রায় নামা বুঁদেলা-বংশীয় ক্ষত্রিয়কুলতিলক ভূপাল দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব দূরে নিঃক্ষেপ করত বুঁদেলখণ্ডের পূর্ব্বভাগে নিজ আধিপত্য সংস্থাপন করেন। তৎকাল অবধি ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত বুঁদেলখণ্ড সর্ব্বাংশে হিন্দু অধিপতিদ্বারা শাসিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত চম্পৎ রায় কুলনন্দন নামা ভূপালের পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্মসময়ে দিল্লীর আসনে শাহজহাঁ বাদশাহ সাম্রাজ্য করিতেন। মহারাজা চম্পৎ রায় অত্যন্ত পরাক্রান্ত এবং প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বকথিত সম্রাটকে রাজস্ব-প্রদানে অসম্মত হইবাতে সম্রাটের অসংখ্য সৈন্য বুঁদেলখণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়া প্রজাবর্গের গৃহাদি দাহন ও দুই একটা ঋদ্ধিমৎ নগর ধ্বংস করিল। তাহাতে বিক্রমকেশরী চম্পৎ রায় ভীতচিত্ত না হইয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। এই যুদ্ধে উক্ত হিন্দু ভূপাল দিল্লীর সম্রাটকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব পৈত্রিক বৈরিতার পরিশোধ করণার্থে তাঁহার সহিত বিবাদারম্ভ করেন। ঐ সময়ে চম্পৎ রায়ের কোন নীচপ্রকৃতি জ্ঞাতি কথিত কীর্ত্তিমান্ নৃপতির তাদৃশ অতুল যশ ও প্রভুত্ব সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ঔরঙ্গজেবের পক্ষ হইলেন। চম্পৎ রায়ের জননী রাজমহিষী ঐ জ্ঞাতিবিবাদ-নিবারণ জন্য বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার দর্শে নাই। তৎপর মহারাজা চম্পৎ রায় এক গিরিসঙ্কটের নিকট যবনহস্তে নিহত হন। এবং তাঁহার পত্নী স্বামিবিয়োগে বক্ষে অস্ত্রাঘাত করত প্রাণত্যাগ করেন।

মহারাজা চম্পৎ রায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুত্র ছত্রশাল বুঁদেলখণ্ডের আধিপত্যভার গ্রহণ করেন। ছত্রশালের আধিপত্যকালে মুহম্মদ খাঁ বঙ্গস্ বুঁদেলখণ্ড আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে তিনি ফরকাবাদের এক পাঠান অধিপতি ছিলেন। তাহাতে ছত্রশাল দক্ষিণ দেশস্থ বাজিরাও পেশবার সাহায্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বাজিরাওর আনুকূল্যেই ছত্রশাল জয়লাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু তেঁহ লোক-লীলা সম্বরণ করিবার পর ভ্রাতৃবিরোধ ও গৃহবিচ্ছেদে তাঁহার বংশধরগণ এতাদৃশ হীনপরাক্রম হইয়াছিলেন যে অন্য রাজ্যের বলবান্ ভূপতিরা আসিয়া বুঁদেলখণ্ডের রাজ্য অধিকৃত করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে মাধাজী সিন্ধিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ হিম্মত বাহাদুর দোআবপ্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারহেতু গোপনে সচেষ্টিত হইয়া প্রভুকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী ছিলেন। ঐ অপরাধ প্রকাশ হইলে প্রভুর কোপহইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পেশবার "স্বর্ণপতাকার" আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে পেশবার যবন-সম্পর্কীয় পৌত্র আলী বাহাদুর পতাকা-রক্ষা-কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি হিম্মত বাহাদুরের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রকাশ করত বুঁদেলখণ্ডের রাজ্যদিগের বিকদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ক্রমাগত চতুর্দশ বৎসর যাবৎ বুঁদেলখণ্ডে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া মহারাজা চম্পৎ রায়ের রাজ্যসকল ক্রমে অধিকৃত করিলেন, এবং ঐ জয়ে উন্মত্ত হইয়া পেশবার পূর্ব্ব অনুগ্রহ এককালে বিস্মৃত হইয়া আপনাকেই বড় করিয়া গণ্য করিতে সচেষ্টিত হইলেন। তা-হাতে পেশবা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তাঁহার সহিত পেশবার সন্ধি হইবার প্রস্তাব হইবাতে হিম্মত ভীত হইলেন: যেহেতু মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিবাদশান্তি তাঁহার প্রভুত্ব-নাশের কারণ হইবে ইহা তিনি নিশ্চয় জানিতেন: এই হেতু যাহাতে গৃহ-বিবাদ প্রবল হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বুঁদেলখণ্ডের প্রধান রাজপাট কলঞ্জর অধিকার-কালে আলীবাহাদুরের মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁ-হার জ্যেষ্ঠ পুত্র শমশের বাহাদুর পূনায় ছিলেন। তজ্জন্য হিম্মত বাহাদুর তাঁহার প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শনার্থ সর্ব্বাদৌ এক বিশ্বস্ত যবনকে বুঁদেল-খণ্ডের রাজপ্রতিনিধিত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁ-হার প্রতীক্ষায় রহিলেন। অনন্তর শমশের স্বরা-জ্যে প্রত্যাগমন করত রাজছত্রদণ্ড গ্রহণ করেন।

পুনশ্চ ঐ সময়ে মহারাজা যশোমন্ত রাও হুলকর পেশবার সিংহাসন অধিকৃত করাতে তথাকার রাজ্যচ্যুত মহারাষ্ট্রীয় ভূপাল বুঁদেলখণ্ডের অন্তর্গত ৩৬, ১৩,০০০ টাকার এক প্রদেশ ইংরাজ-দিগকে ছাড়িয়া দিয়া বাসিন নামক স্থানে এক সন্ধি সমাধা করত হুলকরের প্রভাব লোপ-করণার্থ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দৌলতরাও সিন্ধিয়া ইহা ইংরাজদিগের ভাবি প্রভুত্ব ও আধিপত্যের মঙ্গলাচরণ আশঙ্কা করিয়া কতিপয় নৃপতিবর্গের সহযোগিতায় ইংরাজদিগের [illegible]

[illegible] তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার [illegible] রাজত্ব প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে [illegible] আলী বাহাদুর রাজা হইয়াছিলেন। পরন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ-কালে উক্ত [illegible] ব্রটিষ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বৃত্তি রহিত করিয়া তাঁ-হাকে ইন্দোরে রাখা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার জীবিকার নিমিত্ত ৩৬,০০০ সহস্র মুদ্রা ব্রটিষ গবর্ণ-মেণ্টহইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অন্যান্য ক্ষুদ্র জনপদের উত্তরাধিকারির অ-ভাব হেতু ব্রটিষ গবর্ণমেণ্টভুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে-তের নাম যথা-জালোন, ঝান্সী, জয়িতপুর এবং বুঁদী। এতদ্ভিন্ন আর কতক গুলি রাজ্য অপরাধ-জন্য অধিকৃত করা হইয়াছে। অধুনা বুঁদেলখণ্ডের মধ্যে রিবা, উর্চা, এবং সমুহর, এই কয়েকটী রা-জ্যের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি নিবদ্ধ আছে।

[illegible] দীপশলাকা।

আমাদিগের এই প্রস্তাবটীর নাম দৃষ্টিমাত্রে অনেকে হাস্য করিতে পারেন। শত্রুপক্ষেরা ইহাও কহিতে পারেন যে "রহস্য-সন্দর্ভের দুর্দ্দশার চরমাবস্থা উপস্থিত, এই ক্ষণে দিয়াশলাই বলিয়া দিনপাত করিতে হইয়াছে।" পরন্তু আমরা তাহাতে কোন মতে হতোদ্যম হইলাম না; কারণ এ কথার আমাদিগের একটী বিশেষ প্রত্যুত্তর আছে। মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে একটী বিশেষ সংস্কার আছে, তাহার নাম "বিবিদিৎসা;" তাহাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা দৃষ্টবস্তুমাত্রেরই যাথার্থ্য জানিতে সচেষ্টিত হই। ইহা অত্যন্ত শৈশবকালেই মনুষ্যমনে উৎপন্ন হয়। দুই বর্ষ বয়স্ক বালক, যাহার অন্তঃকরণে বুদ্ধির অঙ্কুরমাত্রও হয় নাই, তাহাতেও এই বিবিদিৎসা-ধর্ম্ম প্রবল দেখা যায়। তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পথিমধ্যে গমন করিলে সে ঐ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, "বাবা ওটা কি? বাবা ওটা কি?" এবং যে পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ উত্তর না পায়, সে পর্য্যন্ত নিরস্ত হয় না। যদিও বার্দ্ধক্যে ঐ ধর্ম্ম "বাবা ওটা কি?" রূপে প্রতীয়মান হয় না, তথাপি ইহা কদাপি মননীয় নহে যে উহা বার্দ্ধক্যে বর্ত্তমান থাকে না। প্রত্যুত আমাদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ ধর্ম্ম ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে। বালকের "বাবা ওটা কি?" প্রশ্নের উত্তরে লক্ষিত পদার্থের নাম বলিলেই যথেষ্ট হয়; বয়ঃস্থ ব্যক্তি নূতনদৃষ্ট পদার্থের সম্বন্ধে নাম শ্রুত হইলেই কদাপি নিরস্ত হয়েন না, তাহার উৎপত্তি ও বিবরণ

বিষয়ে অবশ্যই অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন। ফলতঃ ঐ বিবিদিৎসা শক্তিই আমাদের জ্ঞানের এক মুখ্য কারণ; তাহা না থাকিলে কোন বিদ্যারই সৃষ্টি হইত না, এবং আমাদিগের ধর্ম্মজ্ঞানও উৎপন্ন হইত না। পশুদিগের ঐ ধর্ম্ম না থাকায় তাহারা দৃষ্টবস্তুর কোন বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করে না, সুতরাং তাহাদের পদার্থবিদ্যা নাই। মনুষ্য কোন একটি নূতন পদার্থ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং যাহা জ্ঞাত হন তাহাই পরম্পরাগত হইয়া জ্ঞানের বৃদ্ধি করে। এই বিবিদিৎসা অসাধারণ আশ্চর্য্য বা চমৎকার জনক পদার্থসম্বন্ধে বিশেষ উদ্দীপ্ত হয়; এই নিমিত্ত আমরা সামান্য পদার্থাপেক্ষা অসাধারণ বা চমৎকারজনক দ্রব্যে অধিক অনুরক্ত হই; এবং ঐ অনুরাগের প্রতি নির্ভর করিয়া আমরা এই প্রস্তাব নিবন্ধনে প্রণোদিত হইয়াছি।

অত্যন্ত ইতর মনুষ্যেরাও জ্ঞাত আছে যে ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়। অরণ্যবাসী অসভ্যেরাও শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া থাকে, এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিমন্থন করিতেন ইহা বেদে প্রতীয়মান হইতেছে। পরন্ত সে কার্য্য প্রকৃষ্ট আয়াসসাধ্য, এক বার ঘর্ষণে তাহা উৎপন্ন হয় না; এবং যেহেতু কোন দীর্ঘায়াসে সাধ্য কার্য্য আশু চমৎকারজনক হয় না, সুতরাং কেহ তদ্বিষয়ে অনুরাগও প্রকাশ করেন না। চকমকীর প্রস্তরে ইস্পাতের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের নির্গমন আশু সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু ঐ স্ফুলিঙ্গগুলি বিশেষ প্রোজ্জ্বল হয় না বলিয়া, তথা পুরুষানুক্রমে বহুকালাবধি পুনঃ পুনঃ দেখিতে পায় বলিয়া, তাহাতেও লোকের অনুরাগ জন্মে না। পরন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত বিলাতী দিয়াশলাই-পক্ষে এ সকল আপত্তি কিছুই নাই। ইহার [illegible] কর্ত্তব্য নহে। উক্ত দিয়াশলাই [illegible] পরিমাণে প্রস্তুত [illegible] টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে; [illegible] লাতে যে পরিমাণে [illegible] প্রেরণ করা যায় তাহার [illegible] পাওয়া যায়; অতএব [illegible] বিষয় অবহেলনীয় নহে।

বিলাতী দিয়াশলাইয়ের আধার পাইন নামক লঘুকাষ্ঠ। যন্ত্রদ্বারা তাহাকে কাটিয়া সূক্ষ্ম শলাকা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত পাইন কাষ্ঠ এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে, এবং দেবদারু কাষ্ঠ নামে বিক্রীত হয়। অতএব কেহ বিলাতী দিয়াশলাই বানাইতে ইচ্ছা করিলে তদভাবে নিরুদ্যম হইতে হইবে না। অপর তাদৃশ লঘু সূক্ষ্ম আশু জ্বলনশীল অনেক কাষ্ঠ এতদ্দেশে আছে, তাহাও ব্যবহৃত হইতে পারে। পরন্ত সূত্রের গাত্রে মোম লেপিত করিয়া সূক্ষ্ম বর্ত্তিকা বানাইলে তাহাতে কাষ্ঠাপেক্ষা উত্তম আধার হয়; অতএব তাহাও ব্যবহৃত হইতে পারে। বিলাতহইতে তাদৃশ বর্ত্তিকার দিয়াশলাই এতদ্দেশে অনেক আসিয়া থাকে।

ঐ রূপ বর্ত্তিকা বা কাষ্ঠশলাকা প্রস্তুত হইলে পর তাহাকে অভিপ্রেত ক্ষুদ্র পরিমাণে কাটিতে হয়। পরে কিঞ্চিৎ গন্ধক গলাইয়া তন্মধ্যে ঐ শলাকার অগ্র ডুবাইতে হয়। ইহাতে সামান্য পাঁকাটির দিয়াশলাইর ন্যায় দিয়াশলাই

প্রস্তুত হয়। [illegible] ১০ [illegible] "ফস্ফরস" নামক পদার্থ, ৮০ [illegible] সূক্ষ্ম বালুকারেণু, ১০ [illegible] ঢাকা [illegible] করিয়া, প্রথমতঃ ফস্ফরস পদার্থ ক্রমে অল্প অল্প পরিমাণে গলিত সিরিশ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বিলোড়ন করিতে হয়। তাহাতে ফস্ফরস গলিয়া সিরিশের সহিত দ্রব হয়; পরে বিলোড়ন করিতে করিতে অপর দ্রব্যসকল সূক্ষ্ম চূর্ণাবস্থায় তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়। তাহা হইলেই মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হইল। পরন্তু এস্থলে বক্তব্য যে ফস্ফরস অতি জ্বলনশীল পদার্থ; তাহা অতি সাবধানে স্পর্শ করা কর্ত্তব্য; তাহা জলের ভিতরহইতে বাহির করিলেই জ্বলিয়া উঠে; অতএব তাহা চিমটাদ্বারা তুলিতে হইবে। তাহা চূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই; তচ্চেষ্টা করিলে সমস্ত দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বোক্ত মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হইলে কুসুম২ উষ্ণ এক প্রস্তরফলকে তাহা ঢালিয়া, তাহাতে প্রথমোক্ত দিয়াশলাইর অগ্র ডুবাইয়া এক উষ্ণ নিভৃত স্থানে তাহা এক বা দুই দিবস রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এই প্রক্রিয়া কোন মতে কঠিন নহে, এবং এতদর্থে কোন দুর্ম্মূল্য দ্রব্যও প্রয়োজন হয় না; অতএব এরূপ দিয়াশলাই এতদ্দেশে প্রস্তুত করিবার বাধা নাই। কেবল ফস্ফরস্ দ্রব্য অধুনা ইংরাজী দোকান ভিন্ন অন্যত্র প্রাপ্য নহে; কিন্তু চেষ্টা করিলে তাহা অনায়াসে প্রস্তুত করা যায়। তাহার প্রক্রিয়া আমরা সময়ান্তরে লিখিবার অভিপ্রায় করিলাম।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"নবপ্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা। ১ ম ভাগ, ১ ম সংখ্যা।" আমাদিগের বিবেচনায় সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভ নাম পত্রদ্বয় যে অভিপ্রায়ে প্রকটিত হইয়া থাকে প্রস্তাবিত পত্রিকা সেই অভিসন্ধিতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরন্তু উক্ত দুই পত্রের নাম পুংবোধক শব্দে নিষ্পন্ন হয়; সম্পাদক তাহার উল্লেখ না করিয়া লিখিয়াছেন "যদিও দুই তিন খানি শিক্ষোপযোগী ও জ্ঞানপ্রদ পত্রিকা দৃষ্ট হয়, তাহা আবার হয় ত এমন কদর্য্য ভাষায় রচিত এবং বৃথা জল্পনায় পরিপূর্ণ যে তাহাহইতে সম্যক্ রূপে সকল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মনে জ্ঞানালোকের উদয় ও মাতৃভাষার উন্নতি হয় তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য।" কথিত দুই তিন খানি "পত্রিকা" গুলি কি তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; পরন্তু "নবপ্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা" এই শব্দগুলি সমাস সিদ্ধ কি বিশেষ্য বিশেষণভাবে আছে, গ্রন্থকারের মনে তাহার অস্থিরতা দৃষ্টে আমরা বোধ করি স্ত্রী পুংশব্দের ভেদ জ্ঞানাভাবে "পত্রিকা" শব্দদ্বারা সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বোক্ত পত্রদ্বয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকিবেন।

অপর সম্পাদক প্রাচীন হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে কি নব্য ইউরোপীয় শাস্ত্রের মতানুসারে, কি যখন যে রূপ ইচ্ছা হইবে তদনুরূপ, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ দিবেন, তাহারও স্থির হইতেছে না; যেহেতু তেঁহ "মরুত" নামক প্রস্তাবে অক্সিজিন নাইট্রোজিন প্রভৃতি ইংরাজী শব্দের অনুবাদে "অম্লজন" "যবক্ষারজন," প্রভৃতি শব্দদ্বারা ইংরাজী মতে বায়ুর বিবরণ লিখিয়া, "গর্ভ" নামক প্রস্তাবে প্রাচীন সংস্কৃত মতে "স্বেদহইতে যাহাদের জন্ম হয় তাহারা স্বেদজ কৃমি কীট ইত্যাদি"

অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন: [illegible] বাহুল্য যে ক্রমি কীট-মাত্রেই [illegible] হইয়া থাকে, তৎসমুদায় কোন মতে [illegible] উদ্ভূত হয় না, এবং যে ব্যক্তি [illegible] উপদেশ দেয় সে মিথ্যোপদেশক। [illegible] দক রচনাকার্য্যে ও পত্রসম্পাদনে [illegible]: অভ্যাসদ্বারা ও সদুপদেশ সাহায্যে তাঁহার [illegible] লাভের সম্ভাবনা আছে এই বিবেচনায়, [illegible] বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দ্যোতক গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র যত অধিক হয় ততই মঙ্গলের চিহ্ন বিবেচনায়, অভিনব পত্রের দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা তাহার অনুমোদন করিলাম।

২। "সধবার একাদশী। প্রহসন।" শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়েপাগলা বুড়ো" সমালোচনে আমরা তাঁহার হাস্যরসোদ্দীপন ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রহসনে গ্রন্থকার সেই ক্ষমতার অপর এক অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালী উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন বর্ত্তমান সম্প্রদায়ের যুবকগণ, যাঁহারা কলিকাতায় বর্ত্তমান অবস্থা ও কোন কোন ধনাঢ্য পরিবারের ইতিহাস জ্ঞাত আছেন তাঁহারা, ইহার পাঠে যৎপরোনাস্তি প্রহসিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অপর ইহাতে নিমচাঁদ নামক এক ব্যক্তির বর্ণনায় গ্রন্থকার যে সম্যক্ চাতুর্য্যের প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবশ্য সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় হইবে। আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রন্থকার তাঁহার নব্য রচনায় অশ্লীলতা-বিষয়ে সাবধান হয়েন নাই; তন্নিমিত্ত তাঁহার গ্রন্থ পাত্রবিবেচনা করিয়া সমর্পণ করিতে হয়। উপলক্ষ গল্পেরও আরম্ভ কি শেষের বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। পরন্তু তাহার যে স্থান পাঠ করা যায় তাহাই সম্পূর্ণ আহ্লাদজনক বোধ হয়। গ্রন্থের নিদর্শনস্বরূপে নিমচাঁদের অনুতাপবাক্য এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।)

হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ [illegible] কাছে বসেন না। আজ: আমার [illegible] হয়েছে বটে, কিন্তু আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি করেছে, কুলকামিনী কার্য্যান্তরব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্ত ভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনা প্রবাহে ভাসমানা আছেন, আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নয়নের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আসচে কি না এক এক বার মুখ ফিরয়ে দেখ্ছেন।—মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভূতে পেতো এখন মদে পায়—ডাক্ ওজা, ডাক্ ওজা, ঝাড়য়ে আমার মদ ছাড়য়ে দেক্—আমি সুরধুনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুনবো না;

[illegible] অতএব তাঁহার [illegible] বিষয়ে আমাদিগের অধিক বর্ণন [illegible] না। পরন্তু গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তব্য যে বহুবিবাহের দোষোদ্ঘোষণ নাটকের উপলক্ষ বিষয় নহে; তাহার বর্ণনে যে সকল [illegible] করিতে হয় তাহা নাটকে সহৃদয়তার ব্যাঘাত করে; আর তাহা ত্যাগ করিলে প্রকৃত দোষের পরিহারপূর্ব্বক সামান্যের অবলম্বন করা হয়, সুতরাং উভয় পক্ষেই ব্যাঘাত; এবং তর্করত্ন মহাশয় অনেক চতুরতা প্রকাশ করিয়াও তাহার সম্যক্ অপনয়ন করিতে পারেন নাই। তাঁহার নাটকের প্রথম ভাগে গবেশ বাবুর দ্বিতীয় বিবাহোপলক্ষক প্রস্তাবটী ব্যর্থ হইয়াছে; তাহার সহিত দ্বিতীয় প্রস্তাবের কোন সংস্রব নাই; সুতরাং তাহা গ্রন্থহইতে বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিলেও দ্বিতীয় প্রস্তাবের কোন হানি ঘটে না। অপর তৃতীয় অঙ্কের মধ্যভাগে প্রস্তাবের বিচ্ছেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহাও আমাদিগের উপলব্ধি হয় না। পরন্ত প্রথম প্রস্তাবটী পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট প্রস্তাবে উদ্দেশ্য বিষয়ের অত্যুপযুক্ত বর্ণন হই-[illegible]।) ঐ বিষয়ের স্থূল বিবরণ এই যে গবেশ নামা কোন অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তি এক নূতন বিবাহ করিয়া প্রথম স্ত্রী ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে অত্যন্ত অবহেলা করিত। সেই প্রযুক্ত সুবোধ নামা তাহার ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক পুত্র গৃহত্যাগ করিয়া লখনৌ নগরে প্রস্থান করে; ও প্রথম স্ত্রী বাটীর পার্শ্বে এক পর্ণ-কুটীরে অত্যন্ত ক্লেশে দিনযাপন করিত। ইতোমধ্যে এক দিবস ছোট স্ত্রী জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে কহে যে তাহার পুত্রের মরিবার সংবাদ লখনৌহইতে আসিয়াছে; তাহাতে সে একেবারে হতাশ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং পরে ঐ শোকেই তাহার মৃত্যু হয়। ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ছোট স্ত্রী স্বামীকে স্ববশ করিবার অভিপ্রায়ে কোন ঔষধ সেবন করায়; তাহাতে তাহার উদরে কোন বিশেষ রোগ হইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর মৃত্যুর দিবস তাহারও কাল হয়। অপর ঐ দিবসে ঐ জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর পুত্র লখনৌহইতে প্রত্যাগমন করত পিতা ও মাতার বিয়োগের সংবাদ পাইবা মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে তাহারও মৃত্যু হয়। এই ব্যাপার অতি পরিপাটীর সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে, এবং ইহার বর্ণনে তর্করত্ন মহাশয় আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। এতাদৃশ সকরুণব্যক্তি অল্প আছেন যাঁহারা ঐ বর্ণন পাঠে সজল-নয়ন না হয়েন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা একটী বর্ণন এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই আমাদিগের অভিপ্রেত ব্যক্ত হইবে।

"সুবোধ। (সবিষাদে) অ্যাঁ, তবে কি আমার মা নাই? (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

"সুধীর। (ত্রস্তভাবে) এ কি? এ কি? সুবোধ, ও সুবোধ, অমন করে্য পড়লে কেন? আঁ! ওঠ, ওঠ। এ কি? মূর্চ্ছা হলো না কি?—তাই তো, মূর্চ্ছাই যে হয়েছে দেখ্ছি। কি করি এখন? (চতুর্দ্দিক অবলোকন ও বস্ত্রদ্বারা ব্যজন) মূর্চ্ছা হবে আশ্চর্য্য কি? আমি এই জন্যেই এতো যত্ন কচ্ছি-

লেম, বলি আপাততঃ [illegible] রাখতে পারি। কিন্তু সেটা হবে [illegible]। [illegible] মাতৃবৎসল, একে মাকে স্বপ্নে দেখেই [illegible] হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে আসচে, তাতে এরূপ [illegible] তেও পারলেম না। হুঁ, এ সকল কথা কি [illegible] নাতে হয়? মনই জানতে পারে। মাতৃ [illegible] কি সাধারণ সামগ্রী? যেখানেই [illegible] গিরিদরী, নদ নদী, বিপুল মরুভূমি, [illegible] থাক, যেখানেই থাক, মাতৃস্নেহ [illegible] সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সে স্নেহ-বন্ধন [illegible] কেউ কি কখনো করতে পারে? সুবোধ বাবু, ও সুবোধ বাবু—উহুঁঃ (শিরশ্চালন) এখনো চৈতন্য [illegible] নাই, কি করি? আহা! [illegible] দিয়ে [illegible] লেন, এখানে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে, কেউ সংবাদ দেয় নাই, তবু অন্ততঃ স্বপ্নেও সেই অমঙ্গলের কথা জানতে পেরেছে, শোণিত সম্বন্ধের এমনি [illegible] শক্তিই বটে। সুবোধ—সুবোধ—বাবু-ও-ও।

"সুবোধ। (চৈতন্য পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস, কিঞ্চিৎ পরে সরোদনে) মা—মা—আমি কি আর তো-মাকে দেখতে পাবো না! মা বলো ডাকতেও পাবো না! মা বলা কি আমার জন্মের মত ঘুচলো! মা—আমি যে তোমাকে স্বপ্নে দেখে এত ব্যাকুল হয়ে আসচি, তা আর কি আমাকে তুমি দেখা দেবে না! এই জন্যেই কি স্বপ্নে জন্মশোধ দেখা দিতে গিয়েছিলে! মা—তেমন মিষ্ট করে সুবোধ বল্যে আর আমাকে কে ডাকবে! এত স্নেহ আমাকে কে করবে! মা—আমার প্রতি তো-মার কতই আকিঞ্চন ছিল; আমি যখন হই নাই, ঈশ্বরের নিকটে সন্তানের নিমিত্তে কতই প্রার্থনা করেছিলে; আমাকে গর্ভে ধারণ করে কতই ক্লেশ পেয়েছিলে; কিন্তু আমি ভূমিষ্ঠ হলে আ-মাকে দেখেই সে সকল দুঃখ বিস্মৃত হয়ে গিছিলে! পুত্র প্রসব করলেম বল্যে তোমার কতই সন্তোষ [illegible]

[illegible] করলেম। [illegible] আমাকে [illegible] এত কষ্ট পেয়ে [illegible] আমি [illegible], আমি [illegible] হতে তোমার কিছুই [illegible] এক বার দেখতেও পেলেম না। [illegible] হলো! মা আমার কোথায় গেল! [illegible] আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হলেম। [illegible] পণ্ডিত মোশাই, মায়ের আমার কি পীড়া হয়েছিল? পীড়া হলে কি কোন চেষ্টা হয় নাই? পিতা কি চিকিৎসক দেখান নাই? কোন ঔষধ সেবন করান নাই? সুশীলও কি নিকটে ছিল না? সুশীলকেও কি মায়ের নিকটে এনে দেওয়া হয় নাই? কেউ কি আমার মায়ের শুশ্রূষা করে নাই? মা কি আমার দীনদুঃখিনীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করেছেন? মৃত্যুকালে মা কি আ-মাকে সুবোধ বল্যে ডেকেছিলেন? কিছু বলেছি-লেন?"

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

[illegible]-সমালোচক মাসিক পত্র।

[illegible] সংখ্যা।] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩য় খণ্ড

গুজরাটের ইতিহাস।

বিক্রমাদিত্যের বহুকাল পূর্বে যে সময়ে যদুবংশীয় কুল-প্রদীপেরা কুরুক্ষেত্রের মহা-সমরানল প্রজ্বলিত করত আত্মীয়বর্গের রুধিরে ধর-ণীকে আপ্লাবিত করিয়াছিলেন, তাৎকালিক গুজরাটের নৃপতিবংশের ইতিহাস মহাভারতে প্রচারিত আছে। কুরুপাণ্ডবের সমরানল নি-র্বাণ হইবার কিয়ৎকাল পরে তদ্দেশে অপর ভূপালবর্গেরা আধিপত্য বিস্তৃত করেন; এবং তাঁ-হারা গুজরাটের দক্ষিণ বিভাগে সৌরাষ্ট্র-দেশে রাজপাট স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার সবি-শেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সমস্ত নৃপ-তিরা যদুবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎ-কালে মিশরদেশীয় বণিকেরা ঐ গুজরাটদেশে বা-ণিজ্য করিত, তাহা ঐ যদুবংশের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে এক প্রমাণ বলিয়া গণনা করা হয়; কেননা মিস-রীয় বণিকেরা ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রা-চীন সময়ে গুজরাটদেশস্থ ঐ যদুবংশীয় নৃপতি-বৃন্দের সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিল। জনশ্রুতি আছে, উক্ত যদুবংশের লোপ হইবার পর ঐ দেশে বাক্ত্রীয় রাজাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে বিক্রমাদিত্যের জন্মিবার প্রায় ডের শত বৎসর পূর্বে ডিমিট্রিয়স্ ও মিনান্দর নামক দুই জন বাক্ত্রীয় ভূপাল গুজ-রাট রাজ্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ভূপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা ঐ দেশে খ্রীষ্টাব্দের ২৫০ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরন্তু পশ্চিমদেশীয় বাণিজ্য এ দেশে প্রচলিত থাকাতেই কথিত মুদ্রা প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। ফলতঃ তৎপর অন্য হিন্দু রাজার আ-ধিপত্য হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্বংশীয় ভূপতিরা সিংহ বা শাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন; এবং তাঁহারা সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগের প্রধান রাজ-পাট সীহোর (সিংহনগর?) নামে বিখ্যাত ছিল। উক্ত সিংহবংশীয় নৃপতিরা বাহুবলদ্বারা প্রায় নব্য বোম্বাই প্রদেশের সমস্ত স্থান গুজরা-টের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ইতিহাসবেত্তারা বিভাবনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে লঙ্কাদ্বীপে ঐ সিংহবংশোদ্ভূত রাজাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইবাতে উহা ঐ সিংহবংশ-

হইতে সিংহল-দ্বীপনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিং- বদন্তী আছে যে মহাসমুদ্রবর্ত্তি অপর দ্বীপেও উক্ত সিংহবংশীয় রাজারা বাহুবল বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পরে প্রসিদ্ধ মালব দেশের গুপ্তবংশীয় পৃথিবীপালগণ শাহদিগের রাজত্ব লোপ করিয়া উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষে মহা আধিপত্য স্থাপন করেন।

গুজরাটে উক্ত গুপ্তবংশীয় ভূপালগণের রাজত্ব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল, কারণ উক্ত বংশের দ্বাদশটী ভূপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেও ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে আর একটী রাজত্বের উদ্ভব হয়, ইহা মানিত হইতেছে। তাহা বল্লভী-রাজত্ব বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল; এবং উক্ত নামে তাহার অতিপরাক্রান্ত রাজপাট সোমাদ্রি পর্ব্বতের অধিত্যকায় সংস্থাপিত ছিল।

৩১৯ ইংরাজী বৎসর অবধি সপ্ত শত অব্দ পর্য্যন্ত বল্লভী-রাজত্ব স্থায়ী হইয়াছিল। তৎপর সূর্য্যবংশীয় শিশুদিয়া ভূপালগণ গুজরাট দেশ অধিকৃত করেন। উল্লিখিত শিশুদিয়া বংশীয় ভূপালদিগের আধিপত্য সমস্ত গুজরাট এবং কচ্ছদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হুয়ান্ থসাং নামক চীন-দেশীয় ভ্রমণকারী উল্লিখিত ভূপালবৃন্দের আধিপত্যকালে গুজরাটে আগমন করিয়াছিলেন। তেঁহ তদ্দেশের সম্পদ্ ও আধিপত্যের বিষয়ে অতিশয় প্রশংসাবাদদ্বারা এতদ্দেশের যশঃকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি গুজরাট-রাজ্যে ঐ শিশুদিয়া-ভূপালবর্গের কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। যদিও তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা শৈব ছিলেন, তথাপি উক্ত বংশের শীলাদিত্য রাজার আধিপত্যকালে অর্থাৎ ইংরাজী পাচ শত অব্দে উল্লিখিত রাজবংশের ধর্ম্মান্তর হইবার কথা শ্রুত হওয়া যায়। জনশ্রুতি আছে যে পূর্ব্বোক্ত শীলাদিত্য মহীপাল আপন কৌলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৌদ্ধ মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যদবধি তাঁহার বংশীয়েরা বহুকাল পর্য্যন্ত জৈন ছিলেন।

জৈনদিগের মতে উঁহারা চতুর্বিংশতি অবতার তীর্থঙ্করনামে খ্যাত হন। তাঁহারা ক্রমশঃ জন্মগ্রহণ করতঃ [illegible] অনুষ্ঠান দ্বারা জৈনদিগের মত ও বিশ্বাসের মূল মন্ত্র প্রচার করেন। ঐ চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করগণের মধ্যে মহাবীর শেষ অবতারকালে কুণ্ডপুরে জন্ম পরিগ্রহ করেন; এবং খ্রীষ্টের জন্মের ষট্ শতাব্দীর পূর্ব্বে [illegible] মহানির্ব্বাণপূর্ব্বক পরলোক গত হন। তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রারম্ভকাল নির্ণীত করা হয়। কালক্রমে বৌদ্ধেরা দুর্ব্বল হইয়া উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষহইতে তিব্বত, চীন, তুরুষ্ক প্রভৃতি দেশে এবং সিংহলদ্বীপে গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করে। ইংরাজী দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত মত ভারতবর্ষে প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছিল। পরন্তু জৈনেরা গুজরাট, মহিসূর, আবূ, প্রভৃতি স্থানে মহা সমৃদ্ধির সহিত বাস করিয়াছিল। উপরোক্ত শীলাদিত্য ভূপাল জৈনমত-গ্রহণানন্তর গির্ণার ও শত্রুঞ্জয়ের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন দেবালয় সকল পুনর্নির্ম্মাণদ্বারা উল্লিখিত দুইটী নগর সুশোভিত করিয়াছিলেন। "রাসমালা" নামক গ্রন্থে শত্রুঞ্জয় অতিপ্রাচীন মহাতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গ্রীকদিগের আয়োনা এবং হিন্দুদিগের বারাণসী যাদৃশ পবিত্র স্থান বলিয়া বিখ্যাত, জৈনেরা কথিত নগরের প্রতি তদ্রূপ পাবনতা আরোপ করিয়া থাকে। জনশ্রুতি আছে যে জৈনেরা উক্ত স্থানের অবিনাশিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করে না, এবং কহে যে সৃষ্টি রসাতল গত হইলেও ঐ তীর্থ বিনষ্ট হইবে না। জৈনেরা দেবালয়-নির্ম্মাণে

অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। [illegible] দেবালয়সকল অদ্যাবধি পৃথিবীর মধ্যে প্রস্তরময় রচিত হয়; এবং ঐ সকল দেবালয় প্রায় পর্ব্বত-শিখরে [illegible] নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে [illegible] নির্ম্মিত হয়। জৈন দেবের নিকট দিবা রাত্রি ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে, জৈনোপাসকেরা কদাচ তাহা নির্ব্বাণ হইতে দেয় না।

অষ্টম শতাব্দীতে বল্লভী-বংশের লোপ হইলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গুজরাট দেশে কোন ভূপালই কুশলে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। ঐ সময়ে প্রকৃত অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল; এবং গৃহবিবাদেরও অপ্রতুল ছিল না। অবশেষে জয়শেখরদেব ও তদীয় ভার্য্যা রূপসুন্দরী, এবং রাজপত্নীর সহোদর সুরপাল, এই কয়েক জনহইতে তাঁহাদিগের রাজ্যের শেষ ও তাহার অপত্যহইতে পুনশ্চ অপর এক দৃঢ় রাজ্যের সূত্রপাত হয়। জয়শেখরদেব প্রাচীন চৌর-বংশীয় ছিলেন। উক্ত চৌর-বংশীয় নৃপতিগণ প্রসিদ্ধ সোমনাথ দেবের মন্দিরের নিকটবর্ত্তি দেববন্দর নামক স্থানে বহুকাল আধিপত্য করিয়াছিলেন।

একদা কোন দিগ্বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ সৌরাষ্ট্র দেশ অকারণে সহসা আক্রমণ করিবায় উক্ত ভূপাল জয়শেখর আপন রাজপাট পরিত্যাগপূর্ব্বক রয়নামক হ্রদের নিকট পলায়ন করিয়া তথায় প্রাচীন বল্লভী-সেনাদল সঙ্গুহ করত দুর্জ্জয় যবনসৈন্যের আক্রমণহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করেন। তৎকালে দক্ষিণ দেশে অতিবিখ্যাত শোলাঙ্কীবংশীয় ভূপালেরা অত্যন্ত যশস্বী এবং তেজোবন্ত ও পরাক্রান্ত ছিলেন। ভ্রমণশীল কবিদিগের নিকট তাঁহারা জয়শেখরের দুরবস্থার বিবরণ শ্রবণ করত তাঁহার পঞ্চাসুর রাজপাট আক্রমণ করেন। ভূপাল ঐ আসন্নবিপদ্দৃষ্টে সুরপালের প্রতি রাজ্ঞীকে স্থানান্তর করণের আদেশ প্রদান করত ঐ যুদ্ধে শত্রুদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। রাজ্ঞী তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; আপন ভ্রাতা সুরপালের সমভিব্যাহারে সেই অবস্থাতেই অতিব্যস্তে বিচিত্র রাজপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক বনাভিমুখে প্রস্থানপরায়ণা হইলেন। এ দিগে শোলাঙ্কী রাজা পঞ্চাসুর অধিকৃত করত গুজরাট দেশে আধিপত্য স্থাপন করিলেন।

অনন্তর রাজমহিষী বনমধ্যে এক রাজকুমার প্রসব করত শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া ভ্রমণ করিতে২ এক জৈন সিদ্ধের আশ্রমে উপস্থিতা হইয়া তাঁহাকে পিতাসম্বোধনপূর্ব্বক আশ্রয় যাচ্ঞা করেন, এবং যাবৎ সহোদরের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ না হয় তাবৎ ঐ সিদ্ধের আশ্রমে অবস্থিতি করিতে প্রণোদিতা হইলেন। সিদ্ধ রাজপুত্রকে অসাধারণ লক্ষণাক্রান্ত দর্শনে তাঁহার বনরাজ নাম রাখিয়াছিলেন, এবং অতিযত্নের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর গির্ণার পর্ব্বতের অরণ্যমধ্যে সুরপালের সহিত বনরাজের সাক্ষাৎ হয়। বনরাজ তরুণ অবস্থায় মাতুলের সহিত মিলিত হইয়া বৈরি নির্য্যাতন-জন্য যুদ্ধে যাত্রা করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তৎকালে তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম বলিয়া সুরপাল তৎপ্রস্তাবে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু বনরাজের অল্প-বয়ঃক্রমকালেই পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ হৃদয়ে জাগ্রৎ হইবাতে তিনি হস্তে তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক মাতুলের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন; "এই অস্ত্রে শত্রুদিগের শোণিতপাতদ্বারা যদ্যপি পিতৃলোকের তর্পণ করিতে পারি তাহা হইলেই আমার রাজপুত্র-কুলে জন্ম সার্থক হইবে। আর ইহাতে যদি অকৃত কার্য্য হই, তাহা হইলে সন্ন্যাস-

ক্ষেত্রে দেহপাতদ্বারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিব। ইহাহইতে পরম সৌভাগ্য আর কি আছে যে পিতার শোণিতের পরিশোধ-গ্রহণার্থ আমার কলেবর সংগ্রামে নিপাত হইবে।” সুরপাল বালকের এতাদৃশ দুঃসাহসিকতার কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এরূপ সাহস এবং বীর্য্যশীল না হইলে ক্ষত্রিয়কুলের গৌরবই বা কি? অতঃপর সস্নেহে বনরাজের মস্তক স্পর্শ করত ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বনরাজ পিতৃবৈরনির্য্যাতন-বিষয়ে সর্ব্বতো সুসিদ্ধ হইবার কোন উপায় করিতে পারেন নাই। কিন্তু তৎকালেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, শত্রুপক্ষের প্রভাব হত করিয়া যে সময়ে রাজা হইবেন, সেই সময়ে তাঁহার কোন হিতার্থিনী শ্রীদেবীকে তাঁহার মস্তকে অভিষেকের তৈল মৃক্ষণ করিতে দিবেন; তাঁহার এক সহচর চম্পাকে অমাত্য করিবেন; এবং অনহিল নামক সহচরের সম্মানার্থ নিজ রাজপাট তন্নামে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু যাবৎ পঞ্চাশত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হইয়া সময়ে সময়ে আপনাকে অসীম বিপৎসাগরে অভিভূত করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর ৭৪৩ ইংরাজী অব্দে শোলাঙ্কীর বিশাল আধিপত্য বিনষ্ট করত গুজরাটের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার জননী রূপসুন্দরীর শোকাবসান করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে গুজরাটের প্রাচীন রাজপাট অনহিলবারা, পূর্ব্বোক্ত বনরাজ ভূপাল ৭৪৩ ইংরাজী অব্দে মিত্রের স্মরণার্থে স্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অনন্যভক্ত মিত্র গুজরাটের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, এবং বনরাজের অভিষেকের সময়ে ক্ষত্রিয়-কৌলিক-প্রথানুসারে শ্রীদেবী রাজার মস্তকে তৈল-বিম্রক্ষণ তাহা অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল। অনন্তর বনরাজ [illegible] [illegible] করিয়া পরলোক গমন করেন; তাঁহার [illegible] [illegible], [illegible] ও আরব [illegible] [illegible] গুজরাটের বাণিজ্যের [illegible] উন্নতি হইয়াছিল; তৎসমকালিক যে সকল প্রাচীন লেখকের [illegible] নাম আছে তাহার মধ্যে অনেকের [illegible] নাম উল্লিখিত আছে।

বনরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মহারাজা যোগরাজ পিতার আসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। উক্ত মহীপাল বিদ্যা এবং বীরত্ব গুণদ্বয় দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন। তৎকালে পশ্চিম দেশবর্ত্তী যবনেরা তাঁহার রাজ্যান্তর্গত সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া বহুবার তথায় সাম্রাজ্য আক্রমণে উদ্যোগী হইয়াছিল। পরন্তু যবনেরা যত বার গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিল, যোগরাজের সেনাদল তত বার তাহাদিগকে দূর করিয়া নদীর পারহইতে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছিল।

মহারাজা যোগরাজের পরলোক প্রাপ্তির পর ক্ষেমরাজ, শ্রীভক্ত, শ্রীবার, এবং রত্নাদিত্য এই ভূপাল চতুষ্টয় খ্রীষ্টীয় ৮৪৯ বৎসরহইতে ৯১২ বৎসর পর্য্যন্ত গুজরাটের সিংহাসনে অবিরোধে সাম্রাজ্য করেন। তৎকালে গুজরাট-সাম্রাজ্য এতাদৃশ ঋদ্ধিমন্ত হইয়াছিল, যে আরব-দেশস্থ ভ্রমণকারীরা মহারাজা বনরাজের বংশধরদিগের কীর্ত্তি-ঘোষণা তাঁহাদিগের গ্রন্থে বাহুল্যরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রত্নাদিত্যের পর সামন্ত সিংহ গুজরাটের রাজা হইয়াছিলেন। উক্ত ভূপাল দক্ষিণ দেশের প্রাচীন শোলাঙ্কী-বংশীয় ৩টী রাজকুমারকে স্বদেশমধ্যে আশ্রয় প্রদানদ্বারা জীবন রক্ষা করেন। শত্রুর প্রতি এতাদৃশ অনুকম্পামাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না; উল্লিখিত ভ্রাতৃগণের মধ্যে

[illegible] অতি আপন [illegible] ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং একদা [illegible] মগ্ন হইয়া ভাগিনেয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ঐ ভাগিনেয়ের নাম মূলরাজ। তিনি [illegible] উক্ত হইয়া মাতুল ও তাঁহার বংশীয় সকলকে [illegible] মাতুল[illegible] করিয়াছিলেন। এতদ্রূপে ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট-দেশের চৌরবংশীয় ভূপালবৃন্দের আধিপত্য শোলাঙ্কী ভূপালদিগের হস্তে পরিণত হইয়াছিল।

কিন্তু মূলরাজ মাতুলের প্রাণ সংহার করিয়া সুখসে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই; যেহেতু ঐ দুষ্কৃতির অব্যবহিত পরেই আজমীর ও তৈলঙ্গের ভূপালদ্বয় তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। তাহাতে গুজরাট দেশ কোন্ পক্ষের হস্তে নিপতিত হইবে তাহা নিশ্চিত ছিল না। পরিশেষে বহু-যুদ্ধ-বিগ্রহের পর মূলরাজই জয়লাভ করিয়াছিলেন।

এই রূপে তিনি শত্রুদিগের আক্রমণহইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া গুজরাট দেশে বৃহৎ বৃহৎ কতকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তন্মধ্যে রুদ্রমালা নামে অতি প্রকাণ্ড একটী মন্দির অদ্যাপি সরস্বতী-নদী-তীরে বিদ্যমান আছে। ঐ স্থান সিদ্ধপুর নামে খ্যাত; এবং “তথাহইতে স্বর্লোক এক হস্ত দূরবর্ত্তী” এই রূপ সকলের বিশ্বাস আছে। অনন্তর মূলরাজ জুনগড় ও কচ্ছ দেশের রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করত দক্ষিণ দেশের রাজার সহিত পুনর্ব্বার এক সংগ্রাম উপস্থিত করেন। রাসমালা-নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে কচ্ছ দেশহইতে নর্ম্মদা ও ইন্দ্রাদ্রি পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাদৃশ অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াও জীবনের শেষ দশায় সুখস্বচ্ছন্দে আয়ুঃক্ষয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার শেষাবস্থায় তাঁহার মাতুলের প্রাণঘাতনরূপ পাপ তাঁহার মনে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইয়াছিল। অতএব তিনি ধর্ম্মচর্চ্চায় চিত্তাভিনিবেশ করত বৈরাগ্যভাবে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তি না হইবাতে আপন অধিকারে প্রত্যাগমন করেন; এবং বিবিধ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান ও আপন পুত্রকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক পুনঃ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন।

৯৯৭ ইংরাজী অব্দে তদীয় পুত্র চামুণ্ডদেব সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। পরন্তু ধর্ম্মানুরাগবশতঃ রাজ্যের প্রতি অল্পমাত্র সময় বিনিয়োগ করত অবশিষ্ট কাল পারত্রিক চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রসিদ্ধ আছে যে মহারাজা চামুণ্ডদেব ও তাঁহার পুত্র দুর্লভরাজ অল্পকাল রাজ্য ভোগ করিয়া আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপথে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে যৎকালে পাশ্চাত্য যবনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তৎকালে দুর্লভদেব কি তদীয় পুত্র মহারাজ ভীমদেব বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয় না।

যৎকালে গুজরাট দেশ উল্লিখিত ভূপালবৃন্দদ্বারা শাসিত হয়, সেই সময়ে যবনেরা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় স্বদেশ-সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক সমুদ্র-তরঙ্গবৎ হিন্দু-রাজ্য প্লাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তৎকালে পঞ্জাবে জয়পাল নামা এক পরাক্রান্ত অধিরাজ উল্লিখিত যবন আক্রমণকারিদিগকে প্রতিরোধ করেন। পরন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর গজননের অধিপতি মহমূদ ইংরাজী ১০০১ শতাব্দী অবধি ১০২২ অব্দ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করেন।

ফলতঃ কিছুতেইও পরিতৃপ্ত না হইয়া পরিশেষে মুলতানের অরণ্যহইতে বহির্গত হইয়া গুজরাটের সোমেশ্বর দেবের মন্দির অধিকৃত করেন। উক্ত দেবের ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে যে সকল ইতিহাস বর্ণিত আছে তাহা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। মহমূদ তৎসকলই অপহরণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে অনহিলবারা গুজরাটের রাজপাট ছিল। মহমূদ উক্ত রাজপাট আক্রমণে সমুদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু অপোগণ্ড রাজা ভীমদেবের সৈন্যগণ তাঁহাকে এরূপ পরাক্রমের সহিত প্রতিরোধ করিয়াছিল যে তিঁনি রণস্থলহইতে পলায়ন না করিলে কদাচ তাঁহার জীবন রক্ষা হইত না। তাঁহার সৈন্যের অনেকেই রণস্থলে শায়িত হইয়াছিল; এবং তিনি বহুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া বহুকষ্টে পুনঃ মুলতানের অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি এক শত ষষ্টি বৎসর যাবৎ ঐ যবনেরা গুজরাট পুনরায় আক্রমণ করে নাই।

মহমূদের মৃত্যুর পরে আর্য্যাবর্ত্তের ভূপালগণ একতাবদ্ধ হইয়া যবনদিগের আক্রমণ নিবারণের প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু মহারাজা ভীমদেব নিজ-পরাক্রমের অভিমানবশতঃ তৎপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। একতাবদ্ধ হিন্দু-ভূপালগণের মধ্যে চৌহানবংশের কুলপ্রদীপ মহারাজ বিশলদেব তৎকারণে গুজরাট আক্রমণ করেন। এই গৃহ-বিবাদই মুসলমানদিগের এতদ্দেশে আধিপত্য স্থাপনের একটী বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। যাহা হউক অতি দীর্ঘকালের পর উক্ত উভয় পক্ষেই সমরে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অসঙ্খ্য সৈন্যদিগের শোণিত-স্রোতঃ সঙ্গ্রামক্ষেত্রে প্রবাহিত হইল। মহারাজা ভীমদেব তাহা নিতান্ত অসহ্য বিবেচনা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ঐ বিবাদ-বিসম্পত্তি-সময়ে বিশল দেবের নামে এক নগর গুজরাটে স্থাপিত হইয়াছিল।

ইংরাজী ১০৫২ অব্দে ভীম দেব সোমনাথ ও অন্যান্য দেবের মন্দির পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত মন্দির সকল আবু ও আম্বুর পর্বতে অতি আশ্চর্য্যরূপে নির্মিত হয়; তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তদ্ভিন্ন মহারাজ ভীমদেবের মহিষী উদয়মতী রাজপুরী মধ্যে যে এক প্রকাণ্ড কূপ খনন করাইয়াছিলেন তৎকীর্ত্তি অনহিল-বারা নামক স্থানে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। মহারাজ ভীমদেব পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য ভোগ করণানন্তর ক্ষেমরাজ নামা জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যের ভার প্রদান করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষেমরাজ পিতৃসন্নিধান পরিত্যাগে বিরত হইয়া অনুজের প্রতি তদাদেশ করণপূর্ব্বক ১০৭২ ইংরাজী অব্দে বৃদ্ধ মহারাজের অনুবর্ত্তী হইলেন। উক্ত নবীন ভূপাল করণদেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইতিহাসগ্রন্থমধ্যে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ ও খ্যাতির সবিশেষ প্রশংসাবাদ শ্রুত হওয়া যায়। ইনিও পৈতৃক-কুলের ধর্ম্ম প্রতিপালনদ্বারা পূর্ব্বপুরুষদিগের মুখ উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন। তিনি করণাবতী নামে এক বিশাল নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ নগর তিন শত বৎসর পরে যবনভূপালকর্ত্তৃক অহমদাবাদ নামে খ্যাত হইয়া অদ্যাপি ঐ নামে বিখ্যাত আছে।

১০৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা করণদেবের মৃত্যু হয়। তৎকালে তদীয় পুত্র সিদ্ধরাজ অতি শিশু ছিলেন। তন্নিমিত্ত রাজপত্নী মৈনুলদেবী রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার যশ ও খ্যাতি অপরাপর বীরাগ্রগণ্যা সুবিখ্যাতা রাজপুত্ররমণীদিগের সদৃশ ভুবনবিখ্যাত ছিল। তাঁহার পতিকুলের মহীপালগণ যাদৃশ পরাক্রান্ত ও অতুল-

যশস্বী ছিলেন, রাজ্ঞী মৈনুলদেবী বিবিধ প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং সুকীর্ত্তি সাধনদ্বারা তদ্রূপ প্রশংসনীয়া হইয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কীর্ত্তিসকল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গুজরাটের প্রাচীন রাজপাট অনহিলবারা নামক স্থানে সিদ্ধদেব দুইটী প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিগে সহস্রাধিক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করত ঐ নগরকে পবিত্র করেন; এবং মালব দেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করত গঙ্গার সন্নিহিত দেশাদিতেও বাহুবল বিস্তারিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তেঁহ শ্রুত হন যে জুনগড় নামক প্রদেশে রাণীদেবী নাম্নী কোন পরমা সুন্দরী রমণী আছে; তাহার পাণিগ্রহণে তিনি উদ্যত হইয়াছিলেন। পরন্তু ঐ কন্যার সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইয়া রা খাঙ্গার নামা কোন যদুবংশীয় প্রধান ব্যক্তি তাহার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধরাজের সহিত সঙ্গ্রাম উপস্থিত করেন। তাহাতে যদুরাজের সৈন্যেরা পরাভূত হওয়াতে এবং রা খাঙ্গার স্বয়ং ধরাশায়ী হওয়াতে সিদ্ধরাজ উল্লিখিত কন্যাকে ধৃত করিয়া আপন বাটীতে লইয়া যাইতে সচেষ্টিত হয়েন। কিন্তু ঐ রমণী মৃত স্বামির চিতারোহণপূর্ব্বক সহমৃতা হওয়াতে সিদ্ধরাজ তদীয় স্মরণার্থ সেই স্থানে এক অপূর্ব্ব দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

রাসমালা নামক-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধরাজের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তিনি অপুত্রক থাকাতে প্রধান কম্প লোকেরা স্বর্গীয় ক্ষেমরাজের উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া রাজ্যভার প্রদানের অভিসন্ধি করিয়া জ্যেষ্ঠকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার রমণীরঞ্জক বেশভূষা অবলোকন করত সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং দ্বিতীয় সহোদরকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলে সমাগত প্রধানবর্গ লোকেরা বিনয়বাক্যে তাঁ-

হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তৃতপূর্ব [illegible] জয়সিংহ যে অষ্টাদশ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তাহা তেঁহ কি প্রকারে শাসন করিলেন। তাহাতে উক্ত ভূপাল প্রত্যুত্তর করিলেন, “তোমাদিগের অভিমত ব্যতীত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না।” কিন্তু এই চাটু বাক্য প্রধানবর্গের কর্ণে অপ্রিয় বোধ হইবাতে তিনিও অগ্রজের ন্যায় অপদস্থ হইলেন। অতঃপর সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমারপাল সিংহাসনে আরূঢ় হইলে তাঁহাকেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করা হইল; তাহাতে তেঁহ বীরদর্পে মত্ত হইয়া গাম্ভীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক খড়্গ নিষ্কোষ করত কহিলেন, “ইহারই আশ্রয়ে আমি সকল শাসিত করিব।” বীররসোন্মত্ত প্রধানবর্গেরা তদ্দর্শনে সকলেই হর্ষাকুল হইয়া শঙ্খধ্বনি ও উৎসব করিতে লাগিলেন।

হিমালয়-পর্ব্বতস্থ নীতি নামক পার্ব্বত্য পথ।

ভারতবর্ষ ও চীন-দেশের মধ্যস্থলে হিমাচল দুলঙ্ঘনীয়-ব্যবধানরূপে স্থিত আছে। ঐ অপরিসীম উচ্চ মহাভূধর-শ্রেণীর উভয়-পার্শ্বস্থ মনুষ্যগণ ঐ গিরিবরকে অতিক্রম করত কথিত উভয়-দেশমধ্যে অনায়াসে গতায়াত করিতে সমর্থ হয় না। ভূমণ্ডলে এতাদৃশ বৃহৎ পর্ব্বত আর কুত্রাপি নাই। প্রসিদ্ধ আল্‌প ও কর্ডিলেরাস্ ইহার উপমার যোগ্য নহে। পয়োধির অতলস্পর্শ গর্ভ এবং হিমগিরির অতুল্য উচ্চতা উভয়ই সদৃশ। পরন্তু ঐ পর্ব্বতের উত্তরে মনুষ্যের আবাস নাই বলিয়া যে সামান্য প্রবাদ আছে [illegible]

[illegible]

প্রাচীন [illegible] হিমালয় পর্ব্বতস্থ [illegible]

[illegible] আছে। [illegible] পর্ব্বত প্রসিদ্ধ আছে যে [illegible] পর্ব্বত। কোন কোন হিন্দু-[illegible]কের মতে [illegible] ও অলকা নদী মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে হিমালয়ের অপর পার্শ্বে মনুষ্যের বসতি আছে। ঐ সকল মনুষ্যকে তিব্বতীয় লোক বলা যায়। তাহাদিগের সহিত চীনদেশস্থ লোকদিগের রীতি ও চরিত্রের অনেকাংশে তুল্যতা দৃষ্ট হয়; এবং তাহারা ব্রিটিষ রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যাদি চীনদেশে প্রেরণ-পূর্ব্বক এতদুভয় রাজ্যের বাণিজ্যের সংস্রব রাখিয়াছে। কএক বৎসর হইল কাপ্তেন ব্যাটন্ সাহেব প্রায় দুই বৎসর কাল পূর্ব্বোক্ত-পর্ব্বত-প্রদেশের মধ্য দিয়া এক পথ-প্রস্তুত-করণে নিয়োজিত হইয়া তৎসময়ে ঐ

[illegible] করেন। তিনি যে [illegible] করেন, সেই স্থান “বিষ্ণুপ্রয়াগ” নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপ্রয়াগে ধাউলী এবং অলকানন্দার সঙ্গম সম্পন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে পঞ্চ মহাপ্রয়াগের কথা উল্লিখিত আছে ইহা তাহারই মধ্যে একটি। কিন্তু উহা তত্রত্য “দেবপ্রয়াগ” সদৃশ মান্য নহে। অলকনন্দার অপরাভিধান বিষ্ণুগঙ্গা; তাহার কারণ এই যে উল্লিখিত নদী [illegible] নিকটস্থ বিষ্ণুর পাদপদ্মের নিকট-হইতে বিষ্ণুগঙ্গা নামে অবতীর্ণ হইতেছে। আশ্রমত্যাগী, অবধূত, সন্ন্যাসী, যোগী ও ব্রহ্মচারিগণ সচরাচর ঐ আশ্রম সন্দর্শনে গমন করিয়া থাকে।

বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকটস্থ স্থানাদিতে বিবিধ বৃক্ষ লতাদি জন্মে। উহার চতুর্ব্বর্ত্তি স্থানে মধ্যে২ সামান্য পল্লী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উহার আরও অধিক উত্তরের স্থান শূন্য ও ভয়াবহ বোধ হয়, কিন্তু তথায় মনুষ্যের বসবাস আছে। ব্যাটন্ সাহেব ধাউলী নদী তটে যে বর্ত্ম প্রস্তুত করেন তাহা কথিত নদীর সহবর্ত্তী হইয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ঐ বর্ত্ম দিয়া আরও অধিক দূরবর্ত্তি উত্তরাভিমুখে আরোহণ করিলে তৎস্থলের স্বাভাবিক দৃশ্য তিমিরাবৃতবৎ নিবিড় বোধ হয়। বন্য গোলাব, দেবদারু, প্রভৃতি বৃক্ষ আর দৃষ্ট হয় না, তৎপরিবর্ত্তে ঝাউ ও দেবদারুর শাখা প্রশাখা সকল দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। ঐ বৃক্ষ উর্দ্ধে প্রায় নীহারের নিকট পর্য্যন্ত অবলোকিত হইয়া থাকে তদ্বিশেষ বিস্তারিত রূপে বর্ণনে উপকারের সম্ভাবনা নাই। তবে বক্তব্য যে প্রায় ৺৮৪২ হস্ত উর্দ্ধে একটী বৃহৎ পল্লী আছে, ঐ স্থানে লোকের অল্প বসতি নহে। তত্রত্য লোকেরা উহাকে নীতি বলিয়া থাকে। ঐ নীতির উত্তরে আর বসতি নাই; এবং ভূমি ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া হস্তি-শুণ্ডবৎ এককালে উন্নত চূড়া হইয়াছে; তদর্থে পর্য্যটকগণের তথায় ভ্রমণ অতিশয় দুষ্কর হয়। পর্ব্বতে আরোহণের নিমিত্ত যে এক সঙ্কীর্ণ পথ আছে তাহার কোন কোন স্থান কাষ্ঠের পুলদ্বারা নির্ম্মিত; তাহা অত্যন্ত দুর্গম। ঐ সকল প্রদেশে যান বা দ্রব্য বহনের নিমিত্ত কেবল ছাগ ও মেষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বণিগ্‌গণ ঐ মেষের পৃষ্ঠে বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া স্থানা-

[illegible] গমন করে। তাহারা [illegible] অক্ষম হইলে মেষের সাহায্যকে [illegible] ভাগ্য বিবেচনা করিয়া থাকে; এবং [illegible] গুরুতর দ্রব্যাদি অনায়াসে বহন করিয়া থাকে। কোন২ স্থানে পার্ব্বত্য মনুষ্যেরা [illegible] কার্য্য সাধন করিয়া থাকে।

পর্ব্বতের প্রায় ১০,০০০ হস্ত ঊর্দ্ধে বায়ুর [illegible] সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত শ্বাসক্রিয়ার অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব হয়। মুরক্রফ্‌ট সাহেব এতদ্বিষয়ের অতি [illegible] বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে যাইতে যাইতে এতাদৃশ সূক্ষ্ম বায়ু প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন যে, অতি কষ্টে তথায় শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিতেন। উহা বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা এতাদৃশ সূক্ষ্ম যে তাহার শ্বাস গ্রহণ করিলে শ্বাস বোধ হয় না, আর এক এক বার একেবারেই নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া থাকিত। দুই চারি পাদ অন্তর এই রূপ কষ্ট ক্রমাগত অনুভব করিতে লাগিলেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও এক এক বার নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগের লক্ষণ হইত। অপর কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অধিরোহণ করিবার পর তত্রত্য ভ্রমণকালীন কঠোর শীতলতা বিশেষ অনুভূত হয় নাই। কেবল হস্ত, গ্রীবা ও বদন রক্তবর্ণ ও ক্ষত হইত এবং ওষ্ঠ ও কর্ণহইতে মধ্যে২ কিঞ্চিৎ২ শোণিত পাত হইত। অপর অন্য কোন ভ্রমণকারী কাপ্তেন বলেন যে তাঁহার মূর্দ্ধায় সাঙ্ঘাতিক বেদনায় ও নিশ্বাসবদ্ধ হেতু দশ বার হাতের পর বিশ্রাম জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কাপ্তেন ব্যাটন এতদপেক্ষা আরও অধিক ক্লেশে অভিভূত হইয়াছিলেন। যৎকালে তিনি দাপা নামক তিব্বতীয় নগরে উপস্থিত হন সেই সময়ে তাঁহার এত শীঘ্র নিশ্বাস গ্রহণ হইতে লাগিল যে অবিলম্বে তাঁহার বিয়োগ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। নীতিস্থ ভোট মনুষ্যগণ বাল্যকালহইতে [illegible]

[illegible]

[illegible] থাকে।

[illegible] তাহারা পূর্ব্বে যে [illegible] দেখিয়াছিল [illegible] নীহারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। [illegible] মার্চ মাস পর্য্যন্ত [illegible] আবৃত থাকে। বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮ মাস ক্রমাগত পথসকল নীহারদ্বারা [illegible] হইয়া থাকে। এবং [illegible] রোহণের অন্য পথ নাই। কিন্তু [illegible] মাসের ১৫ দিবস পর্য্যন্ত [illegible] পর্য্যন্ত ও অন্যান্য স্থানাদিতে পথসকল মুক্ত হয়। ভোটবাসিদিগের সংস্কার আছে যে বায়ুর অল্প আঘাতে প্রচুর নীহাররাশি পর্ব্বতচূড়াহইতে নিপতিত হইতে পারে। তদর্থে তাহারা কোন বন্দুক বা বাদ্য যন্ত্রের সর্ব্বদা শব্দ করে না।

ঐ পর্ব্বতবাসিরা সরল ও নির্ব্বিবাদী। তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের প্রতিই তাহারা কৃষি কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া থাকে। বৎসর মধ্যে চারি মাস

[illegible] তাহা অতি [illegible] নাই। [illegible] তথায় অনেক [illegible] আছে; এবং তত্রত্য লোকের [illegible] নামক স্থানহইতে [illegible] হয়। কিন্তু ঐ পর্ব্বত এতাদৃশ [illegible] যে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১। "[illegible]-মুগতৃষ্ণা। শ্রীতারাকুমার চক্রবর্ত্তি প্রণীত।"—এই পুস্তকখানি "মিরাজ আফ লাইফ" নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ; এবং নীতি-জ্ঞানের উপদেশ ইহার অভিধেয়। ভাষার অনুরোধে ও রচনার প্রাঞ্জলতা লাভের আশয়ে প্রণেতা ইংরাজীর অবিকল অনুবাদ না করিয়া অনেক স্থানে কেবল ভাবের অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অভীষ্ট অনেক অংশে সিদ্ধ হইয়াছে মানিতে হইবে। আমরা শ্রুত হইয়াছি যে তেঁহ নব্য লেখক, অদ্যাপি সংস্কৃত কালেজের ছাত্রীয় বৃত্তিতে বিনিবিষ্ট আছেন; তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান গ্রন্থানুবাদ অবশ্য প্রশংসার মানিতে হইবে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্টে সহৃদয় পাঠকগণ যে আমাদিগের মতে একতা স্বীকার করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

"মরুভূমিতে ভ্রমণকালে উত্তপ্ত বালুকারাশিদ্বারা পদদ্বয় দগ্ধপ্রায় হইলে, তীব্রতর সূর্য্যকিরণদ্বারা কলেবর দহ্যমান হইলে, এবং বলবতী পিপাসায় কণ্ঠতালুকা পরিশুষ্ক হইলে, যখন কক্ষস্থিতবারিপাত্রে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, অবশিষ্ট পঙ্কিল জলটুকুও শুষ্ক হইয়া পাত্রতলে ধূলিভাবে লীন হইয়া আছে; দেখিবামাত্র যখন নিরাশায় পিপাসা দ্বিগুণ বলবতী হয়, যখন একপাত্র সুবর্ণবিনিময়ে এক পাত্র শীতল জল পাইলেও সুলভ বোধ হয়; যখন মুখনাসিকানয়নাদি উদ্ধূত ধূলিপটলে পরিপূর্ণ হয়, যখন ঈদৃশ অসহ্য যন্ত্রণায় ভ্রমণকারীরা নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেই সময়ে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর ভ্রমময় পদার্থ তাঁহাদিগের নয়নপথে উপস্থিত হয়। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতে থাকে যেন দূরে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা রহিয়াছে, যেন তাল তমাল নারিকেলাদি চিরহরিদ্বর্ণ তরুগণ তাহার চারি ধারে মনোহর নিকুঞ্জশোভা বিস্তার করিতেছে, যেন মরকতশিলা-সদৃশ দূর্ব্বাদলে জলসমীপ পর্য্যন্ত চারি ধার মণ্ডিত রহিয়াছে, যেন কমল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজকুসুমের পার্শ্বে পার্শ্বে কলহংসকুল যুগলবেশে বিহার করিতেছে, যেন তৃষিত পান্থকুলের দুর্ব্বিসহ দুঃখদর্শনে দীর্ঘিকার অন্তরাত্মা চিরকাল আর্দ্র রহিয়াছে, এবং সেই জন্যই যেন সে পবনকম্পিত তীরতরুর পল্লবরূপ অঙ্গুলিদ্বারা পিপাসিত পথিকগণকে জল দিবার নিমিত্ত বারংবার আহ্বান করিতেছে। তদ্দর্শনে তাহারা পুলকে

প্রফুল্ল ও কিয়ৎপরিমাণে বিশ্রান্ত হইয়া তৃষ্ণা-নিবারণার্থ সমুৎসুকচিত্তে সত্বরপদে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কি দুঃখের বিষয়! পথিকগণ পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া যত অগ্রসর হইতে থাকে, দীর্ঘিকাদিও তত দূরে অপসৃত হইতে থাকে। ক্রমে পিপাসার বৃদ্ধি হয়, শরীরে নিতান্ত ক্লান্তি জন্মে, এবং চলৎ-শক্তি একেবারে রহিত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা হতাশ ও মুমূর্ষু হইয়া সেই অগ্নিময় বালুকা-রাশিতে নিমগ্ন হয়, এবং বিলক্ষণ শিখিতে পারে যে, ইহারই নাম "মৃগতৃষ্ণা।" তখন আর সে শিক্ষায় কি ফল?"

২। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার আমাদিগকে অপর এক খানি পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহার নাম "শিবশতকং।" ইহাতে এক শত শ্লোকে তেঁহ শিবের স্তব করিয়াছেন। ঐ স্তবাবলী সুচারু হইয়াছে। শ্লোকগুলি কোমল সরল এবং সাধু; এবং ভাষা পরিশুদ্ধ বটে। এতাদৃশ শ্লোকমালা সংস্কৃত কালেজের উচ্চ শ্রেণীস্থ অধিকাংশ বালকে রচনা করিতে পারিলে কালেজের বিপুল গৌরব বৃদ্ধি হইবে। স্তবাবলী অবিমিশ্র সংস্কৃত বলিয়া তাহার বিশেষ সমালোচন বা উদাহরণ সঙ্গ্রহ করা হইল না।

৩। "মদন ভস্ম। প্রথম খণ্ড। শ্রী ভারতচন্দ্র সরকার প্রণীত।" ঢাকা কালেজে সুশিক্ষিত মহোদয়েরা সম্প্রতি মাতৃভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ মনুষ্টিত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের [illegible] খানি অভিনব পুস্তক প্রকাশিত কর[illegible] [illegible] পূর্ব্বতন [illegible] এবং তদভ্যাসে আমরা তাহার সমাল[illegible] বর্ত্তমান সমালোচ্য পুস্তক ঐ শ্রেণী[illegible] অতএব তাহাও সমালোচনার [illegible] কোন মতে বিহিত বোধ হয় না। [illegible] মহাদেবকর্তৃক [illegible] [illegible] আখ্যান; গ্রন্থকার তাহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে [illegible] করিয়াছেন। পরন্তু কবিবর মাইকেল [illegible] দত্তের দৃষ্টান্তানুসারে কেবল পয়ারের অ[illegible] না করিয়া নানাবিধ ছন্দ অমিত্রাক্ষরে [illegible] য়াছেন। ইহা উপযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু [illegible] ভাষায় অমিত্রাক্ষর নূতন কল্পনা; ইহা[illegible] কোন্ ছন্দ বিশেষ যোগ্য তাহা অদ্যাপি [illegible] হয় নাই। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় তাহার [illegible]পণ হইতে পারে; এবং নব্য কবি তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পরন্তু বক্তব্য হই[illegible] নূতন ছন্দ রচনা ও নূতন শব্দ রচনা [illegible] এবং আসিবে শব্দের স্থানে "আসিবে[illegible]" [illegible] স্থানে "উরে" উঠে বা উদয় হয় পদের স্থানে "উদে" ও উঠেনের স্থানে "উদেনি" কোন মতে বাঙ্গালী কি অন্য কোন ভাষার শব্দ নহে। কবি তাহা কল্পিত করিয়া তাহা বঙ্গভাষার শব্দ করিতে পারিবেন না।)